BINA

EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ

অন্বয়ানুবাদ

Pages 128

No. 8

অন্বয়-অনুবাদ ও মাননীয়ার সাক্ষী
সে-ও গীত — ১১নং

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।

ত্রয়োদশ স্তবক (Contd.)

হন্ত (অহো!) মৃগদৃশঃ! (হে সুলোচনাগণ!) স্বাগতং (আপনাদের শুভাগমন হউক), আস্যতাং (এস্থানে আপনারা উপবেশন করুন); যূয়ং (আপনারা) [এবং] দীনাঃ স্থ (দীনা হইয়াছেন), ময়ি (আমার প্রতি) বঃ (আপনাদের) মহান্ সদ্ভাবঃ (অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে); যতঃ (যেহেতু) স্বয়ং (আপনারা স্বয়ংই) ওদনং (ভোজ্য বস্তু) গৃহীত্বা (হস্তে করিয়া) ইতঃ (এস্থানে) প্রাপ্তাঃ (উপস্থিত হইয়াছেন); মম (আমার) এতৎ প্রতি (ইহার বিনিময়ে) উপ-কর্তৃতা ন অস্তি (উপকার করিবার ক্ষমতা নাই; [অতএব]) স্বেন ভাবেন এব (নিজ হৃদয়স্থিত প্রেমদ্বারাই) বঃ (আপনাদের) সন্তোষঃ (সন্তোষ) পরিপুষ্টিম্ এতু (সমৃদ্ধিলাভ করুক); মে অপি (এবং ইহাদ্বারাই আমারও) নিতরাম্ আনন্দম্ অস্তু (একান্তভাবেই আনন্দপরিপোষ হউক)॥ ৩॥ (৩৭)

৩১। অতঃপর সেই বিপ্রপত্নীগণ শরৎকালীন চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিগলিত অমৃতবিন্দু অপেক্ষাও সুমধুর, অথচ কোমল ও সুস্পষ্ট স্বররূপ পরি-মলের ধাবনহেতু কর্ণযুগলের সুখদায়ক ও

রমণীগণের অভীষ্টজনক শ্রীকৃষ্ণবাক্যকে সাধারণত: যথাশ্রুত অর্থের পরিবর্তে আদরবশত: উদার প্রীতিরই পরিচায়করূপে গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে যেন কৃতার্থ মনে করিলেন এবং নেত্ররন্ধ্র-দ্বারা তাঁহাকে অনায়াসে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বাহুযুগলের দ্বারা প্রীতিবিগলিত ও অবনত চিত্তে আলিঙ্গন-পূর্বক সৌরভশালী মনোরম অনুরাগকুসুমদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥ (৩৮)

৩২। অতঃপর সেই বিপ্রপত্নীগণ চিত্তদ্বয়ের সন্তাপনিবৃত্তিহেতু প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিয়া সর্ববিষয়ে নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিলে দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তকে মুগ্ধপ্রায় করিয়া পুনরায় এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৩৯)

[আপনারা সম্প্রতি] তৎ দেবযজনং (সেই দেব-যজ্ঞে) যাত (গমন করুন); অমী (আর সেই যাজ্ঞিক-গণ) পতিদেবতাভি: যুষ্মাভি: (আপনাদের ন্যায় পতিব্রতাগণের সাহায্যে) অধ্বরং (যজ্ঞক্রিয়া) পরিপারয়ন্তু (পরিসমাপ্ত করুন); যে (যাঁহারা)

অধীশ্বরময়ীং মম মূর্তিম্ অপি (আমার যজ্ঞরূপা মূর্তিরও) ভজন্তে (আরাধনা করেন), তে কৃতিনঃ অপি (সেই সুকৃতিগণও) মাম্ এব (আমারই) নাপি তোষয়ন্তি (সন্তোষ বিধান করেন) ।।১০।। (৪০)

৩৩। এইরূপে চন্দ্রমণ্ডল হইতে শীঘ্র সমাগত সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ কালকূটরাশির ন্যায়, পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণের অতিমধুর মনোরম শ্রীমুখমণ্ডল হইতে তাদৃশ বিরস ও অতিকটু বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যাজ্ঞিকপত্নীগণের আশা বিনষ্ট হইল এবং তাঁহাদের লোভারও হানি ঘটিয়াছিল ।। (৪১)

যথা — তস্য (শ্রীকৃষ্ণের) সা বাক্ (পূর্বোক্ত বাক্য), দীর্ঘাতিদীর্ঘতর-সংশ্রবণানুচিন্তা-সন্তান-পল্লবিত-কোরকিত-প্রতানাং (অতি দীর্ঘকালব্যাপী শ্রবণ, ও নিরন্তর চিন্তাহেতু পল্লবিত ~~এবং~~ ও পশ্চাৎ কোরকিতরূপে বিস্তারপ্রাপ্তা) আশালতাং (আশালতার) বিফলতাং উৎপাদয়ন্তী (বৈফল্য উৎপাদন করিয়া) দ্বিজবধূঃ (বিপ্রপত্নীগণকে) বিধুরীচকার (পীড়া-দান করিয়াছিল)।।১১।। (৪২)

৩৪। অতঃপর মুখমণ্ডলে মালিন্যযুক্ত যাজ্ঞিকবিপ্রবধূ-

গন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রবাহকে লুপ্তপ্রায় মনে করিয়া অপরিমিত অনাদরহেতু হৃদয়ে যেন অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন * এবং চিত্তে গুরুতর খেদ অনুভব করিয়াছিলেন। স্বর্গবৃন্দগণের দেহ যেরূপ ছায়াশূন্য,* হয়, তৎকালে তাঁহাদের দেহও সেইরূপ কান্তিশূন্য হইয়াছিল। নয়নযুগল অশ্রুকণার ভারে স্তিমিত ভাব ধারণ করিয়াছিল। নির্বাণোন্মুখী দীপশিখার ন্যায় তাঁহাদের দীপ্তিও মন্দীভূত হইল * এবং তালুদেশ শুষ্ক হইতে লাগিল। এতদবস্থায় তাঁহারা অতিশয় ভাবাবেশে একত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্বক কাতরতা ও আনুকূল্যসহকারে বাষ্পমিশ্রিত গদ্গদ ভাষায় কলস্বরে এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ (৪৩)

৬ প্রাণিমাত্রপ্রিয়স্য তে (আপনি প্রাণিমাত্রেরই প্রিয় বলিয়া, [আপনার]) অমুনা (এইরূপ) * অতিমাত্রং কর্কশেন (অতিকর্কশ) বচন-বিলসিতেন (বাক্যবিলাসের) অলং অলং (প্রয়োজন নাই); অহহ (অহো!) যৎ পরমর্মচ্ছেদি-বাক্যবজ্রপ্রয়োগঃ (অপরের মর্মপীড়াদায়ক এইরূপ যে বাক্যবজ্রের

প্রয়োগ), এষ: (ইহা) পুরুকরুণানাং (পরমকরুণা-
শালী পুরুষগণের) সুভব্য: পন্থা: ন হি (মঙ্গলময়
মার্গ অর্থাৎ সুনীতিসম্মত উপায় নহে) ॥১২॥ (৪৪)
৩৫। অতএব আপনি বিচার করুন। আমাদের
বর্ষের ইচ্ছা করিবেননা এবং আমাদের নয়নের
সুখ দূর করিবেননা ॥ (৪৫)
৩৬। আর, কিরূপেই বা আমাদের আপনার নিকট
হইতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হইবে?
হন্ত (অহো!) শিখরি-শিখরেভ্য: (পর্বতমালার
অগ্রভাগসমূহ হইতে) নির্গতা: (নির্গতা)
শৈবালিন্য: (নদীসমূহ) পুন: অপি (পুনরায়)
বিনিবৃত্তা: (প্রত্যাবর্তনপূর্বক) তান্ (পর্বতের
অগ্রভাগসমূহকে) ন আশ্রয়ন্তে (আশ্রয় করেনা),
অপি তু (কিন্তু) রত্নাকরান্ত:এব (সমুদ্রের গর্ভেই)
সমুপসীদন্তি (মিলিত হয়, [আর]) রত্নাকর:
অপি (সমুদ্রও [তৎকালে]) তাসু (তাহাদের
প্রতি) নিরপেক্ষ: (উদাসীন) ন ভবতি
(হয়না, [পরন্তু তাহাদিগকে নিজের উদরের মধ্যেই
স্থান দিয়া থাকে]) ॥১৩॥ (৪৬)

তথা। হে নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়! আপনি ব্যতীত আমাদের
অন্য কোন প্রিয় বন্ধু নাই; অতএব হে মুরদমন!
এমত অবস্থায় আমাদের পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন
কীরূপে সুখজনক হইতে পারে? ।। (৪৭)
যেহেতু, ঘনতরতমোহন্ধ: (প্রগাঢ় অন্ধকাররাশির
অভ্যন্তরে) ভ্রান্তিবিভ্রান্তমার্গা: (ভ্রান্তিবশত:
পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ) সুকৃতপাকাৎ (দৈবাৎ পূর্ব
পুণ্যফলে) প্রাপ্তমুচ্চৈ: আলোকং (উজ্জ্বল
আলোকবিশেষ প্রাপ্ত হইলে তাহা আর)
ন জহাতি (পরিত্যাগ করেন না); জনুষা অন্ধা:
(আর, জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ) বিধিবিলসিতেন (ভাগ্য-
ক্রমে) অযত্নম্ আসাদিতায়া: দিব্যদৃষ্টে:
(অনায়াসে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে তাহার প্রতি
[কখনও]) উপেক্ষাং (উপেক্ষা) ন বিদধাতি
~~উপেক্ষা~~ (প্রকাশ করে না) ।। ১৪।। (৪৮)
তথা। হে অশ্বদমন! আপনার পূর্বোক্ত বাক্য
স্নেহজনক নহে; সুনীতিই আপনার অলঙ্কার;
আপনার যশ:প্রভৃতি আমাদের কর্ণপুটে সংলগ্ন
রহিয়াছে; আপনার রূপ ও সৌন্দর্য সহস্র.

কন্দর্পের প্রভাব বিনাশ করে। ~~অতএব~~ সেইহেতু হে দামোদর! আমাদের আকুতি
কথা চিন্তা করুন এবং ইহার পর অল্প যাহা বলিব,
আপনি সর্বসংকাশেই তাহা শ্রবণ করুন।। (৪৯)

[হে নাথ!] যঃ (যিনি) সকৃৎ অপি (একবারও)
ভজতে ([আপনার] ভজন করেন, [কিম্বা]) যঃ (যিনি)
তব অস্মি ইতি বক্তি ('আমি আপনারই হই' এইরূপ
বলেন, [আপনি]) তং (তাঁহাকে) ন ত্যজসি
(পরিত্যাগ করেন না) ইতি ইয়ং স্বপ্রতিজ্ঞা
(আপনার এই প্রতিজ্ঞা) পাল্যতাং (পালন করুন);
উপাস্য! (হে আরাধ্যতম!)
কণ্টকাভৈঃ ([সম্প্রতি আমরা] কণ্টকতুল্য) কঠোরৈঃ
(কঠোর) কর্মভিঃ (কর্মসমূহদ্বারা) প্রকটকটু
(অতিশয় দুঃখজনক) গৃহগহনং (গৃহরূপ
অরণ্য) অপাস্য (পরিত্যাগপূর্বক) দাস্যঃ
ভবাম (আপনার দাস্য গ্রহণ করিতেছি) ।।১৩।। (৫০)

অয়ি, পতয়ঃ (পতিগণ) কদা অপি (কখনও)
নঃ (আমাদিগকে) ন সংগৃহ্নন্তু (~~স্বীকার~~ গ্রহণ নাই বা
করুন), বা (অথবা) বান্ধবাঃ (বান্ধবগণ)
মুঞ্চন্তু (পরিত্যাগই করুন), মাতরঃ ন পিতরঃ
ন ভ্রাতরঃ ন প্রজাঃ ন স্বীকুর্বন্তু (মাতা, পিতা,

ভ্রাতা ও সন্তানগণ স্বীকার না করুন); সুজনাঃ বা (অথবা, সজ্জনগণ) কামং (যথেচ্ছ ভাবে) উপহসন্তু (উপহাসই করুন), দুর্জনাঃ বা নিন্দন্তু (কিম্বা দুর্জনগণ নিন্দাই করুক), হন্ত (অহো! [আমরা]) ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া (আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়াই) ইদং বপুঃ (এই দেহের) নির্বাপয়িষ্যামহে (অবসান ঘটাইব) ॥১৬॥ (৫১)

তাই। হে দেব! সেই হেতু নিবেদন করিতেছি, আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন, উদাসীন হইবেন না; পরন্তু আমাদের অভিলাষ-পূরণে আগ্রহ করুন ॥ (৫২)

আরও, করুণার্ণব দেব! (হে প্রভো! কৃপাময় [আপনি]) প্রপন্নাঃ নঃ (আমাদের ন্যায় শরণাগতগণকে) অঙ্গীকুরুষ্ব (গ্রহণ করুন), সম্মোদয়স্ব (সন্তোষ প্রদান করুন), সদয়স্ব দয়স্ব (হর্ষোৎফুল্ল করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন); পাদারবিন্দদলদোলনবিপ্রকীর্ণং ([আমরা আপনার] পাদপদ্মের অঙ্গুলীরাজির সঞ্চালন-হেতু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত) নির্মাল্যমাল্যং (নির্মাল্য মাল্যকে) উরসা শিরসা বহামঃ (বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে ধারণ করিব) ॥১৭॥ (৫৩)

~~ঐ মন্ত্রে যাজন করিব ॥ ৫৭ ॥ (৫৩)~~

৪০। ~~অনন্তর~~ তৎকালে সুস্নিগ্ধ সহস্রকিরণশালী চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় স্বাভাবিক মনোরম বদনমণ্ডলবিশিষ্ট ও দন্তপাতিদ্বারা দাড়িম্ববীজেরও পরাভবকারী শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে শৃঙ্গারভাবযুক্তা, সর্বাঙ্গে মনোরম ভূষণমণ্ডিতা ও শ্রুতিসুখকর মধুরভাষিণী বিপ্রপত্নীগণের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক সুমধুর শুভ্র হাস্যচ্ছটায় অধরদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া এরূপ বলিয়াছিলেন — হে সৌভাগ্যবতীগণ! আপনারা কর্ণযুগলে সুখ উপভোগ করিয়াই আমার বাক্য শ্রবণ করুন; পরন্তু আপনাদের যেন কোনরূপ হঠকারিতা বা মনোবেদনার উদয় না হয়। আপনারা মঙ্গলের আশ্রয় বলিয়া আমার উক্তির প্রতি অবশ্যই মনোযোগ করিবেন ॥ (৫৪)

~~কৃষ্ণবিষয়ে (আমার প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের)~~
~~শ্রবণকীর্তনচিন্তনচাতুরী (শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যানবিষয়ে)~~

যদি (যদি) কৃতাধিয়াং (আমার প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের) শ্রবণকীর্তন-চিন্তন-চাতুরী চারুতরায়তে (মদ্‌বিষয়ক শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যানের চাতুর্য সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়), তদা (তাহা হইলে [উহা]) পুরস্সরতঃ মম (সাক্ষাৎ আবির্ভূত আমার) ঈক্ষণাৎ অপি (দর্শন অপেক্ষাও) বশীকৃতয়ে কৃতিনী হি ভবেৎ (সমধিক-ভাবেই আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়)॥১৮॥ (৫৫)

~~অয়ি (হে সৌভাগ্যবতীগণ! ধ্রুবং (অতএব [আপনারা])~~
~~যাত (নিজ নিজ গৃহে গমন করুন~~

অয়ি গতিকোবিদাঃ (অয়ি সন্মার্গবর্তিনীগণ!) তৎ (সেই হেতু [আপনারা]) যাত (নিজ গৃহে গমন করুন [এবং]) নিরন্তরং (নিরন্তর) আত্মনা (চিত্তদ্বারা) মে (আমার) অনুগতিং কুরুত (অনুবর্তন ~~অবলম্বন~~ করুন; [এইরূপে]) মদনুধাবনধূনিতবন্ধনাঃ (আমার অনুসন্ধানদ্বারা বিষয়বন্ধন দূরীভূত হইলে [আপনারা]) ভুবনবান্ধবং (নিখিল লোকের একমাত্র বান্ধব) মাং (আমাকে) ধ্রুবং এষ্যথ (নিশ্চয়ই পতিরূপে লাভ করিবেন)॥১৯॥ (৫৬)

বিশেষত:, ত্বাদৃশাং নৃজনুষাং (আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণজাতীয় মনুষ্যগণের) ইহ দেহে (এই শরীরে) মম (আমার) অয়ম্ (এই) অঙ্গসঙ্গ: (অঙ্গসংসর্গ) যোগ্য: অতিমঙ্গলং ন ভবতি (যোগ্যও নহে, মঙ্গলজনকও নহে); অন্ত: ([অতএব আপনারা] অন্তরে) ভাবাভিধেন বপুষা (প্রেমরূপ দেহদ্বারাই) রময়ধ্বং (আমার রতি উৎপাদন করুন), ময়া অপি (আমিও) ব: (আপনাদের) মহৎ (তাদৃশ ভবদীয় শরীরকে) মনসা (চিত্ত-দ্বারাই) সুদৃঢ়ং (দৃঢ়ভাবে) উপগূঢ়ং (আলিঙ্গন করিবা) [illegible]ই॥ ২০॥ (৫৭)

আয়, পতয়: (পতিগণ) ময়ি একতানাত্মন: (আমার প্রতি একান্তভাবে আসক্তচিত্ত) ভবাদৃশী: (আপনাদের ন্যায় পত্নীগণের সম্বন্ধে) ন বিদ্বিষন্তি (কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিবেন না, [কারণ]) যেন অনেন ময়া আত্মনা (এই যে, আমি আত্মরূপে সর্বত্র অবস্থান করি বলিয়াই) পতিসুত-ভ্রাত্রাদয়: (পতি, পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতি) অতিপ্রিয়া: (অতিশয় প্রিয়রূপে পরিগণিত হয়),

তস্মিন্ (সেই আমার উদ্দেশ্যে) অর্পিতাচিত্তবৃত্তিষু (চিত্তসমর্পণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি) একান্ (একমাত্র) মদুপেক্ষিতান্ হিত্বা (আমার উপেক্ষাভাজন মন্দভাগ্য-ব্যক্তিগণব্যতীত আর) কঃ জনঃ (কোন্ ব্যক্তিই বা) দ্বেষ্টুং ঈহিষ্যতে (বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পারে)? — ইতি (অতএব [আপনারা]) গতাশঙ্কং (নিঃশঙ্কচিত্তে) গৃহে গম্যতাং (গৃহে গমন করুন) ॥ ২১॥ (৫৮)

৪১। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে সেই বিপ্রপত্নীগণ সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্যের উদ্ভাবনকারী শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্ণিত সম্ভাষায় কর্ণপুটে গ্রহণপূর্বক তাদৃশ বাক্যকে সুধারসের ন্যায় পান করিয়া, উক্ত আদেশ পালন করাই অতিশয় সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা হর্ষভরে অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত তদ্বিষয়ে মনোনিবেশপূর্বক কামভাবের সঞ্চারণাদিরূপ দোষ গণ্য না করিয়াই, সমুচিত বস্তুর বিনিময়ে দায়লব্ধ বস্তুর ন্যায় তদীয় রূপলাবণ্য গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারাই হৃদয়ের পরিপূর্ণ হইলে হৃদয়জাত উৎকণ্ঠারূপ কণ্টকরাশি বহির্ভাগে উপস্থিত হওয়ায়

উঁহাদিগকেই নিরন্তর ~~অতিশয় সুমনোরম~~ প্রবল
সুশাটিবনপ্রভু অংশসমূহে রোমাঞ্চরাজিরূপে
ধারণ করিয়া সেই হরিণনয়নাগণ অতিকষ্টেই
সুখাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের
নয়নযুগলে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে-
ছিল এবং কোনরূপ আয়াসব্যতীতই শরীর হইতে
ঘর্মজলের বিন্দুসমূহ ক্ষরিত হইয়াছিল ॥ (৫৯)
৪২। এদিকে পূর্বে অন্তঃপুরমধ্যে ধর্মপরায়ণ
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ নিজ-নিজ-পত্নীগণের তাদৃশ
বহির্গমনকে ধর্মবিপ্লব মনে করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ
নির্বিচারে তাঁহাদিগকে অবরোধ করিতে চেষ্টা
করিলে তাঁহারাও বিশালসিন্ধু বানসমূহের ন্যায়
পীড়াজনক সেই পতিগণকে অগ্রাহ্য করিয়াই
অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইয়াছিলেন। কিন্তু
তাঁহাদের মধ্যে কোন এক বিপ্রপত্নী পতির
নিষেধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেননা। ঐ অবস্থায়
~~তিনি~~ গোপবালকগণের বর্ণনানুসারে কর্ণমার্গে
উপলব্ধ ব্রজযুবরাজের প্রবল রূপলাবণ্যের
স্ফূর্তিহেতু প্রেমরূপ কামনাময়ী ভাবনায় অন্তঃকরণের

বৃত্তিসমূহ স্তব্ধীভূত হওয়ায় তিনি বাহ্যব্যাপারশূন্যা
হইয়া দয়িত শ্রীকৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ আবির্ভূতের ন্যায়
দর্শন করিতে লাগিলেন। আর, তিনিই যেন বহির্ভাগে
প্রকট হইয়া উপদেশ প্রদান করায় তাঁহার সেই
আদেশানুসারে দেশান্তরগমনের ইচ্ছায়ই যেন
শুভমুহূর্ত লাভ করিয়া মুহূর্তকালমধ্যেই ব্রজধামের
অভ্যন্তরেই প্রিয়তমের সঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছিলেন।
তৎকালে প্রবল রতিকামনাই মমতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের
স্ফুরণরূপ যুক্তের সম্মুখবর্তিনী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-
প্রাপ্তির আশাপ্রদানহেতু অশ্রীকায়াবদ্ধ, সঙ্গযোগ্য
এবং অনুর্যাপনের অযোগ্য সেই বিপ্রলম্ভীস্বরূপ
স্বরূপকে নিরস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের
উপযোগী, আনন্দময়, অপরিবর্তনীয় ও সরস-
উপভোগ্য অঙ্গসমুদয় লাভ করাইলে তিনি যে
বহির্নয়নোদ্যতা অপর ললনাগণের সম্মুখেই
পরমসন্তোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গরূপ
রঙ্গ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কোনরূপেই
আশ্চর্যজনক নহে ॥ ৬০॥

৬১। যেহেতু তাদৃশ অনুরাগের অধীরভূতা

ললনাগণের শ্রীকৃষ্ণাধীন জীবন কোনরূপেই গুরুজনের অধীনতাশিকলে আবদ্ধ হয়না। আর, সেই ললনাগণের নিখিলসৌভাগ্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক ভাব উদয়োন্মুখ হইলে তাহা কোনরূপ অন্তরায়দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়না। এইহেতুই তৎকালে সেই বিপ্রবধূর দেহমাত্রই কেবল কালধর্মের প্রাপ্তিবশতঃ (অর্থাৎ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া) নবাচ্ছিন্ন মনোরম লতাখণ্ডের ন্যায় ভূমধ্যে অবস্থিত ছিল ॥ (৬১)

৪৪। পরন্তু তাঁহার নিজ দীপ্তিসমুজ্জ্বল হিতকর স্বভাব তদীয় জীবনের সহিতই ভগবানের অঙ্গসঙ্গরূপিণী রসকলার আধারস্বরূপ উত্তম দেহবিশেষে প্রবিষ্ট হইয়া, রাসলীলায় গৃহাবরুদ্ধা ব্রজকন্যাগণের রীত্যনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যাচার-দ্বারাই আগামী রাত্রিসমূহে তাঁহার আনন্দবর্ধন করিতে থাকিবেন। অতএব ভগবদ্বিষয়িনী রতির ও স্বয়ং ভগবানের অসাধ্য কিছুই নাই ॥ (৬২)

৪৫। এইরূপে সেই বিপ্রবধূ একবারমাত্র অনুশীলিত
শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজির কীর্তন-জনিত অনুরাগরূপ সমুদ্র
হইতে উদ্ভূত তদীয় দর্শনেচ্ছারূপ তরঙ্গ অতিক্রম
করিয়াই শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানের তীব্রবেগ-প্রভাবে
বিবিধ সংসার-বন্ধন ছেদন, স্বামী ও ধন প্রভৃতিকে
তৃণজ্ঞান ও নিবিড় যোগক্রিয়ার বলে অকালে
দেহত্যাগকারী পরম যোগিগণেরও নাম তিরোধান
করাইয়া নিমেষ কালমধ্যেই যে দেহত্যাগ করিলেন, তদ্দর্শনে [illegible]
তাদৃশ বিচিত্র ব্যাপারদর্শনে নিভৃতে মৌনভাবে
আত্মবিক্ষোভে দ্বিজগণ গ্লানিভরে হর্ষবিলোপ-
বশতঃ দেহের মালিন্য ধারণ করিয়া বারম্বার
এরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন॥ (৬৩)

তাহা এইরূপ— অহো (অহো!) শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়েন হীনমনসাং (যাঁহাদের
চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় রহিত, তাদৃশ ব্যক্তিগণের)
দাক্ষ্যং ধিক্ (ক্রিয়ানৈপুণ্যকে ধিক্), উদারতাং
ধিক্ (দানশীলতাকে ধিক্), আধিকাং বিদ্যাং
ধিক্ (বিবিধ বিদ্যাকে ধিক্), আত্মজ্ঞতাং ধিক্
(আত্মজ্ঞানকে ধিক্), শীলং চ ধিক্ (স্বভাবকে
ধিক্), অধ্বরাদিরচনাং ধিক্ (যজ্ঞাদির অনু-

মৌনকে ধিক্), পৌরুষং ধিক্ (পুরুষকারকে ধিক্), ধিষণং ধিক্ (বুদ্ধিকে ধিক্), ধ্যানাসনধারণাদিকং ধিক্ (ধ্যান, আসনবন্ধ ও ধারণাদি যোগক্রিয়াকে ধিক্), মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞতাং ধিক্ (মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞানকে ধিক্), জন্ম ধিক্ (উচ্চকুলে জন্মকে ধিক্ [এবং]) জীবিতং ধিক্ (জীবনকে ধিক্)।।২২।। (৮৪)

আসাং (এই নারীগণের) শৌচং ন (শৌচাচার নাই), বেদাধ্যয়ন-জপহোমাদ্যধিকৃতিঃ ন (বেদপাঠ, জপ ও হোমাদিতে অধিকার নাই), সংস্কারঃ ন (উপনয়নাদি সংস্কার নাই [এবং]), আত্মশ্রবণ-মননাদি-ব্যবস্কৃতিঃ ন (আত্মতত্ত্বের শ্রবণ ও মননাদি বা অনুষ্ঠান নাই), তথাপি (তথাপি) প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমেই) হরিগুণগণে (শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজি) কর্ণবিবরং গতে (কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে [ইহাদের]) ঈদৃক্ (এরূপ) ব্যবসিতিঃ আসীৎ (সাধুপ্রচেষ্টার উদয় হইয়াছে) অহো প্রেমমহিমা! (প্রেমের মহিমা কী বিচিত্র!)।।২৩।। (৮৫)

৪৭। পুনরায় সেই বিপ্রগণ বিস্ময়সহকারে সেই বিগতপ্রাণা বিপ্রবধূকে দর্শন করিয়া বলিলেন —

'অহো! ইঁহার সম্বন্ধে আর কী বলিব? যেহেতু-
যোগেন (যোগক্রিয়ায়) ষট্‌চক্রক্রমভেদখেদপটব:
(বহুপ্রয়াসে ক্রমশ: ষট্‌চক্রভেদে নিপুণ হইয়া)
যোগীশ্বরা: (পরমযোগিগণ) কৃচ্ছ্রেণ এব (অতি-
কষ্টেই) বশীকৃতানিলভরা: (বায়ুর গতি বশীভূত
অর্থাৎ প্রাণায়াম
করিয়া) লীলালয়ং (শরীর) মুঞ্চন্তি (পরিত্যাগ
করেন), তু (কিন্তু) এষা (ইনি) প্রিয়দর্শনাভিলাষিত-
প্রস্থানবাধাবশাৎ (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে
যাত্রার বাধাবশতঃই) যোগীন্দ্রৈ: অপি (পরম-
যোগিগণেরও) দুর্লভং (দুর্লভ) পদম্ অগাৎ
(স্থান লাভ করিয়াছেন)। প্রেম্ন: প্রক্রম: অদ্ভুত:
(প্রেমের রীতি বস্তুতঃই অদ্ভুত) ॥২৪॥ (৬৭)

৪৮। আর, আমাদের দৌরাত্ম্যের কথা কী বলিব?
যেহেতু [আমরা] ভগবত: (শ্রীকৃষ্ণের) তে
(সেই) অনুচর্যা: (অনুচরগণকে) দৃষ্ট্বা অপি
ন দৃষ্টা: (দেখিয়াও দেখি নাই, [কিম্বা]) অমুষ্য
(শ্রীকৃষ্ণের) যাচিতং (অন্ন প্রার্থনার কথা) শ্রুত্বা
অপি তৎ ন চ শ্রুতং (শুনিয়াও তাহা শুনি নাই)।

৪৯। অতএব আমাদের মনে হয়,

তেন এব (সেই শ্রীকৃষ্ণই) আসাং প্রসাদবিধিৎসয়া হি
(একমাত্র তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের নিমিত্তই)
ধীমতাং অপি নঃ (আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-
গণেরও) মনসঃ বিমোহঃ (চিত্তের এইরূপ মোহ)
ব্যরচি কিং নো (উৎপাদন করিলেন কি?) ২৫॥ (৫৮)

৫০। বেদজ্ঞানবিভূষিত সেই বিপ্রবরগণ ধরাতলে
উপবিষ্ট হইয়া পরম আত্মধিক্কারমূলক বৈরাগ্যবশতঃ বাক্যালাপ
পরিত্যাগপূর্বক পূর্বোক্তরূপ বিলাপ আরম্ভ করিলে
কিয়ৎকাল পরেই তাঁহাদের পত্নীগণ
প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদলাভে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে
নিকটে আগমন করিলেন ॥ (৫৯)

৫১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দদ্বারা
চিত্তের সমৃদ্ধিহেতু তৎকালে তাঁহারা অকৃত্রিম
শোভাযোগে অপূর্ব কান্তিরাশি ধারণ করিয়াছিলেন।
অপরিমিত গুণরাশির বহনহেতু তাঁহাদিগকে
তখন অন্য ললনা বলিয়াই মনে হইতেছিল। তাঁহারা
মনোরম নয়নযুগলদ্বারা হর্ষজনিত অশ্রুবিন্দু-
সমূহের লাবণ্য উদ্গীরণ করায় মনে হইতেছিল,—
সে, তাঁহারা পূর্বে নয়নযুগলদ্বারা নির্ভয়ে

শ্রীকৃষ্ণের ~~যে~~ রূপলাবণ্যামৃতের যে কলাসমূহ পান
করিয়াছিলেন, সম্প্রতি যেন তাহারই উদ্গিরণ
করিতেছেন। ~~ইহারা পূর্বের অভ্যাসবশতঃ নিজ নিজ
গৃহে প্রবেশ করিলে~~ তাঁহারা নবীন পতি শ্রীকৃষ্ণের
সাক্ষাৎকারহেতু প্রফুল্লচিত্তে পূর্বের অভ্যাসবশতঃ
নিজ-নিজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া মূর্তিমতী দয়ার
ন্যায় ও নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগান্বিতা মূর্তিমতী
বুদ্ধির ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। এইরূপে
অসীম সৌভাগ্যশালিনী ও সর্ববিধ-বন্ধনবিমুক্তা
বিপ্রপত্নীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে সুকৃতিশালী
উদারচিত্ত বিপ্রগণ তাঁহাদের প্রতি পত্নীবুদ্ধিযুক্ত
হইয়াও সেই সুন্দরীগণকে দর্শন করিয়া ধনলাভে
পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া
শ্রদ্ধা-সঙ্কোচ-ভক্তি-সহকারে পাদ্যোপস্থাপন-
পূর্বক পূর্ব হইতেই সর্বাপেক্ষা সমধিক
সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের দিকে
অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবহার
বিচিত্র নহে; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত
ব্যক্তিগণের দর্শনের প্রভাব এইরূপেই প্রকৃত
প্রেমশোভা প্রকাশ করিয়া থাকে॥ (৭০)

~~শ্রেষ্ঠশোভা প্রকাশ করিয়া থাকে। (৭০)~~

৬২। এদিকে সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনরূপ সমুজ্জ্বল সুবর্ণ-সম্প্রাপ্তিলাভে মানসিক উল্লাস ধারণ করিলেও তাঁহাদেরই একজনকে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-জনিত শোকবেগে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া এরূপ বলিতে লাগিলেন — "অহো! এজগতে ইঁহার ন্যায় মাননীয়া ও সৌভাগ্যবতী আর কেহ নাই; যেহেতু ইনি আমাদের অপেক্ষাও পূর্বেই নবীন পুরদ্বারের অগ্রভাগেই ~~চিরকালের~~ প্রতিজন্মে সাক্ষাৎ-প্রাপ্ত সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত, তদীয় অঙ্গসংশ্লিষ্টের উপযোগী মঙ্গলময় স্বীয় অঙ্গ ~~রাজির~~ নিচয়ের পরমশ্লাঘনীয় সম্বন্ধযোগে বিহার করিতেছেন। ~~আমরা ভাগ্যহীন~~ সেইহেতু আমরাই মন্দভাগ্যা, অন্য ইনিই বস্তুতঃ ধন্যা!" ~~অন্য~~ এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা মুহূর্তকাল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ (৭১)

৬৩। অকৈতবার স্ববিষয়ক প্রীতির স্বরূপাভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সেই দ্বিজপত্নীর দেহত্যাগ-রূপ কীর্তি অবগত হইয়া হৃদয়ের কোমলতা-

বস্তুত: ক্ষুধাবেগে চাঞ্চল্যরূপ তরঙ্গাবেগে
আবদ্ধ হইয়াই যেন সর্বজনবিস্ময়ান্বিত রূপে আবদ্ধ
সেই ভোজনবিষয়েও রুচি বোধ করিলেন না। অতএব
তিনি রুচির অনুগামিনী অপারিমেয় প্রেমনদীর
অভ্যন্তরে রঙ্গলীলা স্বীয় ইচ্ছাকেই অবলম্বন করিয়া
কর্তব্য বিষয়ে নিপুণতা হেতু সেই
ত্যক্তপ্রাণা বিপ্রপত্নীকে নির্দোষ বিলাসশীলা
ললনামণ্ডলীর পূজারি পাত্রী করিয়া সত্বরই
অনুরাগময় স্বীয় অঙ্গসংসর্গের উপযোগিনী
বলিয়া নিজের সহিত মিলিতারূপে অবধারণ-
পূর্বক অনতিবিলম্বেই বলদেবের সহিত সহচর-
গণের সেই অন্নভোজনের অনুমোদন পূর্বক
স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে আহার করিয়াছিলেন। তৎকালে
স্বভাবত: সুস্বাদু সেই অন্ন যাজ্ঞিকপত্নীগণের
অনুরাগরসে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
অতিশয় সরস ও আস্বাদযোগ্যই হইয়াছিল॥ (৭২)

৭৩। এই কাণ্ডে সর্বজনরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ সরস হাস্য পরিহাস-
মূলক সন্তোষের অবতারণা দ্বারা দীপ্তিমান,
সহচরবর্গের সহিত অতি সুচারুরূপে

অর্থাৎ একসঙ্গে ভোজনক্রিয়া
সহভোজনাদি কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক অপরাহ্ন কাল উপস্থ
নিকটবর্ত্তী হইলে ধেনুগণের একত্র সমাবেশের
নিমিত্ত স্বীয় সর্ব্বোৎকর্ষ বিস্তারকারী কামনায় ধরাতলে
অবতীর্ণ, পুষ্ট- সাক্ষী ও সখাগণের মৃগয়ার উপ-
যোগী বা গুরু (বেণুক-বন্ধু) তুল্য মুরলীধ্বনি ছলে
সূর্য্যচ্ছায়া তরুলতাদি বিলম্বিত দিগ্‌বধূগণের
অংসসমূহে নানাবিধ বিকাশ সঞ্চার করিয়াই
যেন ব্রজ ললনাগণের দিবসকৃত (বিরহ) সন্তাপরাশি
দূরীভূত করিয়া ব্রজের অভিমুখে যাত্রা করিয়া-
ছিলেন ॥ (৭৩)

[তৎকালে] গোধূলীধূম্র কুন্তলকলসদালিকঃ
(তাঁহার ললাটপ্রান্তে গোধূলিরাশির সংস্পর্শে
ধূম্রবর্ণ মনোরম অলকাবলী অপূর্ব্ব শোভার
বিস্তার করিয়াছিল); তির্যগুষ্ণীষবন্ধ-প্রেঙ্খোলৎ-
কৈঙ্কিরাত স্তবক-নবকলং ([তিনি] তির্যক্‌ভাবে
আবদ্ধ উষ্ণীষের মধ্যে চঞ্চল অশোক গুচ্ছের
সহিত নবীন লিঙ্গ কলাদি বিন্যাস সহকারে সন্নিবদ্ধ)
বর্হিবর্হং দধানঃ (ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন);
আবলৎকুণ্ডলশ্রীঃ (তাঁহার গণ্ডদ্বয়ে

চঞ্চল কুণ্ডলযুগলের শোভা বিকৃত হইয়াছিল
[এবং]) দিনকর-কিরণ-ক্লান্ত কর্ণোৎপলান্তর্নির্গৎ-
কিঞ্জল্ক কেলিলচ্ছুরিত-লসত্তর-স্বিন্ন গণ্ডান্তলক্ষ্মীঃ
(সূর্যকিরণের সংস্পর্শে মলিন) প্রান্ত কর্ণোৎ-
পলের অভ্যন্তর হইতে নির্গত কেশরসমূহের
কিয়দংশ দ্বারা রঞ্জিত এবং ঈষৎ ঘর্মসিক্ত গণ্ড-
যুগলের প্রান্তভাগে অতিশয় শোভার উদয়
হইয়াছিল)॥ ২৬॥ (৭৪)

মন্দপ্রস্থান লীলামৃদুমর্দুর রণন্মঞ্জুমঞ্জীর নাদ-
শ্রেণীসংবাদ্যমান-শ্রুতিমৃদু মুরলীধ্বাননিষ্ণাতকর্ণঃ
(তাঁহার কর্ণযুগল, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ হেতু
মৃদুমর্দুর ধ্বনিযুক্ত নূপুরযুগলের শব্দসমূহের
সহিত একতানে আবির্ভূত শ্রুতিরাজির সহযোগে
সুকোমলতাপ্রাপ্ত মুরলীধ্বনির গুণবিচারে
অতিশয় নিপুণ ছিল)। সঃ (তিনি [এইরূপে])
অগ্রজাতং (বলদেবকে) অগ্রে (অগ্রভাগে
[ও]) সহচরনিকরং (সহচরগণকে) পৃষ্ঠতঃ
পার্শ্বয়োঃ চ কৃত্বা (পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে
স্থাপন করিয়া) নয়নবতাং (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের

সমুখে) তনুমান্ (মূর্তিমান্) প্রেমানন্দঃ ইব (প্রেমানন্দের ন্যায়) ব্রজং প্রাবিশৎ (ব্রজপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন)॥ ২৭॥ (৭৫)

এইরূপ, সায়াহ্নঃ এব (সায়ংকালই) অগ্রতঃ (সর্বাগ্রে) শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবস্য কথনং (শ্রীকৃষ্ণের আগমনোৎসবের বার্তা) সঞ্চতে (বহন করিতেছিল); অনন্তরং (অনন্তর) গোধূলয়ঃ (গোধূলিরাশি) তৎ (সেই বার্তাকে) বহুতরীকুর্বন্তি (বহুলভাবে প্রচার করিতে লাগিল); [আবার] বেণুস্বনাঃ (বেণুগানের হৃষ্টধ্বনিসমূহ) তৎ (সেই বার্তাকে) সত্যং সত্যম্ ইতি ইব (সত্য সত্যই তাঁহার আগমন হইয়াছে এই বলিয়াই যেন) দৃঢ়তরীকুর্বন্তি (আরও দৃঢ়তর করিতেছিল; [পরন্তু]) তত্র অবসরে এব (সেই সুযোগেই) বেণুস্বনঃ (বংশীধ্বনি) মৃগদৃশাং (সুলোচনা ব্রজরমণীগণের) মনঃ (চিত্ত) মুষ্ণাতি (অপহরণ করিতে লাগিল)॥ ২৮॥ (৭৬)

২৯। এইরূপে গোপরমণীগণ সমগ্র দিবস উৎকণ্ঠারিসের আবেশ অনুভব করিয়া (অর্থাৎ উৎকণ্ঠিত থাকিয়া) মালনপ্রসূন কুমুদিনীর ন্যায় হর্ষশূন্যহৃদয়ে প্রত্যেকটি ক্ষণকে সহস্র বৎসরের

ন্যায় মনে করিয়া অপরিমিত পরম অনুরাগ অবলম্বন-
পূর্বক সন্ধ্যাকালে প্রিয়তম গোকুলচন্দ্রের দর্শন-
লালসায় আনন্দজনিত রমণীয় ভাব লাভ করিয়া
লজ্জাসঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।। (৭৭)
৭৮। এই সময়ে সূর্যদেব পশ্চিম দিক্ আশ্রয়পূর্বক অদর্শন
ধারণ করিলে তারকারাজি আকাশমণ্ডলে
অবতীর্ণ না হইতেই সেই গোপললনাগণ কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ-
শিখরের অগ্রদেশরূপ গগনতলে অপর তারকা-
রাজির ন্যায় উদিত হইয়া পরম সৌভাগ্য-
সম্পদের পতাকাসমূহের ন্যায় বিরাজ করিতে
লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা অতি চঞ্চল ভ্রূলতা-
যুগলের চিন্ময় লীলাকৃত রঙ্গরাজির সহযোগে
গগনমণ্ডলকে যেন যমুনার তরঙ্গমালাদ্বারা
সমৃদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত করিতেছিলেন। আর, সেই
সুলোচনাগণ পর্যায়ক্রমে নয়নের নিমীলন ও
উন্মীলনহেতু যথাক্রমে ধবলিমা ও নীলিমাযুক্ত অর্থাৎ শ্বেতাভ ও নীলাভ
চঞ্চল অপাঙ্গবিক্ষেপদ্বারা গগনমণ্ডলের
স্থানে স্থানে যেন শুক্লবর্ণ ও নীলবর্ণ
উৎপলরাজির শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইরূপ তাঁহারা চুম্বনকালে মনোরম দন্তাবলির
কান্তিশোভিত বদনমণ্ডলসমূহদ্বারা কেশরাবলির
শোভাযুক্ত পদ্মবনের সৌন্দর্য্যকেও যেন পরাভূত
করিয়াছিলেন। আর, সেই ~~রমণী~~ ললনাগণ নিজ-নিজ-
চিত্তরাজ্যে বিরাজমান ও অতিশয় চমৎকারিতাজনক,
কন্দর্পরাজের সংগ্রামকে বাহির্দেশে প্রকট করিবার
ইচ্ছায়ই যেন তাদৃশ ভ্রূভঙ্গী, চঞ্চল কটাক্ষ ও
চুম্বনশালী বদনমণ্ডলদ্বারা দূর হইতেই শ্রীকৃষ্ণের
মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যকে নিজেদের নিকটে আনয়ন
করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ (৭৮)

৭৯। এই সময়ে কোন ~~রমণী~~ ললনা স্থিরতর অনুরাগ-
হেতু ~~[illegible]~~ অপস্মৃতা হইয়া আগতপ্রায়া রজনীর
উৎসববিষয়ক আনুকূল্যবশতঃ হৃদয়ে অতি-
প্রবল অভিলাষবিশেষ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে
নিজের সম্মুখে উপস্থিত মনে করিয়া, 'ইনি
অবশ্যই আমার গৃহে আগমন করিবেন'—
এইরূপ ধারণাক্রমে হর্ষভরে সখীর মুখের দিকে
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ (৭৯)

৮০। কোন এক ~~রমণী~~ ললনা ধৈর্য্যহীনা হইয়া উত্তর কর-

পুটে মুক্তামালা ধারণপূর্ব্বক কাতরদীনস্বরে সখীকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন — হে কুন্দদন্তি! মত্তগজ-
গামী এই ব্রজরাজকুমার যে পর্য্যন্ত না অন্য কোন
মনোরমা ললনার গৃহে গমন করেন, তাহার পূর্ব্বেই
উঁহাকে এখানে লইয়া আসিও। তুমি আমার এই
একাবলীমালা ও প্রকামপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর।
যদি তুমি আমার জীবনরক্ষায় ইচ্ছা কর, তাহা
হইলে আর বিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ে সত্বর
যত্নবতী হও॥ (৮০)

অন্য কোন ললনা বলিলেন — হে সখি! গুরুজনগণ
বাক্যবাণের আঘাতদ্বারা আমার কী করিবেন? আর,
এই লজ্জার পীড়াই বা সহ্য করিব কেন?
চল, আমরা আনন্দসাগরে নিমজ্জনের আশায়
সর্ব্বসন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোরমপুষ্পবর্ষণকারী
তরুণ কল্পতরুস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্দ্দিক
হইতে লতারাজির ন্যায় বেষ্টন করি।
হে সখি! চল, আমরা ব্রজরাজের গৃহেই
গমন করিব। বর্ত্তমান সময়টি আমাদের মঙ্গলজনক-
ক্ষণেই উদিত হইয়াছে॥ (৮১)

৮০। ব্রজললনাগণ পূর্বোক্ত প্রকারে বিবিধ সঞ্চারী ভাবসমূহের উৎপত্তি-ও-সম্পাদনীয়-হেতু নিখিল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতে বিরতা হইয়া অসম্বদ্ধ আলাপের অবতারনাপূর্বক কৃষ্ণকথনতৃষ্ণা হেতু কণ্ঠাগতপ্রানা হইয়া অবস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অনুরাগরসাত্মক কটাক্ষশোভা নিক্ষেপ করিয়া নয়নযুগলের আনন্দলাভ করিলেন এবং চিত্তদ্বারাও তাঁহাদিগকে রতিদান করিয়া বিনিময়ে তাঁহাদের প্রদত্ত পুঞ্জীভূত অপার্থিব প্রেমামৃতের সারভাগ প্রাপ্ত হইয়াই যেন মৃতসঞ্জীবনরূপে বনমধ্য হইতে নিকটে আসিয়া, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাভিয়ে তাঁহাদের কণ্ঠাগতপ্রায় পরমরমনীয় মনোরথকে যেন সফল করিয়াই প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত হেতু প্রফুল্লতাদিরূপ আনন্দচিহ্নদ্বারা অনল্প সুখবোধ করিয়া অনুচরগণের সহিত নিজ-গৃহে উপস্থিত হইলেন ॥ (৮২)

৮১। তৎকালে সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণও জ্ঞানের সাফল্যসমুদিত চিত্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ ফলে অতিশয় পরিপুষ্ট আনন্দলাভ করায় তৎকালে

তাঁহাদের কেবলমাত্র অতিশয় নিবিড় রোমাঞ্চপূর্ণ দেহই গৃহে অবস্থান করিয়াছিল ।। (৮৩)

৬২। অগ্রজের কৌমারদশায় বর্তমান সেই সহচরগণ নিজ-নিজ-গৃহে গমন করিলে নির্মল ও সজল মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ — এই সহোদরযুগল স্বীয় জনক ও জননীবর্গের দৃষ্টি-মার্গে নিবিড় আনন্দসুধা-বর্ষণ ও লাবণ্য ও মাধুর্যের উৎকর্ষ-বিস্তার-দ্বারা প্রীতি দান করিয়াছিলেন ।। (৮৪)

৬৩। অগ্রজের মাতা রোহিণী ও যশোদাদেবী পূর্ব-পূর্ব-দিনের ন্যায় অতিশয় হর্ষভরে সমপরিমাণ জল দ্বারা ধূলিধালি ধৌত করিলে তাঁহারা উভয়ে ধূলিসম্পর্কশূন্য [illegible] যুগলের ন্যায় মার্জিত দেহে পরম সুরমণীয় শোভাতিশয় ধারণ করিয়া মঙ্গলময় বস্ত্র, অনুলেপন ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভূতলগত চন্দ্রদ্বয়ের ন্যায় অবস্থান পূর্বক যথাকালে রসময়, রমণীয় অন্ন ভোজন করিয়া নিজ-নিজ-গৃহে মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন ।। (৮৫)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতাবিস্তারে যজ্ঞ-বিপ্রপত্নীজনানুগ্রহ-নামক ত্রয়োদশ স্তবক।

চতুর্দশ স্তবক

১। অতঃপর সেই দীপ্তিমতী রজনী প্রভাত হইলে নবীন নটবরের ন্যায় মনোহর-বেশধারী ও কল্পতরুর ন্যায় আশ্রিত জনগণের বাঞ্ছাপূরণকারী শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সহচরগণের সহিত ধেনুসমূহের অনুগামী হইয়া পূর্ব-পূর্ব-দিনের ন্যায় বনবিহারের পশু- নিমিত্ত বনে গমন করিলে, তাঁহার পরমবিশ্বাসভাজন সহচর, কুসুমাসবনামক কুলশ্রীবিশিষ্ট বিপ্রনন্দন যদৃচ্ছাক্রমে নির্মল চিত্তবৃত্তির অনুসরণে একাকীই নিখিল সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর গর্বচূর্ণকারী গোকুলনগরে বিচরণ করিতে করিতে অতিশয় বৃদ্ধা গোপীগণ-কর্তৃক লক্ষিত ও সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া কৌতুকবশে তাঁহাদের নিকটে গমন করিয়াছিলেন ॥ (১)

২। অতঃপর সেই বৃদ্ধাগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলিলেন - 'হে প্রতিভাসমৃদ্ধ বিপ্রনন্দন! আমরা আপনাকে জগতে অদ্বিতীয় মেধাবী, নির্ভয়চিত্ত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মসহচর

বলিয়া অবগত আছি। ~~অতএব~~ সেইহেতু জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বুদ্ধির ভূষণস্বরূপ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন ?॥ (২)

৩। তখন কুসুমাসব হাস্যমুখে বলিলেন—হে বৃদ্ধগণ! অতিতেজস্বী আমি জ্যোতিষ ও আগম—এই দুইটি শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছি; বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়ভিত্তিক অপর শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি ? তখন সেই বৃদ্ধাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে জগদ্বরেণ্য! এই উভয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নীতি কী, তাহা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন ?॥ (৩)

~~৪। কুসুমাসব বলিলেন—~~

৪। তখন কুসুমাসব অতিসরসমুখে বলিলেন,— ~~বলিলেন~~ হে ব্রহ্মপুরীর প্রাচীনা মহিলাগণ! জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাব অতি সমুজ্জ্বল বলিয়াই জানিবেন। এজগতে শুভ, ~~বা~~ অশুভ, ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান যাহা কিছু অতিশয় চিন্তনীয় বিষয়, তাহা সমস্তই জ্যোতিঃশাস্ত্রপাঠে করিলে অবগত হওয়া যায়। আর, দেবতার আরাধনাদ্বারা কোন

ইষ্ট বিষয়ের সম্পাদন, অনিষ্ট বিষয়ের নিবারণ এবং কোন বিষয়ের অন্যথাকরণের ক্ষমতাই আনন্দের লক্ষণ অর্থাৎ আনন্দ-লাভ হইলেই এইরূপ ক্ষমতা-লাভ হয়॥ (৪)

৫। সেইক্ষণে সেই ঋষিগণ বলিলেন - 'আমরা আপনার (আরাত্রিক) নিরীক্ষণ করিতেছি। সম্প্রতি শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেই হেতু আমরা আপনার নিকটে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাকে আমরা অতিসুস্পষ্ট বেদকসমূহ দান করিব। আমাদের প্রশ্ন অতি গোপনীয়; গোকুলে অন্য কাহারও নিকটে তাহা জিজ্ঞাসা করা যায় না; পরন্তু আপনি কল্যাণময়ী বলিয়া আপনার নিকটেই তাহা প্রকাশ করিতেছি।

~~স্বর্গলোকে ও ভূতলে কোন ব্যক্তিই বা~~

আপনি তাহার উত্তর প্রদান পূর্বক চিত্তের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। স্বর্গলোকে ও ধরাতলে কোন প্রাকৃত বা উদার ব্যক্তিই বা স্বীয় দেহকে ও বিদ্যাকে পরের হিতের নিমিত্ত নিযুক্ত না করেন?॥ (৫)

৬। তখন কুসুমাসব হাস্যসহকারে বলিলেন — 'যদি আপনারা আমাকে প্রচুর-দুগ্ধবতী ধেনু

বেণু দান করেন, তাহা হইলেই আমি অকপটে সূর্যের গতি-অনুসারে লগ্নবিচারদ্বারা শুভাশুভ সকলই বলিতে পারি। আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্বতন্ত্র প্রভৃতি সর্বপ্রকার গুণই আমার মধ্যে নির্বিরোধে বিদ্যমান রহিয়াছে॥' (৬)

৭। তখন সেই প্রাচীনা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন— 'এই বেণুপ্রভৃতি আমাদের নিকটে ধূলিসদৃশই মনে হয়। পরন্তু যদি আপনি আমাদের অভীষ্ট বিষয়ে উত্তর দান করিতে পারেন তবে এই ধরাতলে কোন বস্তুই আপনাকে আমাদের অদেয় হইতে পারে?' কুসুমাসব বলিলেন,— 'কোনরূপ বিত্তসংগ্রহ আমার কর্তব্য নহে; পরন্তু প্রতিষ্ঠালাভনই আমার উদ্দেশ্য; সেইহেতু বলি, আপনারা যথেচ্ছ প্রশ্ন করুন॥' (৭)

৮। তখন সেই প্রাচীনারা বলিলেন— 'এই নিষ্কণ্টক ব্রজপুরবাসিনী আমাদের ন্যায় সতীগণের চিত্তসন্তাপজনক ও কণ্টকতুল্য কোন দুঃখই নাই; কিন্তু একটিমাত্র মানসিক পীড়াই প্রতিকারের অযোগ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের সকল বধূই রূপে-গুণে পার্বতীর ন্যায় হইলেও আমাদের মধ্যে একজনও

আমাদিগকে দুঃখ দিতেছেন ; যেহেতু তাহারা বিবাহের
দিন হইতেই স্বামীর নাম গ্রহণেই বর্জিতা এবং স্বামীর
বন্ধুর দেবর প্রভৃতির দর্শনে অন্ধার ন্যায় আচরণ
করিতেছে, সুতরাং স্বামীর দর্শনের কথা আর কী
বলিব ? জগতে কোথাও পতির প্রতি এরূপ বিরক্তি
দেখা যায় না। অদ্যাবধি পর্যন্ত তাহাদের পতিগণের প্রতি
পতিবুদ্ধিরও উদয় হইল না! — , ইহাই আমাদের
অতিশয় দুঃখজনক। সেইহেতু ইহার কী প্রতিকার হইতে
পারে, তাহা বিচারপূর্বক নির্ণয় করিয়া সর্বত্র নিজকীর্তি বিস্তার
করুন"॥ (৮)

এই ঋতুর কুসুমাসব তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া
কৃত্রিম মৌনব্রতীর ন্যায় পরম বিজ্ঞতা সহকারে মনে
মনে যেন পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে
লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ বিচার করিয়া অতিশয়
পাণ্ডিত্যের অভিনয়পূর্বক দানু ব্যক্তির ন্যায় সংযত-
চিত্তে ঈষৎ শুষ্ক হাস্য সহকারে পুনরায় বাক্য-
নৈপুণ্য, মেধা ও কৌতুক আশ্রয় করিয়া বলিলেন —
"অয়ি পরম মঙ্গলময়ী বৃদ্ধাগণ! এই বৃত্তান্ত
যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলে উহা আমার হস্ত-

নাশেরই কারণ হইবে, সেই হেতু ইহা অবশ্যই গোপন রাখিবেন। অনন্তর এইরূপ প্রতিষেধসূত্রের সূক্ষ্ম কারণ বলিতেছি, আপনারা আমার নিকট একটি ফল লইয়া আসুন। তখন তাঁহারা একটি ফল আনিলে, কুসুমাসব পরম কান্তি হেতু সুদর্শন কুসুমাসব উহা হাতে লইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন।। (৫)

১৩। "হে মাননীয়গণ! আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে লৌকিক ও অলৌকিক দুই প্রকার দোষই কারণরূপে দেখা যাইতেছে। তবে যে কয়টি লৌকিক দোষ আছে, যাহা দ্বারা চিরকালীন প্রতিবিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে, তাহা লগ্নাশ্রিত নহে বলিয়া তাহার গণনার প্রয়োজন নাই। তবে অলৌকিক দোষের কথা সত্বর শ্রবণ করুন। যোগিগণও যাঁহার পাদপদ্মের নীরাজন করেন এবং যিনি স্বয়ং সূর্যমণ্ডলকেও বিদীর্ণ করিতে পারেন, এইরূপ যোগমায়ানিপুণা ও আপনাদের বিরুদ্ধাচরণশীলা কোন এক যোগিনী ভূতলে আপনাদের পুত্রাদির আকৃতি উক্ত বধূগণের মায়াবিবাহ সম্পাদনপূর্বক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে বিবাহ বলিয়াই প্রচার করিতেছেন। আর, তিনিই উক্ত বধূগণের এরূপ

পতিবিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা মনুষ্যগণের মধ্যে সম্ভবপর নহে ॥ (২০)

২১। আর, এই সকল বধূ বস্তুতঃ মানবী নহেন; এই হেতুই তাঁহাদের প্রতি যোগিনীর সত্বরই প্রবল প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। আর, এই নিমিত্তই মানবগণের ও অমানবীগণের (মিলন অযোগ্য) মনে করিয়াই সম্প্রতি সেই মহাপ্রভাবশালিনী যোগিনী স্বয়ংই সত্বর বধূগণের মতিভেদ ঘটাইয়া আত্মীয় স্পর্শাদি হইতেও তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছেন। সেই হেতু আপনারাও সত্বর ইহাদের প্রতি বধূবুদ্ধি দূর করিবেন; পরন্তু তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই অতিশয় মমতা প্রকাশ করিবেন; তাহা হইলেই সেই যোগিনী আপনাদের মঙ্গল করিবেন ॥ (২১)

২২। আর, যদি আপনাদের পুত্রগণের এই গোকুল-নগরে ধনাদি বিষয়ে প্রবল আশা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে উক্ত বধূগণের স্পর্শও না ঘটে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। কৃষ্ণভুজগের (কৃষ্ণসর্পের) অবলাগণকে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভুজঙ্গনাগণকে অঙ্গনাগণকে) বলপূর্বক আকর্ষণ করিলে নিশ্চয়ই কখনও সুখ

নয়াই যে না। আর আপনাদের পুত্রগণের ভাগ্যও
এরূপই রহিয়াছে যে, এই বন্ধুগণ এপর্যন্ত তাহাদের
ফলও লাভ করেন নাই।" (১২)

১৩। অতঃপর সেই বৃদ্ধগণ বিষাদপ্লাবিত বিষণ্ণতা-
সহকারে অধোমুখেই বলিতে লাগিলেন - "হে বিপ্র-
বালক! আপনি মূর্তিমান প্রমাণস্বরূপ; আপনার
এই কথা মানুষের কথা নহে, পরন্তু ইহা আপনার
সর্বজ্ঞতারই নিদর্শন। পরমজ্যোতির্বিদ্ আপনি
জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন;
সম্প্রতি ভূতলে সর্বপ্রধানরূপে আপন শাস্ত্রের
প্রভাব প্রদর্শন করুন। যত্নসহকারে কোন
দেবতার আরাধনা করিলে সেই আরাধনারূপ
ইন্ধনদ্বারা যোগিনীর অদৃশ্য বিলাসের বিলোপ
করা যায়, তদ্বিষয়েও উপদেশ দান করিয়া সেই আরাধনার
বিধান বর্ণন করুন।" ১৩।

১৪। তখন কুসুমাসব বলিলেন - "সেই কোপপ্রবণা
যোগিনীর কোপনিবারণের নিমিত্ত অপর এক
দেবতার উপাসনাযুক্ত কোন একটি নির্বিঘ্ন ও নির্দোষ
উপায় রহিয়াছে।" তখন সেই প্রাচীনগণ

অতিশয় হর্ষভরে উক্ত বাক্যকে প্রফুল্ল মুক্তাহারের
ন্যায় মনে করিয়া নিজ-নিজ-দুঃখনিরাসের
অভিলাষী সকলে বলিলেন - "হে বিপ্রনন্দন!
আপনি গুণরত্নরাজির উত্তম আকরস্বরূপ; সুতরাং
আপনাকে সর্বতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি,
সেই দেবতা কে? তাঁহার নামই বা কী? এবং
তাঁহার উপাসনাই বা কীরূপ? এই সকল বিষয়
সবিস্তর বর্ণন করুন।" তখন কুসুমাসব হৃষ্টচিত্তে
বলিলেন - "অয়ি মহাদীপ্তিমতী মহাভাগ্যবতীগণ!
এই বৃন্দাবনে কুঞ্জের দেবতারূপে মূর্তিমান্ কন্দর্প-
স্বরূপ, কোন এক অতিকাল (অতি কৃষ্ণবর্ণ, অর্থান্তরে-
কালাতীত), কালকুমার (কালের কুমার, অর্থান্তরে-
শ্যামল যুবরাজ) বিরাজমান আছেন। দেবতা-
বৃন্দের পূজনীয়া যোগিনীও তাঁহার অপেক্ষা
নূতনতাই [১ অর্থাৎ অবতীর্ণ] ধারণ করেন না। তাঁহার উপাসনা করিলেই
আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধি অনিবার্য। যদি তিনি
প্রসন্ন হন, তবে কাহারও কোন বিষাদ ঘটে না;
পরন্তু তিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে স্বয়ং
মৃত্যুঞ্জয়ও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না॥ (১৪)

এইরূপ অসৌ (সেই দেবতা) কুঞ্জে কুঞ্জে (বৃন্দাবনের প্রতি কুঞ্জে) বিহরতি (বিহার করেন, [অথচ]) কেন অপি (কেহই) ন সংলক্ষ্যতে (তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারেন না; [তিনি]) একভাবব্রতানাং (অনন্যপ্রেমনিষ্ঠ) ভক্তানাং (ভক্তগণের) ধ্যানাৎ (ধ্যানপ্রভাবেই) আবির্ভবতি (আবির্ভূত হন); অস্যাঃ পূজা তু (পরন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম পূজা) সময়নিয়মাপেক্ষিণী (যথাসময়ে নিয়মসমূহের অপেক্ষা করে বলিয়া) দুষ্করা (দুষ্করই হয়); কেবলং (কেবলমাত্র) পরমসুকৃতিনঃ (পরমসুকৃতী) পুণ্যাত্মানঃ (পুণ্যাত্মগণই) তাং (সেই পূজা) কুর্বতে (আচরণ করেন)॥১॥ (১৫)

১৫। ইহার দুষ্করতার কথা শ্রবণ করুন —

কুসুমসঞ্চয়াবচয়নায় ([তাঁহার পূজার উপযোগী] পুষ্পসমূহের চয়নের নিমিত্ত) জলৈঃ পয়ার্ঘ্যমণিভূষণোত্তম-বিলেপ-চেলাঞ্চিতৈঃ (বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কার, উত্তম বিলেপন-দ্রব্য ও মনোরম বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া) স্বয়ং (স্বয়ং) অটবী গম্যা (বনে গমন করিবেন [এবং]) নিয়তং এব (সর্বদাই) তদেকহৃদয়ৈঃ (তদ্গতচিত্ত), অনাকলিত লোকলজ্জৈঃ (লোকলজ্জা-

বিমুখ [ও]) দুষ্ট-বচোরচন-বর্জিতৈ: (দুষ্ট
বাক্যালাপে বিরত) ভবেৎ (হইবেন) ॥২॥ (১৬)

১৬। এইরূপে বিশুদ্ধাচরণ পূর্বক আনুকূল্য সহকারে
অভিলষণীয়োচিত পূজার উপচার সমূহ
অপচার সহ সংগ্রহ করিয়া —
অথ (অতঃপর) মুদিতঃ (সন্তুষ্টচিত্তে)
কুঞ্জে কুঞ্জে (প্রতি কুঞ্জে) ত্রিসন্ধ্যং (প্রাতঃকালে,
মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে) পুষ্পধূপপ্রদীপৈ: (পুষ্প,
ধূপ, প্রদীপ), নৈবেদ্যৈ: (নৈবেদ্য) চ (ও)
প্রিয়সুরভিভি: (প্রীতিজনক সুগন্ধি দ্রব্যসমূহদ্বারা)
তং পূজয়েয়ু: (তাঁহার পূজা করিবেন [এবং])
পূজোপান্তে (পূজার সময়ে) বন্ধুব্রাতৈ: অপি সহ
(বন্ধুগনের সহিত) নবকিসলয়প্রস্তর প্রস্তুদেহা:
(নবপল্লব রচিত শয্যায় দেহ সংস্থাপন পূর্বক)
জাগরেণ (জাগরণ সহকারে) নিশাং ক্ষিপেয়ু:
(রাত্রি যাপন করিবেন) ॥৩॥ (১৭)

১৭। এইরূপে প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন পূজার
পর, সায়ংকালীন পূজা সকলেরই কৃতকার্যতার
ও রাত্রিকালীন পূজা সর্বপ্রকার অভীষ্টের সম্পাদন

করে। এইরূপে ত্রৈকালিক পূজার মহিমা বর্ণিত
হইল। ইহাদ্বারা পৃথিবীর সকল লোকই পূজকের
আনুগত্য অবলম্বন করে। এই মনুষ্যলোকে ইহা
অপেক্ষা উত্তম ব্রত আর দেখা যায় না। এই
দেবতার সর্বোত্তম মন্ত্র অনেকই আছে; যাহা
উপাসকগণকে যথেচ্ছরূপে ~~মুক্তি~~ মোক্ষ লাভ
করাইয়া থাকে। তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর ~~সর্বসমস্ত~~
মন্ত্রটিই ব্রহ্মবস্তুর ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি আপনাদের
শ্রদ্ধাবিশেষের উদয় হয়, তবে উক্ত মন্ত্রেরও
বর্ণন করিতে পারি।। (১৮)

১৮। তখন ঋষিগণ এরূপ মনোরম বাক্য
বলিয়াছিলেন — হে বালক আচার্য! মন্ত্রব্যতীত
কীরূপে উপাসনা সিদ্ধ হইবে? পূজ্যপাদ আপনি
আমাদিগকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করুন;
আপনার কীর্তি দিঙ্মণ্ডলে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।
আমরা বহুজনকে এই মন্ত্রের উপদেশ করিলে
তাঁহারাও অভীষ্টরূপেই ইহা গ্রহণ করিবেন।। (১৯)

১৯। তখন কুসুমাসব ত্রৈমাস্তু; সম্প্রতি সেই
পরমৈশ্বর্যশালিনী দেবতা প্রসন্না হউন।

এই বলিয়া শ্রীতিবচনাদি মঙ্গলাচরণপূর্বক
দেশকালানুসারে চমৎকারিতার সহিত সেই
মন্ত্ররাজের উপদেশ করিলেন ॥ (২০)
২১। তাহা এইরূপ — "(অচিন্ত্য প্রভাবশালী,
রসময়, কুঞ্জদেবতার উদ্দেশে) স্বাহা অর্থাৎ
আত্মসমর্পণ করিতেছি।" পুনরায় বলিলেন —
"হে মাননীয়গণ! আমি আপনাদের নিকটে এইরূপে
নির্জনে সেই দেবতার রহস্যযুক্ত উত্তম উপাসনা-
প্রণালী বর্ণন করিলাম। এই বিশুদ্ধ মন্ত্রযোগে
সেই দেবতার উপাসনা করিলে তাঁহারই প্রভাবে,
উপদেশের লঙ্ঘনকারিণী তীব্রবেগা নদীর
ন্যায় প্রতিকূলভাবাপন্না যোগিনীর প্রভাব
শীঘ্রই শান্ত হইবে। আমি এইরূপে আপনাদের
নিকটে জ্যোতিষশাস্ত্র ও উপাসনাশাস্ত্র এই
উভয় শাস্ত্রেরই অভ্যাসের ফল ও আনুকূল্য
প্রকাশ করিলাম ॥ (২১)
২২। পরমকল্যাণবল্লী কৌতুকপরায়ণ কুসুমাসব এইরূপ
নবীন সুধাসদৃশ অনিন্দনীয় বাক্য প্রকাশপূর্বক সত্বর
প্রস্থান করিলে সেই [illegible] তাঁহার মুক্তিসঙ্গত

বচনসমূহ প্রীতির সহিত শ্রবণপূর্বক অনেককাল গৃহকার্যে যাপন করিয়া পশ্চাৎ গৃহের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত অনলশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী বধূগণকে বিদ্বেষশূন্য হৃদয়ে পুত্রগণকে আহ্বান পূর্বক উপদেশ করিতে লাগিলেন ॥(২১)

২২। "অয়ি বধূগণ! তোমরা উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া গুণ, শীল ও উদারতার উৎকর্ষহেতু শ্রেষ্ঠ দেববধূগণেরও গর্ব দূর করিয়া ধন্যা হইয়াছ। পরন্তু তোমাদের মধ্যে একটি মহাদোষও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভূতলে কোথাও দৃষ্ট হয় না এবং লক্ষ্মীগণের সম্বন্ধেও এরূপ দোষের কল্পনা করা যায় না। পতিবিদ্বেষই নারীগণের সেই মহাদোষ। তোমরা নিজ-নিজ সুখজনক, অথচ উক্ত মহাদোষের উপশমনকারী কোন আয়াসশূন্য উপায় চিন্তা কর না কেন? সম্প্রতি শ্রবণ কর —

শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে অস্তি (শ্রীবৃন্দাবনের অভ্যন্তরে) কুঞ্জচরী (কুঞ্জবিলাসিনী) কাচিৎ (কোন এক) অখিলকামদা (নিখিলকামপ্রদা) অনুপমা (অতুলনীয়া) দেবতা অস্তি (দেবতা বিরাজমানা রহিয়াছেন);

সুস্নাতিঃ (তোমরা) সৌভাগ্যপ্রতিবন্ধিখণ্ডনকৃতে (নিজ-নিজ-সৌভাগ্যের প্রতিবন্ধক অশুভের), ভর্তুঃ মুদে (স্বামীর প্রীতির), ভর্তরি (স্বামীর প্রতি) শ্রদ্ধাপ্রীতি-বিবৃদ্ধয়ে (শ্রদ্ধারও প্রীতির বৃদ্ধির [এবং]) গুরুজনসমৃদ্ধ আনন্দসম্ভতয়ে (গুরুবর্গের আনন্দ-সমৃদ্ধির ~~...~~ নিমিত্ত) মুহুঃ (নিরন্তর) ইয়ম্ (এই দেবতায়) আরাধ্যতাং (আরাধনা কর)।। ৪।। (২৩)

২৩। তদনন্তর বধূগণ যেন হর্ষশূন্য হইয়াই সন্দেহ-সঙ্কটে মনে মনে এরূপ বিচার করিলেন - 'ইঁহারা কি আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন? অথবা আমাদের সম্মুখে কোন প্রয়োজনই দর্শন করিতেছেন? সেইহেতু ~~অতএব~~ আমরা সম্প্রতি হৃদয়ের অস্থিরতা লইয়াই নিঃশব্দেই অবস্থান করি, যে পর্যন্ত না ইঁহারা সকল বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করেন।' (২৪)

২৪। এইরূপে তাঁহারা স্থিরভাবে অবস্থান করিলে বধূগণের হিতপরায়ণা সেই বৃদ্ধাগণ ছলপূর্বক অপরের নিকটে গোপনীয় অনুষ্ঠিত ~~সেই~~ কৈতবের কথা গোপন রাখিয়া, দেশাচারলিপ্ত বলিয়াই সেই ব্রতের তত্ত্ব আমূল বর্ণন করিলেন।। (২৫)

২৫। তৎকালে বধূগণ প্রীতিমুগ্ধকর অভিনব রসায়ন-প্রয়োগের ন্যায় তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, "অহো! কুসুমাসবের এই কৃতিত্ব আমাদের অতিশয় সুখজনকই হইয়াছে" এইরূপ বিচারপূর্বক অত্যুজ্জ্বল সরস-মুখে অক্লান্তচিত্তে বলিতে লাগিলেন - "হে পূজনীয়াগণ! কোন্ নারী বিনা-প্রতিবাদে গুরুজনের উপদিষ্ট পথে অগ্রসর না হয়? সেইহেতু আপনারা সত্বর উক্ত ব্রতের ব্যবস্থা করুন। আমরা উক্ত ব্রতের উৎকৃষ্ট নিয়ম পালন করিয়া শরীর ক্ষয় করিব; গৃহে বৃথা সময় যাপন করিব কেন? বস্তুতঃ সম্প্রতি আমাদের একটি প্রহরও সার্থক হইতেছে না। আর, কোন্ নারীই বা নিজ-প্রিয়-(সৌভাগ্যে)র উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা না করে?" (২৬)

২৬। এইরূপে বধূগণ গুরুবর্গের আদেশপালন স্বীকার করিলে বৃন্দাবনে পুষ্পচয়নকার্যে তাঁহাদের আর মতভেদ ছিলনা। তখন বিবিধমূর্তিধারিণী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় তাঁহারা অতিশয় আনন্দবশতঃ চঞ্চলচিত্তে গুরুজনের সম্মুখে (অথবা গুরুজনের গৃহ হইতে) প্রত্যহ বৃদ্ধিতর পরিজনবর্গের সহিত বহির্গতা হইয়া

গুরুজনের তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কার লাভ করিয়াই উৎকট অভিলাষের বেগ ধারণপূর্বক সত্ত্বগুণাশ্রিত দ্রুতগামী চিত্তদ্বারা রথের গতিকেও জয় করিয়া বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভূতলে অভিনব ও অতিশয় কৌতুহলীসহকারে ধেনুগণের বিচরণকারী মনোহরমূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই কামনায় তাঁহারা অতিশয় আনন্দবোধ করিতেছিলেন।। (২৭)

২৮। অতঃপর, যে সকল কুমারী পূর্বে কাত্যায়নী ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন, কামগৌরব হেতু ধৈর্যের লোপকারী শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসবাক্য তাঁহারা পালন করিলেও তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ অতিশয় বিলম্ব সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় গুরুতর উদ্বেগজনক ও কণ্ঠাগতপ্রাণে উৎকণ্ঠাভরে চঞ্চলচিত্তে অধোমুখে ম্লানমুখে ... তাঁহাদের জননীগণ কুলমর্যাদারক্ষণে যত্নবতী হইলেও ... বিষাদগ্রস্তা হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন - "হে কন্যাগণ! তোমাদের মঙ্গলময় বুদ্ধির নিমিত্ত ভূমণ্ডলের আশ্চর্য-

জনকরূপে কাত্যায়নী দেবীর যে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, তাহার কী গতি হইল ? ~~অতঃপর~~ ইঁহাদের এইরূপ রীতিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারীগণের কোন এক ধাত্রীকন্যা নবরঙ্গিনী নাম্নী এরূপ বলিয়াছিলেন ।। (২৮)

২৮। 'হে পুরসুন্দরীগণ! আপনারাই বিচার করুন, কাত্যায়নী দেবীর প্রত্যাদেশ-দিবস হইতে অদ্য পর্যন্ত এই দীর্ঘকালমধ্যে আপনাদের জিজ্ঞাসা ব্যতীত (অর্থাৎ না করিয়া) আপনাদের নিকটে তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা ইঁহাদের কীরূপে হইতে পারে ? কারণ, কুলকুমারীগণের রীতিই এইরূপ যে, তাঁহারা জিজ্ঞাসা না করিলে কোন কথা বলিতে পারেন না। সম্প্রতি আপনাদের অনুমতি পাইয়া সকল কথাই বলিবেন। যদি আপনারা অনুমোদন করেন, তবে আমি ইঁহাদের নিকটে থাকিয়া সদ্রীতি অবলম্বন-পূর্বকই এ বিষয় বর্ণন করিতে পারি। নিখিল দেবগণের পক্ষেও যাঁহার গতি সর্বদাই দুর্গম, সেই যোগমায়া ইঁহাদের নিকট হইতে মূল্য লাভ করিয়া দেশকালানুসারে এরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ।। (২৯)

২৯। 'হে পরমসৌভাগ্যবতী কুমারীগণ! যিনি নিজ-

দীপ্তিরশ্মিরাজি দ্বারা অপর সকলের কান্তির পরাভব করেন, এবং যিনি আমাদেরও অগোচরে বিরাজমান রহিয়াছেন, এইরূপ কোন মহাপ্রভাবশালী অপূর্বলীলাময় পুরুষোত্তম অল্প দিনের মধ্যেই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া, কমলিনীগণের পক্ষে সূর্যের ন্যায়, কিংবা ভ্রমরীগণের পক্ষে ভ্রমর-রাজের ন্যায় তোমাদের পতি হইবেন। তাঁহার সঙ্গবশতঃ লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও সমধিকরূপেই তোমাদের সৌভাগ্যসূর্যের প্রতাপ পরমসুখের বিস্তার করিবে। কিন্তু পতিকামনামূলক এই ব্রতের পরবর্তিনী কোন একটি ক্রিয়া রহিয়াছে, যাহা সকল ক্রিয়ার জীবনস্বরূপ। আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়া তোমরা ধৈর্যসহকারেই সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।" (৩০)

৩১। সম্প্রতি আমার নির্দেশানুসারে সংযতচিত্তে শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্বক সেই ক্রিয়ার ক্রম শ্রবণ কর। হে নিরুপমগুণবতীগণ! আমারই স্বরূপভূতা, বৃন্দা-নামে পরিচিতা, বৃন্দাবনের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তিনি স্বভাবতঃই দয়াবতী ও অভীষ্ট-প্রদানে অতিশয় সমর্থা। তিনিই তোমাদের

অভীষ্ট দান করিবেন। সেইহেতু তোমরা কিয়ৎকাল নিয়মানুসারে বৃন্দাবনভ্রমণে বিরত হইবেনা ॥ (৩১)

৩২। বৃন্দাবনরূপী এই সিদ্ধবন তপস্যার ফলেই লব্ধ হয়। সেইহেতু ইহার ফললাভই সকল অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনের সান্নিধ্য-লাভ ঘটিলে সুতরাং অচিরেই ইহাদের অভীষ্টলাভ হইবে। অতএব হে জননীগণ! আপনারা আর কোন কথা না বলিয়া অনুমতি দান করুন যাহাতে ইঁহারা সর্বদা পুরী হইতে সত্বর নির্গত হইয়া বনমধ্যে অবস্থানপূর্বক দেবীর আদিষ্ট কর্তব্য-লেখ্য সম্পাদন করিতে পারেন ॥ (৩২)

৩৩। জননীগণ হৃষ্টচিত্তে ধাত্রীকন্যার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অনুরূপ অনুমতি প্রদানে মৃদু হাস্য প্রকাশ করিলে তাঁহাদের সর্বসম্মত অনুমতি ক্রমে বীণাপ্রভৃতি কন্যাগণ পূর্বোক্ত নির্বিঘ্নতালাভে প্রীতা হইয়া বৃন্দাবনের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ (৩৩)

৩৪। তখন পরমবুদ্ধিমতী বিবাহিতা বধূ ও অবিবাহিতা কুমারীগণের একসঙ্গে

বৃন্দাবনে প্রমদোল্লাসিনী মনোহর চাতুর্য্য (নৈপুণ্য) যুক্ত পরম কৌতুকী লীলার প্রবর্তন হইলে, শীত ঋতুর অবসান হওয়ায় সুখময় বসন্ত কালের আবির্ভাব হইল ॥ (৩৪)

এ সময়ে, গলিতকুন্দদন্তঃ (যাহার কুন্দপুষ্পরূপ দন্তগুলি স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ) শিশির-বারণঃ (শীতঋতুরূপ গজরাজ) জরাং গতঃ (বৃদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছে), ~~সকেসর-রদোদগমঃ (~~ (সুরভি-সিংহশাবঃ ([এবং] বসন্তঋতুরূপ সিংহশাবকের) সকেসর রদোদগমঃ অভবৎ (নাগকেশর পুষ্প রূপ দন্তরাজির নূতন উদগম হইয়াছে); হিমে প্রগাতি (আর, শীত চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে [এবং]) দাক্ষিণে মরুতি (মলয় বায়ু) বাতি (মন্দঃ প্রবাহিত হইতে থাকিলে) কালস্য নু (কালরূপী পুরুষের) নসোঃ (নাসিকাযুগলের) শ্বসিত-মারুত-ব্যত্যয়ঃ ইব বিরাজতে (শ্বাস বায়ুর যেন পরিবর্তন ই লক্ষিত হইতেছিল) ॥ ৫ ॥ (৩৫)

লতাল্যঃ (লতারাজির) গর্ভে প্রৌঢ়াং অপি কলিকাং (গর্ভদেশে কলিকা পরিপুষ্ট হইলেও তাহারা উদ্গম)

ন প্রসূবাতি (প্রসব করিতেছেনা); কুহূকণ্ঠঃ (কোকিল)
কণ্ঠে (নিজ কণ্ঠমধ্যে) কলং কলয়তি (মধুর ধ্বনি ধারণ
করিতেছে, [কিন্তু তাহা]) ন প্রথয়তে (বাহিরে প্রকাশ
করিতেছেনা; [আর]) পবনঃ (বায়ুপ্রবাহ) প্রস্থানং
চকার (উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছে, [কিন্তু এখনও])
মলয়ং ন ~~অপি~~ ত্যজতি অপি (মলয় পর্বতকে ত্যাগ
করিতেছেনা; [মনে হয়]) সর্বে (সকলেই) যুগপৎ
(এক সঙ্গে), শান্তং হিমঋতুং (গমনোদ্যত শীতঋতুরই
অর্থাৎ তাহার ~~…~~ গমনেরই) প্রতীক্ষন্তে ইব (যেন
প্রতীক্ষা করিতেছে)।। ৬।। (৩৬)

লতাঙ্গনানাং (লতাবধূগণের) আসন্নপ্রসবতয়া
(প্রসবকাল আসন্ন বলিয়াই) দোলশ্রীসুহৃদাবলিঃ
(ভ্রমরীরূপা বান্ধবীগণ) প্রসৃত্য (নিকটে আসিয়া)
মুহুঃ উদন্তং কুর্বতী ইব (বারম্বার বার্তার সন্ধানেই
যেন ব্যস্ত হইয়া) মৃদুকলহুঙ্কৃতৈঃ (মৃদু মধুর গুঞ্জন-
ছলে) সমন্তাৎ (চারিদিক হইতে) আপৃচ্ছাং করোতি
(অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে)।। ৭।। (৩৭)

নবমুকুলসন্ধানকলয়া (নবীন মুকুলের সন্ধানের ~~…~~ নিমিত্ত)
রসালে সালম্বঃ পিকঃ (আম্রবৃক্ষে সমাগত কোকিল)

শঙ্কী) তৎসুরভিনা (আম্রমুকুলের সৌরভশালী)
মরুতা (বায়ুর নিকট হইতে) কিমপি দত্তাশ্বাসঃ
(কোনরূপ আশ্বাস লাভ করিয়া) দর্শাগমশঙ্কয়
(অমাবস্যার ভয়েই যেন), কণ্ঠকুহরে (কণ্ঠগহ্বরে)
গ্রথিতং কুহূঃ ইতি আলাপং (কুহূ শব্দকে দীর্ঘভাবে
আবদ্ধ করিয়াও) শ্রুতৌ (লোকের কর্ণগোচরে)
দীর্ঘব্যবহিতং (হ্রস্ব করিয়া) লপতি (উচ্চারণ
করিতেছে। [উক্ত সময়েই আম্রমুকুলের উদ্গম
লোকপ্রসিদ্ধ; কুহূ-শব্দটিকে 'কুহূ' এইরূপ উচ্চারণ
করিলেই উহা অমাবস্যাকে বুঝায়। এইহেতুই
~~কোকিল~~ 'কুহূ' এইরূপ উচ্চারণ করিলে অমাবস্যায়
উদয়হেতু আম্রমুকুলের উৎপত্তি হইবে না, ইহা
মনে করিয়াই কোকিল যেন 'কুহূ' এইরূপ দীর্ঘ
উচ্চারণ না করিয়া 'কুহু' এইরূপ হ্রস্ব উচ্চারণ
করিতেছে]) ॥ ৮॥ (৩৩)

৩৪। এইরূপে অবিলম্বেই শীতঋতুর প্রভাব ~~বিনাশ~~ লোপ
করিবার অভিপ্রায়ে পুষ্পসৌরভশালী ঋতুরাজ
বসন্ত সমাগত হইয়া উক্ত সময়কে অলঙ্কৃত করিলে
বনরাজি যেন স্নাত হইয়াছিল, বৃক্ষসমূহ যেন

উল্লাসিত হইয়াছিল, লতাবলি যেন গাত্র মার্জন
করিয়া পরিষ্কৃত হইল, বিহঙ্গগন যেন উৎকণ্ঠিত
হইতে লাগিল, দিগ্‌বধূগনের মুখে যেন হাস্যের
সঞ্চারিত হইল, রজনীসমূহ যেন চন্দ্রকিরনরূপ চন্দন দ্বারা
গাত্রানুলিপ্ত করিল, মলয়বায়ুর যেন অঙ্কুর উদগত
হইল, পরিমলের যেন সর্বত্র বিচরন আরম্ভ হইল,
দলবদ্ধ ভ্রমরগন যেন মালার আকারে গ্রথিত হইল,
আম্রতরুরাজি যেন পুলক শোভিত হইল এবং
মাধবীলতাবলির যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। অধিক আর
কী বলিব স্বয়ং কন্দর্পেরও যেন শরীর পরিবর্তিত
হইয়াছিল।। (৩৯)

তত্র যদিও বৃন্দাবনের সকল স্থানেই সর্বদা একসঙ্গেই
ছয় ঋতুর ছয় প্রকার সম্পদ্‌রাজির সমাবেশে
মনোহর, তথাপি ক্রীড়াকালোচিত নিয়মাবলীর
অনুরূপ রূপ ধারন করিয়া কোনস্থলে ক্রমশঃ,
কোনস্থলে বা একসঙ্গেই যেন প্রার্থনানুসারেই
নব-নব-আকারে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া
থাকে।। (৪০)

তত্র অনন্তর, যিনি পরম শোভা প্রকাশপূর্বক প্রনয়ী

ব্যক্তিগণের চিত্তসন্তাপ পরিহার করেন, সেই নিখিল-সৌভাগ্যশালী ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন, নবজাত অনুরাগ-সম্ভূতা গোকুল-ললনাগণের বাঞ্ছাপূরণের নিমিত্ত আমি একটি মহতী বসন্তোৎসবলীলার অনুষ্ঠান করিব, মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে করিতে প্রবল হর্ষ অনুভব করিলে, বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণই তাঁহার উক্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অভিনব বসন্ত ঋতুর সমাগমে সৌরভশালী বৃন্দাবনকে পুনরায় নিজ-নিজ-কৌশলসম্পন্ন অতিরমণীয় শ্রেষ্ঠ শিল্প রচনা দ্বারা নানারূপে সুসজ্জিত করিয়া ভূতল-স্থিত সকল সৌভাগ্যকে যেন একত্র করিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ (৪১)

তাহা এইরূপ — চমরীচয়েন (চমরী মৃগগণ) লাঙ্গুলৈঃ (লাঙ্গুলদ্বারা) বিপিনক্ষৌণীতলং (বৃন্দাবনের ভূতলকে) মার্জিতং (মার্জিত); কস্তূরীহরিণীগণেন (কস্তূরী-হরিণীগণ) স্বৈঃ স্বৈঃ মদৈঃ (নিজ-নিজ-পবিত্র কস্তূরীর সহযোগে) বাসিতং বিদধে (উহাকে সুবাসিত); দ্রুমানাং কুলৈঃ (বৃক্ষসমূহ) পুষ্পানাং মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ (পুষ্পের মধুবিন্দুদ্বারা) সিক্তং

(উহাকে আর্দ্র) ; আলীনিবহৈঃ (ভ্রমরগন) সঙ্গীতানি বিতেনিরে (তিথায়ে) সঙ্গীত বিস্তার করিয়াছিল [এবং]) বীরুদ্ব্রজৈঃ (লতারাজি [সেখানে]) লাস্যানি (নৃত্য করিয়াছিল) ॥ ৯॥ (৪২)

এমত অবস্থায়, অদ্য (অদ্য) মধুমদক্রীড়াবিলেশালসঃ (বসন্তকালীন মত্ততাবিলত: ক্রীড়াবিলেশে অলস হইয়া) শ্যামঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র) দূরোরিনাঃ (সুদূর প্রসারী) স্বয়ংস্বং দূরেন (নিজ কান্তিপ্রবাহ দ্বারা) দিশঃ শ্যামলয়ন (দিঙ্মণ্ডলকে শ্যামবর্ণ করিয়া) মাধুর্যামৃতশীকরোৎকরকিরা তথাপি (এবং মাধুর্যরূপ অমৃতকনাবর্ষী স্বীয় বিগ্রহ দ্বারা) বর্ষাভ্রমং তন্বানঃ অপি (বর্ষার ভ্রম উৎপাদন পূর্বক) ইহ (এই বৃন্দাবনের) পরিতঃ (সর্বত্র) প্রাক্ (সর্ব প্রথম) বসন্তোৎসবং (বসন্ত উৎসবকে) মূর্তং বিধাস্যতি (মূর্তিমান রূপে প্রকাশ করিবেন) ॥ ১০॥ (৪৩)

অনুরথ্যং (গোকুলনগরের পথে পথে) মুহুঃ (নিরন্তর) শ্রবণনয়নচিত্তোৎকর্ষবর্ষীনি (কর্ণ, নয়ন ও চিত্তের পরমাকর্ষজনক) ইতি (এইরূপ) উদন্তে (বৃত্তান্ত) তথ্যং (যথার্থভাবে) উদ্ঘুষ্যমানে

(উচ্চরবে প্রচারিত হইলে), সহজ মদনুরাগাবেগ-
বিক্লান্তরানাং (স্বভাবসিদ্ধ পরম অনুরাগের
আবেগে ব্যগ্রচিত্তা) বিধুমুখীনাং (চন্দ্রমুখী
গোপসুন্দরীগনের) চিত্তম্ (চিত্ত) উৎকণ্ঠমানম্
অজনি (অতিশয় উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়াছিল)॥১১॥ (৪৪)
তখন, পরিজনৈঃ সহ (নিজ-পরিজন বর্গের সহিত)
চন্দ্রাবল্যা (শ্রীচন্দ্রাবলী), আলিবৃন্দৈঃ (নিজ-সখী-
গনের সাহিত) রাধয়া (শ্রীরাধা [ও]), আত্মনীনৈঃ
(স্বীয়) সহচরীমণ্ডলৈঃ সহ (সহচরীবৃন্দের সহিত)
শ্যামাদেব্যা (শ্রীশ্যামাদেবী) শ্রীবাসন্তোৎসব-রসকলা-
সন্দিদৃক্ষা-চিকীর্ষাব্যগ্রং (পরম-শোভাময় বসন্তোৎ-
সবের রসবিলাসের সন্দর্শন ও সম্পাদনের
অভিলাষে ব্যগ্র হইয়া) জাগ্রদ্ঋতুমদহৃতব্রীড়ং
(নবজাগ্রত বসন্তের মত্ততায় লজ্জা পরিহার পূর্বক)
উদ্যানম্ ঐয়ে (বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন)॥১২॥ (৪৫)
অনন্তর, বৃন্দাদিভিঃ (বৃন্দাপ্রভৃতি) বনদেবতাভিঃ
(বনদেবতাগন) মহতা আদরেন প্রীত্যা (অতিশয়
আদর-ও-প্রীতি সহকারে) মধুভসম্ (মধুর) অভ্যুপগম্য-
মানাঃ তাঃ (তাঁহাদের নিকটে যাইয়া) বসন্তমহ-

মঙ্গলবেশোদ্গম-ভূষাদিভিঃ (বসন্তোৎসবের উপযোগী মাঙ্গলিক বেশ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিদ্বারা [তাঁহাদিগকে]) কামং (যথেষ্টভাবে) পরিভূষিতাঃ (অলঙ্কৃত) বিদধিরে (করিয়াছিলেন)॥ ১৩॥ (৪৬)

৩৭। হে প্রমদাগণ! তোমরা আগামী রাত্রিসমূহ আমার সহিত যাপন করিবে — শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এরূপ আশ্বাস লাভ করিয়া যে সকল কুমারী নিজ নিজ-চিত্তে প্রভূত সঙ্কল্প ধারণপূর্ব্বক অনন্তকালকে অমৃত-কল্প তুল্য মনে করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারাও অতিশয় সাহস সহকারে তথায় উপস্থিত হইলে, বনদেবতাগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়াও অভিনব কাঞ্চনলতিকার সহিত উদ্যানশ্রেণীর ন্যায় মনে করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই কুমারীগণকেও তৎকালে তাঁহারা বসন্তোৎসবে সেই কুমারী-গণকেও উৎসবোচিত বেশাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন॥ (৪৭)

কচৌঘে (কেশবন্ধনে) পুন্নাগং (নাগকেশর পুষ্প), ভ্রমরকেশু (ললাটের ঊর্দ্ধস্থিত বক্র কেশসমূহে) বকুলমুকুলানি (বকুল বৃক্ষের মুকুলরাজি),

সীমন্তে (সীমন্তদেশে) অশোকং (অশোক পুষ্প গুচ্ছ),
শ্রবসি (কর্ণমূলদেশে) সহকারস্য কলিকা: (আম্রের
মুকুলরাজি [ও]) স্তনাগ্রে (স্তনযুগলের অগ্রভাগে)
বাসন্তীকুসুমদলমালাং (বাসন্তী পুষ্পের মালা),
বৃন্দা স্বয়ং (বৃন্দাদেবী স্বয়ং) রাধাম্ (শ্রীরাধাকে)
ইতি (এইরূপে) কুসুমৈ: (পুষ্পরাশিদ্বারা) অলঙ্কৃতবতী
(অলঙ্কৃতা করিয়া) সপদি (সদ্যই) মুমুদে
(হর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন) ।। ১৪ ।। (৪৮)
তস্মাৎ (এইরূপ) অন্যা: চ (অন্যান্য বনদেবীগণও)
অহমহমিকা-সত্বর-হৃদ: (আমিই ইঁহাকে অলঙ্কৃতা
করিব এইরূপ পরস্পর প্রতিযোগিতাক্রমে চিত্তের
ব্যগ্রতাসহকারে), মধুসময়মহোৎসাহ-সাহস-প্রসূন-
চিতানাং অন্যাসাং (বসন্তকালীন মত্ততাজনিত
পরম উৎসাহসাহসিকতায় প্রসূন চয়িতা অন্যান্য সুন্দরী-
গণের) প্রত্যঙ্গং (প্রত্যেক অঙ্গকে) রুচির-রচনৈ:
(মনোহর রূপে রচিত) প্রসূনালঙ্কারৈ: (পুষ্পালঙ্কার
[ও]) সৌরভ্যপ্রণয়িভি: (অতিশয় সৌরভশালী)
বিলেপৈ: (অনুলেপন-দ্রব্য দ্বারা) অভিত: (সর্বতোভাবে)
অলঙ্কৃষু: (অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন) ।। ১৫ ।। (৪৯)

[তৎকালে] সকল্পলতিকাঃ (কল্পলতারাজির সহিত) কল্পদ্রুমাঃ (কল্পতরুগণ) সর্বতঃ (সর্বত্র) স্বচ্ছন্দং (স্বচ্ছন্দভাবে) রত্নালঙ্করণানি (রত্নময় অলঙ্কার), কাঞ্চনময়ীঃ (সুবর্ণরচিত) শাটীঃ চ (ও শাটী), চীনোত্তরাসঙ্গিনীঃ (অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত মিলিত), অতিবিচিত্রিতাঃ (অতিবিচিত্র), সুমৃদুলাঃ (সুকোমল) কূর্পাসক-শ্রেণীঃ চ (কাঁচুলীসমূহ ও), তাম্বূলানি (তাম্বূল), অনুলেপনানি (বিলেপন সামগ্রী ও), শাঙ্খিনীঃ (সুগন্ধি) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৌষ্পীঃ স্রজঃ (পুষ্পমাল্য সমূহ) সুষুবুঃ (প্রসব করিয়াছিল) ॥১৬॥ (৫০)

[এইরূপ] কল্পদ্রুমানাং গণাঃ (সেই কল্পতরুগণ) বাষ্প-চ্ছেদ্য-সদচ্ছলাক্ষাপুটীগর্ভেষু (অতি কোমল ও স্বচ্ছ লাক্ষাবিরচিত পুটক অর্থাৎ কৌটার মধ্যে) সমুদ্রিতাং (আবদ্ধ), নানাবর্ণবিলাসচূর্ণপটলীং (বিলাসোপযোগী নানাবর্ণের চূর্ণসমূহ), কাস্তূরিকং পঙ্কং চ (কস্তূরীর অনুলেপন ও), পৌষ্পং (পুষ্পরচিত) কার্মুকং (ধনুঃ), বিবিধম্ আয়ুধং চ (নানাবিধ অস্ত্র) নানাবিধান্ (নানা প্রকার) কন্দুকান্ (কন্দুকরাজি [ও]) রত্নানাং জলযন্ত্রকাণি (রত্নবদ্ধ জলযন্ত্রসমূহ) সুষুবুঃ (প্রসব করিয়াছিল) ॥১৭॥ (৫১)

সঙ্গীতক-নিগম-কলা-কৌশলাচার্যবর্যা (সঙ্গীতবিষয়ক শাস্ত্রীয় কলাকৌশলের উপদেশকারিণী অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) মাতঙ্গী নাম (মাতঙ্গী নাম ধারণ করিয়া), নানাবীণাপ্রবীণাঃ (নানারূপ বীণাবাদ্যে সুনিপুণা) প্রণয়িসহচরীঃ (প্রণয়যুক্তা সহচরীগণকে) সঙ্গিনীঃ সাধয়ন্ (সঙ্গে লইয়া), মূর্তং বসন্তং রাগং (মূর্তিমান বসন্ত রাগকে), সারিগমপধনীন্ (সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ রূপ) মূর্তিভাজঃ (মূর্তিমান) স্বরান্ চ (স্বর সমূহকে), স্ত্রীবেশেন ([স্ত্রীং] স্ত্রীবেশ-ধারিণী) শ্রুতীঃ চ (দ্বাবিংশতি শ্রুতিসমুদয়কে) প্রকটম্ উপচিতাঃ কুর্বতী (সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকট করিয়া) প্রাদুরাসীৎ (তথায় আবির্ভূতা হইয়াছিলেন)।। ১৫০।। (৫২)

৫৩। অতঃপর রাগিণীগণের অগ্রগণ্যা মাতঙ্গী অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে আদর-ও-সঙ্কোচের সহিত, সুন্দরীগণশিরোমণি কমলমুখী শ্রীরাধার নিকটে গমন করিলে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকে বলিলেন—

"অয়ি গুণবতি! তুমি সঙ্গীতবিষয়ক গুণরাশিতে

অভিজ্ঞা কলিযা আমার বাক্যের প্রতি শীঘ্র অবিলম্বে বিশ্বাস
স্থাপন অর্থাৎ বর্দ্ধন কর। সঙ্গীত বিষয়ক নয়কীচা তুর্যে
নয় অভিজ্ঞা এই সতঙ্গী। কিন্নরীগনকে সঙ্গীত শিক্ষা
দান করেন। সম্প্রতি পূজনীয়া তোমার আনন্দদায়ক
এই বসন্তোৎসব কৌতুকে ভূতলবাসী সকলেই
অনুরাগ প্রকাশ করেন বলিয়া ইনি সর্বোৎকৃষ্ট
সঙ্গীত সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিয়া তোমার
আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।
ইঁহারা তাঁহারই সহচরী এবং নানাবিধ
বীনাবাদ্যে নিপুনা ও পরম গুনবতী। আর, ইনি—
কেশোৎখ (কেশবন্ধনের উপরে) শিখণ্ডৈ: বিরচিত-
শেখর: (ময়ূর পুচ্ছের চূড়াধারী), মেঘনীল:
(মেঘের ন্যায় নীলবর্ন), প্রকৃতিত: এব আমত্ত:
([illegible] স্বভাবতই মদমত্ত রূপে) আম্রমুকুলেন
(আম্রমুকুলদ্বারা) লয় ভূতং পুংস্তান: (কোকিলের
পুংস্বর বর্দ্ধন করিয়া) বসন্তরাগ: (স্বয়ং বসন্তরাগই)
স্ত্রীবেশ: (স্ত্রীলোকের বেশে) তব নিকটে
(সম্প্রতি এই বৃন্দাবনে তোমার নিকটে
উপস্থিত হইয়াছেন)॥ ১৭॥ (৫৩)

৩৯। অতঃপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট
(অতিশয় কৌতুক সহকারে) সেই বসন্ত বালককে
দর্শন করিবার অভিলাষে পরমানন্দে তাঁহার প্রতি
সরল ভাবেই ঈষৎ কটাক্ষপাত করিলে, নবীননারী-
বেশধারী সেই বসন্তরাগ স্বীয় অন্তরে কোন এক
অননুভূতপূর্ব কৃতার্থতা অনুভব করিয়াছিলেন ।। (৩৪)

৪০। তৎকালে হস্তিনীর ন্যায় মনোহর গতিশীলা মাতঙ্গী শ্রীরাধাকে
বলিলেন — হে কালিয়মর্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সি! আপনি
নিশ্চয়ই জানিবেন যে, ইঁহারা সকলে আপনার চরণ-
পরিচর্যার অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত এস্থানে
উপস্থিত হইয়াছেন —

[সপ্ত] স্বরসমসখীনাম্ (সা, রে, গা, মা, পা, ধা,
নি) স্বরাণাম্ ইয়ং মণ্ডলী (এই সপ্ত প্রকার স্বরসমূহ
যোষিদাকারচারু: (মনোহর স্ত্রীমূর্তি ধারণ
করিয়া এক) ইয়ং (এই) দ্বিযুক্তা বিংশতি:
(দ্বাবিংশতি) শ্রুতি পরিষৎ অপি (শ্রুতি সমষ্টিও
একত্র হইয়া) তব (আপনার) চরণসমীপে
(পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন) যা (এই সকল
শ্রুতি) কিন্নরীনাং কণ্ঠে চ (কিন্নরীগণের কণ্ঠেও)

বিভক্তিং নাহি দর্শয়তি (সম্যক্ ভাবে প্রস্ফুট
হয় না)॥ ২০॥ (৫৫)

৪২। তৎকালে শ্রীমতী ললিতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া
হাস্যবেশে বিচিত্র ভাবাপন্ন চিত্তের পরম প্রয়োজন-
সার্থক প্রীতিলাভের নিমিত্ত মধুরস্বরে বলিলেন—
"অয়ি সঙ্গীতদেবি! কিন্নর বাজবন্ধুগনেও কণ্ঠদ্বারা
শ্রুতিসমূহের প্রকাশনে সমর্থা হন না কেন? তখন
মাতঙ্গী প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন— "অয়ি দেবি!
কফাদিদূষিতে কণ্ঠে
(কফাদি দ্বারা দূষিত কণ্ঠে) তস্মাৎ (শ্রুতিসমূহের)
ব্যক্তিঃ ন জায়তে (প্রকাশ হয় না); অতঃ (এইহেতু
[আমি আপনাদের নিকটে]) চলং চ অচলম্ এব চ
(চলা ও অচলা) বীণাদ্বয়ং (এই দুই প্রকার বীণার)
বক্ষ্যে (বর্ণন করিতেছি)॥ (৫৬)

৪৩। হে মাননীয়ে! স্বয়ং ব্রহ্মাই চলা ও অচলা—
এই দুই প্রকার বীণার সৃষ্টি করিয়াছেন।
চলা বীণায় দ্বাবিংশতি শ্রুতি এবং অচলা বীণায়
(অর্থাৎ কণ্ঠে) সপ্ত স্বর নিবদ্ধ হইয়াছে; অধিক
কথার প্রয়োজন কি! আপনারা সাক্ষাৎ দর্শন করুন।

BINA

EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ
১৩ খানা খাতার মধ্যে
খাতা — ১৩ নং

Pages 96

No. 6

গ্রন্থ-নকল [illegible] মাধুরী ১৩৮০

শ্রীসদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

চতুর্দশ স্তবক (Contd.)

এবং নিখিল শ্রুতিসমূহের অগ্রেই সঙ্গীতবিদ্যা সন্দেহের নিরাস করুন। এই ষড়্জ স্বরের এই চতুর্বিধা শ্রুতি বিচিত্রবর্ণা, সুসম্বন্ধা, অথচ কণ্ঠদ্বারা প্রকাশের অযোগ্যাই।। (৫৭)

৪৩। এই বলিয়া তিনি চতুর্বিধ শ্রুতিসমন্বিত ষড়্জ স্বরের আলাপ অর্থাৎ উচ্চারণ আরম্ভ করিলে কণ্ঠপথে সেই ষড়্জ স্বরের শ্রীমূর্তি অতিমনোহরভাবে স্বয়ংই ধ্বনিত হইল। কিন্তু সেই ষড়্জ স্বরের চতুর্বিধ শ্রুতির নিজ-নিজ-অংশ কণ্ঠযোগে বিভাগ করিয়া ধারণ করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাদের একটিরও স্বরূপ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইল না।। (৫৮)

৪৪। অতঃপর তিনি যে-সময়ে সঙ্গীতনৈপুণ্যবশতঃ চলাই বীণাস্থই তন্ত্রী (তার) সমূহের মধ্যে উক্ত চতুর্বিধ শ্রুতিকে যথোচিতক্রমে বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে সেই শ্রুতিসমূহ আনুকূল্যহেতুই দশাপ্রকাশ করিয়াছিল, যেহেতু তাহারা বেদচতুষ্টয়ের ন্যায় যথার্থবাদিনীই হইয়াছিল।। (৫৯)

৪৫। এইরূপে সেই সঙ্গীতবিদ্যার বিলাস অতিশয় চমৎকারজনক হইলে শ্রীরাধার সহচরী সঙ্গীতবিদ্যা

বিশেষজ্ঞশ্রেয়নীয় অতঃ যেন পারিষদের স্বরেই একরূপ বলিতে লাগিলেন – হে আর্য সঙ্গীতদেবতে! আপনার ইহাই পরম নৈপুণ্য যে, আপনি একটি অখণ্ড স্বরকেই বীণাযোগে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবিকল ও সুস্পষ্টরূপে গান করিয়াছেন; ইহাদের একটি শ্রুতিও নিষাদ বা ঋষভকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু স্বরসমূহের পরিচয় মর্ত্য ব্যক্তিগণের পক্ষে বস্তুতঃই দুর্লভ হইলেও এই বাগ্‌ভারতী দেবীর নবীনা সখী সুন্দরী ললিতা দেবী কণ্ঠদ্বারাই এই সকল শ্রুতির বিভাগ করিতে পারেন। যদি আপনার আগ্রহ হয়, তবে আদেশ করুন, তিনি নিজ-কৌশল প্রণালী প্রদর্শন করিবেন॥ (৬০)

৪৬। কোন্ স্বরের কোন্ কোন্ শ্রুতি এ বিষয়ে যাঁহাদের পরিচয় নাই, সেই সকল ব্যক্তিও তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত শ্রুতিসমূহ শ্রবণ করিয়া এক স্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই দ্বাবিংশতি শ্রুতিরও পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই পরিচয় লাভে সমর্থ হ'ন? তখন বনদেবতাগণ বলিলেন – হে সঙ্গীতবিদে! ইনি ব্রহ্মার মুখ-নির্গত সঙ্গীতবিদ্যারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আর, তোমাদের এই সঙ্গীতবিদ্যা ব্রহ্মলোকের বাহিরেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সেই হেতু উভয়-প্রকার বিদ্যাই অনিন্দনীয়া॥ (৬১)

৪৭। অতঃপর চিন্ময়-লীলা-হেতু সর্বসুখদায়িনী শ্রীরাধা মাতঙ্গীর মানদ-স্বভাবোচিত কাঠিন্য প্রদর্শন-ফলে পীড়া অনুভব করিয়া নিজ সখী সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি কুটিল ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ পূর্বক অতিশয় খেদের সহিতই বলিলেন - হে মিথ্যাবুদ্ধিযুক্তা সঙ্গীত-বিদ্যে! কণ্ঠালাপদ্বারা শ্রুতিসমূহের বিভাগ বেদসমূহের পৃথক অর্থ করার ন্যায়ই দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর; সেই হেতু তাহা নবীন মানবগণের চেষ্টাসাধ্য হইতে পারে কি? অথচ তুমি তাহাই বলিয়াছ! অতএব হে মিথ্যাবাদিনি! তুমি আর কথা বলিও না। বস্তুতঃ লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও ইহা অসম্ভব; ললিতার কথা আর কী বলিব? সেই হেতু হে সঙ্গীত-প্রিয়ে! পূজনীয়া আপনি সম্প্রতি সঙ্গীতদ্বারা সকল বনদেবতার অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীকে সন্তোষ প্রদান করুন॥ (৬২)

৪৮। তখন বৃন্দাদেবী বলিলেন – "যে কাল পর্যন্ত না রতিমান শ্রীকৃষ্ণ নবীন বসন্তের গান করিয়া এখানে বিহার করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বসন্ত-রাগের কীর্তন উচিত নহে; সেই হেতু অনুরাগের সহিত অন্য কোন রাগেরই প্রকাশ করুন।" তখন মাতঙ্গী-দেবী অপূর্ব কৌতুকভরে রসসাগরের জলরাশিতুল্য মনোরম বেলাবলী নামক রাগের সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন ॥ (৬৩)

৪৯। অনন্তর মাতঙ্গীর পদপদ্মসাধিকা সঙ্গিনীগণ বিপঞ্চীরই (বংশীরই) বিস্তারস্বরূপ মহতী প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার উত্তম বীণার সহযোগে পঞ্চপ্রকারে আবিষ্কৃত শ্রুতিসমূহকে একভাবেই যেন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অতুল্য স্বরসমূহ কণ্ঠশ্রীযুক্ত কণ্ঠ ও বীণা হইতে আবির্ভূত ও অতিশয় হর্ষজনক সেই সঙ্গীতধ্বনি সর্বপ্রকার আনন্দেরই সঞ্চার করিয়াছিল ॥ (৬৪)

৫০। তৎকালে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণ ও বৃন্দা প্রভৃতি বনদেবতাগণ উক্ত সঙ্গীতের প্রতি মনোনিবেশ করিলে দূর হইতেই দেবলোকের চমৎকারজনক রূপে —

সমানমূর্ছনৈঃ (সমভাবে লম্বায়মান, [অথচ]) প্রত্যেক-সন্দর্শনাৎ এব (প্রত্যেকের পৃথক্ দর্শন-হেতুই) ব্যক্ততরৈঃ (বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান), বীণাবেণুমৃদঙ্গ-কাংস্য-পণবৈঃ (বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কাঁসর ও পণব-দ্বারা) উদ্গীতঃ (উচ্চারিত) এক: স্বন: (একই ধ্বনি) আমোদী (ব্যাপকভাবে উদিত হইয়াও) সমভাগাপন্নৈঃ ইব (সমভাবে বিমিশ্রিত বহু বস্তুর ন্যায়) কর্ণয়োঃ (কর্ণযুগলে) নো ভেদক্ষমঃ (পৃথগ্‌ভাবে প্রতীতিযোগ্য না হওয়ায়) সর্বাঙ্গীনক-যক্ষকর্দমঃ ইব (সর্বাঙ্গব্যাপী সুগন্ধিক যক্ষকর্দমের ন্যায় অর্থাৎ একত্র মিশ্রিত কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর, ও কক্কোলের চন্দন ন্যায়) আনন্দৈককন্দঃ (অদ্বিতীয় সুখেরই কারণ হইয়াছিল) ॥ ২২॥ (৬৫)

৬৭। কর্ণযুগলের সুখবিস্তারকারী তাদৃশ ধ্বনি-শ্রবণে শ্রীরাধাপ্রভৃতি সুলোচনাগণ সকলে মাতঙ্গীদেবীর লয়-তালাদিযুক্ত সঙ্গীতরসের প্রতি ও অবহেলায় প্রদর্শন পূর্বক ভাববিশেষের আবেশে চঞ্চলচিত্তা হইয়া উৎকর্ণ মৃগীগণের ন্যায় নয়নকোণের চাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ (৬৬)

৫২। অনন্তর তথায় পদমধ্যে তদন্তর্গতরূপে উচ্চারিত বসন্তরাগের সহিত শ্রীযেথে সজ্জিত বসন্তরাগও সঙ্গীতধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ (৬৭)

৫৩। তৎকালে বনদেবতাগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভূতলে অননুভূত-হর্ষ-জনক অতুলনীয়-আনন্দময় শ্রীনন্দনন্দনের বসন্তোৎসবের আগমন অনুমান পূর্বক অতিশয় কান্তিসমৃদ্ধ দেহমাধুর্য বিস্তার করিয়া অভিনব উল্লাস-ভরে অদূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া এরূপ বলিতে লাগিলেন — 'অয়ি বার্ষভানবি! অদ্য শ্রীকৃষ্ণের উৎসব ব্যতীত আপনার নয়নযুগলে অন্য কোন কারণে এরূপ আনন্দের উদয় হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির লোভ-জনক ও স্বয়ং নটাচার্যস্বরূপ, বসন্তকাল আনন্দস্বরূপ ঋতুর সহিত সমাগত হইয়া উল্লাসবর্ধন করিলে আপনার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হর্ষজনক বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বসন্তের প্রভাবে গর্বশালী মদনের সমভিব্যাহারে নক্ষত্ররাজি-পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায় সহচরগণের সহিত বসন্তোৎসব সম্পাদন করিতেছেন। অয়, ললনীগণ প্রাণপণে আমার সেবা করুক? এই অভিপ্রায়ে পরম হর্ষরাশির সম্বর্ধনের

নিমন্ত্র যেন তিনি প্রভৃতি বিহারশীল সখীর সহিত এখানে আগমন করিতেছেন। অহো! আপনার সৌভাগ্য-সম্পদের মহিমা আমরা কীরূপে বর্ণন করিতে পারিব? (৬৬)

৬৪। দেখুন, দেখুন —

[তিনি] শিরসি (শির-মস্তকে) চলতা একেন এব শিখণ্ডকেন (একটিমাত্র চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ), রোলম্বসম্ভাষিণা (ভ্রমর-গুঞ্জনযুক্ত) পুন্নাগস্তবকেন চ (নাগকেশর গুচ্ছ [ও]) অরুণরজঃপূরেণ চ অলঙ্কৃতং (রক্তবর্ণ ধূলিরাশিদ্বারা সুশোভিত), তির্যগ্‌ন্যাস বিশেষ শোভং (বক্রভাবে বিন্যাসহেতু অতিশয় শোভাযুক্ত), অলিকপ্রান্তাবলম্বালসং (ললাটপ্রান্তে শিথিলযুক্ত), অনীষদুজ্জ্বলং (অত্যুজ্জ্বল), অতিশ্লক্ষ্ণং (অতিমসৃণ) শুভ্রোষ্ণীষং (শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ) আদধৎ (ধারণ করিয়াছেন)॥২৩॥ (৬৭)

[এইরূপ,] বল্গদ্বল্গুমণীন্দ্রকুণ্ডল ধূত্যা (মনোহর চঞ্চল মণিময় কুণ্ডলের ভারে) দীর্ঘীকৃতচ্ছিদ্রয়োঃ (দীর্ঘ-ছিদ্রবিশিষ্ট) শ্রীকর্ণয়োঃ (কর্ণযুগলের) একতঃ (এক প্রান্তে) তৎক্ষণভুগ্নচূতমুকুলং (সদ্যছিন্ন আম্র-মুকুল), তৎপ্রতিবিম্বভাজি (উহারই প্রতিবিম্বশালী) গণ্ডে (গণ্ডদেশে) ত্বিষঃ কাঞ্চিৎ মধুরাং মঞ্জরীং

(বৃন্তবা ছটা)
(অপূর্ব সুমধুর কান্তিযুক্ত[ী], [এবং]) বিলাসবদ্ধচিকুর-
স্তোমে (শৃঙ্গারভঙ্গীক্রমে আবদ্ধ কুটিল কেশপাশদ্বারা সুশোভিত)
গ্রীবাসীম্নি (গ্রীবাপ্রান্তে) অতিমুক্তস্রজং (মাধবীপুষ্পের
মালা) বিভ্রং (ধারণ করিয়াছেন) ॥২৪॥ (৭০)

এইরূপ, লীলাঙ্গীকৃতপীতকঞ্চুকপরিপ্রোদঞ্চিতালঙ্কৃতি: (লীলাভরে
আবদ্ধ পীতবর্ণ কঞ্চুকদ্বারা তাঁহার সবিশেষ শোভার
উদয় হইয়াছে); [তিনি] চঞ্চৎকাঞ্চীতটীনটীং (চঞ্চল কাঞ্চীর
প্রান্তভাগে নৃত্যরত), মণিময়ীং কর্পূরধানীং দধৎ
(মণিময় কর্পূরাধার ধারণ করিয়াছেন); দোলৎ-
সারসনাগ্রচুম্বন-লসজ্জঙ্ঘাতল: (তাঁহার জঙ্ঘাতলে
চঞ্চল চন্দ্রহারের অগ্রসংলগ্ন পট্টসূত্রগুচ্ছের সংস্পর্শে
অতিশয় শোভার উদয় হইয়াছে); কিঙ্কিণী-
রত্নোদ্যদ্ঘটিক: (কিঙ্কিণীর রত্নরাজি নিতম্বের শোভা
বর্ধন করিয়াছে) পদাম্বুজালি সাক্ষিস্বানমঞ্জীরক: ([এবং]
(পাদপদ্মযুগলে শব্দায়মান নূপুরযুগল শোভা
পাইতেছে) ॥২৫॥ (৭১)

আরও, [তিনি] বামকরেণ বেণুং (বামহস্তে বেণু [ও])
দক্ষিণকরেণ (দক্ষিণ হস্তে) কন্দুকং (কন্দুক)
আন্দোলয়ন্ (সঞ্চালন করিতেছেন); বদনত:

(বদনমণ্ডল হইতে) সৈন্দূরং (অরুণবর্ণ-চূর্ণ-রচিত) বসন্তাভিখ্যং রাগং (বসন্তীনামক রঞ্জন দ্রব্যকে) ন বিদূরয়ন্ (দূরীভূত না করিয়া) প্রিয় সুবলাদিভি: (সুবল প্রভৃতি) প্রিয়সখৈ: (প্রিয় সহচরগণের) উদ্গীতে (উচ্চ সঙ্গীতে) শ্রীমূর্দ্ধনির্ধূননেন (মস্তক-সঞ্চালনদ্বারা) আহ্লাদং প্রথয়ন্ (নিজের রসবোধ প্রকাশ করিতেছেন [এবং]) মদালসলসদ্-ঘূর্ণায়মানেক্ষণ: (মদভরে অলস মনোহর নয়ন-যুগলের ঘূর্ণন করিতেছেন)॥২৬॥ (৭২)

অধিকন্তু, [তিনি] পার্শ্বদ্বয়ে (নিজের উভয় পার্শ্ব হইতে) প্রিয়সখদ্বয়দীয়মানং (প্রিয় সহচরযুগল কর্তৃক প্রদত্ত), স্বর্ণপ্রকাশি (সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল), তাম্বূলিকাদলপুটং (তাম্বূল-পুট অর্থাৎ পানের খিলিকে) কুতুকেন (কৌতুকবশত:) লীলাক্রমাৎ (লীলাবিস্ময়কারে) স্নিগ্ধেন (সুস্নিগ্ধ) শোণরদন-চ্ছদনদ্বয়েন (রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ও অধরদ্বারা) উভয়ত: (উভয়ের নিকট হইতে) গৃহ্নন্ (গ্রহণ করিতেছেন)॥২৭॥ (৭৩)

অধিকন্তু, ইত: তত: (ইতস্তত:) উদ্ধানিতৈ: (বিক্ষিপ্ত),

[এবং]

উদ্ভটৈশ্চ সৌরভশালী রভি: (প্রবল সৌরভশালী), অত্যন্তলাঘবতয়া (অতিশয় লঘুত্ব হেতু) নভসি ভ্রমদ্ভি: (আকাশমণ্ডলে সঞ্চরণরত), বালারুণাকৃতিভি: (রক্তবর্ণ) পটবাসপূরৈ: (পটবাসরাশি অর্থাৎ বসন্তক্রীড়ার উপযোগী গন্ধ চূর্ণরাশি অথবা ফল্গুর আবিরের) অপ্রাপ্তমৌলিতিলকালকশঙ্খলক্ষ্মী: (তাঁহার চূড়া, তিলক, অলকরাশি ও নেত্রকোণসমূহের শোভাকে স্পর্শ করে নাই) ॥২৮॥ (৭৪)

অপী সহচরা: (শ্রীকৃষ্ণের এই সহচরগণ) ত্রিভি: গ্রামৈ: (ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধারনামক ত্রিবিধ স্বরবিশেষের সহযোগে) মৃদু (ধীরে ধীরে) দ্বিপাদিকাং চর্চরীং গায়ন্তু: (দ্বিপদী ও চর্চরীনামক সঙ্গীতবিশেষ আরম্ভ করিলে) নির্মিতশ্রুতিভি: (পৃথক পৃথক অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রুতিসমন্বিত) সপ্তভি: স্বরৈ: (সপ্ত স্বরে) বসন্তাভিধে রাগে (বসন্ত রাগের) উপাচিতে (উল্লাসবৃদ্ধি হেতু [সকলে]) কেনাপি কুতুকেন (অপূর্ব কৌতুকবশত:) মুহু: (বারম্বার) সিন্দূরৈ: কন্দুকৈ: (সিন্দূররচিত কন্দুক অর্থাৎ গোলকদ্বারা) অন্যোন্যং ঘ্নন্ত: (পরস্পরকে আঘাত করিয়া) অভিত: অভিত: (পরস্পরের অভিমুখে) খেলন্তি নৃত্যন্তি চ (ক্রীড়া ও নৃত্য করিতেছেন) ॥২৯॥ (৭৫)

^সুচারুরূপে বা মনোজ্ঞ-
৫৫। সম্প্রতি ~~[illegible]~~ ভাবে বিলাসশীল এই অতিরমণীয় সঙ্গীতের# শ্রবণে অচেতনগণেরও অতিশয় রুচির উদয় হইয়াছে ; যেহেতু এই বনলতারাজিও বিলাসশীল মাতুর শ্রীকৃষ্ণের সোভাগ্য দর্শনে বিবিধ ভাব প্রকাশ করিতেছে ॥ (৭৬)

৫৬। দেখুন, দেখুন —

বল্যঃ (ঐ লতারাজি) কৃষ্ণাবলোকনমুদা (শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে হর্ষান্বিতা হইয়া) আমন্দচন্দনসমীর-গুরূপ-দেশাৎ (মন্দ মন্দ প্রবাহিত মলয়বায়ুরূপ গুরুর উপ-দেশানুসারে) প্রত্যগ্রপল্লবকরাভিনয়ং দধত্যঃ (নবপ্রোত পল্লবরূপ হস্তের সঞ্চালনাদিরূপ অভিনয় অর্থাৎ প্রদর্শন ধারণ^ করিয়া) ভৃঙ্গাঙ্গনাপ্রকরস্য (ভ্রমর ও ভ্রমরী-গণের সম্মিলিত) গীতেন (সঙ্গীতদ্বারা) মুহুঃ নটন্তি (সানন্দে নৃত্য করিতেছে) ॥৩০॥ (৭৭)

তাহাদের মধ্যেই আবার কোন —

বল্লী (লতা) মধুমথনে আসন্নে (শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্তী হইলে) নবদলপাণিকাম্পিতেন (নবীন পল্লবরূপ কর-কম্পনদ্বারা) সন্ত্রাসং (ত্রাস), কুসুমস্মেন স্মিতেন (পুষ্পবিকাশরূপ হাস্যদ্বারা) প্রোৎসাহং (উৎসাহ

আপনার আনন্দরাশি সংবর্ধিত হইতেছে; সেইহেতু তাঁহার সুমঙ্গলক খেলারই অনুষ্ঠান করুন। আমাদের উৎসাহবর্ধনের প্রয়োজন কী? আর, আপনি পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইতেও পারে না॥ (৮১)

৮২। হে সখি, আমি কৌতুক লোলুপ! কুলাঙ্গনাগণের কুলোচিত স্বভাবজনিত লজ্জাশৃঙ্খলের কবাট এরূপই কঠিন যে, তাদৃশ প্রশ্রয় উৎকণ্ঠারূপ কুঠার দ্বারাও তাহার ছেদন করা সম্ভব হয় না॥ (৮২)

৮৩। উক্ত লজ্জাকবাট বাঞ্ছিত হিত-বিভ্রমেরও বাধা উৎপাদনপূর্বক অতিশয় মনঃপীড়ারই সৃষ্টি করে। সেইহেতু সম্প্রতি আমাদের যে অতিশয় অসাধারণ ধৈর্যের ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা নির্দোষ বা কেবলই [illegible]। অদ্য এই মহোৎসবের দিনে শিষ্ট ব্যক্তিগণের আচারানুসারে দৌর্ভাগ্যনাশক কন্দর্পপূজার বিশেষরূপেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা এখনও ক্ষীণ হয় নাই। সেইহেতু হে মঙ্গলবতীগণ! আমরা উক্ত উৎসবীয় সম্পাদনের উপযোগী অনায়াসলভ্য কুসুমসমূহের সংগ্রহকালেই উৎসবদিদৃক্ষু ও নিখিলকলানিপুণ ব্রজযুবরাজকে দর্শন করিব॥ (৮৩)

৮১। অতঃপর আমার এই সর্বসম্মত যুক্তিসঙ্গত সরস বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃন্দাদেবী পুনরায় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে বলিলেন — হে সখি! তোমরা লগ্ন, রূপ ও আকৃতিদ্বারা যোগ্যতা ধারণ করেন বলিয়া তোমাদের পক্ষে ঐরূপ কন্দর্পপূজার অনুষ্ঠান শিষ্টাচার-সম্মত হইতে পারে, পরন্তু চন্দ্রাবলী ও তাঁহার সখী চারুচন্দ্রা আম্রবনে অবস্থানপূর্বক মাতঙ্গীর সঙ্গীতের সহিত প্রবল মহোৎসবের অনুষ্ঠান দ্বারা পরম কৌতুক-সহকারে সম্মুখে আসিয়া আমাদের নয়নের রুচিবর্ধন করুন এবং বসন্তরাগের স্বর-শ্রুতিসমূহের মূর্তিমত্তা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বয়ং সাবধানা হইয়া প্রমোদমত্তা মাতঙ্গীদেবীকেও কৃতার্থা করুন॥ (৮৪)

৮২। বনদেবতার এইরূপ বাক্যানুসারে সখী চারুচন্দ্রার সহিত বিবিধ বীণাবাদনে নিপুণা চন্দ্রাবলী, বসন্তরাগে সম্যগ্‌ভাবে বিস্তার্যমাণ ও প্রকটিত শ্রুতিসমূহের সহযোগে শ্রুতিসুন্দর রূপে সঙ্গীতরতা সঙ্গীতদেবতাকর্তৃক সমাদৃতা হইয়া, সঙ্গীতের

তানের সহিত মাধুর্য্যসহকারে যথোচিত নৃত্যকারিণী,
ও স্বর্গের নর্তকীগণেরও পরাভবকারিণী, পরমানন্দ-
দায়িনী সহচরীগণের সহিত কন্দর্প-
রাজ্যের প্রেরণায় হর্ষভরে, কল্পতরু হইতে সত্বর নির্গত
ও মনোহরণের ক্রীড়ার উপযোগী এবং স্বর্ণ অপেক্ষাও কমনীয়,
অরুণবর্ণ ও অতি সৌরভশালী কিশলয়চূর্ণ রাশির
নিক্ষেপরূপ লীলা এবং মণিমাণিক্যখচিত সুসজ্জিত, সলিলে হর
জলযন্ত্রে পরিপূরিত কুঙ্কুমগোলক, কস্তুরী, কর্পূর ও
চন্দনের অতি সুগন্ধযুক্ত তরল সারভাগের নিক্ষেপ-
রূপ ক্রীড়ায় রত হইয়া যে সময়ে
বসন্তক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, তৎকালে মনোজ্ঞচরিতা
শ্রীরাধাও মৃদুমধুর হাস্যসহকারে চিত্তে বিস্ময়গ্রস্তা
হইয়া কতিপয় সহচরীর সহিত নিঃসঙ্কোচ সন্তোষ-
প্রকাশপূর্বক উভয় পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে
করিতে পুষ্পচয়নচ্ছলে সেই স্থানেই বিহার
করিতে লাগিলেন ॥ (৮৫)

৮৬। একদা ঐ সময়ে, ব্রজযুবরাজের তরুণ সহচরগণও
ক্রীড়া-প্রেমে ক্রমশঃ উক্ত স্থানের প্রতি অগ্রসর
হইলে তাঁহাদের অগ্রগামী কুসুমাসবমত্ত

ব্রজনন্দন কৃষ্ণ ও গ্রীবাদিদেশের সঞ্চালনপূর্বক সহসায় মনোহর হারটিকে নৃত্য করাইতে করাইতে কৌতুকবশতঃ গর্বযুক্ত হইয়া হাস্যসহকারে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে দূর হইতেই কোন এক অপূর্ব ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত ধ্বনি সমবেতবনিতা চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলীপ্রভৃতির সুমধুর সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের অতিচঞ্চল মনোরম বলয়রাজির পরস্পর সংঘট্টনযুক্ত করতালিদ্বারা রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। আর, নির্মল কলধ্বনিপূর্ণ ও মনোহর মুরজাদির ঐক্যতানবাদনে বিলাসশালিনী ললনাদের ও নর্তকীগণের চরণসঞ্চালনক্রিয়াতে তালানুসারে সঞ্চালিত মণিময় নূপুরের ধ্বনি উহার সহিত মিলিত হইয়াছিল ॥ (৮৬)

৬৪। কুসুমাসব তচ্ছ্রবণে পুলক প্রকাশ-পূর্বক হর্ষোৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রিয় বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন - "হে প্রিয় বয়স্য! আমাদের সঙ্গীতের ধ্বনিসমূহই কি সম্প্রতি প্রত্যেকের কর্ণগোচর হইতেছে? অথবা অন্য কোন লোকসমূহের সঙ্গীতের মধুর ধ্বনিই অতিশয় আনন্দজনকরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের সঙ্গীত-ধ্বনিকে পরাভূত করিতেছে? ইহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত।" তদুত্তরে মণিময় বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত কিশোর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন - "হে পরম কান্তিমণ্ডিত প্রিয় বয়স্য! ইহা অন্য কাহারও বাদ্যধ্বনিই হইবে; অতএব সম্প্রতি কোথা হইতে এই অপর বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইয়া সবেগে আমা-ভাব ধাবন করিতেছে, তাহা অনুসন্ধান কর"। (৮৭)

৬৫। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যানুসারে অতি সুনিপুণ বিপ্রনন্দন কুসুমাসব পরম উল্লাস সহকারে সত্বর নিকটে যাইয়া অতি রমনীয়া শ্রীরাধাকে সর্বাগ্রে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি উভয় ললনা দলেরও পূজনীয়া রূপে লক্ষ্মীদেবীকে লক্ষ করিয়া নীতি ও সরলতার উৎকর্ষ বিস্তার

করিতেছিলেন। তাঁহার সুকোমল হস্ত ও পদযুগল জবা-
কুসুমের ন্যায় রক্তিমা ধারণ করিয়াছিল। অবস্থায়
তিনি পল্লবের অগ্রভাগ আকর্ষণপূর্বক মাধবী-পুষ্প
চয়ন করিতে করিতে ভূতলে অবতীর্ণা অতীন্দ্রিয়া
বসন্তলক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। আর
তাঁহারই অদূরে। হিতপরায়ণা ললিতা ও মনোরমা
শ্যামলাকে ও তাঁহাদের অদূরে উৎসবের পরম আনন্দে
বিহ্বলচিত্তা চারুচন্দ্রা ও-চন্দ্রাবলী প্রভৃতিকে
দর্শন করিয়াছিলেন॥ (৮৮)

৮৯। আর, কুসুমাসব তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই
অতিশয় উত্তেজিত ভাবে বলিলেন — হে মানিনি
ললিতে! তোমরা কী হেতু সকলে মিলিয়া এরূপ
গর্ববশতঃ গুরুতর অপরাধ করিতেছ? যেহেতু
আমার এই মহাশয় বয়স্যের
যে নূতন মাধবীলতাটির একটি পুষ্পও এখনও কেহই গ্রহণ
করে নাই, তোমরা দর্পসহকারে
তাঁহার সেই অতিপ্রিয়া মাধবীলতার পল্লব ও
পুষ্প বা [illegible] বিনাশ করিতেছ। তোমরা কন্দর্পেরও
দর্পহারী আমার বয়স্যের ভুজরূপ সর্পশরীরের

দুর্লভ জানা বটে, কিন্তু এমনই তাহা জানিতে পারিবে। সেইহেতু এখনই আমি স্বয়ং তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া বলিলেন — "হে বয়স্য! সম্প্রতি মহাপ্রভাবশালী তোমার বসন্তোৎসবের তত্ত্ব অবগত হইলাম; যেহেতু — স্বয়ং মূর্ত্তা (স্বয়ং মূর্তিমতী) বসন্তলক্ষ্মী: এব (বসন্তলক্ষ্মীই) অসংখ্যাভি: ইব (মূর্তিমতীর ন্যায়) স্বাভি: বিভূতিভি: (স্বীয় বিভূতিরাজির সহিত) ইত: ন দূরে (এস্থান হইতে অদূরেই) বিবিধৈ: বিধানৈ: (নানা প্রকারে) মূর্তং বসন্তোৎসবং (মূর্তিমান বসন্তোৎসব) আতনোতি (বিস্তার করিতেছেন)।। ৩৩।। (৮৯)

তস্য আতোদ্যং (তাঁহাদের বাদ্যের ন্যায় অন্য কোন বাদ্য) ভুবি ক্ব (ভূতলে কোথায়ই বা) অনুমোদং ভবতু (প্রশংসা লাভ করিতে পারে)? সা সঙ্গীতভঙ্গী চ (আর, সেরূপ সঙ্গীত কৌশল) স্ব: সঙ্গীতজ্ঞানাং অপি (স্বর্গীয় সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও) বিষয়: ন হি (জ্ঞানের বিষয় নহে); অপর: ক: (অতএব অপর কোন ব্যক্তি) তাং তনোতু (উহা প্রকাশ

করিতে পারে? ঈশ্বরস্য উৎসববিধেঃ (এই উৎসব-সম্বর্ধনের উপযোগিকরণে) যা যা সামগ্রী (যে সকল সামগ্রীর সমাবেশ হইয়াছে), সা (তাহা) অন্যত্র ব্রহ্মাণ্ডে (ব্রহ্মার সৃষ্ট শিল্প রাজ্যেও) নাস্তি (বর্তমান নাই, [অতএব]) লোকঃ (সাধারণ লোক) কথং (কিরূপে) কল্পেত (উহার কল্পনা করিবে)? অহহ (অহো!) মহৎ কৌতুকং ([আমি] অতিশয় কৌতুকের ব্যাপারই) দৃষ্টম্ আসীৎ (দর্শন করিলাম)॥ ৩৪॥ (৯০)

উত্তরা। তুমি ব্রজরাজের নন্দন হইলেও তোমার ঈশ্বরের পরম উৎকর্ষ একরূপ উপভোগ্য নহে। (৯১)

উত্তরা। তখন সহচরগণ বলিলেন — "হে কুসুমাসব! তুমি পরের পক্ষকে একরূপ সমাদরের সহিত স্তুতি করিও না; নিজের আভিমত বস্তুই বাস্তবিক পক্ষে লোকসমাজে আদর লাভ করে। এই দেখিতেছি — তুমিও সম্প্রতি মধু অর্থাৎ বসন্তের প্রভাবেই মত্ত হইয়া পড়িয়াছ?" (৯২)

উত্তরা। তখন কুসুমাসব বলিলেন — "কুসুমাসব (অর্থাৎ আমি অর্থাৎ পুষ্পজাত মদ্যবিশেষ) স্বয়ং মত্ত হয় না, পরন্তু অন্য সকলকেই মত্ত করে।

আর, লোকে যাহা পান করিয়াই মত্ত হয়, অপি
সেই কুসুমাসব নহি, পরন্তু আমার গন্ধের
প্রভাবেই সকলে মত্ত হয়॥" (৬৩)
৭০। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — "হে বয়স্য! তোমাকে ধন্যবাদ;
সম্প্রতি মদালয় তুমি অক্ষুণ্ণচিত্তে পুনরায়
সেই উৎসব-শ্রী দর্শন কর; পশ্চাৎ আমরাও
তাহা দর্শন করিব॥" (৬৪)
৭১। শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগের সহিত এরূপ বলিলে
রসকৌতুকশালী সেই বিপ্রনন্দন হর্ষ-সহকারে
পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া পরাক্রমের সহিত
বলিলেন — "অয়ি দুরাচার-পরায়ণা ললিতে! তুমি
কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে এস্থান হইতে সত্বর
চলিয়া যাও; অয়ি, আমাদের সখী বীপুষ্প হরণ
করিও না। যদি অপহরণ কর, তবে তাহার
প্রতিফল লাভ করিবে॥" তখন ললিতা বলিলেন —
"হে কপটতা-নিপুণ
সাহসী বিপ্রবালক! তুমি এরূপ নিন্দনীয় বাক্য
উচ্চারণ করিয়া নিজ-সৌশীল্য হীন করিতেছ কেন?
অদ্য নবীন বসন্তোৎসবের দিনে শিষ্টাচার-

রত, আনন্দিনীয়া ব্রজবধূগণ যমুনার অনুকূল তীরভাগে রক্তাশোকবৃক্ষের মূলদেশে অনুরাগের সহিত কন্দর্পপূজার অনুষ্ঠান করেন, ইহাই এস্থানের রীতি; আর, এইহেতুই হারমধ্যস্থ নায়কমণির ন্যায় সকল ললনাকুলের মাননীয়া, পরমকুলবতী ও নীতিসঙ্গত সকল গুণের অধীশ্বরী সুপ্রসিদ্ধা শ্রীরাধিকা নাম্নী প্রিয়সখী স্বীয় অভিলাষেরও ক্ষতি করিয়া স্বয়ংই পুষ্পচয়নের নিমিত্ত এস্থানে আগমন করায় আমরাও তাঁহার সঙ্গেই এস্থানে আসিয়াছি; তুমি এস্থানে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছ কেন? ॥ (৩৫)

৭২। তখন কুসুমাসব বলিলেন — হে ললিতে! এজগতে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত মদন আর কে? পরন্তু তিনিই সকলের সর্বস্মারী ও উন্মাদজনক মদনরূপে প্রসিদ্ধ এবং স্বয়ং হর্ষ ও মত্ততাহেতু সুকোমল। অতএব তিনি সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিতে ঐশ্বর্যে অপ্রতিম পরোক্ষ মদনের পূজায় তোমাদের এরূপ উন্মত্তগণের ন্যায় আসক্তি কেন? তাহাতে মনে হয়, — তোমরাই উন্মত্তা। সম্প্রতি আমার কথা শ্রবণ কর; এই আমিই পুরোহিতরূপে স্বস্তিবাচনপূর্বক তোমাদিগকে

এই অপূর্ব মনোরম কন্দর্প পূজা করাইব ; অতএব
তোমরা আপনাদের হিতজনকরূপেই এদিকে তাঁহার
নিকটে এস ॥৭॥ (৯৬)

৭৬। উত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন - 'ললিতে! এই অতি-
সুনিপুণ দ্বিজনন্দন পৌরোহিত্যের যোগ্যই
হন ; অতএব আদেশ কর, ইনি পুরোহিত হইয়া
প্রথমতঃ হিতকারিরূপে চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলীকে
ভালরূপে পূজা করাইবেন ॥৮॥ শ্রীরাধার এই উক্তি-
অনুসারে উৎসবপ্রমত্তা চারুচন্দ্রা ও চন্দ্রাবলী
উভয়ে বলপূর্বক কুসুমাসবকে আকর্ষণ করিয়া
নানাবর্ণের চূর্ণ লেপন ও সুগন্ধি জল-সেচনদ্বারা
ক্ষণকাল মধ্যেই পরাভূত করিয়া তাঁহাকে একটি
উৎকট ভূতের ন্যায় বিচিত্ররূপে পরিণত
করিলে তিনি এক ক্রোশ-দূরগামী বিকট
একরূপ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন -
'বয়স্য! (হে প্রিয় বয়স্য!) হা ধিক্ (হায়!) বসন্তোৎ-
সবরভসমদৈঃ (বসন্তোৎসবের প্রভাব-মদে)
উন্মত্তাভিঃ (উন্মত্ত), গোদুহাং কন্যকাভিঃ
(এই গোপকন্যাগণে) সিন্দূরকাশ্মীরক-মলয়রুহাং

(সিন্দূর, কুঙ্কুম ও চন্দনের) ক্ষোদৈঃ (চূর্ণদ্বারা)
অন্ধীকৃতঃ অস্মি (আমাকে অন্ধ করিয়াছে)।
গন্ধাম্বুসেকৈঃ (সুগন্ধি চন্দনাদি-মিশ্রিত জলের
সেচনহেতু) জাড্যম্ অজনি (আমার জড়তার [আমারও]
উদয় হওয়ায়) ইতঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) ধাবিতুং
শক্তঃ ন অস্মি (দৌড়িবার ও সামর্থ্য নাই)।
অহং ব্যাপদ্যে (এ নিমিত্ত আমি মহাবিপদ্‌গ্রস্ত,
[তুমি]) প্রিয়সখং মাং (মাদৃশ প্রিয় বয়স্যকে)
অব (রক্ষা কর)। ইহ (এস্থলে) ব্রহ্মহত্যা মা অস্তু
(যেন ব্রহ্মহত্যা না হয়)॥ ৩৫॥ (৯৮)

৭৪। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ নিকট হইতে সেই চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ
করিয়া এবং কৌতুকসরলা অবলাগণকর্তৃক কুসুমা-
সবের প্রতিভা-বৃত্তির প্রকাশ এইরূপে নিয়ন্ত্রিত
হইয়াছে জানিয়া, "অহো! কি অদ্ভুত কৌতুকের
ব্যাপার হইয়াছে!" এইরূপ বলিতে বলিতে মধুর প্রবল
অনুরাগসম্পন্ন সহচরগণের সহিত কৌতুকজনিত
হাস্য-পরিহাস-সহকারে সবেগে উঁহাদের সম্মুখে
উপস্থিত হইলেন॥ ৩৬॥ (৯৯)

৭৫। অতঃপর মানোন্নতা ব্রজবধূগণ পরস্পর মিলিত হইয়া

শ্রীকৃষ্ণকে আদর-ভয়-ও-লজ্জাদিসহকারে নিরীক্ষণ করিলে তিনি কুসুমাসবকে অসমর্থ ও নিরানন্দের ন্যায় লীলাবশতঃ দর্শন করিয়া যেন অসন্তুষ্টচিত্তেই কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্বক বলিলেন - "অহো! তোমরা অনুরাগে মত্ত হইয়া আমার প্রীতিভাজন এই নিরপরাধী ব্রাহ্মণতনয়কে এরূপভাবে হেয় বা হীন করিয়া তাঁহার গুরুতর অপমান করিয়াছ কেন! সম্প্রতি এই অপরাধরূপ দুষ্কর্মের সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর।" এই বলিয়া তিনি সহচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ (১০০)

অনন্তর, কৃতহস্তঃ (যুদ্ধকুশল শ্রীকৃষ্ণ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সহচরকরদত্তৈঃ (সহচরগণের হস্ত-নিক্ষিপ্ত), কৌঙ্কিরাতৈঃ কন্দুকৈঃ (অশোকপুষ্পবিরচিত কন্দুকসমূহ দ্বারা) যৌগপদ্যেন (একসঙ্গে) সকলকুলবধূনাম্ এব (সকল কুলবধূগণেরই) বক্ষঃ (বক্ষঃস্থলকে) যৎ (যেভাবে) বিক্ষোভি (বিক্ষুব্ধ) অকৃত (করিলেন), তাহাতে অমরবরনার্যঃ (শ্রেষ্ঠ দেববধূগণও) সাধুবাদৈঃ তৎ পুপূজুঃ (ধন্যবাদসহকারে উঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন) ॥ ৩৩ ॥ (১০১)

~~তাহা হইবার পর~~ এরূপ অবস্থায়

৭৬। ~~তখন~~ এই উভয় সেনাদলের মধ্যেই নিয়ম-রক্ষাই সহকারেই -

শোণশুভ্রারুণসুরভিভিঃ (ঈষৎ রক্তবর্ণ, রক্তবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত) ধূলিভিঃ ধূলিভিঃ চ (চূর্ণরাশি), কন্দুকৈঃ কন্দুকৈঃ চ (কন্দুকসমূহ [ও]) কুসুমধনুষঃ (কন্দর্পরাজের) বারুণাস্ত্রৈঃ ইব (বারুণ অস্ত্রের ন্যায়) আরাৎ (দূর হইতে) শৃঙ্গোন্মুক্তৈঃ (শৃঙ্গ দ্বারা বিক্ষিপ্ত) অতিসুরভিভিঃ (অতিসুগন্ধি) কাশ্মীরীয়ৈঃ বারিভিঃ বারিভিঃ (কুঙ্কুম মিশ্রিত জলরাশি দ্বারা) মহৎ ক্রীড়াযুদ্ধং (তুমুল ভাবে ক্রীড়াযুদ্ধ) সমজনি (আরম্ভ হইয়াছিল)॥ ৩৭॥ (১০২)

৭৭। অনন্তর দেববধূগণ উভয় সৈন্যদলেরই সমান কৌশল দর্শন করিয়া স্তুতিসহকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন আরম্ভ করিলে -

অভয়ং ধূয়মানৈঃ (নিঃশঙ্কচিত্তে বিক্ষিপ্ত [ও]) উভয়সেনাচারিভিঃ (উভয় সৈন্যদলের মধ্যে প্রবিষ্ট) পটবাসৈঃ (গন্ধচূর্ণ রাশি দ্বারা) অতিগাঢ়ঃ (ঘোরতর) অন্ধকারঃ সমজনি (অন্ধকারের

সৃষ্টি হইয়াছিল); তস্মিন্ (সেই ক্রীড়ায়) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তীক্ষ্ণং সাহসং (উৎকট সাহস) ব্যতনুত (প্রকাশ করিলেন), যৎ (যেহেতু) মনোভবেন নুন্নঃ (কন্দর্পের প্রেরণায়) একঃ (একাকীই) পরচক্রং (প্রতিপক্ষের সৈন্য-দলের মধ্যে) প্রাবিশত (প্রবেশ করিয়া-ছিলেন)॥ ৩৮॥ (১০৩)

অনন্তরং, তস্মিন্ রজাংসি (বিবিধ সুগন্ধি চূর্ণসমূহ) লঘুভাবাৎ (অতিশয় লঘুত্বহেতু) ন পতন্তি (ভূতলে পতিত না হইয়া) ব্যোম্নি (আকাশে) ঘূর্ণন্তি (ঘুরিতে আরম্ভ করিলে [এবং সেইহেতুই]) মুহূর্তং (কিছুকাল) তমসি গাঢ়ং জায়মানে (ঘোরতর অন্ধকারের সঞ্চার হইলে) ক্ব অপি (কোন স্থানেই) কশ্চিৎ (কেহই) কস্য অপি (কাহারও) পরিচয়ং ন অবাপৎ (পরিচয় পাইলেন না), তৎ অনু (ইহার পরই) পরচক্রে (অপর সৈন্যদলের মধ্যে) সঃ কৃষ্ণবেণুঃ (শ্রীকৃষ্ণের সেই সুপ্রসিদ্ধ বেণুর) ব্যক্বানীৎ (ধ্বনি উত্থিত হইল)॥ ৩৯॥ (১০৪)

অথ যদি (অনন্তর যখনই) পরচক্রে (অপর সৈন্য-দলের মধ্যে) বিক্রমী কৃষ্ণধেনুঃ (শ্রীকৃষ্ণের সেই বিক্রমশালী ধেনু) সুরতসমর ভেরীভাবং আবলম্বকার (রতিসংগ্রামের উৎসাহজনক ভেরীর ভাব ধারণ করিল), তদা (তখনই) দিশি বিদিশি (উক্ত উৎসবক্ষেত্রের সকল স্থান হইতেই) যৌগপদ্যেন (একসাথেই) অঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গী-ভল্লীভল্লিসম্পাতঃ পাতঃ আসীৎ ([শ্রীকৃষ্ণের উপরে] ব্রজবধূগণের অপাঙ্গভঙ্গীরূপ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিপাতিত হইয়াছিল)।।৭৩।। (১০৫)

৭৮। এইরূপে নিরন্তর সৈন্য সংগ্রামের ন্যায় সেই লীলাযুদ্ধ প্রবর্তিত হইলে প্রচণ্ডরণনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধে একাকীই নিজ-স্বাতন্ত্র্য বিস্তার করিয়াছিলেন।। (১০৬)

[তৎকালে তিনি] সংপ্রস্বাপনসংজ্ঞং আয়ুধমিব (নিদ্রাজনকরূপে প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিশেষের ন্যায়) লীলালোল কটাক্ষং (লীলাচঞ্চল কটাক্ষরূপ ক্ষেপ্য)

ভ্রূচাপম্ আরোপয়ন্ (ভ্রূযুগলরূপ ধনুতে সংযোগ করিয়া) সমস্তাঙ্গনাঃ (সেই ব্রজের যুবতীগণের প্রতি) অক্ষিবিভ্রমং কুর্বন্ (দৃষ্টিপাতপূর্বক) স্রস্তাঙ্গং ([তাঁহাদের] অঙ্গসমূহের শৈথিল্য), বিনিমীলিতাক্ষং (নয়নযুগলের নিমীলন), আলস্যেন উজ্জৃম্ভমাণাননং (আলস্যবশতঃ মুখে জৃম্ভার সঞ্চার), কূজৎকণ্ঠতটং (কণ্ঠসমীপে অব্যক্ত ধ্বনি [এবং]) চলন্নীবীপুটং (নীবীপুটের কম্পন-সহকারে [তাঁহাদিগকে]) প্রসুপ্তাঃ ইব চক্রে (যেন নিদ্রাগ্রস্তা করিয়াছিলেন)॥৪১॥ (১০৭)

এরূপ অবস্থায় নিজ-সেনাগণকে তাদৃশ কর্তব্যমূঢ় হইতে দেখিয়া — চমূরুনয়নাচমূপতিঃ (সেই মৃগলোচনাগণের সেনাপতিরূপা) চন্দ্রাবলীঃ (চন্দ্রাবলী) ক্রমতঃ (যথোচিত নিয়মানুসারে) তথা বীর্যপরাক্রমং এত্য (প্রবল পরাক্রম-প্রদর্শনপূর্বক) সুকুঞ্চীচিকাং (প্রকুঞ্চিত রঙ্গযুক্ত) নয়নকোণনারাচিকাং (কটাক্ষবাণ) নিপাত্য (নিক্ষেপ করিয়া) মোহনং তং (মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে) ভুজাভুজঙ্গ-পাশবন্ধেন (ভুজরূপ নাগপাশের বন্ধনে) নিবিড়ং নিবধ্য (দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্বক) অমূমুহৎ (মোহিত করিয়াছিলেন)॥৪২॥ (১০৮)

৮০। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অনঙ্গালয়ক্ষেত্রেই চিত্ত স্থির করিয়া —

যাবৎ (যে কাল পর্যন্ত) ইদম্ (এই) অনল্পং (ঘোরতর) তিমিরং (অন্ধকারের) ন এব ব্যধ্বংসীৎ (অপগমন না হইয়াছিল), তাবৎ এব (তত কাল পর্যন্তই) লঘুহস্তঃ (সত্বর হস্তসঞ্চালনকারী) একবীরঃ (অদ্বিতীয় বীর রূপে) অতিলঘু (অতিশয় বেগের সহিত), মদকলকলভেন্দ্রঃ (মদমত্ত করিরাজ) লাঙ্গলীনাম্ ওঘম্ ইব (যেরূপ লাঙ্গলী-গণকে [আলোড়িত করে, সেইরূপ]) তনুমধ্যাব্যূহম্ (ক্ষীণ সুন্দরীগণের সৈন্যদলকে) আলোড্য মানং ব্যতনুত (আলোড়ন করিয়াছিলেন) ॥৪৩॥ (১০৩)

৮১। এইরূপে তৎকালে পূর্বোক্ত সুগন্ধি চূর্ণসমূহ হইতে উৎপন্ন অন্ধকারের নিবৃত্তি এবং অনুরাগজনিত ~~অন্ধতা অর্থ~~ অন্ধকারের অর্থাৎ মত্ততার বৃদ্ধি হইলে —

সা ক্ষৌণী (উক্ত স্থানের ভূমিতল) ছিন্নানাং মৃগ-লোচনাচয়-চন্দ্রমানাভিধানাং (ব্রজযুবতীগণের সৈন্য-সমূহের অন্তর্গত মানরূপী ~~বিক্ষিপ্ত~~ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হস্তি~~কাদের~~গণের) ক্ষতজৈঃ ইব (রক্তের ন্যায়) স্নিগ্ধারুণৈঃ (স্নিগ্ধ ও

অঙ্গনর্বন) পাংশুভিঃ (রেণুরাশি দ্বারা) অঙ্কনিতা অভূৎ
(রঞ্জিত হইয়াছিল); ভৃঙ্গাঘ্রাতমদৈঃ ইব (ভ্রমরগণ-
কর্তৃক আঘ্রাত, হস্তিগণের মদজলধারার ন্যায়)
কস্তুরিকাকর্দমৈঃ (কস্তুরীর পঙ্করাশি দ্বারা) মলিনা
আসীৎ (মলিন ভাব ধারণ করিয়াছিল [এবং])
কীকসৈঃ ইব (তাহাদেরই অস্থিসমূহের ন্যায়)
পরিভ্রষ্টৈঃ (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত) মণীন্দ্রাংশুকৈঃ
(মণিময় সূত্রাদি দ্বারা [উক্ত ভূমিতল]) আকীর্ণা
অজনি (পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল)।। ৪৪।। (১১০)

৮২। অতঃপর উক্ত ব্রজবন্ধুগণের সেনামণ্ডলীকে
তাদৃশ নানারূপ বিকৃতিহেতু বিহ্বলা হইতে দেখিয়া
সুখসাগরে নিমজ্জনহেতু ~~কত নাটি~~ কুসুমশর
"হী হী" শব্দে ভুজদ্বয় উন্নত করিয়া নৃত্য ~~[illegible]~~ করিতে করিতে
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া ~~[illegible]~~ একথা
বলিয়াছিলেন।। (১১১)

৮৩। হে প্রিয়বয়স্য! তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি;
আমার এই বয়সে পৃথিবীতে এরূপ সুখ অনুভব
করি নাই। এই নির্বংলিকাগণ ~~[illegible]~~ মুরলীধারী
তোমার সহচরস্বরূপ আমাকে যেরূপ দুরবস্থার

পরিস্ফুট দশা লাভ করাইয়াছিল, এখন আমি ও ইহাদিগকে সেইরূপ দুর্দশাগ্রস্তই দেখিতেছি ॥ (১১২)

যথা — কঞ্চুলিকাঃ ছিন্নাঃ ([ইহাদের অঙ্গনিবদ্ধ] কাঁচুলী সকল ছিন্ন হইয়াছে); প্রস্বপ্নগুম্ফিতা (স্বপ্নসহকারে গ্রথিত) হারাবলী চ ত্রুটিতা (হারসমূহও নিক্ষিপ্ত হইয়াছে); মধূৎসবস্য (বসন্তোৎসবের) সামগ্র্যঃ অপি (উপকরণরাশিও) পরিতঃ প্রস্থাঃ (চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নভাবে) ক্ষিতৌ লুঠন্তি (ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে); ধম্মিল্যালক-ভাল-গণ্ডযুগ-দৃগ্-বক্ষাংসি (কেশবন্ধন, অলকরাশি, ললাটতল, গণ্ডযুগল, নয়নদ্বয় ও বক্ষঃস্থল) কিংশুক-পাটলৈঃ চূর্ণৈঃ (রক্তবর্ণ ও শ্বেত-রক্তবর্ণ চূর্ণসমূহের সহযোগে) শোণানি (রক্তবর্ণ হইয়াছে), অহো (অহো!) আভিঃ (ইহারা) নিজকৃতেঃ ফলং (নিজকার্যের অনুরূপই ফলই) সম্প্রাপ্তং (পাইয়াছে) ॥ ৪৫॥ (১১৩)

৮৪। কিন্তু হে প্রিয়বয়স্য! পরমচতুরা এই ব্রজ-বধূগণ ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহিরেই বিরাজ করেন; সেইহেতু যে কাল পর্যন্ত ইহারা শ্রীরাধা প্রভৃতি

অপর বহুসংখ্যক উত্তম বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে, তাহার পূর্বেই আমরা পলায়ন করি। বঞ্চকের কাতিগণ বান্ধবগণ কী না করিতে পারে! (১১৪)

৮৫। তখন মধুচয়গণ হাস্যসহকারে বলিলেন — 'স্বীয় নিজের দুর্মুখতাদোষেই এই ব্রাহ্মণবালক অতিশয় ভয় পাইতেছে। আমার অতিরিক্ত ঐশ্বর্যবলে অনেকাংশের নিমিত্ত ইহার উগ্রভাবের উদয় হয়। সেই হেতু হে সখে! তুমি ইহাকে আশ্বাস প্রদান কর, যাহাতে ইহার খেদ না জন্মে।' (১১৫)

৮৬। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'হে কুসুমাসব! যাহা হইতে তোমার ভয় হয়, সম্প্রতি অতিশয় নির্ভীকভাবে তাহাকে দেখাইয়া দাও। আমি থাকিতে তোমার ভয় কি?' ইহা শুনিয়া কুসুমাসব নির্ভীক ও অতিশয় দীপ্তিশালী হইয়া পরাক্রমশীলের ন্যায় অগ্রসর হইয়া 'এদিকে এস, এদিকে এস' এইরূপ বলিতে বলিতে মাধবীলতাকুঞ্জের নিকটে ললিতা প্রভৃতি সখীগণের সহিত পুষ্পচয়নরতা, অলৌকিক সৌন্দর্যশালিনী শ্রীরাধাকে দেখাইয়া দিলেন। (১১৬)

৮৭। আর, সেই সুখময় সময়েই —
হরি: (শ্রীকৃষ্ণ) আলীনাং (সখীগণের) কুটিলকটাক্ষ-বাণলক্ষৈ: (অসংখ্য কুটিল কটাক্ষবাণদ্বারা) আবিদ্ধ: (অতিশয় বিদ্ধ হইয়া স্বয়ংও) কটাক্ষবাণং অমুঞ্চৎ (কটাক্ষবাণ ত্যাগ করিলেন); হী (অহো!) স: (তাহা) রাধায়া: (শ্রীরাধার) উরসি (বক্ষ:স্থলে) কিঞ্চিৎ নিপত্য (ঈষৎ সংলগ্ন হইয়া) ব্রীড়াকবচ-বিভেদং এব তেনে (লজ্জারূপ কবচবন্ধনকে সম্পূর্ণরূপেই বিদীর্ণ করিয়াছিল)।। ৪৬।। (১১৭)

অনন্তর — ইয়ং (এই) বৃষভানুনন্দিনী (শ্রীরাধা) তনুতর-কজ্জল-কালকূট-দিগ্ধং (অল্পপরিমাণ কজ্জলরূপ কালকূট বিষদ্বারা লেপনপূর্ব্বক [যে কটাক্ষবাণ]) ব্যতনুত (নিক্ষেপ করিলেন), স: (সেই) কটাক্ষবাণ: (কটাক্ষবাণ) হাসিতনিশিত: (মৃদু হাস্যসংযোগে তীক্ষ্ণ হইয়া) হরিহৃদয়ং (শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে) বিদয়ং বিনির্বিভেদ (নির্দয়ভাবে অতিশয় বিদ্ধ করিয়াছিল)।। ৪৭।। (১১৮)

৮৮। তৎকালে কুসুমাসব উক্ত বাণের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণকে মোহগ্রস্ত হইতে দেখিয়া অতিবেগে

বারম্বার হস্ত ও গ্রীবাদি সঞ্চালনপূর্বক বিক্রমের
সহিত বলিলেন — "হে প্রিয় বয়স্য! আমি তোমার
সহায় রহিয়াছি; তুমি মূর্চ্ছিত হইও না।" এই বলিয়া
তাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুকসমূহ অর্পণ করিয়া
বলিতে লাগিলেন — "হে প্রিয় বয়স্য! তুমি ইহাদিগকে
তাড়াইয়া দেও; আমার ন্যায় কান্তি যাঁহার সহায়,
তাঁহার পক্ষে কোন কার্য অসাধ্য হইতে পারে?" (১১৯)

কুসুমাসব এইরূপ বলিতেছেন, এমত অবস্থায় —

অহো (অনন্তর) বৃষভানুপুত্রী (শ্রীরাধা) লীলালসং
(লীলাকৃত আলস্যভরে) মুকুলিতাক্ষং (নয়নযুগল
ঈষৎ নিমীলিত করিয়া) অঞ্চিতভ্রূঃ (ভ্রূভঙ্গী-
সহকারে) ঝঙ্কারি-কঙ্কনং (কঙ্কনের ঝঙ্কারযুক্ত)
করাম্বুকোষং (করকমল) উদস্য (উত্তোলনপূর্বক)
মুরারেঃ উরসি (শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে) কেন অপি
অলাক্ষিতং (সকলের অগোচরে) সিন্দূরকন্দুকং
(সিন্দুরের কন্দুক) আকিরৎ (নিক্ষেপ করিয়া-
ছিলেন)॥ ৪৮॥ (১২০)

৮৯। তখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত আখ্যা দ্বারা

সুখনিদ্রিত সিংহকিশোরের ন্যায় অচেতন ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও সখীগণের মনোরঞ্জনক ভাবেই স্বীয় করকমলে কন্দুক ধারণ করিয়া শ্রীরাধার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে, ললিতা তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছিলেন — "হে ব্রজযুবরাজ! কোন রসিকা ললনা তোমার বক্ষঃস্থলে স্বীয় অনুরাগ-নিক্ষেপের ন্যায় সিন্দূরের কন্দুক ক্ষেপন করিয়াছে, তাহা কে জানে? তুমি নিজেও মোহ-প্রচুর হইয়া বিবেচনা কর। (অথচ কেন) আমাদের নিরপরাধা সখীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছ?"

ললিতার এইরূপ উক্তির পরও কৌতুকময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া —

সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) মেরাপাঙ্গতরঙ্গ-তরঙ্গিত রুচা (কটাক্ষ-তরঙ্গযুক্তা ও ঈষদ্ধাস্যের ভয়ে নিষ্প্রভা) রাধয়া (শ্রীরাধা কর্তৃক) মন্দাশিতাং (প্রদার্শতা), কলা-কৌতুকাৎ (ও কলাকৌতুকবশতঃ) সখীনাং বলয়ে

(সখীগণের মধ্যে) নিলীয়-বসতিং (লুক্কায়িতা)
তাং শ্যামাং (শ্যামাকে) তস্যাঃ এব (তাঁহারই)
মধূৎসবস্য (বসন্তোৎসবের) গন্ধোদ-ধূলী-মুষ্টি-
বিভবৈঃ (উপকরণস্বরূপ সুগন্ধি জল ও
মিহি চূর্ণাদি দ্বারা) ভাল-কবরী-গণ্ডেষু বক্ষসি
অপি (ললাটে, কবরী, গণ্ড ও বক্ষঃস্থলে) উচ্চৈঃ
লিলেপ (অতিশয় রঞ্জিত করিয়াছিলেন)॥ ৪৩॥ (১২১)

৯০। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অনুচিত আচরণ লক্ষ্য
করিয়া শ্যামার সখী বকুলমালা আকুলভাবে
এইরূপ বলিয়াছিলেন — 'হে ব্রজযুবরাজ! তোমার
এইরূপ রসিকতা আমাদের চিত্ত দহন করিতেছে।
যিনি তোমার প্রতি কন্দুক নিক্ষেপ করিয়াছেন,
তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের বিড়ম্বন
করিয়া মুক্তারাশির ন্যায় শুভ্রবর্ণ হাস্যচ্ছটা
বিস্তার করিতেছেন, আর হে ময়ূরপুচ্ছভূষণ!
তুমি মাৎসর্য্যপীড়িত হইয়া, তাঁহাকে ত্যাগ
করিয়া আমার নিরপরাধা সখীকে পীড়াদান
করিতেছ॥৪৪॥ (১২২)

৯১। বকুলমালা এইরূপে বাক্যের তাৎপর্য্য সমাপন-

ক্রমে পরমসুন্দরী শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে সূচনা দান করিলে তিনি তাঁহার বাক্যালাপে কৌতুহলযুক্ত চিত্তে শ্রীরাধার অভিমুখ হইয়া রাগ সহকারে —

মাধবে (শ্রীকৃষ্ণ) গর্বিণি ("হে গর্বশালিনি!) এহি (এদিকে এস), বলং প্রকটয় (নিজ-বিক্রম প্রকাশ কর), কন্দুকান্ ক্ষিপ ক্ষিপ ([এবং] যথেচ্ছ রূপে কন্দুক নিক্ষেপ কর) ইতি (এইরূপ বলিয়া) স্মিত্বা বীক্ষ্য (হাস্যসহকারে দৃষ্টিপাত পূর্বক) সরভসং (সবেগে) উপসর্পতি (তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলে), অথ (অতঃপর) ভোঃ (হে সখীগণ!) পরিবৃণুত (ইঁহাকে চতুর্দিক্ হইতে আবদ্ধ কর [এবং]) একদা (এক সঙ্গেই) নিষ্প্রত্যূহং (নির্বিঘ্নে) ঘ্নত ঘ্নত চ (আঘাত কর) পদ্মাক্ষীনাং (সুলোচনা গোপবধূগণের) ইতি (এইরূপ) কলকলঃ (কলকল-ধ্বনি) পিকৈঃ গুরুকৃতঃ (কোকিলগণের ধ্বনি সহযোগে সম্বর্ধিত হইয়াছিল) ॥৫০॥ (১২৪)

৫১। তদবস্থায় দীপ্তিমতী নববধূগণ রসিকমণ্ডলীর
তিলকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রায়শ: আবদ্ধ করিলে —
কাভিঃ (কোন কোন ললনা) বিলাসরজসাং পূরৈঃ
(বিলাসোপযোগী চূর্ণরাশিদ্বারা) আকীর্ণঃ
(তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন); পরাভিঃ (অপর
~~কোন~~ কোন গোপী) পৌষ্পৈঃ (পুষ্পরচিত) কন্দুকসঞ্চয়ৈঃ
(কন্দুকসমূহদ্বারা) হতঃ চ (আঘাত করিলেন);
কাভিঃ (কোন কোন গোপী) মানিক্যশৃঙ্গক্ষতৈঃ (মানিক্য-
ময় শৃঙ্গসমূহ হইতে ক্ষরিত) কুঙ্কুমচন্দনাদি-
সলিলৈঃ (কুঙ্কুম ও চন্দনের জলধারাদ্বারা) সিক্তঃ
(তাঁহাকে সেচন করিয়াছিলেন); অপি (কিন্তু
তদবস্থায়ও) একঃ এব শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ
(শ্রীকৃষ্ণ একাকীই) স্বয়ং (স্বয়ং) সলীলং
(লীলাসহকারে) তাঃ (তাঁহাদিগকে) অসকৃৎ
(বারম্বার) বিদ্রাবয়ামাস (পলায়ন করিতে
বাধ্য করিয়াছিলেন)॥ ৫১॥ (১২৪)

তদবস্থায় অথ (অতঃপর) মধুমহমহসা এব (বসন্তোৎসবের
প্রভাবেই) ত্রপায়াং দ্রাবিতায়াং (লজ্জা দূরীভূত
হইলে) তাঃ (সেই ব্রজবধূগণ) সহেল মদনুরাগা-

যেন কল্লোলচিত্তা: (স্বাভাবিক পরম অনুরাগের আবেগে চিত্তে ঔৎসুক্যযুক্তা হইয়া), পয়োদং চন্দ্রিকাবৎ (জোৎস্নারাশি যেরূপ মেঘকে ~~আবৃত~~ আচ্ছাদন করে, সেইরূপ) যুগপৎ (সকলে একসঙ্গে) অতিভূম্না সাহসেন (অতিশয় সাহসের সহিত) প্রিয়ং (প্রিয়তমকে) পরিবব্রু: (চতুর্দিক্ হইতে ~~আবৃত~~ বেষ্টন করিয়াছিলেন)।। ৫২।। (১২৫)

তদনন্তর, মাতঙ্গী প্রমুখা: গণা: (মাতঙ্গী প্রমুখ ~~গণ~~ সঙ্গীতশিল্পিগণ) সরভসং (উৎসাহভরে) ~~[illegible]~~ বীণাদি-নানাবিধ-ধ্বান ধ্বাত-হরিন্মুখ: (বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বিবিধ ধ্বনিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া) বসন্তোচিতং (বসন্তকালের উপযোগী) গানং ব্যরচয়ং (সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন; [তৎকালে]) রোলম্বা: চ (ভ্রমর), পিকা: চ (কোকিল [ও]) অন্যে চিত্রবিহঙ্গা: চ (অন্যান্য বিচিত্র বিহঙ্গগণ) কলং তুষ্টুবু: (কলকণ্ঠে উহার স্তুতি করিতে লাগিল [এবং]) বীরুধ: (লতারাজি) নৃত্যদ্বাত-গুরূপদেশবশাত: (নৃত্যরত বায়ুরূপ গুরুর উপদেশানুসারে) লাস্যং দধু: (নৃত্যবিলাস ধারণ করিয়াছিল)।। ৫৩।। (১২৬)

ইহার পর — সুবলপ্রেষ্ঠেষু (সুবলপ্রমুখ) শ্রীকৃষ্ণানু-
চরোৎকরেষু (কৃষ্ণসহচরগণের মধ্যে) কতিচিৎ
(কেহ কেহ) নানাযন্ত্রম্ অবাদয়ন্ত (নানাবিধ বাদ্য-
যন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন); কেচিৎ (কেহ কেহ)
বসন্তং জগুঃ (বসন্তরাগে গান করিয়াছিলেন);
কেচিৎ (কেহ কেহ বা) অন্যোন্যং (পরস্পরের প্রতি)
গন্ধরজাংসি কন্দুকচয়ান্ (গন্ধচূর্ণ ও কন্দুকসমূহ)
চিক্ষিপুঃ (নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; [আর এই
সময়ে]) হাস্যৈকপ্রণয়ী (হাস্যরসিক), পটুঃ
বটুঃ (মুনিপুত্র, বিপ্রনন্দন কুসুমাসব) হৃষ্টান্তরঃ
(হৃষ্টচিত্তে) অটন্ (সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া)
উল্লাসনৃত্যং ব্যধাৎ (উল্লাসভরে নৃত্য
করিয়াছিলেন)॥ ৫৪॥ (১২৭)

১৩। প্রমত্তাবস্থায় — পবিত্রচিত্ত অবলাগণ ভুজরূপ
মৃণালদণ্ডযুক্ত এবং মদমত্ত চঞ্চরীগণের কলধ্বনি
অপেক্ষাও কমনীয় ঝঙ্কারে মুখরিত কঙ্কণভূষিত কর-
কমল উত্তোলনপূর্বক চতুর্দিক হইতে মনোরম ভাবে
আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে, চন্দ্রবদন শ্রীকৃষ্ণ
প্রণয়িনীগণের তাম্বুল বলাৎকাররূপ পরমসুখের

হেতুভূত সংগ্রামিকদের পরাজয়কে জয় মনে করিয়া
স্বয়ং পূর্বের ন্যায় গর্বোচিত আচরণ প্রকাশ না করিয়া
ভাবসংবরণ সহকারে বাহিরে। বিশেষ
গ্লানির অভিনয়পূর্বক অনুকাম্পন স্বীয় পরম প্রভাব-
প্রদর্শনে বিরত হইলে —
কাচিৎ (কোন গোপী) বংশীং ([তাঁহার] বংশী)
অপহৃতবতী (অপহরণ করিলেন), [এইরূপ] কা অপি (কেহ বা)
পানীয়যন্ত্রং (জলযন্ত্র অর্থাৎ পিচকারী), কাচিৎ (কেহ বা)
অনুপমং (অতুলনীয়) পৌষ্পং ধনুঃ (পুষ্প-ধনু, আর)
কাচিৎ (কোন গোপী) বাণশালং চ (বাণসমূহ
[অপহরণ করিয়াছিলেন]); অপি (এইরূপ) অন্যস্যাং
(অপর কোন গোপী) কুতুককলয়া (কৌতুকীসহকারে)
মণ্ডনানি (তাঁহার ভূষণসমূহ) আহরন্ত্যাং (বলপূর্বক
হরণ করিতে উদ্যতা হইলে) রাধিকা (শ্রীরাধা)
স্মিতসুরুচিরা (মৃদুহাস্য যোগে সুশোভিত) ভ্রূভঙ্গেন
(ভ্রূভঙ্গীদ্বারা) বাধিকা আসীৎ (তাঁহাকে বাধা
দান করিয়াছিলেন)॥ ৫৫॥ (১২৮)

অনন্তর, স্বাঞ্চলেন (স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা [শ্রীকৃষ্ণের দেহ
হইতে]) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) ঘর্মাদিক পঙ্কান

স্বেদবারি চ (কুঙ্কুমাদির পঙ্ক ও ঘর্মবারির) অপনুদ্য (অপসারণ করিতে করিতে [শ্রীরাধা]) দৃশা (নিজ দৃষ্টি দ্বারা) অস্য (শ্রীকৃষ্ণের) মধুরিমা যৎ পপৌ (যে মাধুর্য পান করিয়াছিলেন), তৎ (তাহা) অমুষ্যাঃ (শ্রীরাধার পক্ষে) বীরপানম্ইব অভূৎ (যুদ্ধজয়ের পরকালে বিজয়িগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মদ্যাদিপানের ন্যায়ই হইয়াছিল)।। ৫৬।। (১২৯)

[পুনশ্চ] সা (সেই শ্রীরাধা) সখ্যাঃ (সখীর) কর-পদ্মকোশাৎ (করকমল হইতে) তাম্বূলবীটীঃ (তাম্বূলবীটিকা) আকৃষ্য (আকর্ষণ পূর্বক) স্বয়ম্ আশয়ন্তী (স্বয়ং তাহা সেবন করাইয়া), ভ্রূভঙ্গী-সঙ্গীঙ্গিতাভিজ্ঞয়া (ভ্রূভঙ্গীসংযুক্ত ইঙ্গিতের তত্ত্বাভিজ্ঞা) শ্যাময়া (শ্যামাদ্বারা) তম্ আত্মনাথম্ (সেই প্রাণনাথের দেহে) অবীবিশৎ (বীজন করাইয়াছিলেন)।। ৫৭।। (১৩০)

৭৪। এই সময়েই বিবিধ চূর্ণরঞ্জিত শ্রীবাহুদেশ বক্র করিয়া কুসুমাসব পূর্বোক্ত ব্যাপার অবলোকন-পূর্বক উৎসাহ ও মাহাত্ম্যের সহিত গর্জনরত মেঘের ন্যায় উচ্চস্বরে বলিলেন — হে বয়স্যগণ! হী হী আমাদের জয়! যেহেতু

সর্বোত্তম অনন্ত মাহাত্ম্যযুক্তা এই শ্রীরাধা প্রকাশতঃ গর্ব বিস্তার করিয়াও সম্প্রতি পরাজিতা হইয়া বিজয়-তেজে বিরাজমান ও উৎসব হেতু আনন্দযুক্ত প্রিয়বয়স্যকে স্থির-ভাবে অনুগৃহীতা দাসীর ন্যায় সেবা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা পরম কৌতুক আর কী হইতে পারে! আর, আমি যাঁহার মাত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার পরাজয় না হইয়া জয়-সম্পদ্ রাশিরই উদয় সম্ভব; অতএব এইরূপ ব্যাপার সঙ্গতই হইয়াছে।

এইরূপে তিনি আনন্দানুভবহেতু পরমহৃষ্ট হইয়া ভ্রূদ্বয় উত্তোলনপূর্বক অতিশয় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার এইরূপ নৃত্যাদিভঙ্গি দর্শনে উভয় পক্ষেরই অক্ষয় হর্ষের সঞ্চার হইয়াছিল। আর, শ্রীবার্ষভানবী দেবীও অতিশয় সন্তোষবশতঃ তাঁহাকে নূতন হার-যষ্টি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন॥ (১৩১)

২৩। এইরূপে দীর্ঘকাল বিহারের ও ক্রীড়াযুদ্ধের আচরণ-হেতু সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজবধূগণের দেহে পরিশ্রমজনিত আলস্য ও অবসাদের উদয় হইলেও বনদেবতা বৃন্দা ও সঙ্গীতদেবতা মাতঙ্গী তাঁহাদের তাৎকালিক পরমমধুর মনোহর রসতরঙ্গ দর্শন করিয়া

স্বাভাবিক প্রীতিহেতু তদবস্থায়ই উৎসবের শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা বিচারপূর্বক আত্মশ্লাঘাযুক্ত হওয়াতে তখনই উৎসবের বিরামকেই রমণীয় ও অভিলষিত মনে করিয়াছিলেন।। (১৩২)

১৩৩। এইরূপে সেই বসন্তোৎসব পরিসমাপ্ত হইলে ভ্রমরঝঙ্কারিত বনমালাবিভূষিত বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণের সহিত বনরাজির নিবিড় ছায়া আশ্রয় করিয়া নবীন বসন্তের মহোৎসব-কালীন বিবিধ ক্রীড়াদির পুনরালোচিত মুহু-মুহু- -সন্দেশ-সংলাপরূপ আনন্দ সৌরভবিস্তারদ্বারা পরস্পরের চাপল্যসঞ্চারপূর্বক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।। (১৩৩)

১৩৪। অতঃপর, নিখিল গোপকিশোরীগণের অধীশ্বরী-কলানিপুণা শ্রীরাধাও ক্রীড়া হইতে বিরতা হইয়া সখীগণের সহিত হর্ষভরে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলালিত পরমানন্দরাশির অনুভবপূর্বক, স্মৃ- রমণ শ্রীকৃষ্ণের রতিদায়ক এবং আম্রতরুর আ-মূল আশ্রয়প্রাপ্ত বাসন্তীলতাবিরচিত মণ্ডপেরমধ্যে

বিশ্রাম করিয়া, পশ্চাৎ সাতশী দেবীকে ও তাঁহার সহচরবৃন্দকে আহ্বান ও প্রণামপূর্বক পারিতোষিক-দ্বারা তাঁহাদের চিত্তের সন্তোষ জন্মাইয়া সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন ॥ (১৩৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে
বসন্তোৎসব-নামক চতুর্দশস্তবক।

BINA
EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ

Pages 96

No. 6

অনুবাদ শুরু
৩রা শ্রাবণ মঙ্গলবার
সাল ১৩৮০

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ॥

পঞ্চদশ স্তবক ॥

১। নিখিল বিলাসিগণের অগ্রণী সুরসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত, নির্মল ও অত্যুৎকণ্ঠাজনক এইরূপ বহুবিধ উত্তম বিলাসসমূহ দ্বারা, তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায়, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কিয়ৎকাল মনোহর ভাবেই বিহার করিয়াছিলেন। তিনি দিবাভাগে সহচরগণের সহিত ভূতলস্থিত গোচারণের কৌতুকবৈভবে পরম অনুরাগসহকারে বিহার করিতেন এবং কখনও কখনও বিবুধগণের পাপিষ্ঠ বিষতুল্য অসুরগণকে বধ করিতেছিলেন ॥ (১)

২। অনন্তর একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ-উৎসবের জন্য প্রভূত বাৎসল্য ও দয়ার সহিত প্রেমানন্দভরে নবীন-মহোৎসবমিলিত অতিশয় আড়ম্বর-সহকারে দীপ্যমান হইয়া অনুকূল ভাবে অনেক প্রকার উত্তম সামগ্রী সংগ্রহ করিতে দেখিয়া, বয়োবৃদ্ধ সমৃদ্ধিশালী গোপগণের সহিত সভাস্থলে বিরাজমান শ্রীনন্দ-মহারাজের নিকটে যাইয়া ভঙ্গীসহকারে এরূপ বলিতে লাগিলেন — হে পূজ্যপাদ পিতৃদেব!

এই সুপ্রশস্ত যজ্ঞটির নাম কী? ইহার দেবতা বা কে? আর, ইহাতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কোন্ ব্যক্তিই বা আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবেন? ইহার বিধানই বা কিরূপ এবং কোন্ ফলের আশায়ই বা এই লোক-সমূহ যজ্ঞাগারের ন্যায় ইতস্তত: নির্মিত হইতেছে? আমার চিত্তে বুদ্ধিমান্ হইলেও এবিষয়ে কিছুই [illegible] ধারণা হইতেছেনা; পরন্তু আপনার ন্যায় সুহৃদ্গণই পরমপ্রতিভা-শালী। যদি আমি বালক বলিয়া আমার নিকট ইহা প্রকাশযোগ্য না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিবেননা; আর যদি আমার নিকট বর্ণনের যোগ্য হয় তবে ইহার কারণ বর্ণন করুন। অতি গোপনীয় কার্য্য বিষয়ও নিজ-হৃদয়ের ও সুহৃদ্গণের নিকটে গোপন করা যায়না; বিশেষত: উদাসীন ও বিপক্ষ ব্যক্তির নিকটেই উহা প্রকাশযোগ্য হয়না।। (২)

তা এইরূপ বলিয়া পুত্র নিকটেই যজ্ঞাসনে উপবেশন করিলে ব্রজরাজ আদরের সহিত হাস্যসহকারে দন্তরাজির দীপ্তিচ্ছটা দ্বারা নিজ-শ্মশ্রুরাজিকে দুগ্ধরূপ সুধারাশিদ্বারাই যেন পুষ্ট ও ধৌত করিয়া ভূতলগত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ

পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া এইরূপ বাক্য রচনায় উপক্রম করিয়াছিলেন ॥ (৩)

৪। 'হে বৎস! আমাদের এই সুসমৃদ্ধ গোপকুলে পুরুষানুক্রমে নিরন্তর পরমসমাদরের সহিতই চারণপ্রমুখ সকল লোকের প্রশংসনীয় রূপে এই নির্দোষ আচার বর্তমান রহিয়াছে; যেহেতু — গোধনই আমাদের সম্পত্তি এবং সেই গো-সমূহ একমাত্র ঘাস খাইয়াই জীবন ধারণ করে; আর বৃষ্টি ব্যতীত ঘাসও দুর্লভই হয় এবং মেঘব্যতীত সেই বৃষ্টির ও প্রাবল্য সম্ভবপর হয়না; আর মেঘসমূহও ইন্দ্রের ভয়ে স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে বারিবর্ষণ করিতে পারেনা। এই কারণে আমি ইন্দ্রের প্রীতিকামনায়ই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি। সম্প্রতি নির্দোষভাবে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞদ্বারা দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিবৎসরই রীতিমত বৃষ্টির ব্যবস্থা করিতেছেন ॥ (৪)

৫। সম্প্রতিও দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিবেন। মানী দেবগণের রীতিই ইহা যে, তাঁহারা মনুষ্যগণের প্রদত্ত পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গবাসিগণের প্রশংসিত অমৃত প্রভৃতিকেও প্রিয় মনে

করেননা। যদি তাঁহারা স্বয়ং ও সম্পদ্-বিপদের আবর্তনের মধ্যেই অবস্থিত, তথাপি তাঁহাদের আরাধনা করিলে তাঁহারা আরাধকগণের ক্লেশাদির শান্তি নবনবরূপেই সম্পাদন করেন ও আর তাঁহাদের আরাধনা না করিলে যথাযথরূপেই ক্লেশাদি রক্ষা করেন (অর্থাৎ দূর করেন না) (ঢ)

৬। পিতার এইরূপ বাক্যশ্রবণে কর্ণযুগলে অতিশয় বিরক্তির ভাব উদিত হইলেও যাহাতে কেহই তাহা যথার্থরূপে জানিতে না পারে, এইরূপেই আকৃতি সম্বরণপূর্বক পিতাকে লক্ষ্য করিয়া, মধু অপেক্ষাও সুমধুর ও তরঙ্গশালী হাস্যদ্বারা সকলের বিস্ময় উৎপাদন সহকারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোরম ও মোহজনকরূপে বিবাদহীন ব্যক্তির ন্যায় নিতর্কাশ্রিত মীমাংসাবৎ বিচার অবলম্বন করিয়া যে বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা অতিশয় বিচিত্র ॥ (ঢ)

৭। তাহা এইরূপ — "অহো! আপনারা সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী ও ইন্দ্রের ন্যায় দুর্বারবিক্রমশালী হইলেও আপনাদের আচরণ বস্তুতঃই বিচারশূন্য ও দুঃখজনক; কারণ, জীবগণ কর্মানুসারেই উৎপত্তি, বিনাশ ও সত্তা লাভ করিতেছে। যে জীব যখন

যে কর্মের আচরণ করেন, তাহাই দেবতা নামে প্রসিদ্ধ, এতদ্‌ব্যতীত বুধগণ অন্য কোন দেবতার বর্ণন করেন না ॥ (৭)

৮। আর, কেহ বা নিজ অনুষ্ঠিত সুকৃত ও দুষ্কৃত অপেক্ষা অতিরিক্ত ফলদানে অসমর্থ দেবতান্তরের নিকটে অভীষ্ট যাচ্ঞা করিতে পারেন? পরন্তু যাহাদের বুদ্ধিপ্রভৃতির শক্তি দুর্বল, তাহারাই কর্মের অতিরিক্ত দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে ॥ (৮)

৯। আর, অন্তর্যামী যে কর্মের প্রেরণা দান করেন, জীব সেই কর্মেরই আচরণ করে, ইহাও সত্য নহে; বস্তুত: জীবের কোন সমুজ্জ্বল স্বভাবই হিতাহিত-আচরণের প্রবর্তক বলিয়া এস্থলে অন্তর্যামীর প্রেরণাস্বীকারের প্রয়োজন কী? ॥ (৯)

১০। আর, স্বয়ং ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি-সংহার-ও-পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, ইহাও স্বীকার্য নহে, পরন্তু রজ:, তম: ও সত্ত্বগুণই জগতের উৎপাদক, বিনাশক ও স্থিতিসাধক। সেই হেতু রজোগুণবহুল মেঘরাজি স্বভাবত:ই জলবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ (১০)

১১। আর, জলবর্ষণকারী মেঘরাজির সঞ্চার বিষয়ে

ইন্দ্র এমন কোন দেবতা (প্রবর্তিত মত) নহেন যাঁহার আরাধনায় ক্লিষ্ট কৃষকের শান্তি সাধিত হয়।। (১১)

১২। এই পর্বতমালা, কিংবা এই সমৃদ্ধিশালী মানবসমূহ কি ইন্দ্রের আরাধনা করিয়াছে? তবে মেঘসমূহ তাহাদের মধ্যে জলবর্ষণ করে কেন? সেইহেতু এই অযুক্তিসিদ্ধ ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই।। (১২)

১৩। আর, ব্রাহ্মণগণ বেদব্রতী, ক্ষত্রিয়গণ রাজনীতির বলে বলীয়ান, বৈশ্যগণ কৃষিপ্রভৃতি কর্মদ্বারা সমৃদ্ধিশালী এবং শূদ্রগণ অপর বর্ণত্রয়ের সেবাদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। এইরূপে চারিবর্ণের জীবিকাব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকায় বৈশ্যজাতির কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ — এই চারটিই জীবিকাস্বরূপ।। (১৩)

১৪। তন্মধ্যে আমরা গোরক্ষণেরই পক্ষপাতী; পরন্তু বর্তমান বা অতীত কালে কখনও আমাদের নির্দিষ্ট নগর বা গ্রামক্ষেত্রাদির ব্যবস্থা হয় নাই। বলিয়া পর্বত ও বনমধ্যে বিচরণই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।

অতএব পর্বত ও বনমধ্যে বিচরণশীল আমাদের
পক্ষে নীতিবহির্ভূত রূপে আরব্ধ এই ইন্দ্রযজ্ঞের
প্রয়োজন কি? এই পর্বত কেবলমাত্র নামদ্বারাই
গোবর্ধন নহেন, পরন্তু ইঁহার নামগত সার্থকতাও
বিদ্যমান। ~~রহিয়াছে~~ অতএব আপনারা প্রফুল্লচিত্তে
আমার বিশ্বস্ত ও বিপত্তিশূন্য বাক্যানুসারে
এই পর্বতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ইন্দ্রযজ্ঞের
উপযোগী এই সকল দ্রব্যসম্ভার দ্বারা নিপুণভাবে
এই পর্বতরাজের পূজোৎসব সম্পাদন করুন ॥(১৪)

১৫। সমগ্র ধেনুগণকেই দোহন করা হউক,
প্রশস্ত দুগ্ধভাণ্ড সমূহ বহন করা হউক,
পরমান্নাদি পাক করা হউক, শষ্কুলী প্রভৃতি
রমণীয় বস্তুসমূহ প্রস্তুত হউক এবং ঘৃত, মধু
ও পানক (সুমিষ্ট পানীয়) প্রভৃতির কুল্যাদি
(কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী, সরোবর ইত্যাদি) রচনা
করা হউক ॥ (১৫)

১৬। দিগ্‌দিগন্তে তক্রের সমুদ্র, দধির মহাসমুদ্র,
নূতন নবনীত ও শ্বেতশর্করার পর্বত, এবং
শিখরিণীর ও রসালার (তরল পানীয় বিশেষের)

রূপে পরিপূর্ণ হউক। সকলে যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে
নিমন্ত্রণ করুন। আর, তাঁহারা ভোজনকালে দন্ত-
রাজি হইতে নির্গত কিরণচ্ছটা দ্বারা মুখের স্নিগ্ধ
শোভা বিস্তারপূর্বক সুধাভিলাষী দেবগণকে
উপহাস করিয়া স্বর্গলোককে তুচ্ছ জ্ঞান করুন ॥ (১৬)
১৭। ঋত্বিক্‌গণকেও আহ্বান করিয়া অগ্নিতে
যথাযথ আহুতি দান করা হউক।
আর, তাঁহাদিগকে দক্ষিণারূপে প্রচুর ধেনু দান
করিবেন। সদাশয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণভোজনের
ব্যবস্থা করুন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে মুগপ্রভৃতির
দ্বিদল, বিবিধ সৌরভ্যসম্পদের সূচনাকারী
ব্যঞ্জনসমূহ, অভীষ্ট সুমিষ্ট পিষ্টকরাশি, সুরস
পায়সকুণ্ড, এবং পরমপ্রীতিজনক অন্নরাশি
প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি পাদ্যপ্রভৃতি উপচারসমূহ-
দ্বারা গোবর্ধন-গিরিরাজের পূজা করুন। আর,
সমাগত চণ্ডাল ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কুকুর-
পাচক পর্যন্ত প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ-
রূপে ভোজন করান হউক। এইরূপে ভূতযজ্ঞের
ব্যবস্থা হইবে —

ভেরী-ভাংকৃতিভিঃ বিশৃঙ্খলতমৈঃ (ভেরীসমূহের
'ভাং ভাং' শব্দের সহিত বিশৃঙ্খল ভাবে উদগত)
প্রেঙ্খোল-শঙ্খ-স্বনৈঃ (চঞ্চল শঙ্খ-ধ্বনি),
নন্দদ্-দুন্দুভি-দুংকৃতৈঃ (দুন্দুভিসমূহের প্রবল
'দুম্ দুম্' ধ্বনি), ইতঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) নিস্বন-ঝঙ্কা-
রবৈঃ (ঝুনঝুন ঝঙ্কার ধ্বনি), বিদ্বদ্-বেদবিদাং
(সুপণ্ডিত বেদজ্ঞগণের) উদারমধুরৈঃ (উদার ও
সুমধুর) বেদপ্রপাঠোৎসবৈঃ (বেদপাঠোৎসব
[এবং]) বন্দিনাং (স্তুতি পাঠকগণের) নান্দীভিঃ সহ
(মঙ্গলাচরণ-গীতির সহিত) কলকলঃ (মহান্
কলকল-ধ্বনি) দিক্‌চক্রং আক্রামতু (দিঙ্মণ্ডলে
পরিব্যাপ্ত হউক)॥ ১॥ (১৭)

অন্বয়, সুপর্বমদমোদপরাঃ (উৎসবগর্বে হৃষ্ট-
চিত্ত [ও]) পর্যর্থ-সমর্থাঃ (দীর্ঘজীবী দেবগণের
প্রীতি ও অর্ঘপর্যায়ন হইয়া) সর্বে (সকলে) বিবিধ-
বর্ণ পূজাং বিধায় (যথাযথ বিধানক্রমে পূজা সম্পাদনপূর্বক),
দিব্যালঙ্কৃতি ঝঙ্কৃতি প্রীতিসুখৈঃ (দিব্য অলঙ্কারের
ঝনঝন-শব্দ-যুক্ত), দিব্যাম্বরাড়ম্বরৈঃ (দিব্য বস্ত্ররাজির
আড়ম্বর দ্বারা) স্তম্ভিতদৈবতৈঃ (দেবতাগণেরও
স্তম্ভ ভাবজনক), মন্দাস্মিতৈঃ (মৃদু হাস্যরত),

পুষ্পৈঃ বরবস্ত্রবৃন্দৈঃ চ (পুষ্প ও উত্তম বস্ত্রগণ), বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-মঙ্গলরব-ব্যামিশ্র-সঙ্গীতকৈঃ (বীণা, বেণু, মৃদঙ্গের মঙ্গল ধ্বনির সহিত সম্মিলিত সঙ্গীত), নৃত্যন্নর্তক-নর্তকী-গণযুতৈঃ ([এবং] নৃত্যরত নর্তক ও নর্তকীগণের সহিত মিলিত) নানাপ্রয়াণোৎসবৈঃ (~~নানা~~ বিবিধ যানসমূহের যাত্রা-উৎসব-সমূহ দ্বারা) আর্যমঙ্গলানাং নিধীন্ (পরমমঙ্গল রাশির নিধিস্বরূপ) বিভুঃ (প্রভু) দ্বিজাপ্রধান্ (ব্রাহ্মণগণকে) অগ্রে বিধায় চ (অগ্রে করিয়া) পর্বাণি (উৎসবদিনসমূহে) পর্বতেন্দ্রং পরিভ্রমত (গিরিরাজের পরিক্রমা করুন)॥ ২৭ তা॥ (১৮৭৩)

২৮। আপনারা মনে মনে এরূপ চিন্তা করিবেন না যে, এই স্থাবর পর্বত কীরূপে অভিলাষপূর্বক অবস্থা-বিশেষ ধারণ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা-ভাজন বা আশাসুখদায়ক হইতে পারে? পরন্তু দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় পরম-দীপ্তিশালী এই গিরিরাজ স্বয়ংই সকল প্রয়োজন-সাধনে যথোচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিবেন। অধিক কথার প্রয়োজন নাই। আমার ~~[illegible]~~ অভিলাষানুযায়ী এই হিতজনক মার্গের বর্ণন

করিলাম। হে গোপাঃ! যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়,
তবে এই মার্গেরই অনুসরণ করুন"॥ (২০)
১৯। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে
ক্রমশ: সকলেই উঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
মনোরথসিদ্ধিবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ (২১)
[অন্বয়] তদধ্বরস্য (উক্ত যজ্ঞের) আচার্যতাম্ উপগতেন
(আচার্যপদপ্রাপ্ত [এবং]) শতমন্যুমন্যুং মজ্জনয়তা
(ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদনকারী) কৃষ্ণেন (শ্রীকৃষ্ণের সহিত)
সর্ব: এব (সকল লোকই) তদা (তৎকালে) পরময়া
উৎকণ্ঠয়া এব (অতিশয় উৎকণ্ঠা সহকারেই) ~~আনুপূর্ব্ব্যা~~
আনুপূর্ব্যা (যথাক্রমে) তৎ সর্বম্ (পূর্বোক্ত যাবতীয়
দ্রব্য) উপনতং চকার (আনয়ন করিয়াছিলেন)॥৪॥ (২২)
অহো (অহো!) মঙ্গলতূর্যঘোষে ([তৎকালে] মাঙ্গলিক
তূর্যধ্বনি) শব্দান্তরং হরতি (অন্য শব্দকে ~~তিরস্কৃ~~ পরাভব বা অতিক্রম
করিলে [এবং]) দিঙ্মুখেষু (দিঙমণ্ডল) বেদধ্বনি-
ধ্বনিপরেষু চ (বেদপাঠের ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হইলে)
কাল: (উক্ত সময়টি) গিরিমহোল্লসিতানুগানাং
(গোবর্দ্ধনপূজায় উল্লসিতচিত্ত) তেষাং (ব্রজবাসিগণের)
আনন্দকল্লোলিত: এব বভূব (আনন্দরাশি দ্বারাই
পরিপূর্ণ হইয়াছিল)॥৫॥ (২৩)

উৎকণ্ঠমানকুলকণ্ঠগণ: ([তৎকালে] কোকিলগণের
উৎকণ্ঠা[গীতি]জনকরূপে) পুরস্ত্রী-নীরন্ধ্র-মঙ্গল-তরঙ্গিত-
গানঘোষ: (পুরমহিলাগণের উচ্চারিত, নিবিড়
মঙ্গল-তরঙ্গময় সঙ্গীতধ্বনি) কর্ণভাজাং (কর্ণবিশিষ্ট
ব্যক্তিগণের) কর্ণান্তিকোপগত: এব হি (কর্ণসমীপে
উপস্থিত হইয়াই) কর্ণেন্দ্রিয়স্য ফলং (কর্ণেন্দ্রিয়ের
সার্থকতা) উল্লাসয়াঞ্চকার (সম্পাদন করিয়া-
ছিল) ॥ ৬॥ (২৪)
অনন্তর, গাব: চ (ধেনুগণও) রত্নময়কিঙ্কিণীজাল-
মালা-চীনাঞ্চল-প্রচলমৌক্তিকমালিকাভি: (রত্নবিরচিত
কিঙ্কিণি-রাজি, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও চঞ্চল মুক্তামালা [এবং])
কাঞ্চনশৃঙ্গকোটৈ: (স্বর্ণময় শৃঙ্গাবরণসমূহ দ্বারা)
কিমপি ভূষাং দধু: (অপূর্ব শোভা ধারণ করিলে)
বৎসা: (তাহাদের বৎসগণ) স্বস্বপ্রসূপরিচয়ে
(নিজ-নিজ-মাতার পরিচয়বিষয়ে) মুমুহু: চ
(মোহগ্রস্ত হইয়াছিল) ॥ ৭॥ (২৫)
২০। এইরূপে গোবর্দ্ধনপূজার প্রবর্তন হইলে
মঙ্গলময় ব্রজরাজ পুরীর মধ্য হইতে ~~পর্বতের সমুখে~~
~~অগ্রে~~ পূজার উপকরণসমূহ পর্বতের অগ্রভাগে

আনাইয়া পাদ্যপ্রভৃতিদ্বারা পূজা করাইয়া অতিশয়
কৌতুকসহকারেই পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট ও
অন্নরাশি দ্রুত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তৎকালে
উহার ভারে যেন ভূমিকম্প হইতেছিল ॥ (২৬)
[উক্ত অন্নকূটস্থলীর] মধ্যে (মধ্যভাগে) কর্পূরগৌরং
(কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ [ও]) গিরেঃ শিখরমিব
(পর্বতের শৃঙ্গতুল্য) শুদ্ধং অন্নস্য কূটং (বিশুদ্ধ অন্ন-
রাশি), তদ্‌পার্শ্বে (উহার পার্শ্বে) খণ্ডশৈলাঃ ইব
~~(খণ্ড খণ্ড বৃহৎ শিলাখণ্ডের)~~ (পর্বতচ্যুত বৃহৎ
বৃহৎ শিলাখণ্ডের ন্যায়) বিবিধরুচঃ (নানা বর্ণের)
পিষ্টকানাং সমূহাঃ (পিষ্টক সমূহ), মূলে (মূলদেশে)
প্রত্যন্তশৈলাঃ ইব (প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালার
ন্যায়) দধিপয়সাং পায়সানাং কুম্ভাশ্চ (দধি, দুগ্ধ
ও পায়সের কলসসমূহ), তন্মূলে ([এবং] তাহার
মূলভাগে) সুরভিতরসাঃ (সুগন্ধিরসময়) ব্যঞ্জনাদ্যাঃ
(ব্যঞ্জন সমূহ [ও]) সূপযূষাঃ সরস্যঃ (সূপ অর্থাৎ
রসা বা ঝোল ও দাইল ইত্যাদির সরোবর সমূহ [শোভা পাইতে-
ছিল]) ॥ ৮ ॥ (২৭)
তদা (তৎকালে) গোপেন্দ্রঃ (গোপরাজ) সঃ (শ্রীনন্দ)

কর্পূরৈলালবঙ্গাদিভিঃ অতিসুরভি (কর্পূর, এলাচ ও লবঙ্গাদির অতিসৌরভযুক্ত), ঘ্রাণ-সন্তর্পনেন (নাসিকার তৃপ্তিদায়ক) প্রাজ্যেন (প্রচুর) আজ্যেন সিক্তং (ঘৃতদ্বারা সিক্ত হওয়ায়) দ্রুতকনকপয়ঃ-সিক্তকৈলাসকল্পং (বিগলিত সুবর্ণের ন্যায় দ্বারা সিক্ত কৈলাসগিরিসদৃশ [illegible]) ইতঃ ইতঃ (স্থানে স্থানে) নানাপুষ্পৈঃ ফলৈঃ চ প্রচিতং (বিবিধ পুষ্প ও ফল-রাশিদ্বারা পরিব্যাপ্ত) তৎ (সেই) অন্নকূটং (অন্নকূট) নিরীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) ইদং ভূধরেন্দ্রাচিতং ("ইহা গিরিরাজ গোবর্ধনের শোভাই হইয়াছে") ইতি (এইরূপ বিচারপূর্বক) প্রীয়মানঃ আসীৎ (অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন)॥ ৯॥ (২৮)

২১। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সুমেরুর শৃঙ্গের ন্যায় তাদৃশ বিবিধ বৈচিত্র্যশালী অন্নকূট-দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্মিতমুখে অতিশয় হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।
তখন পরমানন্দদায়ক, প্রখরবুদ্ধি, পরতম শ্রীকৃষ্ণ পরিজনের সহিত পিতার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত অতিশয় কৌতুহলবশতঃ পর্বতের উপরিভাগে সহস্র সূর্যের তেজোবিস্তারকারী দীপ্তিরাশির

আশীর্বাদস্বরূপ অপর একটি বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া
প্রসন্নচিত্তে সহাস্যে দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিতে
লাগিলেন ॥ (২৯)

২৯। "হে পূজনীয়গণ! আপনারা প্রত্যক্ষ করুন যে,
মঙ্গলশালী ও মনুষ্যকায় আপনাদের শ্রদ্ধাকল্পিত,
বিশুদ্ধতর ও অপচয়রহিত এই প্রকার বিবিধ পূজা-
গ্রহণের নিমিত্ত অনুগ্রহরূপ প্রেমের প্রভুকর্তৃক আবদ্ধ
হইয়াই যেন পর্বতরাজ এই গোবর্ধন মূর্তিমান
স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া আপনাদের সম্মুখে বিরাজ
করিতেছেন ॥ (৩০)

৩০। দেখুন, দেখুন,—
অয়ং (এই গোবর্ধন-গিরি) স্ফারস্ফীত-গভীর-কন্দরমুখঃ
(বিস্তারশালী ও গভীর গুহারূপ মুখ ধারণ করিয়াও
[পুনরায়]) চন্দ্রবৎ মুখং (চন্দ্রের ন্যায় চারু অপর
একটি মুখ) ধত্তে (ধারণ করিতেছেন)। বৃক্ষপ্রায়ভুজঃ
অপি (প্রভূত বৃক্ষরাজিরূপ ভুজসমূহ ধারণ করিয়াও)
ভুজযুগলপ্রদ্যোতিরত্নাঙ্গদঃ (অপর দুইটি বাহুতে
উজ্জ্বল রত্নবলয়দ্বয়ের শোভা প্রকাশ করিতেছেন)।
গ্রাবাঙ্গঃ অপি (যিনি প্রস্তরময় অঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও)

সুকোমলানি মধুরাণি (সুকোমল ও মনোহর) অঙ্গকানি (অঙ্গসমূহ) অঙ্গীকরোতি (স্বীকার করিয়াছেন! [এইরূপে]) অস্য (ইঁহার) স্থাবরবিগ্রহোপরি (স্থাবর মূর্তির উপরিভাগে) চর: বিগ্রহ: (জঙ্গম মূর্তি) পরিস্ফুরতি (প্রকাশ পাইতেছে)।।১০।। (৩১)

এইরূপ, প্রকাণ্ডমুরস্থলং (জঙ্গমমূর্তির বিশাল বক্ষ:স্থল) মরকতশিলাপট্টশ্রীমর্হং (স্থাবরমূর্তির মরকতমণিময় শিলাপট্টের ও প্রশংসালাভের যোগ্য); অস্যৌ দন্তাবলী (জঙ্গমমূর্তির দন্তরাজি) শিখর-সুষমাকারা বিলসতি (স্থাবরমূর্তির মানিক্যসমূহের, অর্থাৎ চূড়ার শৃঙ্গরাজির শোভা ধারণ করিতেছে; [এবং]) দশনবসনস্য আভা (জঙ্গমমূর্তির ওষ্ঠের ও অধরের দীপ্তি) ধাতুপ্রয়োগ-বিড়ম্বিনী (স্থাবরমূর্তির গৈরিকাদি ধাতুর বিকাশের অনুকরণ করিতেছে! [এইরূপে]) ক্ষিতিধর-পতে: (পর্বতরাজ গোবর্ধনের) মূর্তিদ্বন্দ্বং (এই মূর্তি-যুগল) পরস্পরসৌলক্ষ্যং (পরস্পর সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে)।। ১১।। (৩২)

অহো, কলয়ত (ঐ দেখুন), অহো (কী আশ্চর্য!), অয়ং অয়ং (এই গিরিরাজের সমগ্র মূর্তিটি) ভবদ্ভক্ত্যুদ্রেকাৎ (আপনাদের ভক্তির আতিশয্যহেতু) বুভুক্ষুঃ ইব (ক্ষুধার্তের ন্যায়) স্বয়ং (স্বয়ংই) দ্রুতং (সত্বর) সমণিবলয়ং (মণিবলয়মণ্ডিত) দোর্দণ্ডাগ্রং (ভুজদণ্ডের অগ্রভাগ) প্রসারয়তি (বিস্তার করিতেছেন! [অতএব]) ভবাদৃশাং (আপনাদের) কামঃ (অভিলাষ) সিদ্ধঃ বভূব (সিদ্ধ হইয়াছে); নমত নমত ([সম্প্রতি সকলে তাঁহাকে] প্রণাম করুন, প্রণাম করুন) ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) কৃষ্ণঃ স্বয়ং চ (শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও) তং (তাঁহাকে) ননাম (প্রণাম করিলেন)॥ ১২॥ (৩৩)

২৪। অতঃপর, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহার সেই বিগ্রহ দর্শন করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত বুদ্ধিমান্ কুলবৃদ্ধ ও কুলাঙ্গনাগণ সকলে অতিশয় পুলকিত হইয়া 'নমঃ, নমঃ, নমঃ' এইরূপ বলিতে বলিতে নিজ-নিজ-সৌভাগ্যের কীর্তনসহকারে তদাভিমুখে ধাবিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে মূর্তিমানের ন্যায়ই মনে করিয়াছিলেন॥ ৫ ১৩॥ (৩৪)

২৫। তখন পথে-পথে পূজার্হ দেবমূর্তিসমূহের মন্দিরাভ্যন্তরে তুমুল বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। স্থানে-স্থানে মদমত্তা নর্তকীগণ সমাধিক নৃত্যবিলাস ও কিন্নরগণ অতিমনোহর সঙ্গীতভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। কতিপয় সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তি তথায় বিবিধ কৌতুকের মধ্যে হর্ষবশতঃ আত্মবিস্মৃত হইলে, ইঁহারা কি সেই সকল ব্যক্তি কিনা, এইরূপ নির্ণয় অসম্ভব হইয়াছিল॥ (৩৫)

২৬। অহো! তৎকালে সর্বত্র সকল লোকের পরম সন্তোষহেতু গিরিরাজ গোবর্ধনের এই মহোৎসবের মহিমা অতিশয় উপভোগ্যই হইয়াছে; যেহেতু ইনি নিজের যোগ্য রূপ ধারণ করিয়া, ব্রজরাজ কর্তৃক পরম বিশ্বাসসহকারে অনুষ্ঠিত সমগ্র পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ নগরব লোকমুক্তির দুর্বোধ্য রূপেই, সমগ্র জীবজগতের সংসার দুঃখ হইতে পরিত্রাণের কারণ হইয়াছিল॥ (৩৬)

২৭। অনন্তর শ্রীনন্দমহারাজ কর্তৃক কল্যাণকর গোবর্ধনোৎসব নির্বাহিত এবং গীতবাদ্যাদিজীবী ব্যক্তিগণ, অস্পৃশ্য (চণ্ডাল) বালক ও পতিত প্রভৃতি সকল

গোপগণ ভোজনপূর্বক পরিতৃপ্ত হইলে সকলে
গোবর্ধনোৎসবে চঞ্চল হইয়া দিব্য বস্ত্র ও উত্তম
মণিময় অলঙ্কারসমূহের কান্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল
পরিব্যাপ্ত করিয়া হর্ষসহকারে সর্বতোভাবে
গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ (৩৭)
তাহা এইরূপ — অগ্রেন (সর্বাগ্রে) বাদকাঃ (বাদকগণ)
অব্যগ্রজাগ্রৎ সুপটিষ্ঠপটহ প্রৌঢ়ভাঙ্কারি-ভেরী-ঢক্কা-
ঢক্কারাহিক্কা-মুখরিত ককুভঃ (অবিকল বাদন নিপুণযুক্ত
পটহ, প্রবল ভাঙ্কারযুক্ত ভেরী ও ঢক্কাসমূহের
ঢক্কাররূপ হিক্কারশব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া)
সম্প্রতীয়ুঃ (প্রতি গমন করিয়াছিল [এবং]) পশ্চাৎ
(তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে) লাগুরাক্ত প্রতীকাঃ (কুঙ্কুম রাগে
রঞ্জিত দেহ), করধৃত লগুড়াঃ (লগুড়হস্ত) বীত-
ভীকাঃ (নির্ভীকচিত্ত) আভীরাঃ (গোপগণ) মণিকনক-
চিতাঃ (মণি ও স্বর্ণদ্বারা বিভূষিত [এবং]) কুঙ্কুমৈঃ
আঙ্কিতাঙ্গীঃ (অঙ্গে কুঙ্কুমলিপ্ত) গাঃ চালয়ন্তঃ
(ধেনুগণকে পরিচালিত করিতে করিতে [যাত্রা করিয়া-
ছিলেন]) ॥ ২৩ ॥ (৩৮)
পশ্চাৎ (তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে) মৃদুমধুর কলোত্তান

গানরসরসনাঃ (সুমধুর উচ্চ কলাগ্রামাশ্রিত সঙ্গীতের
প্রতি নিবিষ্টচিত্ত) বীণাবেণুপ্রবীণাঃ (বীণা ও বংশী-
বাদ্যবিশারদগণ), পশ্চাৎ (তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে)
প্রনৃত্যৎপ্রমুদিতমনসঃ (হর্ষভরে চঞ্চলচিত্ত) বাদকাঃ
নর্তকাশ্চ (বাদক ও নর্তকগণ [এবং]) পশ্চাৎ
(তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে) স্বর্ণকনীয়স-সম-শকটীগর্ভ-
নির্ভাত বামাঃ (স্বর্ণবিমানতুল্য শকটমধ্যে অবস্থিতা)
গোপ্যঃ (গোপীগণ) গোপ্যানি গোপেশ্বরসুত-
চরিতানি (শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় চরিতাবলী) উদ্গিরিয়া
প্রোদ্গিরন্ত্যঃ (উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিতে করিতে
[গমন করিয়াছিলেন]) ॥ ১৪ ॥ (৩৯)
এইরূপ, ইহ (তৎকালে সেই পরিক্রমায়) অভি
(নিজের প্রতি) রভসা আরব্ধহাসোপহাসৈঃ
(হর্ষভরে হাস্যোপহাসকারী), শ্রদ্ধানুবদ্ধাত্মভিঃ
(শ্রদ্ধাপরায়ণ) সুপ্রশস্তৈঃ (উত্তম) বয়স্যৈঃ
প্রভুর সুখকারী (সর্ববিঘ্নবিনাশন)
সার্ধং (বয়স্যগণের সহিত), হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ [এবং])
পশ্চাৎ (তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে)
আমোদি-মন্দারবৃন্দোদ্দামস্রগাতোকবক্ষাঃ :
(সৌরভসমৃদ্ধ মন্দারপুষ্পমাল্য দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে

নভঃস্থলের শোভাসম্পাদনকারী [ও]) শীতসুরসমূহঃ
(বদনমণ্ডলে সুমধুর হাস্যযুক্ত)
আভীররাজপ্রভৃতিঃ (শ্রীনন্দমহারাজ প্রভৃতি) মুখ্যাঃ
আভীরবর্গাঃ (শ্রেষ্ঠ গোপবৃন্দ) অতিমুদা (অতিশয়
আনন্দ সহকারে [গমন করিয়াছিলেন]) ॥১৫॥ (৪০)

২৮। এইরূপে তাঁহারা যথাবিধি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা
প্রদানপূর্বক গিরিরাজের পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া
তাদৃশ আনন্দরাশিকে ধারণ করিবার উপযোগী
সুপ্রশস্ত স্থান না দেখিয়া, স্বয়ংই সেই আনন্দের মধ্যে
লীন হইয়াছিলেন ॥ (৪১)

২৯। অনন্তর পরদিবস যমের ও যমুনার প্রিয়া ও
কান্তিসমৃদ্ধিকারিণী অতুলনীয়া দ্বিতীয়া তিথির
উদয় হইবে জানিয়া তাঁহারা সকলে পরম প্রীতি-
সহকারেই, স্বর্গ ও ভূতলে প্রভূতসম্পদ প্রাপ্ত
আনকপ্রভৃতি বাদ্যসমূহের শব্দ অব্যাহত
রাখিয়াই যমুনায় স্নান করিবার উদ্দেশ্যে
তাঁহার তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ (৪২)

৩০। অতঃপর সেই উৎসবদায়িনী রজনী প্রভাত
হইলে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে ভ্রাতার নিমন্ত্রণ

শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া তদ্বিষয়ে বিচারচতুরা
উপনন্দ-তনয়া সুনন্দা, সর্বদা আত্মবিজয়ের নিমিত্ত
আমোদপ্রিয়যুক্তি ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলে,
নিখিল জগতের মনোরঞ্জনকারী শ্রীকৃষ্ণও ভগিনীর প্রতি
অতিশয় বাৎসল্যনিবন্ধন, অতিশয় স্নেহশীলা ও মূর্তি-
মতী দয়ার ন্যায় বিরাজমানা ভগিনীকর্তৃক
পরিবেষিত, অতিসুরস, বহুবিধ-দ্রব্যসংযুক্ত, উপকারী
পিষ্টক প্রভৃতি অভীষ্ট বস্তু ও প্রীতিদায়ক
অন্নপানীয় প্রভৃতি ভোজ্য সমূহ কৌতূহলশালী
বলদেব, সহচরগণ ও হাস্যরসিক কুসুমাসবের
সহিত হর্ষসহকারে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে,
কুসুমাসব হাসিতে হাসিতে অভিনব বচনভঙ্গীসহকারে
জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥(৪৩)

৩১। 'হে প্রিয় বয়স্য অঘদমন! দুর্বুদ্ধি বিধাতা
ধরাতলে সকল স্ত্রীলোককেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পরিণত
করিলেন না কেন? Run on with next page

আর, হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! বৎসরে যত দিন আছে, আপনার তত সংখ্যক ভগিনী হইলেন না কেন? যাঁহারা মূর্তিমতী দয়ার ন্যায় আমাদিগকে এরূপ ভোজনসুখ দান করিতেন। (৪৪)

৩২। যদি ইঁহাদের দুইটির যে কোন একটি সহোদর হইত, তাহা হইলেই আমাদের অতিশয় আনন্দ হইত। হে জনপ্রিয় বয়স্য! ভোজনাভিলাষি-কুলে সুপ্রসিদ্ধ আমি অদ্য যেরূপ ভোজন করিলাম, গোবর্দ্ধন পূজার আড়ম্বরশালী সেই দিবসে প্রভূত অন্নপানীয়ের সমাবেশ সত্ত্বেও এরূপ ভোজন করি নাই। মনোজ্ঞচরিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কুসুমাসবের এইরূপ হাস্যজনক সরস বাক্যে আনন্দ লাভ করিয়া ভোজনক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন ॥ (৪৫)

৩৩। অতঃপর সকল লোকের অতিশয় কৌতুক উৎপাদন করিয়া ভগিনী ও ভ্রাতৃগণকে পরস্পর পরম আদরের সহিত মহামূল্য মণি, সুবর্ণ ও বস্ত্র দান করিয়াছিলেন ॥ (৪৬)

৩৪। এইরূপে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব সমাপ্ত হইলে, নিজ-যজ্ঞভঙ্গহেতু ইন্দ্রের যে মনঃপীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার উপশমের নিমিত্ত তিনি (অতিবৃষ্টি-রূপ) যে কুকর্মের আচরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহাই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে ॥ (৪৭)

৩৫। তৎকালে ইন্দ্র দেবসভায় অবস্থানপূর্বক নিজ যজ্ঞের বাধাপ্রাপ্তিহেতু উদ্বিগ্ন বা প্রতিকূলভাবে অন্তর দাহ অনুভব করিয়াই যেন প্রভূত মনঃপীড়াজনিত ক্রোধভরে মেঘের (আক্ষেপের) সহিত একরূপ কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ (৪৮)

৩৬। "অহো কি আশ্চর্য! স্বয়ং সরস্বতী দেবীও যে আমার যথার্থরূপে স্তুতিবাদ করেন, পশুপালন-রত পশুতুল্য এই গোপগণ এক শিশুর বাক্যে সেই আমারই উৎসব বন্ধ করিল। তাহারা আমার সুদুর্নিবার তাপপীড়াজনিত অপরাধ গ্রাহ্য না করিয়া কেবলমাত্র মদবলেই একরূপ অজ্ঞের ন্যায় কার্য করিয়াছে। হে গোপগণ! উত্তম, উত্তম! (বেশ বেশ! অর্থাৎ ভাল, ভাল) তোমরা এইরূপ কূটবুদ্ধি লইয়া সুখীরূপে নির্ভয়ে বাস করিতে পার,

এই চপলমতি বালকই বা ইন্দ্রের ক্রোধহেতু
তোমাদের এই অপকার্য দূর করিয়া কিসে
তোমাদিগকে মঙ্গল দান করিতে পারে, এবং
কিরূপেই বা সে তোমাদের মঙ্গলবিধান হেতু
প্রিয় হইতে পারে, তাহা আমি অবশ্যই দেখিব ॥ ৪৯॥

৩৭। এই বলিয়া ক্রোধবেগে ভগ্নচিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র
অনেককাল চিন্তা করিয়া ঐশ্বর্যের আবেশে মহাপ্রলয়-
জনক, মহাকায়, সম্বর্তক প্রমুখ মেঘগণকে বন্ধনমুক্ত
করিয়া তাহাদের অতিশয় বেগ উৎপাদনপূর্বক
অতিশয় প্রশংসাবাক্যদ্বারা পরম সমাদর
প্রদর্শন করিলে তাহারাও
আনুগত্যসহকারে স্তুতি করায় তিনি সদয়ভাবে
তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এরূপ বলিয়া-
ছিলেন ॥ (৫০)

৩৮। "হে জলধরগণ! তোমরা বৃষ্টিদ্বারা সকল
লোকের পরাভবোৎপাদনে সমর্থ। তোমাদের
বলজনিত গর্ব আমারও তেজোরাশি বর্ধন করে।
সম্প্রতি আমি যাহা বলিতেছি, তদনুসারে
তোমরা আমার প্রীতিকর কার্যে ব্রতী হইয়া আমাকে

কৃতার্থ কর। এবিষয়ে বিলম্বের প্রয়োজন নাই।
তোমরা ইচ্ছা করিলে সমগ্র জগৎকেই সম্পূর্ণরূপে
বিনাশ করিতে পার, একটি প্রদেশবিশেষের কথা
আর কী বলিব! সেইহেতু সম্প্রতি তোমরা নিখিল
ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া বজ্রপুরীর ধ্বংসের নিমিত্ত
বারিধারা বর্ষণ কর।। (৫১)

৩৯। দেবরাজের এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া
বন্ধনমুক্ত সম্বর্তক-প্রমুখ মেঘসমূহ তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া ক্রমশঃ নিজ-দর্প-প্রকাশে উদ্যত
হইল। প্রথমতঃ কোন মেঘমালা আকাশ-সরোবরের
শৈবালরাশির ন্যায় সূর্যমণ্ডলের মালিন্য উৎপাদন
করিল। আবার অল্পকালের মধ্যেই অপর কোন
মেঘমণ্ডলী পাতালের তলদেশ হইতে উত্থিত,
মানিনী নাগবধূর নিঃশ্বাস-ধূম-রাশির ন্যায়
দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল।। (৫২)

৪০। অনন্তর অবিলম্বেই দন্তাঘাতে
পর্বতগাত্রের বিদারণরূপ ক্রীড়ায় আসক্ত
দিগ্গজগণ ও তাহাদের বধূগণের ন্যায় গর্বোন্মত্ত
ও গুরুভারযুক্ত কতিপয় মেঘ একসঙ্গেই আকাশ-

মার্গ আচ্ছন্ন করিল। ইহার পর বজ্রের অগ্রভাগ-
দ্বারা পক্ষসমূহের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি না হওয়ায়
যেন বলে কায়ব্যূহ ধারণ করিয়া স্বর্গের পথে
পরিভ্রমণরত মৈনাকপর্বতের ন্যায় অপর কোন মেঘ-
রাশি আকাশে ঘনীভূত হইয়াছিল।। (৫৩)

৪২। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই কোন এক অতিবৃহৎ
মেঘপুঞ্জের আবির্ভাব হইল। তখন মনে হইল =
যেন স্বীয় তেজস্বিতা হেতু একসঙ্গেই ক্রমশঃ
ঊর্দ্ধভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও চতুর্দিকেই পরস্পর
সংলগ্ন পর্বতের শৃঙ্গরাজির অগ্রভাগদ্বারা সূর্যাদি
জ্যোতির্মণ্ডলকে নির্বাপিত করিয়া লোকালোকপর্বতই
বাহ্য লোকের ন্যায় অন্তর্লোককেও
অন্ধকারময় করিতেছে। এইরূপ অবস্থায়
সেই অন্ধকাররাশি সুতীক্ষ্ণ কুঠারদ্বারা ছেদনের
অযোগ্য হইলেও এই ত্রিভুবন যেন অন্ধকারের
সুবিশাল রাজ্যরূপেই পরিণত হইয়াছিল।। (৫৪)

৪২। এইরূপে তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন
অসীম মসীময় হইল। তথাপি সেই অন্ধকার-

রাশি ব্রজেন্দ্রনন্দনের বদনচন্দ্ররাজের কিরণমালা-
দ্বারা বিকীর্ণ হইয়াই যেন ব্রজপুরীর প্রতি সেরূপ
প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না ॥ (৫৫)
৪৩। এইরূপে বৈশেষিকদর্শনসম্মত ক্ষিতি প্রভৃতি
নয়টি দ্রব্যের
অতিরিক্ত দশম দ্রব্যের ন্যায় সেই ঘোরতর
অন্ধকাররাশি অনন্তকালের নিমিত্ত জগতের সকল
লোককে যেন সম্যক্ অন্ধরূপে
পরিণত করিলে, ঘূনকর্তৃক ছিদ্রীকৃতের ন্যায়
ব্রহ্মাণ্ডকটাহের উপরিভাগ হইতে ক্ষরিত
বাহিরাবরণস্থিত জলরাশির অকস্মাৎ উৎপন্ন
ধারান্তরে অনুৎপন্ন বিন্দুরাশি ভূতলকে
অতিশয় কর্দমাক্ত করিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত
পরেই অনন্তবেগশালী সেই জলবিন্দুসমূহ
বিন্দুর আকার ত্যাগ করিয়া আবর্তনবেগের
শৈথিল্যহেতু গগনরূপ মহাবিটপের
প্রকাণ্ড জটাজালের আকার ধারণপূর্বক
ধারারূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ (৫৬)

৪৪। এরূপ অবস্থায় -

বৈনবঃ (বৈনুমত) মাল্যাবলয়বলনয়া (গলকম্বলকে অর্থাৎ গলদেশের লম্বমান বিস্তৃত মাংসরাশিকে মণ্ডলাকার করিয়া) বংশান্ আচ্ছাদ্য (বংশগণকে আচ্ছাদন পূর্বক) শিরোধীন্ (গ্রীবা ভাগকে) দ্রাঘয়ন্ত্যঃ (দীর্ঘ করিয়াছিল; [এইরূপ]) মূর্ধানং নম্রয়ন্ত্যঃ (শিরোদেশকে অবনত), কুটিলিতনয়নাঃ (নয়নদ্বয়কে কুটিল [করিয়া]) লাঙ্গূলমাঃ (পুচ্ছসমূহকে লাম্বিত করিয়া) নিশ্চলাঃ (নিশ্চল ভাবে অবস্থান পূর্বক) ধারাপাতাভিঘাতক্ষুভিতপৃথুতরোৎকম্পভূয়িষ্ঠপৃষ্ঠাঃ ([গাভীগণ] বৃষ্টিধারার আঘাতে বিক্ষুব্ধ বিশাল পৃষ্ঠদেশে অতিশয় কম্প ধারণ করিয়া) কাতর্যেণ ঈক্ষমাণাঃ ~~(কাতর দৃষ্টিপাত~~ (কাতরতাসূচক দৃষ্টিপাত-সহকারে) কৃষ্ণম্ এব (শ্রীকৃষ্ণেরই) শরণম্ উপযযুঃ (শরণাগত হইয়াছিল) ॥১৬॥ (৫৭)

হন্ত (অহো!) ~~ধার~~ বারাং ধারাপাতঃ (সেই বৃষ্টিবারি ধারা) ধাবতাং পুঙ্গবানাং (ধাবমান বৃষভগণের) শৃঙ্গকোটৌ (শৃঙ্গাগ্রে) আবিদ্ধঃ (সংলগ্ন হইয়া) অতিপৃথূনি (অতিস্থূল)

ককুন্মণ্ডলে গণ্ডশৈলে (শ্রীরাধার উচ্চ ভাগাস্থিত মাংস-
পিণ্ডরূপ [অর্থাৎ ষাঁড়ের পিঠের উপরে ঝুঁটিরূপ] গণ্ডশৈলে) সংলীয়ন্ জর্জরত্বং প্রগত:
([পতিত হওয়ায়] শীর্ণ ও জর্জর ভাব ধারণপূর্বক)
ইত: ইত: (চতুর্দিকে) শীকরাকারং আপ্ত:
(কণার আকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া) স্ফটিকমণিশিলা-
পেশলে (স্ফটিকমণিময় শিলাসদৃশ মনোরম)
গরিষ্ঠে পৃষ্ঠে ভগ্ন: (গুরুতর পৃষ্ঠদেশে ভগ্নাবস্থা
ধারণ করিয়া) প্রকোপং রুজং অপি ([উক্ত বৃষভ-
দানবের] ক্রোধ ও পীড়া) বিদধে (উৎপাদন
করিয়াছিল) ॥১৭॥ (৫৮)

৪৫। অতঃপর ব্রজপুরবাসিগণ ক্ষণে ক্ষণে সেই
লঘীয়াসকে বিলক্ষণভাবে নবীন কদলীতরুর কাণ্ড-
দেশের ন্যায় স্থূলভাব ধারণপূর্বক ক্রমশ: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হইয়া সুদুর্ধার ভাব ধারণ করিতে দেখিয়া সকলে
আতঙ্কসঙ্কুচিতে উক্ত অবস্থাকে অকাল প্রাপ্ত
কোন এক প্রলয়ের ন্যায় মনে করিয়া, অতিশয়
কাতরতার সহিত, সকল লোকের আনন্দদায়ক
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া নিজ-নিজ-খেদসূচনা
করিয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন—

'হে উৎসবপালক মহানুভব শ্রীকৃষ্ণ! হায়! সম্প্রতি আমাদের প্রচণ্ড সঙ্কটে উপস্থিত হইয়াছে! তুমি অবিলম্বে স্বয়ং নিজের আশ্রিত এই গোকুলমণ্ডলকে রক্ষা কর ॥ (৫৯)

দেখ, দেখ —

ইয়ং (এই) বিদ্যুদ্বল্লী (বিদ্যুৎ শ্রেণী) কুপিত-ফণিজিহ্বা ইব (ক্রুদ্ধ সর্পের জিহ্বার ন্যায়) বলতে (বিস্তার লাভ করিতেছে); শিলাসার: (কঠিন শিলাবৃষ্টি) পুরবাটী-ক্ষিতিরুহাং (উদ্যানের [বৃক্ষ] বৃক্ষসমূহের) সারং হরতি (সার নষ্ট করিতেছে), অয়ং মেঘজ্যোতির্ব্যতিকর: (মেঘরাশির এই জ্যোতি:পুঞ্জ) অপি সলিলম্ উদীর্ণ: (জলমধ্যে বিজৃম্ভিত হইয়া) সমুদ্রোদরচর: (সমুদ্র বক্ষে বিচরণশীল) ঔর্বানল: ইব (বাড়বানলের ন্যায়) উচ্চৈ: জ্বলতি (অতিশয় জ্বলিতেছে অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রকাশ করিতেছে) ॥ ৫৮ ॥ (৬০)

আরও দেখ — জলমুচ: (মেঘরাশি) পুরুপরুষ-গর্জং (অতিশয় কঠোর গর্জন সহকারে) উর্ধ্বং

(আকাশের ঊর্দ্ধভাগে) যথা ক্ষায়তে (যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে), ইয়ং (এই) ধারাততি: চ (এই জল-ধারাসমূহও [সেইরূপ]) ক্রমস্থূলা-স্থৌল্যং তিরয়তি (ক্রমশ: সূক্ষ্মসমূহেরও স্থূলতাকে লয়াভূত করিতেছে; [অতএব]) অপাং (জলরাশির) অয়ং (এই) অপায়: ব্যাপার: (দুরন্ত লীলা) নয়ং প্রলয়জলধিত্বং প্রথয়তে (প্রলয়কালীন মহাসমুদ্রের ভাবই বিস্তার করিতেছে)॥ ১৯॥ (৬১)

সুরভয়: (ধেনুগণ) খরতরানিলাপাতবিকলান্ (প্রচণ্ড নিলারিবর্ষণে বিহ্বল), ব্যাসিতবপুষ: (পীড়িত দেহ [ও]) উৎসঙ্গে নিধায় (নিজ-ক্রোড়-দেশে অবস্থিত) বৎসনিচয়ান্ (বৎসগণকে) স্বতন্বা সংছাদ্য (নিজ-নিজ-দেহদ্বারা আবৃত করিয়া), "দবাগ্নে: সন্ত্রাতা ([হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে] দাবানল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে]), সপদি (অবিলম্বে) ন: (আমাদিগকে) সলিলাৎ পাহি" (এই বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা করুন" ইতি (এই বলিয়া) বাষ্পাকুল-চলদৃশ: (বাষ্পপূর্ণ চঞ্চলনয়নে) ত্বাং (তোমার) প্রতীক্ষন্তে (প্রতীক্ষা করিতেছে)॥ ২০॥ (৬২)

~~প্রতীক্ষতে (প্রতীক্ষা করিতেছে)॥ হন্ত (ঐ)~~
আবার অন্যদিকে দেখুন—
মুক্তাব্যতিকরে ইব (মুক্তারাশির ন্যায়) স্থূলবর্ষো-
পলানাং ওঘে (স্থূল কর[শিলা-খণ্ড]কা সমূহ) মহতি ককুদি
([পর্বতের] বিশাল ককুদভাগে) চূর্ণতামিত্বা
(চূর্ণ হইয়া) প্রাক্ (সত্বর) ক্ষৌণিপৃষ্ঠং গতে
(ধরাতলে পতিত হইলে) মহোক্ষা: (প্রকাণ্ডকায়
ষণ্ডগণ) ক্রোধোন্নমিতশিরস: (ক্রোধবশত:
মস্তক উন্নত করিয়া) ভীমং (ভীষণভাবে) মেঘান্
উদ্বীক্ষমাণা: (মেঘরাশির প্রতি ~~উর্দ্ধ~~ দৃষ্টিপাত-
পূর্বক), ধারাপাতপ্লুতমুখদৃশ: (বৃষ্টিধারার
পতনে মুখ ও নয়ন জলপ্লাবিত হওয়ায়) কষ্টং
যান্তি (অতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছে)॥ হন্ত (ঐ)
[হে শ্রীকৃষ্ণ! সম্প্রতি] কল্পান্তক্ষণভব-মহাবর্ষণতনু:
(মহাপ্রলয়-সমাগমের ~~কালের~~ যোগ্য মহাবৃষ্টিপাতের
মূর্তিস্বরূপ) এষ: (এই) অনর্থানাং সার্থ:
(অনর্থরাশি) ন: (আমাদের) দুরুপশম:
(দুর্নিবার্যরূপেই) অজনি (উপস্থিত হইয়াছে;
[এ ক্ষেত্রে]) ত্বদপর: অন্য: (~~আপনি~~ তুমি ভিন্ন)

অন্য কোন) পরিত্রাতা (রক্ষক নাই) ! ইতি (এই হেতু)
বয়ং (আমরা) ইহ (এস্থানে ও এ সময়ে) ত্বাং প্রপন্না:
(আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি); অতএব
অহহ (অহো! [তুমি]) নিজ-লোকান্ ন:
(নিজের চির স্বজনস্বরূপ আমাদিগকে) কামক্লান্,
ন কুরু (বিলম্ব করিবে না) ইহা॥ (৬৪)

৪৬। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া আকর্ণবিস্তৃত-
নয়নে ধেনুগণের সেই প্রভূত গ্লানি লক্ষ্য করিয়া ও
~~এইরূপ দেবরাজের ক্রোধজনিত~~
ইন্দ্রের ক্রোধ হইতেই এরূপ হইয়াছে? এইরূপ
বিচার পূর্বক নিশ্চল কৃপাসিন্ধুস্বরে অতিমধুর বাক্যে
হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা ভয় করিও না; ভয়
করিও না; সুধাদ্রিবিদাতক রোগবিশেষের (অগ্নি-
সম্বন্ধের) ন্যায় এই উপদ্রব অতিতুচ্ছই হয় —
এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া, তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই
উক্ত উপদ্রবের নিবারণে সমর্থ হইলেও কুসুম-
কোমল নিজবাহু দ্বারা এরূপ লীলাবিশেষ বিস্তার
করিলেন যাহা প্রলয়কাল পর্যন্ত ভক্তগণের
বাক্যের ও চিত্তের ভূষণরূপে বিদ্যমান থাকিবে

দেবতা, কিন্নর ও মানবগণের কীর্তন (খোল) হইবে এবং যাহার পরিণামে দেবরাজের গর্বরাশিও চূর্ণ হইবে।) ~~অনন্তর তিনি পরিকর বন্ধন না করিয়াও~~ (অনন্তর সেই রসিকচূড়ামণি (কটি) পরিকর বন্ধন না করিয়াও ইন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক লাবণ্যসরোবরে যেন সুন্দর ~~[illegible]~~ রূপেই স্নান করিয়াছিলেন॥ (৬৫)

[অন্বয়] বালকঃ (বালক) কুতুকেন ছত্রাকং ইব (যেরূপ কৌতুহলবিলাসতঃ ছত্রাক অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা, [কিম্বা]) শুণ্ডেরঃ শুম্ববৎ (হস্তী যেরূপ [কৌতুকবিলাসতঃ] তৃণগুচ্ছ [উত্তোলন করে, সেই রূপ]) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) যদা (যে সময়ে) চিত্তেন (চিত্তে), গোবর্ধনম্ উদ্দিধীর্ষুঃ অভবৎ (গোবর্ধন গিরিকে উত্তোলনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন), তর্হি এব (তখনই) লোকেন (লোক সকল) অস্য (শ্রীকৃষ্ণের) করোদরে (করতলে), চটচটাধ্বানবন্নংকন্দরাসুপ্তোদ্বুদ্ধ-কিশোরকেশরিগণঃ (চট্‌চট্‌শব্দযুক্ত গুহার অভ্যন্তরে ~~নিদ্রোত্থিত কিশোর তরুণ কেশরিগণ সমন্বিত,~~ নিদ্রোত্থিত তরুণ সিংহগণের দ্বারা পরিপূর্ণ) সঃ ব্যালোকি (গোবর্ধন গিরিকে দর্শন করিলেন)॥২৩॥ (৬৬)

[তৎকালে] ধাতুঃ (ব্রহ্মার) ধ্যানপ্রতানকম্পনাপটুঃ
(নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানক্রিয়ার বিনাশকার্য্যে সুনিপুণ),
প্রৌঢ়নাগেন্দ্রনারী-ক্রীড়াসার্দ্ধীকপানোৎসব-নবরভসা-
স্বাদবার্দ্ধপ্রগল্ভঃ (প্রৌঢ়া নাগবধূগণের ক্রীড়াকালীন
মধুপানে উৎসবধর্মযীন রসাস্বাদনের বৰ্দ্ধি-দানে সমর্থ
[এবং]) দিঙ্মাতঙ্গেন্দ্র দানদ্রবনাশিঘটনঃ (দিগ্গজ-
গণের মদজলধারায় ক্ষরণনিবারকরূপে), তৎ-
সমুল্লাসনোত্থঃ (গোবর্দ্ধনের উত্তোলন-
জনিত) কঃ অপি (কোন এক) কোপী (প্রচণ্ড)
প্রণাদঃ (ধ্বনিবিশেষ) ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরং অপি
(ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে) ভ্রামন্ (ভ্রমণ করিয়া) ন মমৌ
(তাহাতে যেন আর স্থান পাইতেছিলনা)॥২৪॥ (৩৭)
[এইরূপ] তজ্জঃ কন্দুকলীলালসকরকমলেন (নিজপ্রভুর বলের
কন্দুকলীলাশোভিত করকমলদ্বারা) উল্লাস্যমানস্য
(উল্লাসপ্রাপ্ত) অদ্রেঃ (গোবর্দ্ধনগিরির) সমাম্রাত-
হর্ষপ্রকর্ষঃ (প্রকৃষ্টহর্ষজনিত) হাসপ্রকাশপ্রসরঃ ইব
(হাস্যচ্ছটার বিস্তৃতির ন্যায় [এবং]) অর্দ্ধধ্বনি
(ধ্বনিতল) বজ্রপাতৈঃ (দেবরাজ ইন্দ্রের)
যশঃপাতবৎ (যশোরাশির পতনের ন্যায়

[তৎকালে]), উল্লাসাবেশাবিষ্টক্ষিতিরুহবিততেঃ (উল্লাসের আবেশে বিক্ষুব্ধ বৃক্ষরাজি হইতে) ~~বিচ্যুতানাং~~ বৃন্ততঃ বিচ্যুতানাং (বৃন্তচ্যুত) পুষ্পাণাং বর্ষং আসীৎ (পুষ্পসমূহের বর্ষণ হইতেছিল) ॥ ২৭॥ (৬৮)

[এইরূপ] ঊর্ধ্বোর্ধ্বং বর্ধমানৈঃ (ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব দেশে বিস্তৃতিশীল) শরতরুশিখরৈঃ (শরবন শৃঙ্গসমূহ-দ্বারা) ছিন্নভিন্নাভ্রপঙ্ক্তেঃ (মেঘমালাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বিরাজমান) তস্য (সেই গোবর্ধন-গিরির) শ্রেণীরুহৌঘৈঃ (বৃক্ষরাজি) নন্দনদ্রুন্‌-পরিভাবিতুম্ ইব ([তৎকালে] যেন নন্দনকাননের বৃক্ষসমূহকে পরাভূত করিবার নিমিত্তই) প্রোদ্যযে (ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিল); দন্তাবলেন্দ্রভ্রমকুপিত-তরৈঃ ([এবং মেঘরাশিকে] হস্তীর দল মনে করিয়া অতিক্রুদ্ধ) সিংহৈঃ (সিংহগণ) তীক্ষ্ণাভুগ্নৈঃ (তীক্ষ্ণ ও কুটিল) নখাগ্রৈঃ (নখাগ্রদ্বারা) জলধর-পটলীং (সেই মেঘমালাকে) দারুণং দারয়দ্ভিঃ (নিষ্ঠুর ভাবে বিদীর্ণ করিয়া) সর্বতঃ সঞ্চচরে (পর্বতের সর্বত্র বিচরণ করিতেছিল) ॥ ২৮॥ (৬৯)

কৃষ্ণেন (শ্রীকৃষ্ণ) অবরকরতলেন (বাম হস্ততলদ্বারা)
অচলপতৌ (গিরিরাজ গোবর্ধনকে) উদধৃতে
(উত্তোলিত করিলে)। অহো (ওহো!) অয়ং কঃ?
(ইনি কে?), কিং (কি হেতু) কথং (কি রূপেই বা)
এতৎ ব্যোম (এই আকাশমণ্ডলকে) স্থগয়তি?
(অবরোধ ও আচ্ছন্ন করিতেছেন?) ইতি (এইরূপ
চিন্তাসহকারে) কৈলাসঃ (কৈলাস পর্বত) চকম্পে
(কম্পিত হইয়াছিল)। সুমেরুঃ (সুমেরু পর্বত)
পুরুভয়ঃ (অতিশয় ভীত হইয়াছিল [এবং])
দিগ্‌গজগণঃ (দিগ্‌গজগণ) উচ্চৈঃ চকিতঃ
(অতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া) সঙ্গোপয়সি (সমুদ্রের
জলগর্ভে) মমজ্জ (নিমগ্ন হইয়াছিল)॥ ২৭॥ (৭০)

~~অথ (অনন্তর) গিরিধৃক্ (গোবর্ধন) বিশ্বক্প্রতিভিঃ (চতুর্দিকে
ব্যাপ্ত) জলপটলৈঃ (জলরাশিরূপ) মুক্তাফলচয়ৈঃ
(মুক্তাশ্রেণিদ্বারা সুশোভিত [এবং]) সুধাসারে:
(শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীদোর্দণ্ডকতমণিদণ্ডরুচিরঃ
(সুরম্য বাহুরূপ মরকতমণিময় দণ্ডের সহযোগে
শোভমান)~~

অসৌ (অতঃপর) গিরিঃ (সেই গোবর্দ্ধন পর্বত)
গোকুলজুষাং (গোকুলবাসিগণের পক্ষে), বিপ্রকৃ-
প্তাভিঃ (চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত) জলাসারৈঃ (জলবিন্দু-
রূপ) মুক্তাপ্রসরচয়ৈঃ (মুক্তা-রাশি দ্বারা সুশোভিত
[এবং]) মুরারাতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীদোর্ময়কত-
মণীদণ্ডরুচিরং (সুরম্য বাহুরূপ মরকতমণিময়
দণ্ডের সংযোগে মনোহর), দম্ভোলেঃ অপি
অভেদ্যং (অথচ বজ্রেরও অভেদ্য [ও])
পবনবেগৈঃ চ ন ধুতং (বায়ুবেগেও অবিচল),
মহারত্নচ্ছত্রং (রত্নময় মহাছত্র রূপে) সমজনি
(পরিণত হইয়াছিল) ॥ ২৮ ॥ (৭১)

৪৭। এইরূপে, বাগীশ্বরগণও যাঁহার সুচারু
চরিতাবলী বর্ণন করিতে অসমর্থ হ'ন না, সেই
শ্রীব্রজরাজনন্দন বামহস্ত দ্বারা পূর্বোক্তরূপে
নিজ-গিরিরাজকে উত্তোলনপূর্বক স্বীয়-বাক্যে
অতিশয় বিশ্বাস জন্মাইয়া এইরূপ বলিতে
লাগিলেন ॥ (৭২)

৬ মাতঃ! (হে জননি! [আকালি]) মনঃ (মনকে) তরলং
(অস্থির) মা কুরু (করিবেন না), পিতঃ! (হে পিতঃ!)

ত্বয়া (আপনিও) মা চিন্তনীয়ং (কোন চিন্তা করিবেননা);
সুহৃদঃ (হে বান্ধবগণ! [তোমরা]) সন্দেহং ন ধত্ত
(কোন সন্দেহ করিবেনা); অয়ং গিরিঃ (এই পর্বত)
মৎকরাৎ (আমার হস্ত হইতে) ন পতিতা (চ্যুত
হইবেনা); তনুমতা যেন (যিনি মূর্তিমান হইয়া)
অর্চনং স্বীকৃতং ([তোমাদের] পূজা গ্রহণ করিয়াছেন,
ইহা) সাক্ষাৎ এব বিলোকিতং (প্রত্যক্ষভাবেই তোমরা
দেখিয়াছ); তস্য (সেই গোবর্ধনের পক্ষে)
ব্যোম্নি কৃতাবলম্বনতয়া (আকাশমণ্ডল অবলম্বন-
পূর্বক) অবস্থিতিঃ (অবস্থান) দুষ্করা কিং
(দুঃসাধ্য হয় কি? অর্থাৎ সর্বথা সর্বদা সুসাধ্যই বটে) ।। ২৭।।

এইরূপ, যদ্যপি (যদিও) অয়ং (এই) স্থাবরঃ (স্থাবর
পদার্থটি) গিরিতয়া (পর্বত বলিয়া) আকারেণ
মহান্ (আকারে অতিবৃহৎ [তথাপি]) সহজাৎ
দেবত্বাৎ (স্বাভাবিক দেবত্ব হেতু) অলৌকিকতয়া
(অলৌকিকত্ব বলিয়া [ইনি]) তর্কস্য গোচরঃ ন
(তর্কের অগোচর); পশ্য (দেখ), অস্য
(ইঁহার) অয়ং লাঘিমা (লঘুত্ব এরূপ যে), যেন
হি (যাহার নিমিত্ত) ময়া অপি (আমিও) লীলয়া

(অনায়াসেই) উল্লাসিত: (ইঁহার উত্তোলনে
সমর্থ হইয়াছি), অহহ (অহো!) তত্র (ইঁহার
এই উত্তোলনক্রিয়াব্যাপারে) অহং তু (আমি কেবল)
নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্রই হইতেছি; [বস্তুত:])
অয়ং গিরি: (এই গোবর্ধন) স্বেচ্ছাময়: (স্বয়ং
স্বতন্ত্ররূপেই বিরাজমান)॥৩০॥ (৭৪)
[সেইহেতু অতএব] অস্য অর্ভ:
(ইঁহার অর্ভোভাগে) প্রবিশন্তু (প্রবেশ করুন),
সুখিন: সন্তু (সুখী হউন [এবং]) স্বং স্বং ব্রজং
গৃহীত্বা (নিজ-নিজ-গোষ্ঠীকে লইয়া) স্বচ্ছন্দং নিবসন্তু
(তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করুন), ইদং বিলং (ইঁহার এই
গুহা) গোপনগরাৎ (ব্রজপুরী হইতে) ন ভিদ্যতে
(ভিন্ন নহে); কল্পান্তে (কল্পের শেষপর্যন্ত প্রলয়কালে) জগতাং জনা:
হি (অখিল জগতের জীবগণ) নারায়ণস্য উদরে
(ভগবান নারায়ণের উদরমধ্যে) সূক্ষ্মেণ বপুষা
এব (সূক্ষ্মশরীরেই) বসন্তি (বাস করে, [অতএব])
তত্র (তথায়) এতাদৃশং কৌতুকং নতরাং (কোন-
রূপেই এরূপ কৌতুক উপভোগ সম্ভবপর
হয় না)॥৩১॥ (৭৫)

এইরূপ—

উল্লাসক্রমবেশত: (উল্লাসীসহকারে সকলের সবেগে সঞ্চরণহেতু) সমুদ্দিতৈ: (উত্থিত [ও]) ইত:তত: (চতুর্দিকে) প্রাকারাভতয়া স্থিতৈ: (প্রাচীরের আকারে অবস্থিত) মৃদাং সারৈ: সঞ্চয়ৈ: (দৃঢ়তর মৃত্তিকারাশির পরিবেষ্টনহেতু) অস্মিন্ (এই পুরমধ্যে) অপাং আগম: ন (বৃষ্টির জল আসিতে পারেনা); ধেনূনাং বৃন্দৈ: (ধেনুগণের সহিত) সাক্ষীভি: (মদীয় সহচরগণ) স্বেচ্ছং কাননচারত: অপি জুষতাং (স্বেচ্ছায় বনমধ্যে বিচরণ করুক [এবং]) বন্ধুভি: (আমার বান্ধবগণ) স্বস্বাবাসবিলাসবাসরভর: ইতঃপূর্বে (নিজ-নিজ-গৃহে বিলাসভরে অবস্থানের কৌতুক) বিস্মর্যতাং (বিস্মৃত-হউক)॥ ৩২॥ (৭৮)

৪৮। এইরূপে অমৃতরসে পরিপূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান ও হারতুল্য হৃদয়হার্য, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে তাহাদ্বারা বাল্লবগণ হৃদয়ে আশ্বাস লাভ করিয়া পুত্র, কলত্র, ধনসম্পদ ও গোধন প্রভৃতির

সহিত নিজ-নিজ-পুরোহিতবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া অবারিত আনন্দের উল্লাসসিংহনাদে কোলাহল প্রকাশ করিয়া সৌবর্ণ-গিরির অতুল শোভাসম্পন্ন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ (৭৭)

৪৩। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা সুতলপ্রভৃতি অধোলোকবর্তী স্বর্গের ন্যায় নিখিল-ভুবনের শিরোভূষণস্বরূপ সেই নগরকে দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়া মৃদু হাস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত নগরের নবীন তৃণময় ভূভাগের চতুষ্পার্শ্বে যবসদৃশ অতুলনীয় নবীন তৃণরাশি শোভা পাইতেছিল; সুনির্মল সরোবরদ্বারা উহা সরস হইয়াছিল এবং উক্ত নগর অপর্যাপ্তরূপে উৎপন্ন বিবিধ সারপূর্ণ ভোগ্যবস্তুর সহিত গো-সমূহ ও গোপজনের পরিপালনে সমর্থ হইয়া তাঁহাদের কান্তিজনক হইয়াছিল ॥ (৭৮)

অনন্তর, গাবঃ (গোসমূহ) পরিসারিণি (উক্ত নগরের সুবিস্তৃত [ও]) শাদ্বলাঢ্যে (তৃণপূর্ণ প্রদেশযুক্ত) বহির্মণ্ডলে (বহিঃপ্রদেশে) স্বচ্ছন্দম্ ঊষুঃ (স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল); সহধর্মিসুতাঃ গোপালাঃ

(ব্রাহ্মণগণের সহিত গোপগণ) তৎপুরস্তাৎ (তাঁহাদের
সম্মুখভাগে [অবস্থান করিয়াছিলেন; এইরূপ]) তৎ-
পুরস্তাৎ (তাঁহাদের অগ্রভাগে) পুরন্ধ্র্যঃ (পুরমহিলা-
বর্গ), তত্র এব ক্বচ অপি (উহারই কোন একস্থানে)
রাধা প্রভৃতি কুলবধূমণ্ডলী (শ্রীরাধা প্রভৃতি কুলবধূগণ),
ক্ব অপি কন্যাঃ (কোন স্থানে বা কন্যাগণ), পার্শ্বদ্বয়ে
(উভয় পার্শ্বে) সখায়ঃ বটুঃ অপি (সখাগণের সহিত
কুসুমাসব [এবং]) অগ্রতঃ (সম্মুখভাগে) পিতরৌ
লাঙ্গলী চ (শ্রীযশোদা, শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীবলদেব
[অবস্থান করিয়াছিলেন]) ॥ ৩৩ ॥ (৭৯)

৮০। এইরূপে তাঁহারা ব্রজপুরীর কোন এক মহান্
কৌতুকবশতঃ নির্ভয়ে কোন এক আনন্দজনক প্রদেশে
অবস্থানপূর্বক তাদৃশ মহাপ্রলয়জনক মেঘমালিকা
কলসসমূহ হইতে ক্ষরিত প্রবল ধারাপাতের উৎপীড়ন-
জনিত অবসাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর,
তৎকালে সকলেই ইচ্ছানুসারে চতুর্দিকে অবস্থান
করিয়াও প্রত্যেকেই গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের মনোহর
মুখমণ্ডলকে নিজের অভিমুখে মনে করিয়াছিলেন॥ (৮০)
~~ছিলেন॥ (৮০)~~

৫১। অতঃপর তেজস্বী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গলিক আশীর্বাদ সমূহ মনুষ্যলোককীর্তিহারী এবং দেবাসুরগণের দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন করিয়াছিল ॥ (৮১)

৫২। অনন্তর মাতৃকাগণ ও পিতৃব্যগণ বিস্ময়-ও-মৃদুহাস্য-সহকারে জয় প্রার্থনাদ্বারা তাঁহাকে মঙ্গল লাভ করাইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। রোহিণীদেবী অতিশয় অতিশয় হর্ষজনক বাৎসল্যরসের সেচনদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। অগ্রজভ্রাতা প্রভাবশালী বলদেব সন্তোষের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রবল হর্ষবশতঃ আনন্দজড়িত ঈষদ্বিকশিত নয়নযুগলশালী হাস্যযুক্ত মুখকমলকে উন্নত করিয়া, রতিকলাবিকাশপূর্বক আনন্দদায়িনী শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপবধূগণ তৎকালোদ্ভূত প্রণয়ামৃতে অভিষিক্তা হইয়া এবং কুমারীগণ অনুরাগের উৎকর্ষহেতু মনোহর ভাব ধারণ করিয়া, নয়নরূপ চকোরযুগলের মুকুলিত, চকিত ও চঞ্চল প্রান্তভাগের শোভাপ্রদ দর্শনসহকারে নির্নিমেষ দৃষ্টি সহযোগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রণয়ভারে অবশপ্রায়

সহচরগণ প্রণয়সূচক নিরীক্ষণদ্বারা তাঁহাকে সুখ প্রদান এবং বন্ধুগণ সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। তখন পরিহাসপটু কুসুমাসব মুখ উন্নত করিয়া আনন্দে সুমধুর বাক্যে এরূপ বলিতে লাগিলেন॥ (৮২)

৮৩। 'হে জগতের অদ্বিতীয় প্রীতিভাজন প্রিয়বয়স্য! তুমি যাঁহার অতি প্রবল ও অক্ষয় ব্রহ্মতেজ অনুভব করিয়া সুখ বোধ করিতেছ, সেই আমি স্বয়ংই বলিতেছি যে, হে সখে! আমি বর্তমান থাকিতে তুমি কেন গোবর্দ্ধনধারণের ক্লেশ ভোগ করিবে? হে কমললোচন! তুমি আদেশ কর না কেন? আমিই এই সুবর্ণময় দণ্ডরূপ কাষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা ক্ষণকাল এই গুরুভার পর্বতকে ধারণ করিতেছি! তুমি প্রচণ্ড পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম কর॥ (৮৩)

৮৪। শ্রীব্রজেশ্বরী ইহা শুনিয়া বলিলেন — 'হে বৎস! এই সকল উদ্ধত ব্যক্তিই চিত্তের কঠোরতা-বশত: তোমাকেও উদ্ধত করিয়াছেন যেহেতু তুমি আমাদের চিরাচরিত বার্ষিক ইন্দ্রযজ্ঞকে লোপ

করিয়াছ। বস্তুতঃ দেবতার অবমাননা মঙ্গলজনক হয়না। আর, দেবতা ও অসুরদিগের বিদ্বেষ কীরূপেই বা মানুষের সুখজনক হইতে পারে? এইরূপে যদি আমাদের দেবতা ও অসুর উভয়ের নিকট হইতেই ভয়ের কারণ ঘটে, তাহা হইলে কীরূপে সুখ লাভ করা যাইবে? এই বলিয়া তিনি বাৎসল্যসহকারে সরস ও সুমঙ্গলজনক করকমল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপূর্ণ ও অপরিশ্রান্ত দেহকে পরিশ্রান্তজ্ঞানে পরিমার্জন পূর্বক গোবর্ধনের ভারগ্রস্ত তদীয় হস্ত স্পর্শ করিয়া পুনরায় এরূপ বলিতে লাগিলেন— (৮৪)

৮৫। অহো! নবীন নবনীত অপেক্ষাও সুশীতল ও সুনির্মল এই শিশুর ভুজমণ্ডল দুর্বল ও লঘু; কীরূপে গিরিভার সহ্য করিবে? হে পর্বতরাজ! এই ব্যক্তি একটি বর প্রার্থনা করিতেছে—যদি সত্যই সর্বলোকপূজ্য আপনি দেবতাস্বরূপ হন, তাহা হইলে আপনি স্বীয় কোমলতা ও লঘুতা দ্বারা যথাযোগ্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করুন। হে পরমমাননীয়! আমার এই নীতিপরায়ণ পুত্রের যেন কোনরূপ ক্লেশ হয়না। ৮৫।

৮৬। তৎকালে কুসুমাসব বলিলেন—

BINA

EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
উত্তমান মাতের মধ্যে
মাত — ১নং

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
উত্তমান মাতের মধ্যে
মাত — ১নং

Pages 96

No. 6

[illegible]

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

পঞ্চদশ স্তবক (Contd.)

ভ্রাতঃ! আপনি এরূপ বলিবেন না। আমাদের এই প্রিয় বয়স্যের ক্লেশ কোথায়? চিন্তা করুন —

~~প্রকুপিতঃ (ক্রুদ্ধ)~~ সঃ বজ্রায়ুধঃ দেবঃ (সেই বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র) প্রকুপিতঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) কল্পান্ত-প্রতিমং (প্রলয়কালের অনুরূপ) ঘোরাঘনঘটাসঙ্ঘট্টং (ভয়ঙ্কর মেঘরাশির সঙ্ঘট্ট বা সম্মিলন) উদ্ঘাটয়ন্ (সৃষ্টি করিয়া) নঃ (আমাদের) কিং বা ন উপচক্রে (কী উপকারই না করিয়াছেন)? ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ!) পশ্য (এই দেখুন) অদ্রিবিধারণে (গোবর্ধন ধারণ-হেতু) অস্য (প্রিয় বয়স্যের) ইদং যৎ মাধুর্যং (যে অপূর্ব মাধুর্যের) উজ্জৃম্ভতে (প্রকাশ হইয়াছে), অন্যথা (ইনি গোবর্ধন ধারণ না করিলে) অস্মাভিঃ (আমরা) অক্ষিপুটৈঃ (নয়নপুট দ্বারা) কথং (কীরূপে) তৎ (সেই) আপায্যেত (পান করিতে সমর্থ হইতাম)?॥ ৩৪॥ (৮৬)

৩৫। শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন — "হে সাহসিক! এরূপ গুরুভার কখন ও মাধুর্যজনক হয়না; বরঞ্চ ইহাতে ~~[illegible]~~ এই গিরিধারণের কীর্তির ফলে অতিশয় বৈকল্যেরই সঞ্চার হয়॥ (৮৭)

দেখ, দেখ— ললাটস্য প্রান্তে ([ইহার] ললাটের প্রান্তভাগে) অলকালিঃ (অলকরাজি) শ্রমজলকণ-ক্লিদ্যমানা (ঘর্মজলে সিক্ত হইতেছে); মুখং (মুখমণ্ডল) নিশ্বাসৈঃ ম্লায়মানং (নিশ্বাস যোগে ম্লান ভাবাপন্ন) সরসিজং ইব (পদ্মের ন্যায়) শুষ্যৎপ্রায়ং (শুষ্কপ্রায় হইয়াছে [এবং]) পাণিপাদং (হস্ত ও পদযুগল) অদ্রেঃ ভরেণ (পর্বতের ভারপ্রযুক্ত হইয়া) দ্রাক্ (সত্বর) পুরঃ (অগ্রভাগে) সুরাগং বমৎ ইব (যেন রক্তিমা বমন করিতেছে); শিব শিব (হায় হায়!) মাতুঃ প্রাণাঃ (মাতার প্রাণ) কথং (কিরূপে) এতৎ (এইরূপ) পরং (গুরুতর) কষ্টং (কষ্ট) সহন্তাং (সহ্য করিবে) ৩৫॥ (৮৮)

৫৮। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— মাতঃ! ইহা অপেক্ষা উত্তম কৌতুক আর কিছুই নাই; আপনি অযথা কী হেতু আমার ক্লান্তি আশঙ্কা করিতেছেন! এই দেখুন, এই পর্বতখান স্বয়ংই আকাশে অবস্থান করিতেছেন; আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই গিরি-ধারণব্যাপারে আমার দেহ কেবল নিমিত্তমাত্র বলিয়াই জানিবেন ২॥ (৮৯)

৬৯। শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন – "হে বৎস! তোমার কথাই স্বীকার করিতেছি; তথাপি —

বাল: (তুমি বালক) এতাবন্তং কালম্ আলম্ব্য (অর্থাৎ এতকাল ব্যাপিয়া অবলম্বন করিয়া) (এতকাল পর্যন্ত) মন্দমন্দং (ধীরে ধীরে স্পন্দমান) বাহুং (নিজের বামবাহুটিকে) উদস্য তিষ্ঠন্ (উত্তোলনপূর্বক অবস্থান করিয়া) অদ্রেঃ সংসং (পর্বতের সংযোগহেতু) স্বেদবৎপাণিপদ্ম: (করকমলের পীড়ার ফলে) কস্মাৎ হেতো: (কেনই বা) খিন্ন: ন অসি: (স্বয়ং পরিশ্রান্ত হইতেছ না), ন বিদ্ম: (ইহা বুঝিতেছি না)॥ ৩৬॥ (৭০)

৭০। হে পটুম্মন্য বালক! তোমার এই বাক্য যথার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি, যদি এই পর্বত তোমার হস্তের সংযোগজনিত সুখ অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ংই আকাশে ক্রীড়াশীলের ন্যায় অবস্থান করে"॥ (৭১)

৭১। তখন কুসুমাসব বলিলেন – "হে ব্রজেশ্বরি! আমি ব্রাহ্মণত্ব পরম। সিদ্ধ ব্যক্তি ও আমার মন্ত্রের প্রভাবে, এই পর্বতরাজ মমতাজনিত এই প্রিয়বয়স্যকে পরিত্যাগ না করিয়াও সুন্দ ধূলিসমূহ

ক্রূরকরণে অবস্থান পূর্ব্বক ক্লেশ উৎপাদন করিতেছেন। বস্তুতঃ সকল লোকই সর্ব্বজীবের অধীশ্বরের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে॥ (৯২)

৬২। ব্রজেশ্বরী বলিলেন — হে ধৃষ্ট বালক! অযথা প্রলাপ করিতেছ কেন? আমার প্রাণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! কোনরূপ আমার বন্ধনেই আবদ্ধ হইতেছেনা! এমত অবস্থায় এইরূপ হাস্যপরিহাসের অবতারণার প্রয়োজন নাই॥ (৯৩)

৬৩। তখন ব্রজেশ্বর বলিলেন — হে ব্রজেশ্বরি! তুমি এই বিপ্রবালকের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছ কেন? প্রায়শঃ যশস্বী ব্যক্তিগণের এইরূপ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানের সময়ে পরিহাস-নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ এইরূপে উৎসাহ ও সাহস বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। অতএব এই কুসুমাসব সময়োচিত ক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ নহে; আর, ইঁহার বাক্যে বৎস শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ সুপ্রসিদ্ধ॥ (৯৪)

৬৪। ইত্যবসরে ~~চতুর্দ্দিক অবাধিত এবং~~ মনোহর-বিগ্রহ শ্রীগিরিধারীর প্রথম মাধুর্য্যরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া ~~ব্যক্তিগণের চিত্তে লৌকিক বিচারবুদ্ধির অতীত ভাব~~ চতুঃপার্শ্বস্থিত নিষ্পাপচিত্ত ব্যক্তিগণ লৌকিক বিচার-

যুক্তির অতীত পরম অনুরাগ ধারা-পূর্বক
পরস্পর এইরূপ রসালাপের অবতারণা করিয়াছিলেন ॥ (৯৫)

ভক্তা আর্যা এইরূপ— "অহো! আমরা এতকাল
ইঁহার এ ভূষণালঙ্কারস্বরূপ অদৃশ্য লাবণ্য কখনও
অনুভব করি নাই ॥ (৯৬)

দেখুন, দেখুন—
উদ্যৎপার্ষ্ণি-পদাগ্র-চুম্বিত-মহীপৃষ্ঠং (ইঁহার গুল্ফ-
গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগ উন্নত হইলে পদের অগ্রভাগ ভূমিতল
চুম্বন করিতেছে); কিয়ৎকুঞ্চিত-শ্রীমজ্জানু
(জানুদেশ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া অতি শোভা ধারণ
করিয়াছে); বিভুগ্ন বঙ্ক্ষণ তট-ব্যালোলন্ মালাঞ্চলং
(বনমালার অগ্রভাগ ঈষদ্ বক্রীভূত উরুসন্ধির প্রান্ত-
দেশ হইতে দক্ষিণ-পার্শ্বে চলিয়া যাইতেছে);
হেলোন্নমিত বামবাহুসহসা ([এবং] হেলাভরে

ঊর্দ্ধ্বভাগে পরিচালিত বামবাহুর দীপ্তি দ্বারা) বদ্ধালক্ষ্য-
কক্ষমূলং (কক্ষমূলে বিশেষ শোভার উদয় হইয়াছে),
বিবলী-বল্লীকং (বলিরূপ লতারাজিবর্জিত
[এবং]) ঋজু আ সমায়তং (সরলভাবে বিস্তৃত),
অমুষ্য (ইঁহার) বামং পার্শ্বং (বামপার্শ্বের প্রতি)
পশ্য (দৃষ্টিপাত করুন)॥ ৩৭॥ (৬৭)

[এইরূপ] লীলাভুগ্নিতকফোনি ([ইঁহার] দক্ষিণ হস্তের
কফোনি অর্থাৎ কনুই লীলাসহকারে বক্রীকৃত হইয়াছে);
কোমলকরপ্রদেশপার্শ্বোন্নমচ্ছ্রোণীসীম (সুকোমল
শ্রোণিদেশের প্রান্তভাগে দক্ষিণহস্তের (অঙ্গুষ্ঠের ও তর্জনীর মধ্যভাগ) প্রদেশ
সংলগ্ন রহিয়াছে); বলদ্বলীকং (দক্ষিণপার্শ্বে
বলীসমূহও পুষ্ট হইয়াছে); অনূনু ব্যালম্বিমালাঞ্চলং
(আর, ঐ দিকে বনমালার অগ্রভাগও বক্রভাবেই
লম্বমান রহিয়াছে, [এবং তিনি]) সম্যঙ্ন্যাসবিলাসিনা
(সুষ্ঠুভাবে বিন্যাসহেতু বিলাসযুক্ত) পদতলেন
(পদতল দ্বারা) আলম্বিতক্ষ্মাতলং (ভূতল অবলম্বন
করিয়া বিরাজ করিতেছেন); অহো (অহো!)
অস্য (ইঁহার) দক্ষিণং পার্শ্বং পশ্য (দক্ষিণপার্শ্বে
দৃষ্টিপাত করুন) যাহাই ঐ যৎ (যেহেতু ইহা) নির্মাণজং

উদ্ভাসতে (অকৃত্রিমভঙ্গীতেই শোভা বিস্তার
করিতেছে)॥ ৩৮॥ (৯৮)
[এইরূপ] খেদাক্লিন্নকপোলমণ্ডল-লসৎকর্ণাবতংসীকৃত-
শ্যামাম্ভোরুহকেশরা (ইঁহার খেদাসিক্ত গণ্ডদেশে
কর্ণালঙ্কারস্বরূপ নীলপদ্মের কেশরসমূহ সংলগ্ন
রহিয়াছে); মদভরব্যাঘূর্ণমানেক্ষণা (নয়নযুগল
মদভরে বিঘূর্ণিত হইতেছে); ক্ষিতিধরোদ্ধারশ্রমে
অপি (গোবর্ধনগিরির উত্তোলনজনিত পরিশ্রম
সত্ত্বেও) শ্রমাভাব ব্যঞ্জক-রঞ্জকস্মিতমুখী
(মনোরম হাস্যমুখী পরিশ্রমের অভাবই জ্ঞাপন
করিতেছে; [এইরূপে]) অদ্য (অদ্য) বক্ত্রদ্যুতিঃ
(ইঁহার মুখের দীপ্তি) অন্যা এব দ্যোততে নিরীক্ষ্যতে
(নূতনরূপেই প্রকাশিত হইতেছে, [ইহা সকলেই]
লক্ষ্য করিতেছেন)॥ ৩৯॥ (৯৯)
৬৬। অন্য স্থানে কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন —
‘অহো! ইহা লোকবুদ্ধির অতীত ও সকল বিপত্তির
বিনাশক একটি অপূর্ব রহস্য বটে; সম্প্রতি ইঁহার
পাদপদ্মযুগলের সঞ্চরণের অভাবে পাদবলয়যুগল
মূকের ন্যায় অবস্থা ধারণ করায় মনে হয়, যেন

দুইটি পদ্মের অগ্রভাগে দুইটি কলহংস
নিদ্রিত রহিয়াছে। আবার, কদাচিৎ চৈতন্যবিশতঃ
সলেহুর বিন্যাসবিশেষদ্বারা সম্মুখস্থিত বিন্যাসের
বিপর্যয়হেতু সংশ্লিষ্ট সঞ্চলন ঘটিলে সুরঞ্জন-
শোভিত সেই পাদপদ্মেই উক্ত বলয়যুগল শব্দায়মান
হইয়া অকস্মাৎ চলনালক্ষ্য উৎপাদন করিয়া থাকে॥ (১০০)

৬৭। এইরূপ অন্যস্থানে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—
কী আশ্চর্য! দেখুন, দেখুন—
[ইনি] একেন পাণিকমলেন (দক্ষিণ করকমলদ্বারা)
বিলাসবংশীং (বিলাসোপযোগী বংশীটিকে) বিম্বাধরে
(বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ অধরপ্রান্তে) অনুগময়ন্
মৃদু বাদয়ন্ চ (সংলগ্ন করিয়া মৃদুস্বরে
বাজাইতে বাজাইতে) অগ্রীশ্বরীর নীবিবেণী
(নীবিরোধী-ধারণ-বালিকাকে) বিগতশ্রমন্তুং আবেদয়ন্
(নিজের পরিশ্রমের অভাব জ্ঞাপন করিয়া)
প্রিয়বর্গচেতঃ (প্রিয়জনগণের চিত্তে) রময়তি
(আনন্দ দান করিতেছেন)॥ (১০১)

৬৮। এই সময়ে কুসুমাসব বলিলেন—
[হে সখে!] ইহাও বড়ই সাহসের কার্য—

প্রিয়বয়স্য (হে প্রিয়বয়স্য! [তুমি]) স্বমুরলীং
মা বাদয় (নিজ-মুরলীটি বাজাইও না); যদি
(যদি) অমুষ্যাঃ নিনদৈঃ (এই মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া)
শৈলঃ স্খলতি বা (পর্বত স্খলিত হয়), দ্রুতঃ এব
বা স্যাৎ (অথবা গলিতই হয়), তর্হি (তাহা হইলে)
অদ্য (সম্প্রতি) ত্বং (তুমি) কতমেন বিধিনা
(কী উপায়ে যে) বল্লবান্ (বল্লবগণকে) রক্ষিষ্যসি
(রক্ষা করিবেন), সঃ ন দৃশ্যতে (তাহা দেখিতে
পাইতেছিনা)॥ ৪৭॥ (১০২)

উক্ত। যেহেতু এই নির্বংশী বংশীর প্রভাবই
এরূপ উজ্জ্বল যে, উহা নিজ-শব্দদ্বারা পর্বতকে ও
বিগলিত করে, আর নদীর স্রোতকে কঠিন আকারে
পরিণত করে; বস্তুতঃ এই বংশী অতিশয় অনর্থ-
কারিণী)॥' (১০৩)

৭০। তখন সহচরগণ বলিলেন - 'হে কুসুমাসব!
এই মহাধৈর্যশালী গিরিরাজ আমাদিগকে এরূপ
প্রবল বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়া সম্প্রতি গলিত
হইয়া নিজ-শরীরের আঘাতে আমাদিগকে নাশ করিবেন,
ইহা কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারেনা; কারণ, মহাধৈর্য-

শালী কাজেই বিপুল আনন্দবেগে আনন্দিত হইলেও নিজের গলিত প্রায় চিত্তকে সত্বরই স্তম্ভিত করিয়া রাখেন ; অতএব এ স্থলে তিল মাত্রও ভয় নাই। এখন বংশীধ্বনি শ্রবণ কর, চিত্তবৃত্তিকে চঞ্চল করিও না ॥" (১০৪)

৭৭। তখন অপর কেহ কেহ বলিলেন—'অহো! দেখুন, অদূরদর্শী ইন্দ্রের কী মূর্খতা! যেহেতু তিনি সর্বলোকের সুহৃৎ এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও অন্তঃকরণে বৈর ভাব পোষণ করিতেছেন ॥ (১০৫)

অয়ং (এই শ্রীকৃষ্ণ) গোত্রোদ্ধর্তা (পর্বতের উত্তোলনকারী, অর্থাৎ গোবর্দ্ধনের উত্তোলক), সঃ হি (আর, ইন্দ্র) গোত্রক্ষয়কর: ([পক্ষচ্ছেদন-দ্বারা] পর্বতসমূহের ক্ষয়কারকই) ভবতি (হ'ন); সঃ (ইন্দ্র) শতকোটিং (বজ্র) গৃহ্ণাতি এব (ধারণই করেন), অয়ং (আর, ইনি) জগতি (জগতে) বিতরতি ([শতকোটি দেয় বস্তু] বিতরণই করেন)। সঃ (ইন্দ্র) একাশাপালক: (এক আশা অর্থাৎ এক [পূর্ব] দিকেরই পালক), অয়ং (আর, ইনি) সকলাশাপালং (সকল আশা

অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার ফল) দিশতি (দান করেন।
[এরূপ বৈষম্য সত্ত্বেও]) অলজ্জ: স: (নির্লজ্জ ইনি) কথং (কীরূপে) হরি: ইতি ('হরি' এইরূপ) নাম্ন: প্রতিকৃতিং (নাম-সাদৃশ্য) বহতে (ধারণ করেন) ?॥ ৪২॥ (১০৬)

৭২। অপর দিকে অপর কেহ কেহ বলিলেন —
'অহো! ইহা বড়ই আশ্চর্য!—
অমী প্রলয়মারুতা: (এই সেই প্রলয়কারী বায়ুরাশি)! অমী অপি (আর, ইহারাও) প্রলয়বারিদা: (প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহই বটে)! ইদং (আর, ইহাও) প্রলয়দুর্দিনং (প্রলয়ের দুর্দিনই উপস্থিত হইয়াছে! [এবং]) অয়ম্ অপি (ইহাও) প্রলয়বারিধার: (প্রলয়ের বারিরাশিই বটে! [কিন্তু]) অয়ং (ইহা) ন: (আমাদের) ভ্রম: এব কিম্? (কেবল ভ্রান্তিমাত্রই কি?) ইয়ম্ ইন্দ্রজালক্রিয়া কিং (অথবা, ইহা কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার? [যেহেতু প্রমত্তাবস্থায়ও]) ক্বচন (কোন স্থানে) কস্য অপি (কাহারও) কুত: অপি (কোন রূপেই) ক: অপি (কোন) পরাভব: (বিপত্তি) ন অভূৎ (ঘটে নাই)॥ ৪৩॥ (১০৭)

নৈ অদ্ভুত (বিপত্তি ঘটে নাই)॥ ৪৩॥ (১০৭)

৭৩। এ সময়ে অন্য দিকে ব্রজবধূগণের সুমধুর প্রতি আলোচনা-সভা হইতে, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরম-রমণীয় চিত্ত-সৌহার্দ-হেতু সুকোমল-লিপি-বিশিষ্ট হাস্য-পরিহাস-যোগে ফলে হৃষ্ট এবং ধরণিতলে নবীন সুধারাশি-দৃশ অপূর্ব কৌতুকী-কথা উদিত হইয়া এক সঙ্গে সকলেরই কৌতুহল উৎপাদন করিয়াছিল॥ (১০৮)

তাহা এইরূপ —

হে সুমুখি রাধে! (হে সুমুখি শ্রীরাধে!) যাবৎ (যতকাল পর্যন্ত) অয়ং (এই ব্রজরাজকুমার) গোবর্ধনং বিভর্তি (গোবর্ধন ধারণ করেন, [তুমি]) তাবৎ (ততকাল) ইহ (তাঁহার প্রতি) লোচনাঞ্চলং লোলয় (চঞ্চল কটাক্ষ বর্ষণ করিও না); প্রসুবেপথুভরং ভাজঃ অমুষ্য ([তোমার কটাক্ষ বর্ষণ হেতু] তাঁহার শরীরে বিপুল কম্পনতরঙ্গের উদয় হেতু:) পাণিস্থল-স্খলিত শৈলকৃত: বিপাক: মা আসীৎ (হস্ত হইতে গোবর্ধনের স্খলন হেতু কোন বিপত্তি না ঘটুক)॥ ৪৪॥ (১০৯)

৭৪। শ্যামসুন্দর নিভৃতে অতি সুমধুর স্বরে একরূপ পরিহাসচ্ছলে পুনঃর
সহিত শ্রীরাধার প্রতি উপহাস প্রকাশ করিলে
সুনীললোচনা শ্রীরাধা উল্লাসসহকারে লজ্জা অবলম্বন-
পূর্বক বলিলেন – ‘হে হরিণনয়নে! তুমি নিজের
চিত্তের মত্ততা আমার চিত্তে আরোপিত করিও না;
পরন্তু স্বয়ংই নিজ-চিত্তকে উপদেশ প্রদান কর।’ (১১০)
৭৫। অন্য কোন গোপী বলিলেন – ‘এই ব্রজেন্দ্রনন্দন
পরম ধৈর্যশালী; যেহেতু ইনি এই গিরিরাজকে
কন্দুকের ন্যায় অনায়াসেই ধারণ করিয়াছেন; সেইহেতু
অতিশয়-বৈদগ্ধ্যশালিনী কোন সুন্দরীরও
সাধ্য নাই যে, তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবে।’ (১১১)
৭৬। তখন অপর কোন গোপী তাঁহাকে বলিলেন –
‘খনস্তনি সুভ্রু (হে কঠোরস্তনি সুন্দরি!)
অদ্য (সম্প্রতি) শৈলধারণে (এই গোবর্ধনধারণকালে)
অস্য (এই ব্রজসুন্দরের) যঃ সারঃ (যে ধৈর্য)
নিরীক্ষ্যতে (দৃষ্ট হইতেছে), যদি (যদি) তব
(তোমার) স্তনকুম্ভলক্ষ্মীসন্দর্শনে অপি (স্তনকলস-
যুগলের শোভাদর্শনেও) ঈদৃক্ এব বীক্ষ্যতে

(একরূপ ধৈর্য্যই অব্যাহত দেখা যায়), তদা এব (তখন হইলেই) অস্য অমন্দং গারিমানং মন্যে (এই ধৈর্য্যের গৌরবগত উৎকর্ষ মনে করিব) ॥৪৫॥ (১১২)

৭৭। অনন্তর কোন গোপী বলিলেন — তোমরা সম্প্রতি পরিহাস ত্যাগ করিয়া মনোযোগের সহিত ইঁহার মাধুর্য্য দর্শন কর; ইহা ললনাগণের যন্ত্রণা-দায়ক ও নাগরীজনোচিত গৌরবভরে সুসমৃদ্ধ ও সহাস দৃষ্টিপাত দ্বারা সকল লোকেরই চিত্তাকর্ষক ॥ (১১৩).

[ইনি] বামেন পাণিকমলেন (বাম করকমল দ্বারা) শৈলং বিভর্তি (গিরিকে ধারণ করিয়া) পরেণ (দক্ষিণ করকমলদ্বারা) সলীলং (লীলাসহকারে) বংশীং মৃদু বাদয়তে (বংশী ধারণপূর্ব্বক মৃদুস্বরে উহা বাজাইতেছেন, [আর]) নয়নাঞ্চলেন (নয়ন-কোণদ্বারা) প্রতিজনম্ আলোকয়তে (প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দর্শন করিতেছেন [এবং]) সুহৃজ্জন-গিরঃ শৃণ্বন্ (সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া) শিরঃ ধুনীতে চ (শিরঃ সঞ্চালন করিতেছেন) ॥৪৬॥ (১১৪)

৭৮। অতঃপর অন্য কোন কুলবৃদ্ধ শ্রীরাধিকাকে বলিলেন —
"আমি যথার্থ কথাই বলিতেছি, দেখ দেখ ॥ (১১৫)
ইহ (এস্থলে) সকলজনাবলোকলীলা-ক্রম ঘটিতে (ক্রমশঃ সকল লোকের প্রতি লীলার সহিত দৃষ্টিপাত করিবার সময়ে) ভবদাননাবলোকে (তোমার মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে) দ্রুতমুদ্গতং বপুর্বিকারং (সত্বরই তাঁহার শরীরে যে সকল বিকার ঘটিতেছে), অমী (এই সকল লোক [ঐ সকল বিকারকে]) গিরিধরণোত্থিতম্ এব তর্কয়ন্তি (পর্বতের ধারণহেতুই উৎপন্ন বলিয়া মনে করিতেছে)॥" ৪৭॥ (১১৬)
৭৯। অতঃপর অন্য কোন বৃদ্ধ পূর্বোক্তির সমর্থন করিয়া বলিলেন — "কণ্ঠে ধারণের উপযোগী হারের ন্যায় তোমারই এই উক্তি সর্বসম্মত ॥ (১১৭)
যেহেতু — 'অমী গোপদুহঃ (ঐ গোপসমূহ) রাধাবলোকনজাতসম্মদভরাৎ (শ্রীরাধার দর্শনজনিত হর্ষভরে) শ্রীগোবর্ধনধারিণঃ (গোবর্ধনধারীর) অস্য বপুষঃ (এই শরীরে) প্রস্বেদকম্পাদিকং (ঘর্ম-কম্প প্রভৃতি) বিকারোৎকরং (বিকারসমূহ)

দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া), 'অয়ং (ইনি) গিরিধারণে
(গিরিধারণহেতু) শ্রান্তঃ অভবৎ' (পরিশ্রান্ত
হইয়াছেন)' ইতি (এইরূপ ধারণাহেতুঃ) স্নেহাৎ
(স্নেহের সহিত) গৃহীতলগুড়াঃ (লগুড়হস্ত)
পর্যন্তাশ্রয়িণঃ (পর্বতের চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত
হইয়া) তং ধর্তুম্ আরেভিরে (উহাকে ধারণ
করিতে উদ্যত হইয়াছেন)।।' ৪৮।। (১১৮)

৮৯। ইহা শুনিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধা লজ্জাবনতনয়নে
আপনাকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ লজ্জাবশতঃ নিজের
প্রীতি ও দৃষ্টি পাতে অসমর্থা হইয়া, যখন সেই
অবনত নয়ন কোণদ্বারাই একবারমাত্র সেই গিরি-
ধারণোদ্যত বিষন্নচিত্ত গোপবৃন্দগণকে দর্শন
করিলেন, তখনই তিনি বস্ত্রাঞ্চল ঈষৎ
উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা মুখ আচ্ছাদন পূর্বক
নিজ-সখীগণেরও অলক্ষ্যে হাস্য করিয়াছিলেন #।
এই সময়ে কুসুমাসব সেই গোপগণকে বলিলেন —
'ভোঃ ব্রজভুবঃ (হে ব্রজবাসিগণ! [আপনারা]) মা ভৈষ্ট
(ভয় পাইবেন না [এবং]) লগুড়ৈঃ (যষ্টিসমূহ দ্বারা)
ধরণীধরস্য (গোবর্ধনগিরির) গাত্রস্য কণ্ডূয়নে

(নান্দ কণ্ডুয়নের) ন যতিষ্যতে (চেষ্টা করিবেন না); অমলমল: (নির্দোষ ও নির্মল লাবণী) অয়ং স: (এই সেই) বলানুজ: (শ্রীকৃষ্ণ) ন প্রাম্যত (শ্রান্ত হন নাই); অপহ্নতৌ ([যদি তাঁহার] পীড়ার উদয় হইত, [তাহা হইলে]) সাধারণিকা: রুচ: (সার-সমূহ দীপ্তিরাশি) ন ন প্রলপাতে (লুপ্ত হইয়া যাইত না কি? [এই শ্লোকের চতুর্থ পাদটির পদসমূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'সা রাধিকা আননরুচা উপহতৌ প্রলপাতে' এইরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হইয়াছে; যথা — 'সা' - সেই 'রাধিকা' — শ্রীরাধাই 'আননরুচা' - নিজ-মুখের কান্তি দ্বারা 'উপহতৌ' - কমলাদি পীড়ার উৎপাদনের 'প্রলপাতে' - কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন]) ॥৪৯॥ (১১৯)

৮২। তৎকালে কুসুমাসবের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নীলপদ্মের ন্যায় সুকুমারতনু ও পরম বিস্ময়ের আধার শ্রীমান্ ব্রজরাজকুমার ঈষৎ হাস্য করিয়া মৃদু মধুরস্বরে কুসুমাসবকেই বলিতে লাগিলেন। আর, সেই সময়ে তাঁহার মানসিক অনুরাগ ঈষৎ অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; হারের দীপ্তিদ্বারা বক্ষঃস্থল

উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং তাঁহার রক্তবর্ণ অধর ও ওষ্ঠের পরিস্পন্দন মুখচন্দ্রের মাধুর্য্যশোভা সিক্ত দন্তরাজির কিরণসমূহের সংস্পর্শহেতু অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। তিনি বিপ্রলব্ধ কুসুমাসবকে বলিয়াছিলেন— "হে প্রিয় বয়স্য! আমার সম্বন্ধে এই ব্রজবাসিগণের এইরূপ স্বভাব অতিশয় স্নেহযুক্ত বলিয়াই জানিবে; অতএব উপহাস কর কেন? আমার কোন দ্যুতি অর্থাৎ অনির্বচনীয় বিগ্রহ মাধুরিমা অর্থাৎ বলবতী হইলেও ইঁহারা তাহার সেরূপ অবস্থা জানেন না [কুসুমাসবের ও শ্রীরাধার সখীপ্রভৃতির প্রতি শ্রীকৃষ্ণকথিত এই বাক্যের অর্থ এইরূপ — 'সেই মাধুরিমা আমারই কোন অনির্বচনীয় মূর্তি হইলেও ইঁহারা তাহা জানেন না']। আমার প্রতি ইঁহাদের বাৎসল্য নিরন্তরই নির্বিঘ্নে প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়া এরূপ ব্যবহার অতিশয় সুশোভনই হয়। ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতুকের বিষয় আর কী হইতে পারে?" (১২০)

৮২। ইহার পর সেই কৃষ্ণ গোপগণকে বলিয়াছিলেন— "হে আমার প্রতি পরমবাৎসল্যযুক্ত ব্রজবাসিগণ!

আপনারা শ্রীশঙ্করের ন্যায় মাননীয় বলিয়া আপনাদের পক্ষে সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় আচরণ শোভা পায় না; সেইহেতু এই গুরুতর পরিশ্রমের কার্য হইতে নিবৃত্ত হউন। আমি সর্বদা অপরিশ্রান্ত অবস্থায়ই আছি॥ (১২১)

৮৩। অতঃপর স্নিগ্ধ-প্রেমবিহ্বলে সুশীলা ধেনুর ন্যায় পুত্র-বৎসলা মাতা শ্রীব্রজেশ্বরী সম্মুখবর্তী কোন স্থান হইতেই বলিলেন — "হে বৎস!

অত (হে বৎস!) ভূয়ান্ কালঃ নিরশনতয়া অভূৎ (অনশনে তোমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে; [অতএব তুমি]) কামং খিদ্যসে (অতিশয় পীড়িত হইয়াছ); বপুঃ (শরীর) আমং জাতং (ক্ষীণ হইয়াছে); উদরং শাতিতং (উদর শূন্য হইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে; [এবং সেইহেতুই]) চেলবন্ধঃ (বস্ত্রগ্রন্থিও) বিশ্লথঃ (স্খলিতপ্রায় হইয়াছে); পশ্চাৎ স্তোমঃ (ধেনুবৃন্দ) স্বেচ্ছাচারী আসি (যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণশীল হইয়াও [সম্প্রতি]) অনাশিতবতঃ (অনশনে ক্ষুধায় উপবাসী) তব (তোমার) এতৎ মুখং (এই মুখমণ্ডল) শুষ্যৎ পশ্যন্ (শুষ্কপ্রায় দেখিয়া) সাবিধীমুলভে পাদ্বলে (অতি-

নিকটেই সুলভ নবীন তৃণপূর্ণ (ক্ষেত্রেও) শষ্পং (তৃণ) ন অত্তি (ভক্ষণ করিতেছে না)॥ ৫০॥ (১২২)

৮৪। সেই হেতু আমি দয়ার্দ্রচিত্তে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি অল্পকালের নিমিত্ত বেণুবাদনরূপ বিলাস ত্যাগ কর; আমিই তোমার মুখকমলে কিঞ্চিৎ আদ্য প্রদান করিতেছি; তুমি হস্ত উত্তোলন না করিয়াই তাহা ভক্ষণ কর। যখন যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, আচারবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তদনুরূপ আচরণেরই নির্দেশ করিয়াছেন। সেই হেতু শ্বেত দুগ্ধ, স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ অপূপ ও সরযুক্ত সরস দধি তোমার নিমিত্ত ধরিয়া রাখিয়াছি। যশোচিত সৌভ্রাত্রশালী তুমি সরসকৌতুহলযুক্ত বলদেবের উপযুক্তভাবে সহচরগণের সহিত তাহা ভক্ষণ কর॥ (১২৩)

৮৫। তখন কুসুমাসব বলিলেন — হে প্রিয়বয়স্য! মাতা সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন; অতএব ইহার অন্যথা করা উচিত নহে। আর, ক্ষুধায় আমারও অতিশয় অসন্তোষই উপস্থিত হইয়াছে॥ (১২৪)

৮৬। অনন্তর রসিক শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — হে জননি!

আমি এই গোবর্ধনধারণে মুহূর্তকালও অতীত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি না; তবে, অন্যান্য সকলে কী হেতু উহাকে বহুকাল বলিয়া মনে করিতেছেন? পরন্তু গুরুজনগণের কোন কথাই লঙ্ঘন করা যায় না; অতএব কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলেই আমি সানন্দে ভোজন করিব।" (১২৫)

৮৫। এরূপ অবস্থায়, ইন্দ্র ক্রোধাকুল রথে আরোহন করিলেও পুনরায় বজ্র হস্তে লইয়া, মেঘসমূহের প্রতি প্রগাঢ় নিশ্চল অনুরাগহেতু 'এই সুদীর্ঘ কালে ব্রজের কীরূপ অবস্থা ঘটিল', তাহা দেখিবার নিমিত্ত লোকভয়ঙ্কর ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহনপূর্বক দ্রুত বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তিনি ব্রজনগরীর বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া মহাসর্পের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধচিত্তেই সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে —

গাঢ়পটীয়সীং ঘনঘটাং (নিবিড় ও বর্ষণনিপুণ মেঘমালিকে) ভিত্ত্বা (ভেদ করিয়া) ঊর্ধ্বং গতৈঃ সানুভিঃ (সানুদেশসমূহ মেঘমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগ প্রাপ্ত হওয়ায়) বর্ষাভাবসুস্থিত উদ্ভিদ্মৃগব্রাতময়

তস্য ভূমীভূত: (পক্ষী ও মৃগসমূহ গোবর্ধন গিরির
সানুদেশসমূহে বৃষ্টির অভাবে সুখেই অবস্থান
করিতেছে, [আর বজ্রস্থায়]) অদ্রিসে সলং
আসুষ্টৈ: ([টেক গিরির] ~~…~~ নিতম্বদেশে ~~…~~ অবস্থিত
[~~…~~]) কল্পান্তবাতাম্বুভি: (প্রলয়কালে জলবর্ষণ-
কারী) জলধরৈ: (মেঘসমূহ) ধৌত প্রান্তভূব:
([পর্বতের] প্রান্তস্থলীসমূহ ধৌত করিয়া)
মুক্তাতপত্রাকৃতি: (মুক্তাময় ছত্রের ন্যায়) সুষমা
ব্যর্থায়ি (শোভা উৎপাদন করিয়াছে)॥ ৫৭॥ (১২৭)

৮৮। ঐশ্বর্যাভিমানী ইন্দ্র এরূপ অবস্থা দেখিয়াও
ক্রোধের চরমসীমায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া
অনুতাপময় ~~…~~ রোষবশত: কঠোর চিত্তে ধেনুসমূহের
প্রতি দয়া ~~এবং~~ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরোধ পরিত্যাগ
করিয়া, মহাপ্রলয়ের ন্যায় দুর্দিনের সৃষ্টিকারী ও
~~…~~ ঘোরতর বজ্রধ্বনিশালী মেঘসমূহের ~~প্রতি~~
মধ্যে পুনরায় ব্রজপুরীর অনিষ্টজনক ~~…~~। বিক্রম
প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া
ছিলেন। আর, সেই মেঘসমূহও তাঁহার অনুরোধে
পুনরায় একত্র হইয়া প্রভূত সামর্থ্যসহকারে জল-
ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল॥ (১২৮)

জলবর্ষণ করিতে পারিল না। (১২৮)

৮-৯। অতঃপর ইন্দ্রের ভয়ে তাঁহার আদেশে মহাপ্রলয়-কালীন বিশ্বসংহারী বায়ুসমূহ যেন যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া গোবর্ধন গিরির সঞ্চালনের নিমিত্ত উদ্যম প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কোপহেতু নিজেদেরই প্রবল ভয়ের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল ॥ (১২৯)

এতদবস্থায়, বাহ্যে (বহির্ভাগে) কষ্টা অতিবৃষ্টিঃ (কষ্টজনক অতিবৃষ্টি), খরতর মরুতঃ (প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত), শিলানাং সম্প্রপাতঃ (শিলা-বর্ষণ [ও]) অম্বুদানাং জ্যোতিঃপাতঃ অপি (মেঘসমূহের দীপ্তিচ্ছটা) উর্বীধরস্য (গোবর্ধন-গিরির) যৎ (যেরূপ) ক্লেশম্ অজনয়ন্ (ক্লেশ উৎপাদন করিয়াছিল), হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণও [সেইরূপ]) লীলা-পীযূষবর্ষৈঃ (স্বীয় লীলামৃত বর্ষণ), মুখকমল-মধূদ্গারিভিঃ শ্বাসবাতৈঃ (মুখকমলের মধু-বর্ষী শ্বাসবায়ু), হাসজ্যোৎস্নাপ্রপাতৈঃ (হাস্য জ্যোৎস্নার বিস্তার [ও]) তনুমণিকিরণৈঃ (দেহাকৃতি মণি রাজির কিরণরাশিদ্বারা) তৎ সংজহার (সেই ক্লেশ সম্পূর্ণরূপেই সংহার করিয়াছিলেন) ॥৫২॥ (১৩০)

[তৎকালে গোবর্দ্ধনের] বাহিঃ (বাহির্ভাগে [যেরূপ])
মেঘাঃ (মেঘমালা), বিদ্যুদ্ব্রততিততয়ঃ (বিদ্যুল্লতা
পুঞ্জ), শক্রচাপঃ (ইন্দ্রধনুঃ [ও]) অতিবৃষ্টিঃ
(অতিবৃষ্টি [দৃষ্ট হইয়া ছিল, সেইরূপ]) অন্তঃ
(মধ্যভাগে) মুকুন্দঃ মেঘঃ (শ্রীকৃষ্ণ মেঘ),
কুবলয়দৃশঃ (গোপ-সুলোচনাগণ) নিশ্চঞ্চলাঃ
শম্পাঃ চ (নিশ্চল বিদ্যুৎপুঞ্জ), বর্হিভেয়নং
(ময়ূরপুচ্ছের আভরণ) ঐন্দ্রং ধনুঃ (ইন্দ্রধনুঃ
[এবং]) কা অপি অতুল্য (কোন এক অতুলনীয়)
লাবণ্য বৃষ্টিঃ (লাবণ্য বর্ষণই [অতিবৃষ্টি রূপে প্রকাশ পাইতেছিল।
আর এইরূপে]) সঃ (সেই গোবর্দ্ধন) বাহ্যান্তস্তুল্যঃ
(বাহির্ভাগে ও অন্তর্ভাগে তুল্যই হইয়াছিল, [কিন্তু])
ইদম্ আধিকং ([অন্তর্ভাগে] ইহাই অধিক হইয়াছিল
যে), কৌস্তুভঃ (কৌস্তুভমণিটি) অন্তঃ (অন্তর্ভাগে)
বিবস্বান্ (সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছিল, [আর বাহির্ভাগে
সূর্য্য থাকিলেও উহা মেঘে আচ্ছন্নই ছিল]) ॥ ৩০॥(৩১)

২০। অতঃপর নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবদন ও
মাধুর্য্যশালিনী লোকসভার ধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল
কটাক্ষতরঙ্গের বিস্তার পূর্ব্বক, লোকের মন হইতে

নিজের পরিশ্রমের আলস্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া পুনরায় অতিশয় মধুর ও সরস ভাবে মুরলীর ধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ (১৩২)

৫১। তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ বলিলেন —
"অহো! দেখ, দেখ —
ন্যঞ্চদ্বামশ্রবণকুবলয়ং (বামকর্ণাস্থিত নীলপদ্মটিকে অবনত করিয়া) বেণুনাদং তন্বত: (বেণুনিনাদকারী) গিরিভৃত: (এই গিরিধারীর) লীলোদঞ্চৎ (লীলাভরে উন্নত) দাক্ষিণং ভ্রূলতাগ্রং (দাক্ষিণ ভ্রূলতার অগ্রভাগ) ভগবান্ (এই যশস্বী বীর্যবান [শ্রীকৃষ্ণ]) মদ্ভঙ্গ্যা অপি (আমার ভঙ্গী দ্বারাও) শৈলীধ্রং ধর্তুং (গিরিবর ধারণে) প্রভবতি (সমর্থ হ'ন), বামদোষ্ণা পুন: কিমু? (বামবাহুর কথা আর কী বলিব?) ইতি কথয়ৎ (এইরূপ বলিতে বলিতে) তৎপ্রকাশয়ৎ বিভ্রচ্চ (তাদৃশ ভঙ্গী ধারণ করিয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে)॥ ৫৪॥ (১৩৩)

৫২। এইরূপে সেই নির্ভয় গিরিশিখরের মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণের অসীম অনুগ্রহফলে নিরুপদ্রবে অবস্থানপূর্বক চিত্তের অতিশয় সরসতাযুক্ত

উক্ত সময়কে সুখময়রূপে অনুভব করিয়া
সকলেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের
প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; পরন্তু কেহই
তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে
হৃদয়ে ধারণা করেন নাই ॥ (১৩৪)

তাঁহাদের মধ্যে — একে (কেহ কেহ) বিস্মায়িন:
(বিস্ময়যুক্ত), পরে (কেহ কেহ) রতিভৃত: (অনুরাগ-
বিশিষ্ট), কেচিৎ (কেহ কেহ) প্রহাসপ্রিয়া:
(হাস্য পরিহাস-প্রিয়), পরে (কেহ কেহ) প্রোৎ-
সাহপ্রায়িন: (উৎসাহপ্রধানব্রত [এবং]) পরে
(কেহ কেহ) সখিতয়া (সখ্য বশত:) প্রীতৌ কাশিষ্ঠা:
(একমাত্র প্রীতিনিষ্ঠ হইয়া) সর্বে (সকলেই)
কৌতুকিন: (কৌতুকসহকারে) আসন্ রভসেন
অপি (বিস্ময় ও হর্ষভরে) প্রসীদচ্চিত্ত: (চিত্তের
প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন); তু (কিন্তু)
জননী (একমাত্র মাতা শ্রীযশোদাই) বাৎসল্যাৎ
(বাৎসল্যবশত:) অনবাস্থিতা (অস্থির
হইয়া) স্বাস্থ্যং ন আলম্বতে (চিত্তের
সুস্থতা অনুভব করিতে পারেন নাই) ॥ ৫৫॥ (১৩৫)

৯৩। এমতাবস্থায় তিনি সাদরে এলাচ, লবঙ্গখণ্ড, ও
পরিপূর্ণ সৌরভযুক্ত ঘন কর্পূর চূর্ণের সহযোগে
অতিশয় আস্বাদ্য ও মনোহর তাম্বুলপত্রবিরচিত
বীটিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট উদ্বেগনাশক, সুদৃশ্য
গুবাকখণ্ড হস্তপদ্মে ধারণ করিয়া বলিলেন — হে মধুমঙ্গল! কেবলমাত্র বংশী বিলাইলেই পেট ভরিবে না,
সম্প্রতি বংশী বাদন পরিত্যাগ কর; যেহেতু ইহার ধ্বনি দ্বারা
উদর পূর্ণ হয় না। এখন নিজের পরিশ্রম দূর করা
উচিত। আর আমায় মনকে চঞ্চল কর
কেন? এই সকল মনোহর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে
যাহা তোমার রুচিকর, তাহাই ভক্ষণ কর।
বহুকাল অভুক্তাবস্থায় অতীত হইয়াছে; অতঃপর
আর বিলম্ব করিও না। যদি আকাশস্থিত
লম্বমান জলধারার পতনের বিরাম অপেক্ষা
করিয়া তোমার বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে, তাহা
হইলে আর বলদেবের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই;
অর্থাৎ বলদেব তোমার অপেক্ষা না করিয়াই ভোজন আরম্ভ করিবেন,
কারণ, সে ক্ষুধার্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছে।
অথবা, তাহা হইলে আমার হিতের নিমিত্ত এই তাম্বুল
ভক্ষণ কর।' এই বলিয়া তিনি সুবলকে সম্বোধনপূর্বক —
'হে সুবল! এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার অতিশয়

প্রণয়ি বিদগ্ধবর, সেইহেতু (হে কৃষ্ণের সমপ্রাণ অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত এক হৃদয়) কৃষ্ণের সমাশয়
তুমিই তাঁহাকে এই সরস তাম্বূলবীটিকা ভক্ষণ
করাও? এই বলিয়া তাঁহার হস্তে উহা অর্পণ
করিলেন ॥ (১৩৬)

২৪। তখন সুবলও অতিশয় সুষ্ঠু ভাবে তাহা গ্রহণ
করিয়া বংশীটিকে টানিয়া লইয়া অগুরুরাগরঞ্জিত
শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল নিজ-বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মার্জন
করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করাইয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে
সুচারু ভাবে মাতার হৃদয়ে হর্ষসঞ্চার পূর্বক
গোবর্ধনধারীর অধরপুট সুরঞ্জিত করিয়া-
ছিলেন ॥ (১৩৭)

২৫। অন্তঃপুর বহির্ভাগেও —
পৃষ্ঠক্ষেপ্ন (পৃষ্ঠপোষক), দৃঢ়রুষা (প্রবল ক্রোধ-
পরায়ন)। বিড়ৌজসা (ইন্দ্র কর্তৃক) নুন্নঃ (প্রেরিত)
ঘনানাং গণঃ (মেঘের দল) যাবচ্ছক্তি ববর্ষ
(যথাশক্তি জলধারা বর্ষণ করিতে [এবং])
ঝঞ্ঝানিলঃ (ঝঞ্ঝাবাতও) শক্তিমদ্ভৃশং বাতি স্ম
(প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল); তু (পরন্তু
তাঁহাতে) অদ্রীন্দ্রস্য (গিরিরাজ গোবর্ধনের)

মেঘজালপরিসরাৎ (কাঁদেলের চতুষ্পার্শ্ব হইতে)
ধূলয়ঃ নির্মিবিতাঃ (ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত ও ধৌত হইয়াছিল,
[কিন্তু]) সত্যৈঃ সূত্রৈঃ চ (পক্ষী ও মৃগসকল)
ন এব অক্লেদি (কিঞ্চিন্মাত্রও জলাসিক্ত হয় নাই
[এবং]) তরূণাং দলৈঃ অপি (বৃক্ষরাজির পত্রসমূহও)
ন শীর্ণং (বিচ্ছিন্ন বা বিদীর্ণ হয় নাই)॥ ৮৩॥ (১৩৮)
~~[তৎকালে]~~ বারিদাঃ (মেঘরাশি [পূর্বে]) আরাৎ
(দূরে থাকিয়া) পারাবার-বারাৎ (জলপূর্ণ সমুদ্রসমূহ
হইতে) যান্ অপারান্ (যে অপার) বারাং ভারান্
(জলরাশি) অহার্ষুঃ (আকর্ষণ করিয়াছিল,
[সম্প্রতি]) তে (সেই জলরাশি) স্থাং পতাঃ
(ভূতলে পতিত হইয়া) তৎ অম্বুঃ (সেই সমুদ্রেই
গমন করিল), কিন্তু (কিন্তু) অমীষাং (এই
মেঘরাজির) পারোদন্যার ক্ষোভঃ এব (একবার
সেই জলরাশির আকর্ষণের ও পুনরায় চালনার ফলে
পরিশ্রমমাত্রই) অবশিষ্টঃ (সার হইল)॥ ৮৪॥ (১৩৯)
এইরূপ, [তৎকালে] সমানিলৈঃ (প্রবল বায়ুরাশি)
ভূরি ভ্রান্তং (প্রভূত ভাবেই ঘূর্ণিত হইতে দক্ষিণাবর্তে হইয়াছিল),
পয়োদৈঃ (মেঘসমূহও) বহুতরং পয়ঃ ধ্রান্তং

(প্রচুর জল বর্ষণ করিল), হন্ত (অহো!) তৈঃ শ্রান্তং
অপি ([উপকূলে] সেই বায়ুবর্গ পরিশ্রান্ত হইয়া
পড়িল); তৈঃ চ (আর, সেই মেঘরাশিও) তস্য এব
(ইন্দ্রেরই) পাদোপান্তে (চরণতলে) পতিতং (পুনঃ পতিত
হইয়াছিল)। তৎ অপি (তথাপি) বাস্তোষ্পতেঃ
(দেবরাজের) ক্রোধেন (ক্রোধ) ন শ্রান্তং ন এব চ
পতিতং (শান্ত বা বিরত বা নিবৃত্ত হইল না); ক্রোধান্ধঃ
এব ([বস্তুতঃ] ক্রোধান্ধ ব্যক্তিই) হতধীঃ (বুদ্ধির
বিনাশ হেতু) পরমান্ধঃ (প্রকৃতপক্ষে মহান্ধশব্দবাচ্য, [পরন্তু])
দৃশা অন্ধঃ জনঃ (দৃষ্টিহীন ব্যক্তি) অন্ধঃ ন
(অন্ধশব্দবাচ্য নহে)॥ ৫৮॥ (১৬০)

৫৮। অহো! এইরূপে প্রলয়কালে জগদ্বিধ্বংসকারী
প্রচণ্ড বায়ুরাশির সহিত সম্মিলিত প্রবল মেঘসমূহ
যজ্ঞভঙ্গহেতু ক্রোধান্ধ ও বজ্রের অগ্রভাগ অপেক্ষাও
কুটিলচিত্ত দেবরাজের সন্তোষ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এবং
সর্বদা তাঁহার আদেশ পালন করিয়াও
ব্রজবাসিগণের সুদৃঢ় পুরীর বিনাশার্থ দিবারাত্র
সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া নিরন্তর নির্বিঘ্নে চেষ্টা করিয়াও
অকৃতকার্য হইয়া নিজ-নিজ-সমস্ত অঙ্গরাশির

অধিকন্তু যখন অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিল, তখন ইন্দ্র লজ্জাবশতঃ গর্বহীন হইয়া আর স্বর্গপুরে গমন করিতে অভিলাষী হইলেননা॥ (১৪১)

৭৭। ইন্দ্রের নিকটে সেই সপ্ত দিবস সপ্ত যুগের ন্যায় মনে হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পারিজনবর্গের নিকটে তাহা সপ্ত ঘটিকার ন্যায়ই প্রতীত হইয়াছিল। যাহা চতুর্মুখ বা শঙ্করেরও বোধগম্য হয়না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বৈভবও অতিশয় মনোহর। কারণ, তৎকালে যে গোবর্ধনগিরি স্থিরভাবে ভগবানের কর-কমলে অবস্থান করিয়াছিলেন তিনি ঐরূপ পীড়াজনক ও জগতের সন্তাপকর প্রচণ্ড বৃষ্টিধারা, শিলাবর্ষণ ও ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা কোনরূপ উপদ্রব প্রাপ্ত না হইয়া তাহাদ্বারা সত্বরই যেন শরীরের উদ্বর্তন-ক্রিয়া (শরীর পরিষ্কারের নিমিত্ত হরিদ্রাপ্রভৃতি দ্বারা মর্দন) ধারণ করিয়া বরং প্রচুর-শোভাসমৃদ্ধিশালীর ন্যায় প্রকাশমান হইয়াছিলেন॥ (১৪২)

৯৮। এইরূপ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রভাবহেতু বিপদ্‌রাশির বিনাশ হইলে ব্রজমণ্ডলস্থ পুরী, পুরদ্বার ও গৃহসমূহের বলভী-কাষ্ঠসমূহও যেন মঙ্গল স্নান করিয়া যেন এক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল॥ (১৪৩)

৯৯। এরূপ অবস্থায়, আকাশ যেন তখনই পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিল; দিক্‌সমূহ যেন তখনই নূতন অঙ্কুরিত হইয়াছিল; প্রকাশাত্মক পদার্থ নষ্টপ্রায় হইতে হইতে তখনই যেন অন্ধকারীকর্তৃক উদ্গীর্ণ অর্থাৎ বহিঃপ্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল; সূর্য যেন অদিতির গর্ভ হইতে তখনই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন; ভূতল যেন তখনই আদিবরাহকর্তৃক রসাতল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল; তরুলতাগুল্মরাজি যেন তখনই অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল; বায়ু যেন তখনই উন্মাদব্যাধিমুক্ত ও অপস্মাররোগমুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইল; গিরিনদীগণ পাতিব্রত্যধর্মের স্থিরতাহেতু সমুদ্ররূপ পতির প্রতিই আত্মসমর্পণপূর্বক তদ্গতজীবনা হইয়া তখন নামমাত্রেই শরীর ধারণ করিতে লাগিল; ভগবদ্‌বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে ফলে জীবের কাম প্রভৃতি

রিপুবর্গ যেরূপ সত্বর পলায়ন করে, সেইরূপ মেঘসমূহও যেন সত্বরই কোথায় পলায়ন করিল এবং কালের পত্নীর সাতটি অহোরাত্ররূপ গর্ভ নষ্ট হইলে অষ্টম গর্ভের ন্যায় অষ্টম দিবসটি প্রকাশিত হইল। তখন গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে বলিলেন — হে মাননীয়গণ!

কষ্টা অতিবৃষ্টিঃ (কষ্টকর অতিবৃষ্টি) নষ্টা (দূরীভূত হইয়াছে); ক্ষয়সময়ঘনাঃ (প্রলয়কালীন মেঘরাশি) সংক্ষয়ং প্রাপ্তবন্তঃ (সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে); সমন্তাৎ (চতুর্দিকে) ধ্বান্তং (অন্ধকার) শান্তং (লুপ্ত হইয়াছে); ক্ষিতিঃ অপি (পৃথিবীও) দুর্দৈঃ (দুরপনেয়) কর্দমৌঘৈঃ রহিতা (কর্দমরাশির সংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে); সপ্তাহং (সপ্তাহকাল) প্রাপ্তমূর্চ্ছঃ (মূর্চ্ছাগ্রস্ত থাকিয়া) সূর্যঃ (সূর্য) নয়নং সমুন্মীলয়ামাস ইব (যেন নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন; [আর]) বঃ (আপনাদের) পুর্যঃ (পুরীসমূহও) পূর্বরূপাঃ (পূর্ববৎই অবস্থান করিতেছে; [অতএব]) সম্প্রতি (সম্প্রতি) নিষ্ক্রমধ্বং ([গিরিগহ্বর হইতে] নির্গত হইবার) উপক্রমঃ সমুচিতঃ (উপক্রম করা সমুচিত)॥ ৩৭॥ (১৪৪)

(চেষ্টা করা উচিত) ।। ৫৯।। (১৪৪)

১০০। গোবর্দ্ধনধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে পর তাদৃশ মহাসাহস প্রদর্শনে সুনিপুণ ব্রজবাসিগণ সকলেই উদ্দীপনা লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ধেনুগণকে সর্ব্বাগ্রে বাহির করিবার উপক্রম করিলেন অর্থাৎ তন্নিমিত্ত উদ্যত হইলেন ।। (১৪৫)

১০১। যদিও গহ্বরের সহিত বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াই সেই ধেনুগণ তৎকালে বানসমূহের ন্যায় প্রবল বেগ ধারণ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের মাধুর্য্য পান করিতে করিতে আপনাদিগকে অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, সুখসূচক অপর কোন স্থানের প্রতি অনাদর ও সেই মাধুর্য্যপানের ব্যাঘাত মাত্র প্রবল দুঃখের সঞ্চার ফলে শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমনের অল্পকাল বিলম্ব দর্শন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গহ্বর প্রদেশকে বেষ্টন করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অবিচল অনুকম্পাযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ অপাঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা অনায়াসেই তাহাদিগকে গুহা হইতে বাহির করিয়াছিলেন ।। (১৪৬)

অনন্তর, পাতালোদরতঃ (পাতালের অভ্যন্তর হইতে)

ফণীশিতুঃ (নাগরাজের) ফণাঃ সহস্রং ফণাঃ ইব
(সুবিস্তৃত সহস্র ফণার ন্যায়), ভুবঃ গর্ভতঃ
(ধরণীর গর্ভদেশ হইতে) অলং অন্ধতমসপ্রসুং
(অন্ধকারের ভয়ে সম্পূর্ণরূপে লুক্কায়িত) জ্যোৎস্নাজালম্ ইব
(জ্যোৎস্নারাশির ন্যায়, [কিম্বা]) অভ্রীভ্রস্য
স্ফটিকজা সঞ্চারিণী উদ্ধতা শিফাবলিঃ ইব
(গিরিরাজ গোবর্ধনের ই) ~~[illegible]~~
ও (উচ্ছ্বসিত ও সঞ্চরণশীল স্ফটিকময় জটাজালের
ন্যায়)। স্নিগ্ধাঃ গবাং ততিঃ (স্নিগ্ধাকৃতি সেই
ধেনুবৃন্দ) বিলভুবঃ সমন্ততঃ (গহ্বর প্রদেশের
সর্বস্থান হইতে) নিশ্চক্রাম (বহির্গত হইয়া-
ছিল)॥ ৬০॥ (১৪৭)

১০২। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রভাবে গোপ-
গণও সকলেই ভীতিহীন প্রফুল্লচিত্তে মুখমণ্ডলকে
দন্তরাজির কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া অতিশয়
হর্ষসহকারে গিরিগহ্বর হইতে নির্গত হইয়া
হাস্য ও উৎসাহ কীর্তন করিয়াছিলেন ॥ (১৪৮)
অনন্তর, দিবা অপি (দিবাভাগেও) প্রজ্বলন্ত্যঃ
(দীপ্তিমতী) সিদ্ধৌষধিততয়ঃ ইব (সিদ্ধ-ওষধি-

রাজির ন্যায়), শৈলাৎ প্রবর্ত্তিনাং (পর্ব্বত হইতে স্খলিত)
মহাদিব্য রত্নাবলীনাং (অতিমূল্যবান রত্নসমূহের)
সূর্য্য: ইব (কিরণরাজির ন্যায় [~~ইং~~]) ভুজঙ্গানাং
লোকাৎ (পাতাল হইতে) ভুজগফণাবৃন্দমণিকাভাস:
ইব (ভুজঙ্গগণের ফণামণ্ডলে অবস্থিত মণিসমূহের
দীপ্তিরাজির ন্যায়) আভীরনার্য্য: (গোপসুন্দরীগণ)
কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) বিনিহিতনয়নপ্রান্তং
(কটাক্ষ-বিন্যাসসহকারে) ভুব: গর্ভাৎ (গোবর্দ্ধনের
গর্ভস্থিত ভূমিভাগ হইতে) সমুত্তস্থু: (বহির্গত
হইয়াছিলেন)॥ ৬১॥ (১৪৭)

১০৩। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহচর প্রভৃতি সকলেই গোবর্দ্ধনের
গুহামধ্য হইতে নির্গত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও —
করতলধৃতশৈল: (গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনকে হাতে লইয়াই)
শৈলসীমাং অতীত্য (তাহার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক)
ব্রজভুবি (ব্রজপুরস্থিত ভূতলে) কৃতপাদাম্ভোজলীলা-
বিলাস: (পাদপদ্মযুগলের লীলা বিস্তার করিয়া)
কুসুমময়ং (পুষ্পনির্ম্মিত) একং কন্দুকম্ ইব (একটি
কন্দুকের ন্যায়) তং (সেই গোবর্দ্ধনগিরিকে)
বামপাণে: (বামহস্ত হইতে) নিক্ষিপ্তম্ ইব কুত্র

(কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াই যেন) যথাস্থানং (যথাস্থানে)
আস্থৎ (স্থাপন করিয়াছিলেন)॥৬২॥ (১৫০)

১০৪। এইরূপে তিনি গোবর্দ্ধন-গিরিকে অল্পকালমধ্যেই
যথাযথ মূলস্থানযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিলে, মাতা ও পিতা
উভয়ে স্নেহানুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন-
পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে কৌতূহল-
যুক্ত শ্রীবলদেবও স্নেহবশতঃ অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে
আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে জননী শ্রীযশোদা- 'হায়!
পর্ব্বতের গুরুভারহেতু আমার বৎসের সকল অঙ্গেরই বল যেন
শিথিলপ্রায় হইয়াছে' এইরূপ বলিতে বলিতে অতিশয়
বাৎসল্যবশতঃ স্বীয় করযুগল দ্বারা পুত্রের বাম
বাহু মর্দ্দন ও বাম করতল চুম্বন করিয়াছিলেন॥ (১৫১)

১০৫। তৎকালে অনন্তর বাৎসল্য রসের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা
শ্রীরোহিণীদেবীও নিজ-হস্তে মণিময় প্রদীপসমূহ
ধারণ করিয়া সাশ্রু প্লাবিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের নীরাজন
করিয়াছিলেন। অতিশয় প্রগাঢ় স্নেহময়ী ব্রজ-
বাসিনী প্রাচীনা মহিলাগণও অকর্ণ মঙ্গলাশীর্ব্বাদ
উচ্চারণপূর্ব্বক দধি, আতপ-তণ্ডুল ও দূর্ব্বাঙ্কুরাদি দ্বারা
তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন। অতিশয় প্রগাঢ়

বিপ্রগণ ও পরমদীপ্তিমতী বিপ্রপত্নীগণ সস্নেহে
আলিঙ্গন পূর্বক প্রশংসা ও মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার
পূজা করিয়াছিলেন। সনন্দ প্রভৃতি পিতৃব্যগণ পিতার
ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে বাৎসল্যলতাজালে আবদ্ধ হইয়াই
যেন দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ
করিয়াছিলেন। আর, অনুরাগিণী ব্রজসুন্দরীগণ নিজ-
নিজ-চিত্তের কোন এক অনির্বচনীয় বিলাসাভিলাষ-
দ্বারাই তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন। তৎকালে
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল অনুরাগবশতঃ
লজ্জার শৈথিল্যহেতু তাঁহাদের নয়নকোণ হইতে
ধীরে ধীরে ও অপ্রতিহতরূপে যে অনুপম দৃষ্টি-
ভঙ্গী বিসৃত হইতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই
শোভাতিরূপিণী সহচরী পরমসুখ বিতরণ
করিতেছিল ॥ (১৫২)

১০৬। এই সময়েই চৈত্র ও বৈশাখমাসের শোভাবিবর্ধন-
কারী ও সকলপ্রকার পুষ্পের সৌরভশালী বসন্ত
ঋতুর ন্যায় বিরাজমান, নিখিল সজ্জনগণের
গৌরববর্ধক, সর্বশোকবিনাশন, হাস্যশোভায়
সুমধুর অধরের উজ্জ্বল্যকারী, মনোহারী

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে,
আকাশে শুভ্র কুসুমরাশির বর্ষণকারী সুপ্রসিদ্ধ
সিদ্ধ, চারণেরা, বিদ্যানিপুণ বিদ্যাধর, মাননীয় সাধ্য,
মঙ্গলশালী গন্ধর্ব ও কিংপুরুষগণের পুরুষ ও নারী-
গণ অতিশয় সন্তোষসহকারে এইরূপ স্তুতি করিয়া-
ছিলেন (১৫৩)
শ্রীধর! (হে শ্রীধর!) ধীর (হে ধীর!) ব্রজবরবীর
(হে ব্রজ-বীরবর!) প্রকটাভীর-শ্যামশরীর (আপনি
গোপরূপে শ্যামল বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন);
নন্দাত্মজ! (হে নন্দনন্দন!) বৃন্দাবনরসকন্দ (আপনি
বৃন্দাবনে যাবতীয় রসের বিষয় ও আশ্রয়রূপে
মূলস্বরূপ [আপনি]) অতন্দ্রামল রুচিস্নিগ্ধাকৃতিভিঃ
(নির্দোষ ও নির্মল প্রগাঢ় কান্তিসমৃদ্ধ); অতুল-
গুণবৃন্দাধিকতরনন্দাচ্ছিন্নকরন্দ-স্বপদারবিন্দদ্বয়-
কুরুবিন্দ-প্রভনখচন্দ্রাবলীভিঃ (অতুলগুণশালী চিন্ময়
মকরন্দাশ্রিত নিজ-পাদপদ্মযুগলের কুরুবিন্দ (পদ্মরাগ)-
মণির ন্যায় উজ্জ্বল নখচন্দ্রশ্রেণীদ্বারা) অলং দ্রাবিত-
নিজলোক ব্যতিকরশোক
আপনি (নিজ-জনগণের সহিত সংসর্গহেতু
তাঁহাদের শোকরাশির বিভঞ্জন
হরণ করেন)

(অৰ্থ—) হে সুরদস্তোক প্রণমিত শ্লোক (আপনার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রভূত মহোযশালি সর্বত্র উজ্জ্বল রূপে বিরাজমান) ! জয় জয় জয় [আপনি] অতিশয় জয়যুক্ত হউন (অর্থাৎ আপনার জয়যুক্ত, জয়যুক্ত, জয়যুক্ত) ॥ ৬৩ ॥ (১৫৪)

১০৪ হে প্রভো ! যাঁহারা একবারমাত্রই 'আমি আপনারই' এইরূপ উচ্চারণ করেন, ইহলোকে আপনি তাঁহাদিগকেও সর্বতোভাবে রক্ষা করেন ; অতএব যাঁহারা জন্মমৃত্যু-রূপ সংসারদুঃখেরবিনাশক ভবদীয় মনোজ্ঞ পাদপদ্ম-যুগলেরই ভজন করেন, তাহাদের কথা আর কি বলিব ?

~~কি বলিব~~ হে দেবদেব ! আপনি বিচিত্র মাধুর্য্যশালী গোকুল-রাজনন্দন রূপে বিরাজমান ! নিত্যকাল সত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব পার্ষদগণ আপনার সেবা, অভ্যর্থনা ও স্তুতি করিতেছেন ; (আমরা বারম্বার আপনার উদ্দেশে) প্রণাম আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার করি) ॥ ১৫৫ ॥

হে প্রকুপিতবক্রোদ্ধতমদ-শক্রোদ্ভট কৃত বিক্রোশন-
ঘনচক্রোজ্ঝিত গুরুবৃষ্টিক্ষত পুরুসৃষ্টি ব্রজজনতুষ্টি প্রবণ-
পরীষ্টি-প্রকটিত হেলালস-ভুজ শৈল তোলিত শৈলাধিপ!
(হে প্রভো! প্রচণ্ড দর্পশালী ও ক্রূরমতি দেবরাজ
ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভূত বিক্রমের সহিত মেঘসমূহের
পরিচালনা করিলে ব্রজবাসিগণ তৎকৃত গুরুতর বারিবর্ষণের
নিবারণে অক্ষম হওয়ায় আপনি তাঁহাদের সন্তোষ-
সাধনরূপ পরিচর্যায় তৎপর হইয়া হেলাভরে
অলস ভুজদণ্ডের শেলাঞ্চলে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনকে
উত্তোলিত করিয়াছিলেন) জয় জয় (আপনার জয় হউক)॥৬৪॥(১৬৬)
ব্রজজনবন্ধো (হে ব্রজজন-বান্ধব!) করুণাম্বুসিন্ধো
(করুণা-সাগর!) অখিলেশব্যতিকর-কেলি প্রণয়ি-
মনীষ (আপনি জগতের ঈশ্বরগণের ও সমুৎকম্পিত
সমস্থানিস্বরূপ); লীলাকন্দুককল্পীকৃত গিরিতল্লীকৃত-
করং (আপনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়াকন্দুকের
ন্যায় ধারণ করিলে আপনার করতলই উহার শয্যা-
স্থলে পরিণত হইয়াছিল); অল্পীভবদবিকল্পীভূত-
সুরেশস্মরং (আর, আপনি দেবরাজের দৃঢ়তর
গর্ব্বকে তুচ্ছ করিয়াছেন); ত্রিভুবনকান্তং (ত্রিলোকের

আর্তিনাতি [ওঁ]) স্বস্থাসি সন্তঃ (নিজ-মহিমায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া) ভুবি বিহরন্তং ভবন্তং (আপনি ভূতলে বিহার করিলে) দূঢ়তরবন্ধঃ মদান্ধঃ (দুরাগ্রহশীল মদমত্ত ব্যক্তিগণই) ন খলু ভজতি ([আপনার] উপাসনা করেনা)॥ ৬৫॥ (১৬৭)

সকলকলাধীশ্বর! (হে নিখিলকলাধিমূর্দ্ধ!) সুখবাণীচর (আপনি সুখময় বাক্যে বিচরণ করেন); নিরবধি-পুঞ্জীকৃতসুখ সঞ্জীবনরসমূর্ত্তে (আপনার রসময় বিগ্রহ নিরন্তর পুঞ্জীভূত সুখের উদ্বোধন করে); কৃতরসপূর্ত্তে (আপনি রসসমূহের পুষ্টিবর্দ্ধক); ক্ষত-জগদার্ত্তে (আপনি জগতের পীড়া দূর করেন); সুবিশদকীর্ত্তে (আপনার কীর্ত্তি অতিশয় উজ্জ্বল); জয় জয় (আপনার জয় হউক [জয়যুক্ত হউন]); তব দেহঃ (আপনার [শ্রীমূর্ত্তি] শ্রীবিগ্রহ) ঘনরসদেহঃ (প্রগাঢ় রসবর্দ্ধক); অনিশসুখদোহঃ (নিরবচ্ছিন্ন সুখদায়ক); গতসন্দেহঃ (প্রাকৃতস্বরূপ লক্ষণের অতীত); মহদহমাদিপ্রকৃতি-পুংসাদিঃ (মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতি ও জীবের আদি-ভূত), নিয়তম্ অনাদিঃ (নিত্য অনাদি [সেই শ্রীবিগ্রহ]); দূততরবিবাদি-বাতিকবল্লঃ (বিভিন্ন বাদিগণের

অতিশয় উগ্র [এবং]) প্রধনিষু ধৃষ্টক (যোদ্ধাগণের প্রতি ~~অত্যন্ত~~ প্রগল্ভ বা ধর্ষণশীল) জয় জয় (আপনার জয় হউক জয় হউক)।
ধীর (হে ধীর!) ব্রজবরবীর (হে ব্রজপুরীর বীরশ্রেষ্ঠ!) প্রকটীভীরশ্যামলশরীর (আপনি গোপরূপে শ্যামল বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন), জয় জয় (আপনার জয় হউক জয় হউক)॥ ৬৭॥ (১৫৯)

ভগবন্! (হে ভগবন্!) তব ([যিনি] আপনার) পাদসরোজমধুব্রততাং গতবান্ (পাদপদ্মে মধুকরের ন্যায় আসক্তি ~~বিস্তার~~ পোষণ করেন, [তিনি]) অপবর্গমপি (মুক্তিপদেরও) ন অভিকাঙ্ক্ষতি হি (আকাঙ্ক্ষা করেন না); ধর্মধনে কু নু (ধর্মের ~~এবং~~ ও অর্থের কথা আর কী বলিব)! ~~সুতদারসুহৃৎপ্রভৃ~~ সুখভোগকথা সুতদারসুহৃৎপ্রভৃতিগ্রহিলত্বং অপি (আর, সুখভোগের কথা এবং পুত্র দারা ও সুহৃৎপ্রভৃতির প্রতি আগ্রহই বা কীরূপে তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে?)॥
নিরুপাধিকৃপাজলধিঃ (অকৈতব করুণাসাগর [ও]) গুণরত্নময়ঃ (গুণরত্নসমৃদ্ধ) সঃ ভবান্ (আপনিই) ভক্তানাং (ভক্তগণের) ভবনং (গৃহ), দ্রবিণং (ধন), সুহৃদঃ (সুহৃৎ), সুজনাঃ (সুজন), গুরবঃ (গুরু),

গরিমা (গৌরব), মহিমা (মহিমা), যশসাং ততি:
আস্পদং চ (কীর্তি [ও] ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ)॥৫৮॥ (১৬০)
স্তুতিদূর! (হে স্তুতিমার্গের অগোচর!) গহনার্তি-
ভূদার্তিহ (আপনি দুস্তর পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পীড়া
হরণকারী); অলং বনশোভন (আপনি বৃন্দাবনের অতি-
শয় শোভাবর্দ্ধনকারী). লোভহৃৎ সুহৃদ (অপনার প্রতি
প্রেমিকগণের বিষয়ান্তরের প্রতি লোভ বিনাশকারী), সুহৃদুৎক-
সমুৎক (আপনার প্রতি যাঁহারা ঔৎসুক্যযুক্ত,
তাঁহারা সর্বদা হর্ষান্বিত হ'ন); অনঙ্গতরঙ্গসুসঙ্গতং
([আপনি] কন্দর্পতরঙ্গশালী [ও]) অভ্রকদম্ব-
বিড়ম্বকং (মেঘরাশির তিরস্কারকারী) অঙ্গং
(শ্রীবিগ্রহকে [ও]) ইন্দুমদং দুরবাপং ইব আননং
(চন্দ্রমণ্ডলের গর্বহারী) অপরং (অপর্য্যাপ্ত)
আননবিম্বং (মুখমণ্ডলকে) বিভ্রতং (ধারণ
করেন! আমরা]) ত্বাং (তাদৃশ এবম্বিধ আপনাকে)
স্তুমহে (কেবলমাত্র স্তুতি করিতেছি, [পরন্তু])
রতিরাগপরা: বিদু: (একমাত্র প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণই
আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন)॥৫৯॥ (১৬১)
তামরসাক্ষ (হে কমললোচন!) বসুধাসহধামদ

(আপনি ভূমণ্ডলে উৎসব ও কান্তি দান করেন), অঞ্চিত-কুঞ্চিত-সদৈর্ঘ্য-সমার্ঘ্য-কচপ্রচয়প্রকটীকৃত-ভা-কৃত-কামকলারতচামর (আপনি দীর্ঘ, কুটিল, মনোহর ও অতিপ্রশংসনীয় কেশরাশির শোভাদ্বারা কামবিলাস-কালে উত্তম চামরের কার্য সম্পাদন করেন); পদ্মরুগম্বর নেত্রং (আপনার নয়নযুগল নীলপদ্মের কান্তিকে পরাভব করে); অতিধ্রসং (আপনি ধীর-স্বভাব); সমঙ্কর দুমধু সম্মধুরাধর সেধ্ধুরা-ধুত-সাধু সুবিম্বফলং (আপনি অত্যুত্তম মধুপূর্ণ পরম মনোহর অধরের মঙ্গলময় সম্পদ্দ্বারা সুপক্ক বিম্বফলকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন, [আমরা আপনার স্তুতি করি]) ॥ ৭০॥ (১৬২)

মৌক্তিক-পঙ্‌ক্তিদ-কুন্দক-সুন্দর-দন্ত (হে প্রভো! আপনার দন্তরাজি কুন্দকুসুমের ন্যায় সুন্দর এবং উহা মুক্তাশ্রেণির সৌন্দর্যকেও মথন অর্থাৎ পরাভব করিতেছে), নিরন্তর ভাসুর-ভাসুরসামলধামর হাস [এবং] আপনার হাস্য নিরন্তর দীপ্তিমান, আর, উহা নক্ষত্ররাজির ন্যায় মনোহর ও নির্মল কান্তি বিস্তার করে)॥ ৭১॥ (১৬৩)

অপারকৃপারস ([হে প্রভো!] আপনি অপার কৃপাবলে বিহার করেন); অংলিক নূত্ন সরত্নক-কাঞ্চন কুণ্ডল তাণ্ডব-লোলকপোল-যশঃসকং (পরম সুষমা-জনক, নূতন ও রত্নমণ্ডিত, সুবর্ণময় কুণ্ডলযুগলের সঞ্চলন হেতু আপনার গণ্ডদ্বয়ে কর্ণালঙ্কার চঞ্চলভাবে শোভা পাইতেছে); অংস-সগুঞ্জিত-মঞ্জু সরস মধুমোদ মধুরাগ-পরাগ-ধুরাময়-কোমল মাল্য-সুমাল্য-লসদ্বরপীবর বক্ষসং (আপনার স্কন্ধদেশে বিরাজমান সুমধুর গুঞ্জনরত ভ্রমরগণের বিলাসযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট মধু, রক্তিমা ও পরাগসমূহের আতিশয্যে অতি সুকোমলতাযুক্ত মাল্যদ্বারা বিশাল বক্ষঃস্থল সুসমৃদ্ধ ও বিভূষিত হইয়াছে); অক্ষরসৌভগ-শোভং (আপনার শোভা অক্ষয় সৌভাগ্যের আশ্রয়স্বরূপ। [আমরা আপনার স্তুতি করি]) ॥৭২॥ (১৬৪)

বন্ধুর সিন্ধুসুতাঙ্ক সশঙ্ক সুদামানি (যাহাতে মনোজ্ঞ

বনমালায়ৈ উদ্‌গত লক্ষ্মীরেখার শোভার আচ্ছাদন
আশঙ্কা করিয়া যেন ভয়ের সহিতই অবস্থান
করে); ধামনিকায়মুখ্যধামনি (যাহা কান্তিসমূহের
আবাসস্থল); দাক্ষিণকৌস্তুভবাস্তুনি (যাহাতে
প্রশস্ত কৌস্তুভ মণি বিদ্যমান রহিয়াছে); হারনির্ঝর-
তরঙ্গিণি (যাহার মধ্যে হারের বিলাসতরঙ্গ শোভা
পাইতেছে); নিস্তুলবস্তুনি ([এবং] যাহা অতুলনীয়
বস্তুস্বরূপ, [~~এইরূপ~~ তাদৃশ]) বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) লক্ষণ-
লাঞ্ছিত (আপনি বিবিধ মনোহর লক্ষণসমূহে ~~শোভন~~ শোভিত);
~~শোভন); উদ্ভবদুন্নতিমন্নবদর্পক-দর্পন-দর্প-সমর্পণ~~
~~(আপনি নবীনসমৃদ্ধিশালী অভিনব কন্দর্পরূপ~~
~~দর্পনের মধ্যে দর্প সঞ্চার করেন~~
উৎকটতুঙ্গকরভেন্দ্র-সুসান্দ্ররমাকর-সুন্দরদোর্ভর-
নির্ভর (আপনি প্রবল হর্ষোন্মত্ত করিরাজের নিবিড় ও
সরস মনোহর শুণ্ডের ন্যায় ভুজদণ্ডের শোভা
বিস্তার করিতেছেন); উদ্ভবদুন্নতিমন্নবদর্পক-
দর্পন-দর্প-সমর্পণ (আপনি নবীনসমৃদ্ধিশালী
অভিনব কন্দর্পরূপ দর্পনের মধ্যে দর্প সঞ্চার
করেন); রিঙ্গিতবল্লভতল্লনতীব্রবধূ~~ভ~~সন্তুবং

BINA

EXERCISE BOOK

শ্রীমদ্‌ানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ

হেমলতা — মাতর মধ্যে ১৬নং

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
হেমলতা মাতার মধ্যে
মাত — ১৬নং

Pages 96 No. 6

অনুবাদ কুমার
৩মাস মাত্র বাকী
মাত্র—১৬নং

শ্রীসদানন্দবৃন্দাবনচন্দ্র
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ॥
পঞ্চদশ স্তবক (Contd)

(আপনি পরমাশ্রিয় ও সহসা প্রবেশের অযোগ্যা
বধূগণের মধ্যেও কামভাব প্রবেশ করাইয়া থাকেন);
[আমরা আপনার স্তুতি করি]) ॥৭৩॥ (১৬৫)
নন্দজ! (হে নন্দনন্দন! [আপনি]) গোষ্ঠগরিষ্ঠ
(গোষ্ঠমধ্যে সর্বাপেক্ষা গৌরবশালী); সাহিষ্ঠ-বরিষ্ঠ
(সখা-পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ), মহেন্দ্র-সুমান্দ্র-
মদক্ষয়সুক্ষম ([এবং] দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবল গর্ব-
বিনাশে অতিশয় সামর্থ্যসম্পন্ন, [আপনি]) দয়য়া
(দয়া প্রকাশ করিয়া) নঃ (আমাদিগকে) নন্দয় (আনন্দদান
করুন); ভোঃ উদজ-জন্মনুত (হে পদ্মযোনি-বন্দিত!)
উন্মদদানবহানদ (আপনি প্রচণ্ড দানববৃন্দের
বিনাশক [এবং]) নির্জয়-দুর্জয় (দেবগণের পক্ষেও
দুর্জয়; [আপনি আমাদিগকে]) ভোজয় (পালন
করুন); জয় ([আপনার] জয় হউক) ॥৭৪॥ (১৬৬)
ত্রিলোকশোকভঞ্জনং (যিনি ত্রিজগতের দুঃখনাশক),
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং (নিজ-ভক্তবৃন্দের চিত্তের আনন্দ-
দায়ক), ভবপ্রবাহখণ্ডনং (সংসারপ্রবাহের উচ্ছেদক),
শিখণ্ডখণ্ডমণ্ডনং (ময়ূরপুচ্ছের চূড়াধারী
[এবং যিনি]) স্ফুরৎকালিন্দনন্দিনীতটান্ত-কান্ত-কাননে

(যমুনার তীরবর্তী উজ্জ্বল ও মনোহর বনমধ্যে) তমস্তমালনগঞ্জনং (তমোগুণ ও তমালতরুর পরাভবকারী) মহৎ মহঃ (পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, [আমরা সেই আপনাকে) ভজামহে (ভজন করি) ।।৭৫।। (১০৭)

প্রথম শাখা ।১।

দুর্মদানির্দয় ([হে প্রভো! আপনি] দুর্জনের প্রতি নির্দয়), অঞ্জনপুঞ্জনিগঞ্জন (আপনি স্বীয় কান্তিদ্বারা অঞ্জনরাশিকে তিরস্কার করেন, [আপনি]) জয় (জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ আপনার জয় হউক), নঃ রঞ্জয় (আমাদিগকে অনুরক্ত আনন্দ দান করিয়া) সাদরপাদরতৌ যোজয় (আদরের সহিত পদপদ্মের সেবামূলক প্রীতিলাভে নিযুক্ত করুন [এবং]) জয় (নিজের বশীভূত করুন); ভবভী-ভবং অর্দয় (সংসারভয় বিনাশ করুন), কামমদাময়ং মর্দয় (কামোন্মত্ততারূপ ব্যাধি দূর করিয়া) শং জনয় (মঙ্গল আনয়নপূর্বক) আলয়ম্ আলয় (আমাদের অন্তঃকরণের পূর্ণতা সম্পাদন করুন) ।।৭৬।। (১০৮)

[হে প্রভো!] রঞ্জনকুঞ্জবিহারবিকার! (মনোরম কুঞ্জবিহারে আপনার হর্ষাদি বিকারের উদয় হয়), বিশারদ (হে মুনিপুত্র!) শারদচন্দ্রবিনিন্দিতস্মিত

(আপনার মৃদুহাস্য শারদচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল); বত (অহো! [আপনি]) বিস্মিত কৃদ্বদনাৎ (বিস্ময়জনক বদনমণ্ডল হইতে) বিক্ষরদক্ষরনর্মদ (নির্গত অক্ষরসমূহ দ্বারা পরিহাসসুখ বিতরণ করেন), মর্ম্মমর্ম্মগ্রহণাগ্রহ (আপনি নিগূঢ় রসেরও অনুসন্ধানে আগ্রহশীল), জল্পবিকল্পহ সুপ্রকৃতবিপ্রকৃত (আপনি বিবাদ ও সংশয়নিবারক বেদশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ); জল্পিতকল্পিত-কর্ণরসার্ণব (আপনি স্বলোচ্চৈর বাক্যদ্বারা কর্ণযুগলে রসসমুদ্রের রচনা করেন [এবং]) শুদ্ধরসোদ্ভব (বিশুদ্ধ রসের উদয়েই আপনার উৎসব লক্ষিত হয়)॥ ৭৭॥ (১৬৯)

লোচনরোচন (হে নয়নরঞ্জন!) মন্মথমন্মদঘূর্ণনপূর্ণ-দলৎকমলোৎকরশ্রীকরভাকর-লোলবিলোচন (আপনার চঞ্চল নয়নযুগল কন্দর্পের আবেশে মত্ত ও ঘূর্ণিত হইয়া প্রস্ফুটিত কমলরাজির লজ্জাজনক শোভা দীপ্তিরাশির আকররূপে শোভা পাইতেছে)॥৭৮॥ (১৭০)

তাপকৃদাপদপায়কৃপ ([হে প্রভো!] আপনার কৃপা সন্তাপদায়িনী বিপত্তির বিনাশক), অয়দ (আপনি

মঙ্গলদাতা), ভক্ত্যনুরক্ত্যনুরূপ-সুরূপ-নুবজন-হৃৎকমলাসনবাসন (যাঁহারা ভক্তি ও অনুরাগভরে আপনার পরম সৌন্দর্যের বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদের হৃদয়রূপ পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন)॥৭৭॥ (৭১)

কোপবশোপগশক্র-পরাক্রম-খণ্ডন-মণ্ডন-চণ্ডিমমণ্ডন (মমসদৃশ ক্রোধী ইন্দ্রের পরাক্রমসমূহের বিনাশকারী প্রচণ্ডতাই আপনার ভূষণস্বরূপ); হেলনখেলনশৈলবিতোলন-নির্ভয়দোর্ভরতাণ্ডবপাণ্ডুর-পঙ্কজ-শঙ্কন হংসাবতংসন (আপনি অনায়াসে ক্রীড়াপর্বত উত্তোলন করিলে আপনার নির্ভয় ভুজদণ্ডের ভারবশতঃ সূর্যসঙ্কাশ কুণ্ডলযুগল চঞ্চল হইয়া শ্বেত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল); কপানিরূপক-পূর্তিদ-কীর্তিক (আপনার মূর্তি স্বীয় রূপদর্শনকারীর কৃতার্থতা সম্পাদক)॥৮০॥ (৭৪)

মহারয় (হে মহাবেগবান্!) বামকরাম্বল-পদ্ম-সুসদ্মগোত্র (আপনার বাম করকমলরূপ নির্মল গৃহমধ্যে গিরিরাজ গোবর্ধন অবস্থিত);

বিচিত্রচরিত্রপবিত্র (আপনার চরিত্র বিচিত্র ও পরম-
পবিত্র); চরাচর গোচর খেচর ভূচর বিস্ময়ন-স্ময়কার
(আপনি চরাচরে বর্তমান দেব-মনুষ্যাদি সকলেরই
বিস্ময় উৎপাদন-পূর্বক মৃদু হাস্য বিস্তার করেন)॥৮৩॥(১৭৩)
বল্লব-বল্লভ ([হে প্রভো!] গোপগণেরই আপনার
একমাত্র প্রিয়); সুপ্রথ (আপনি জগতে সুপ্রসিদ্ধ);
সুপ্রভ (আপনার কান্তি মনোহর); দুর্মদ-দুর্ধর-
দুর্বর-বার্ষর-বর্গনিসর্গ-সুকষ্ট সুরিষ্ট সুশীবর্ষ সম্বর-
সম্ভ্রম-সঙ্করনাকুল-গোকুলরক্ষণদক্ষ (আপনি মৃত্যুহীন,
দুর্ধর্ষ ও দুর্দলশালী প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহের অতিবর্ষণ হেতু
অতিশয় কষ্টদায়ক ও অমঙ্গলজনক প্রবল বারিধারার
আক্রমণে বিত্রস্ত গোকুলকে নিপুণতার সহিত
রক্ষা করিয়াছেন); সত্তম (আপনি নিখিল সজ্জন-
বর্গের শিরোমণি); লসত্তমবৃত্তসবাদ্ভুত-সদ্ভুজ-
বিক্রমচক্রমহত্তর (আপনি অতি সুশোভন, সুদৃঢ় ও
অদ্ভুতবেগশালী ভুজযুগলের পরাক্রম দ্বারা
অতিমহান্)॥৮৪॥ (১৭৪)
কামদ (হে অভীষ্টদায়ক!) দয়াময় (হে দয়াময়!)
দক্ষ (হে সুনিপুণ!) নিস্তুলশস্ত (হে অতুলনীয়

মঙ্গল-বিধান কারিন্); চিদ্‌ঘনসদ্‌ঘনবৃন্দাবিনিন্দনবিগ্রহ-বিগ্রহ-জাগ্রদনুগ্রহ (আপনি এই প্রপঞ্চমধ্যে ~~চিন্ময়~~ সতোগুরু মেঘবৃন্দের তিরস্কারকারী চিন্ময় বিগ্রহের প্রকটন দ্বারা অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন); বিপক্ষবিনিগ্রহলোগ্র (আপনি প্রচণ্ডরূপে বিপক্ষগণের দলন করেন), বিশিষ্টসাধিষ্টদ (বিশিষ্ট সজ্জনগণের অভীষ্ট পূরণ [এবং]) দুষ্টসুকষ্টদ (দুষ্টগণের অতিশয় কষ্ট বিধান করেন) ॥৮৩॥ (১৭৫)

যঃ (যিনি) দলৎকদম্বকেসরপ্রভাবিড়ম্বিডম্বরচ্ছবি-ছটাবরাম্বরঃ (প্রস্ফুটিত কদম্ব কেসরের কান্তিবিজয়ী পীতবর্ণ সমুজ্জ্বল বসন ধারণ করিয়া) মহামনস্বিনাং বরঃ (মহামতি পুরুষগণের শিরোমণিরূপে) মদান্ধতা-ধুরন্ধরং (মদমত্ত) পুরন্দরং (ইন্দ্রকে) জিগায় (পরাজিত করিয়াছেন [এবং]) গোপ-গোকুলং (গোপগণকে ও গোকুলকে) জুগোপ (রক্ষা করিয়াছেন), সঃ (তিনিই) বস্তুতঃ (যথার্থরূপে) নঃ (আমাদের) স্তুতঃ অস্তু (বন্দনার বিষয় হউন) ॥৮৪॥ (১৭৬)

॥(— দ্বিতীয় শাখা)॥

দেব (হে লীলাময় প্রভো!) বকী-বক-বৎসকবৎ-
সকলাসুরভাসুরগর্বহৃদ্-দোর্বর (আপনার উত্তম ভুজদণ্ড
পূতনা, বক ও বৎসাসুরের ন্যায় সকল অসুরেরই
প্রবল দর্প হরণ করে); সুক্ষণসুক্ষম (আপনি বন্ধু-
বর্গকে প্রীতিদান করেন); তুঙ্গভুজঙ্গম দৈত্যমহাত্যয়-
দক্ষ (আপনি সর্পরূপী অঘাসুরের বিনাশে সুনিপুণ);
রিপুক্ষয়শৌণ্ডিমপণ্ডিত (আপনি শত্রুক্ষয়ের নিমিত্ত
উৎসাহপ্রকাশে সুনিপুণ), চণ্ডিম-মণ্ডিত-পদ্মজ-
পদ্মজতাভিদ (আপনি স্বীয় প্রবল পরাক্রমদ্বারা
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিজনিত অহঙ্কার দূর করিয়াছেন),
যামুনবাহিতবাহিতকালিয় (আপনার তেজঃপ্রভাবে
কালিয়নাগ নির্বাসিত হইয়াছে) পালিত-সূর্যসুতা-
রস (আপনি যমুনার জলকে বিষমুক্ত
করিয়াছেন)।
বন্ধুর (হে সুন্দর!) বন্ধুবৃ (আপনি বন্ধুগণকে)
দাবদবাবর (দাবানল হইতে রক্ষা করিয়া)
মোহদসাহস (সাহস প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে
মুগ্ধ করিয়াছেন)॥ ৮৫॥ (৭৭)
[হে প্রভো! আপনি] গোপসুতাপরভাগ-সুরাগ-

রহস্যতরস্যনূত্রজ্যনুর ঋমুরধর (গোপযুবতীগণের
সৌন্দর্য ও পরমপ্রেমবশত: অতিশয় গোপনীয়
চিত্তদেশে হইতে তাঁহাদের নিরন্তর সংসর্গলাভে
সর্বদাই একান্ত অনুরাগ ধারণ করেন); তৎপট-
হৃৎস্মর (এইরূপে আপনি তাঁহাদের বস্ত্রহরণ
করিয়াছেন [এবং]) হাস্যবিলাসকলাপসুলাপক
(তাঁহাদের নিকটে হাস্য ও বিলাসসহকারে মনোহর
বাক্যালাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥ ৮৩॥ (১৭৮)
[হে প্রভো! আপনি] দ্বিজবধূ প্রণয়ক্ষণসক্ষণ (যাজ্ঞিক
বিপ্রবর্গের পত্নীগণের প্রীতিপ্রকাশকালে উৎসবরত
হইয়া) দ্বিজতদন্নপারিগ্রহণপ্রপটো (তাঁহাদের প্রদত্ত
সুস্নিগ্ধ অন্নগ্রহণব্যাপারে অতিশয় নৈপুণ্য প্রদর্শন
করিয়াছিলেন); হঠত: হৃতযজ্ঞসমজ্ঞতয়া উদ্ধত-
বুদ্ধির-মন্দপুরন্দর দৃষ্ট-বিবৃষ্টি সহস্রসহস্র (আপনি
বলপূর্বক ইন্দ্রের যজ্ঞ ও কীর্তি বিনাশ করিলে মন্দবুদ্ধি
দেবরাজ উদ্ধতচিত্তে প্রভূত বারিবর্ষণ আরম্ভ করায়
আপনিই উহার আক্রমণ হইতে সকলকে রক্ষা
করিয়াছেন); সলেশসহেলতয়া (আপনি তৎকালে
লীলাভরে অনায়াসেই) উদ্ধারিতোন্নতপর্বতপর্বদ

(উক্ত গোবর্দ্ধনগিরিকে উত্তোলনপূর্ব্বক সকলকে
উৎসব প্রদান করিয়া তাঁহাদের চিত্তে যথোচিত
সংস্কার করিয়াছিলেন)॥৮৭॥ (১৭৯)
ভো: জনলোচনরোচন বিভো (হে লোকনয়নরঞ্জন
প্রভো!) জয় (অর্থাৎ আপনার জয় হউক), জগদণ্ডকরণ্ডগ-
জন্তুকমন্তুবিনাশকুদাল (আপনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত
নিকৃষ্ট জীবগণের সর্ব্বপ্রকার অপরাধ দূর করিতে
অভিলাষী হ'ন);
ভোজয় ([আপনি আমাদিগকে] পালন করুন)॥৮৮॥(১৮০)
শৈলশিখালসদাহতিসাহসনন্দনকন্দলব (আপনি
গোবর্দ্ধনের শৃঙ্গসমূহের আঘাতদ্বারা নন্দনবনের
মূলদেশ উৎপাটন করিয়া) উৎসববৎসল
(ব্রজবাসী জনগণের আনন্দবর্দ্ধন
করিয়াছেন)॥৮৯॥ (১৮১)

কান্তদন্ত (নিখিল মঙ্গলাবহ গুণরাশি আপনার মধ্যেই উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে);
ত্বং (আপনি) অসাত্ত্বতদুর্লভ (অভক্তগণের দুর্জ্ঞেয়) তথা (এবং) দুর্গতহীনসুদীননতাতিকৃতাবন (দুর্গত, হীন ও অতিদীন প্রণত জনগণের প্রতিপালক); বত (অহো!) কিংপুরুষাঃ (কিন্নরগণ) শক্নুবতে: তব (পরমকৃপাবান্ আপনার) পুরু শুভং (প্রভূত মঙ্গলবার্তা) কিমু আশু ভণিতুং (কিরূপে শীঘ্র বর্ণন করিবেন)? ভগো (হে ভগবন্!) কে (কে-ই বা [আপনার]) গুণং (গুণরাশি) আশুরু (সম্যক্‌ভাবে) বিদন্তু (অবগত হইবেন)? উদারতমাঃ (কোন্ পরম উদার ব্যক্তিগণই বা) পুনঃ আপুঃ (সেই গুণরাশি লাভ করিতে পারেন)? ॥ ৩০ ॥ (১৮২)

ভোঃ (হে) জগদুত্তম (বিশ্ববরেণ্য!) চিত্তগ ঈশ (অন্তর্যামিন্ প্রভো!) অক্ষতয়া কৃপয়া ([আপনি] অকুণ্ঠিত কৃপাবলে) নঃ (আমাদিগের) দীক্ষয় (বিধান করুন); কৃতমোদসমোদধিমজ্জনসজ্জধিয়ঃ (আমাদের বুদ্ধিকে আনন্দসাগরে নিমজ্জনের নিয়োজিত

প্রস্তুত করুন); হতমোহতমস্তরসঃ (মোহরূপ অন্ধকারের প্রাবল্য বিধ্বস্ত করুন); তব তত্ত্বভক্তিবিরক্তিমতেঃ (ভগবদ্‌বিষয়িনী ভক্তির ও বিষয় বৈরাগ্যের বিস্তার করুন); নিস্তমসঃ সুরশত্রুমতীন্ ([এবং] তমোগুণ দূর করিয়া আমাদের চিত্তকে আপনার স্তবে নিযুক্ত করিয়া প্রশান্ত করুন); নঃ (আমাদের) কুমতিং দ্য (কুমতি খণ্ডন করুন); বয়ং (আমরা) অদ্য (অদ্য) অনন্তভং (অপরিমেয়কান্তি সম্পন্ন) ভবন্তং নুমঃ (আপনাকে স্তুতি করিতেছি); করুণং শরণং করবাম (অনন্তকরুণাশালী আপনাকে আশ্রয় [এবং]) নমাম চ (প্রণাম করি); নাম ভণাম চ (আর আপনার নাম কীর্তন করিতেছি); ভোঃ জয় (আপনি জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ আপনার জয় হউক) ।।৩।। (১৮৩)

বিপক্ষলক্ষতক্ষণং ([যিনি] অসংখ্য বিপক্ষগণের উচ্ছেদ), স্বপক্ষপক্ষরক্ষণং (স্বীয় অনুগত গণের রক্ষণ), ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রদং (সর্বক্ষণ আনন্দপ্রদান [এবং]) সগর্বখর্বখর্বণং (গর্বোন্মত্ত জনগণের গর্ব হরণ করেন, [যিনি]) কৃপাবিপাকপালিতে ব্রজে (স্বীয় কৃপা-

রাজিত ব্রজের অভ্যন্তরে) ব্রজৎ (সর্বদা বিচরণ করিতেছেন), ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী-মহামহঃ (শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদাদেবীর পরম উৎসবস্বরূপ) মহঃ মহঃ: (সেই মহৎ জ্যোতির্ময় বস্তুকে [আমরা]) ভজামহে (ভজন করি) ।। ৯২।। (১৮৪)

(—তৃতীয়া আজ্ঞা)।।

শ্রীবলদেবকনিষ্ঠ (হে রামানুজ!) মহিষ্ঠকনিষ্ঠ (আপনি পরম সুখময় পদে প্রতিষ্ঠিত); গরিষ্ঠ-পটিষ্ঠ-দবিষ্ঠ-পবিত্র-বিচিত্র-চরিত্র (আপনার চরিত্র গৌরবময়, অতিসুদক্ষ, দুর্বিজ্ঞেয়, পবিত্র ও বিচিত্র); চমৎকৃতিমৎকৃতিমান্ (আপনার ক্রিয়াকলাপ অতিশয় চমৎকারজনক); ত্বং (আপনি) কুত্র ন (কোন একস্থানেই যে আছেন, ইহা নহে; অর্থাৎ আপনি সর্বব্যাপী); অতিমাননতিক্ষুণ্ণদুষ্কৃতিকঃ (যাঁহারা একান্ত ভাবে আপনার সেবক, আপনি তাঁহাদের দুষ্কৃতি হরণ করেন); ভবসৃতিখণ্ডন (আপনি সংসার দশার উচ্ছেদ [এবং]) বন্ধন-মোচন (জীবের বন্ধন মোচন করেন); শোচন-মোচন (অতএব আপনি সংসারশোক প্রশম

গোপগণের পরম অভীষ্ট বস্তু); রোচন-কাঞ্চন-লালন-রঞ্জন-মঞ্জন (আর, এই হেতুই তাঁহাদের কুণ্ঠার উল্লাস-লালন ও প্রকাশের রক্ষণ বিষয়ে আপনি সর্বদাই যুক্ত), সদ্গুণ-সদন (আপনার মধ্যে উত্তম গুণরাজি নিত্য বিরাজমান)।।৭৩।। (১৮৫)

বল্লবতল্লজ-কন্যকয়া অনন্যসাধিক সাধিত-সৌভগ্য-শোভিত ([হে প্রভো! শ্রেষ্ঠ গোপকন্যাকর্তৃক অসাধারণভাবে আপনার সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে), সততময়া আত্ত-কলাধিক-রাধিকয়া (সকলকলানিপুণা, সর্বোত্তমা, সতী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার সহিত), স্ময়বিস্ময়-হাসবিলাস-সমর্শ সমর্পণ-দর্পকদর্প (গর্ব, বিস্ময় ও হাস্যবিলাসের সমর্পণকারী কন্দর্পের আবেশে আপনার দর্প প্রকাশিত হইতেছে), নমদ্ধৃদয় (প্রণতগণের চিত্ত আপনার প্রতিই আসক্ত হয় [এবং]) উদ্ধৃত পর্বর-পর্বত (আপনি উৎসবপ্রদ গোবর্ধন গিরিকে উত্তোলন করিয়াছেন)।।৭৪।। (১৮৬)

সর্বদ (হে সর্বাভীষ্টদায়ক! [আপনি]) শর্ববিরিঞ্চি-সুসাক্ষি-বিচক্ষণ-লক্ষ-বিলক্ষণ-কক্ষবিলিপ্ত-সদিষ্টদ (শঙ্কর-চতুর্মুখ-প্রভৃতি অসংখ্য সুনিপুণ সূপকগণকে অতুলনীয় ও

বিশিষ্ট অভীষ্ট দান করেন) [এবং]) শিষ্ট-সুদিষ্টদ
(মধুর (সৌভাগ্য) বিতরণ করেন); তুষ্টি-পুষ্টিদ-
দৃষ্টি সুস্রষ্টিদ মূর্তিক (আপনার শ্রীবিগ্রহ তুষ্টি, পুষ্টি ও
দৃষ্টিসুখ প্রদান করেন); কীর্তি-কথার্তি-সুপূর্তিক
([এবং আপনার] কীর্তিকথা দ্বারা লোকসমূহ সংসার-
পীড়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করে)॥২৫॥ (১৮৭)

গোপবধূপদসঞ্চলনাঞ্চদলঙ্কৃতঝঙ্কৃতকিঙ্কিণি-শাঙ্কৃত-
ডিণ্ডিম চণ্ডিম মন্মথ হৃন্মন্মকার-বিকারবিলাস-
বিকাশবিশেষ! ([হে প্রভো!] গোপবধূর পদসঞ্চালন-
কালে চঞ্চল নূপুর ও ঝঙ্কারযুক্ত নূপুরধ্বনিকে
কন্দর্পের প্রচণ্ড ডিণ্ডিম ধ্বনি-রূপে আশঙ্কা করিয়া
হৃদয়ে মন্মথরূপ বিকারের উদয় হইলে আপনি
তজ্জনিত বিলাসবিশেষ প্রকাশ করেন); অশেষ
(হে দুর্জ্ঞেয়চরিত্র!) শেষমুখৈঃ তৈঃ কিল (সহস্রানন-
প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ সূরিগণও) তব ঈহিতং (আপনার
অভিলাষ) গম্যং কিছু (বুঝিতে পারেননা);
আহিততর্ককুতর্কপরৈঃ অপরৈঃ (যাহারা সর্বদা
কুতর্করত, তাদৃশ অধার্মিকগণের নিকটে.)
অপবারণ (আপনার স্বরূপ চিরকাল আবৃতই

রহিয়াছে); তারণ-কারণ (আপনি জীবগণের উদ্ধারকারী); বারণখেল সুহেলগতে (আপনি গজরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া হেলায়িত প্রকারে গতি-ভঙ্গী প্রকাশ করেন [এবং]) অদয়মোদদ (প্রভূত হর্ষ বোধ করেন)॥ ৬৬॥ (১৮৮)

ভো: পরম (হে পরমমঙ্গলময়!) ক: (কোন ব্যক্তি) তব স্তবনে অলম্ (আপনার স্তুতি করিতে সমর্থ হইবেন)? তব অলম্ অনন্তং (আপনার অতিশয় অপরিসীম), বস্তু তৎ তত্ত্বং (অনির্বচনীয় বাস্তব তত্ত্ব) অতত্ত্ববিদ: (অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির) ন বিষয়: (বোধগম্য হয়না); হিতকর্ত: (হে মঙ্গলকারিন্!) রহস্যতমস্য যস্য (আপনি পরমরহস্য-তত্ত্ব বলিয়া আপনার) বিবিধা: বিধা: হি (নানাবিধ বিধান) রহস্যত: এব অবর্ত্তত (রহস্যরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে); দেব ঈশ (হে দেব-দেব প্রভো!) মহেশ-মুখৈ: তৈ: অপি (শঙ্কর প্রমুখ দেবগণেও) তব (আপনার) ঈহিতং ন ঊহিতং (ইচ্ছা বা চেষ্টা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারেন না); ধনেন-জলেন-মুখেন (কুবের বরুণ প্রমুখৈ.) অমুনা [illegible] ([illegible]

নাকি-জনেন কিমু (স্বর্গবাসিগণের কথা আর কী বলিব) হে ভগবন্ (হে ভগবন্! [আপনি]) নঃ (আমাদের) সৌহৃদধামনি (সৌহার্দপূর্ণ) হৃদি (হৃদয়ে) বসন্ ভব (বাস করুন); রসাসুর-জর্জর-নির্জর-বৃন্দং (রসাতলাশ্রিত কংসাদি অসুরগণকর্তৃক পীড়িত দেবতাগণকে) অমন্দরুচং কুশলং কুরু (দিব্য-কান্তিসম্পন্ন ও মঙ্গলভাজন করুন)॥৯৭॥ (১৮৯)

বিদগ্ধমুগ্ধসুন্দরী-কদম্ব-চুম্ব ডম্বরং (যিনি সুরসিকা মনোমোহিনী সুন্দরীগণকে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত চুম্বন করেন), সুমঞ্জু কুঞ্জ কুঞ্জরং (বৃন্দাবনে মনোহর কুঞ্জমধ্যে গজরাজের ন্যায় বিলাস করেন), নবাম্বুদৌঘ গঞ্জনং (যাঁহার দেহকান্তি নবীন অম্বুদরাশিকেও তিরস্কার করে), অনঙ্গ-রঙ্গমঙ্গল প্রসঙ্গ তুঙ্গসঙ্গরং ([এবং যিনি] কামবিলাসরূপ মঙ্গলময় মহাসংগ্রামে রত হ'ন, [আমরা এইরূপ]) মহোদয়ং মহঃ (মহাসমৃদ্ধিশালী তেজঃপুঞ্জকে) রহঃ (নিভৃতে) নুমঃ নুমঃ নুমঃ নুমঃ (নিরন্তর অসংখ্যবার প্রণাম করি)॥৯৮॥ (১৯০)

১০৮। সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে এইরূপ স্তুতিবাক্য-
দ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিলে, মাননীয় গোপগণ
অতিশয় চমৎকৃত হইয়া হর্ষোৎকণ্ঠ সমুৎসুক-চিত্তে ব্রজপুরীর
রক্ষাকর্তা ও মনোহর-চরিতশালী শ্রীনন্দমহারাজের নিকটে
যাইয়া সবিনয়ে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন—
'হে ব্রজাধীশ্বর! সম্প্রতি আমাদের চিত্তে সংশয়াদি
নানা ভাবের উদয় হওয়ায় অতিশয় প্রীতিসহকারেই
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, দেবরাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞের
ব্যাঘাতহেতু অপমানিত হইয়া ব্রজপুরীর বিনাশার্থ
সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করিবার নিমিত্ত মেঘরাজ
সম্বর্তকের সহকারে প্রলয়কালীন প্রবল বৃষ্টি-
কারী, রেণুসদৃশ অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ মেঘসমূহকে
প্রেরণ করিলে, লম্বিত অলকামণ্ডিত আপনার সপ্তবর্ষ-
বয়স্ক শিশু পুত্র অকর্মযোগশালী সেই মেঘরাশিকে
প্রতিহত করিয়া, [illegible] সদমত্ত করিরাজ
যেরূপ শুণ্ডদ্বারা মধুকরাবলী পদ্মপুষ্পকে ঊর্ধ্ব-
ভাগে ধারণ করে, অতি সুকোমল বামহস্ত-
দ্বারা অতিশয় কৌতুকের সহিত অনায়াসেই

সেইরূপ শঙ্করের ও উত্তোলনের অযোগ্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে ধারণপূর্ব্বক প্রচণ্ড ক্রোধোন্মত্ত দেবরাজকে প্রাপ্ত ছাগের ন্যায় নষ্টদশা লাভ করাইয়াছেন ।। (১৯১)

১০৯। সেইহেতু আপনার এই পুত্র কে, তাহা আমরা জানি না। বস্তুত: তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমাদের বুদ্ধির মোহই উপস্থিত হয়; যেহেতু নিখিল বন্ধুবর্গের জীবনতুল্য এই বালক জন্মমাত্রই বন্ধুজীব (বাঁধুলি) পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ও মধুসদৃশ সুমধুর ওষ্ঠ ও অধরদ্বারা পূতনার বিষমিশ্রিত স্তনদুগ্ধ পান করিয়া সত্বরই তাহার প্রাণকে পবিত্র করিয়াছেন ।। (১৯২)

১১০। তৎপর তিনি মনোহর অশোকবনজাত তরুণ-পল্লবের ন্যায় রমণীয় পদতলের আঘাতদ্বারা অতি-বৃহৎ শকটকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। তদনন্তর তিনি আবর্ত্তনাশালীর ন্যায় লোকের উৎপাতজনক ও দেবদৈত্য প্রভৃতির ও দুর্জ্জয় ভীষণদর্শন তৃণাবর্ত্তনামক দৈত্যের যমুনার শৈবালশ্রেণীর ন্যায় নীলবর্ণ ও কোমল স্বীয় করকমলদ্বারা সবেগে অতিদৃঢ়ভাবে কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার গতিবেগ রোধ করিয়া সংহার

করিয়াছেন। তৎপর তিনি বিনা যুদ্ধেই বৎসাসুরের ন্যায় বকাসুরের ও পাপাচারী অঘাসুরের বিনাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কার্যে তাঁহার কোনরূপ পরিশ্রম-বোধ হয় নাই ।। (১৯৩)

১১১। আর, তাঁহার প্রতি আমাদের ও আমাদের প্রতিও তাঁহার যে বিশেষভাবে অনির্বচনীয় নিরন্তর বৃদ্ধিশীল ও অতিশয় সমুজ্জ্বল স্বাভাবিক অনুরাগ নিত্যনূতন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনারাও অনুভব করিতেছেন; ইহার কারণ কী, তাহা আপনি প্রকাশ করুন ।। (১৯৪)

১১২। বলরাম তাঁহাদের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভূত হাস্যবিকাশদ্বারা অতিমধুর ওষ্ঠ ও অধর-দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন — "হে শ্রেষ্ঠ গোপগণ! আপনারা সর্বদা মনোযোগপূর্বক আমার নির্দোষ-বাক্যের রহস্য অবগত হউন। অজ্ঞান হইয়া সর্বজ্ঞতাপ্রভৃতি নির্দোষগুণসম্পন্ন গর্গমুনি এই সুকুমার কুমারের নামকরণকালে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে নিঃসন্দেহে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'হে ব্রজরাজ! আপনার এই পুত্রের মনোজ্ঞ ভাবের

সীমা নাই ; আমি ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া যদিও অভিমান পোষণ করি, তথাপি ইঁহার রহস্য-নির্ণয়ে আমার সামর্থ্য নাই। সত্যাদি চারি যুগে ইঁহার চারি প্রকার বর্ণভেদ অবিকৃতভাবে বর্তমান রহিয়াছে। সত্যযুগে নিত্য শুক্লবর্ণ, ত্রেতা-যুগে অরুণ অপেক্ষাও রক্তবর্ণ, দ্বাপরে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ সুপ্রসিদ্ধ; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। কোন সময়ে ইনি চিন্ময়ী ইচ্ছাশক্তির সহযোগেই বসুদেব হইতে আবির্ভূত হওয়ায় ইঁহার প্রশংসনীয় নামসমূহের মধ্যে 'বাসুদেব' এই নামটিও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায়ও আপনি ইঁহার মহিমায় মনোযোগ করেন নাই ; বস্তুতঃ ইনি নারায়ণের তুল্যই হ'ন। যাঁহারা ইঁহার প্রতি অতিশয় অনুরাগ পোষণ করেন, তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অপযার্থ ঘটে না, সর্বত্রই তাঁহারা মঙ্গল লাভ করেন এবং কোন বিষয়েই তাঁহাদের অসন্তোষ লক্ষিত হয় না। আর, ইনি সকল নর-নারীরই প্রীতিভাজন হইবেন। শত্রুগণ ইঁহার প্রতি কোনওরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না॥' (১৯৩)

কোনরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিবেনা ॥ (১৩৫)

১১৩। সেই হেতু আপনারা ইঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেননা। ইনি কোন কার্য্যেই বা আপনাদের মঙ্গল চেষ্টা না করেন? সেই হেতু ইঁহার প্রতি আপনাদের উত্তরোত্তর প্রেম (অর্থাৎ বাৎসল্য) সঙ্গতই হয়। আপনারা কখনও ইঁহার সম্বন্ধে বন্ধুভাব পরিহার করিবেননা। আমরাও ইঁহার প্রতি পুত্রভাবই পোষণ করিব। পরন্তু ইঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়াও স্বপ্রভাবশালী সেই পুত্রভাবের কখনও ব্যতিক্রম হয়না। আপনারাও ইঁহার প্রতি অন্য ভাব প্রকাশ করিবেননা এবং অন্য কোনরূপ চিন্তা করিয়া মনঃপীড়া বোধ করিবেননা। সকলে আমার এই পুত্রের প্রতি দয়াই প্রকাশ করিবেন। শ্রীনন্দ-মহারাজ এরূপ বলিলে সেই গোপশ্রেষ্ঠগণ সকলেই নিজ-নিজ-জ্ঞানানুসারে অতিশয় আনন্দিত ও বন্ধুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় চিত্তবৃত্তি লইয়াই যথাস্থানে অবস্থান করিলেন ॥ (১৩৬)

১১৪। এইরূপে সকল লোকের চিত্ত সুস্থির হইলে

যে-সময়ে নিখিল-সৌভাগ্যবারিসঞ্চারশালিনী, ব্রহ্ম-
লোক-সেবিতা সুরভি স্বীয় সন্তানগণের রক্ষাকল্পে
সন্তুষ্টা হইয়া ব্রহ্মার অনুমোদনক্রমে নিজ-লোক
হইতে ব্রজমণ্ডলের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন,
তখন দেবরাজ ইন্দ্র পশ্চাতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া
স্বকৃত অপরাধের মার্জনের ও স্বীয় বিনয় ও সদাচার
জ্ঞাপনের নিমিত্ত অনুতাপবাণীদ্বারা প্রবোধিত হইয়াই
যেন অদ্বিতীয় কৃপাশালী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
নির্জন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে
অতিশয় লজ্জাবিনত: তাঁহার সহস্রসংখ্যক
নয়ন মুদ্রিত হইলে অশ্রু-
ধারার সহিত ক্রোধ ও গর্ব প্রভৃতিও স্খলিত হইতে
লাগিল। এ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও গোবর্ধনের
সৌভাগ্যলক্ষ্মীকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই যেন অতিশয়
সন্তোষসহকারে উক্ত গিরিরাজের উপরিভাগে
বিচরণ করিয়া তাঁহার ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিজনিত
ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন। আর, ইন্দ্রপ্রভৃতির
প্রতি তিনি তৎকালে গোপনে অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন
বলিয়া যাহাতে উক্ত লীলায় রসভঙ্গ না হয়,

অনন্য একালে অনেককাল তাঁহার সহচরগণের ও
তদীয় সঙ্গসুখলাভে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।
সেইহেতু সেইসময়ে তিনি একাকীই তথায় বিরাজ
করিতেছিলেন ॥ (১৯৭)

১১৫। অতঃপর গো-মাতা সুরভি দেবী বাগ্‌দেবীর
ন্যায় অতিশয় আদরের সহিত বলিতে লাগিলেন—
'হে প্রভো! আপনি ব্রজরাজের রাজধানীর কস্তূরী-
রচিত তিলকস্বরূপ। সম্প্রতি আমার উক্তির প্রতি
মনোযোগ করুন। ইতঃপূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয়
ক্রুদ্ধ হইয়া গো ও গোপসমূহের বিনাশের নিমিত্ত
অতিপ্রবলবেগে কষ্টকর বারিবর্ষণ আরম্ভ
করিলে নিখিলসৌভাগ্যশালী আপনি লোকবুদ্ধির
অতীত অতিমহৎ মহিমা প্রকট করিয়া সেই প্রবল
বারিবর্ষণ নিবারণপূর্বক গো-সমূহকে রক্ষা
করায় অতিশয় আনন্দের উদয়হেতু স্বয়ং ব্রহ্মা
ধৈর্যহীন হইয়াই সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে এরূপ
আদেশ করিয়াছেন— 'হে সুরভি দেবি! দেবগণের
বিনাশে তোমার অভিলাষ নাই, সেইহেতু দেবরাজ
ইন্দ্রের দৈবপ্রাপিত ক্রোধহেতু মহাকারিগণের ও বন্দনীয়

ব্রজমণ্ডলস্থ গোসমূহ বিপন্ন হইলে যিনি পরম-
করুণাবশত: তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, সম্প্রতি তুমি
সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আনন্দচিত্তে গো-সমূহের অধীশ্বর-
রূপে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত তথায় গমন কর।
আমি ও হংসে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, সুর,
কিন্নর, চারণ ও সিদ্ধগণকে সঙ্গে লইয়া তদ্দর্শনার্থ
অতিশয় আনন্দের সহিতই তোমার অনুসরণ করিতেছি।
হে প্রভো! আর, এই ইন্দ্রও ঐশ্বর্য ও অপরাধদ্বারা
নিজেকে বারম্বার অবমাননা করিবার নিমিত্তই ঐরূপ আচরণ
করিয়া স্বীয় অদৃষ্টবশতঃই সম্প্রতি সন্তাপযুক্ত ও
লজ্জাবশত: নিমীলিতদৃষ্টি হইয়া তাদৃশ অদ্ভুতপূর্ব
অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনার নিমিত্ত এখানে আসিয়াও
ভয়ে কাতর হইয়া আপনার সম্মুখে আসিতে
পারিতেছেন না। এমন তিনি যেন অন্যরূপ হইয়া
গিয়াছেন। সেইহেতু আপনি অনুমতি করিলে তিনি
স্বয়ংই আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া
স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিতে পারেন।" (১৭৮)

১১৯। গোমাতা সুরভি এইরূপ নিবেদন করিলে,
দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় ভয়ার্তের ন্যায় সহস্রসংখ্যক

নয়ন হইতে একসঙ্গে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে দম্ভ পরিহার পূর্বক মুকুটের প্রান্তাস্থিত মহামূল্য মণিরাজির দীপ্তিরাশি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল প্রক্ষালিত করিয়াই যেন বংশদণ্ডের ন্যায় তথায় ভূতলে লম্বমান হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। অতঃপর দীর্ঘকালান্তে গাত্রোত্থান পূর্বক অপরাধে অধোমুখ হইয়া সাদরে ও সভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনখসমূহের স্নিগ্ধ সুনির্মল কিরণমালায় প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে নিস্তেজঃ বলিয়াই মনে হইতেছিল। যদিও পূর্বে তিনি মায়ার বশবর্তী হইয়া অতিশয় দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি এ সময়ে তাঁহার বিনয় তিরোহিত হয় নাই॥ (১৯৯)

[ইন্দ্রকৃত স্তুতি] ত্বং ([হে প্রভো!] আপনি) সকললোক-নাথ নাথ: (নিখিল লোকসমূহের অধিপতিগণেরও অধীশ্বর); ব্রজপুরনাথ-সুত: স্বত: স্বতন্ত্র: (এবং আপনি ব্রজরাজের নন্দন ও স্বরূপত: স্বতন্ত্র পুরুষ); মহ মহিত মহামহত্ত্ব তত্ত্ব: (অসীম আপনার তত্ত্ব উৎসবময় মহীয়স্ত্ব বিশিষ্ট); তব মহিমা (আপনার মহিমা)

মাদৃশৈ: বিগাহ্য: নহি (আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের পরিমেয় অর্থাৎ জ্ঞানগম্য হয়না)।। ৯৯।। (২০০)

অথ নিজমদমদিরামদা: (স্বীয় সর্বমদিরার আবেশে হৃষ্টচিত্ত) মদান্ধা: (সর্বান্ধ ব্যক্তিগণ) তে (আপনার) মহিমানং (মহিমা) কথং (কীরূপে) আমনন্তু (বর্ণন করিবে) ? প্রকৃতিকৃতবিকারদৃষ্টিদোষা: (স্বাভাবিক বিকার হেতু দৃষ্টিদোষগ্রস্ত) ঘূকা: (পেচকগণ) দ্যুমণিরুচ: (সূর্যের আলোক) ন বিলোকয়ন্তি (দেখিতে পায়না)।। ১০০।। (২০১)

অথ (অতঃপর) পুরুকরুণ! (হে পরমকরুণাময়!) মদমদিরাবিনষ্টদৃষ্টে: (আমি সর্বমদে বিচারদৃষ্টিশূন্য বলিয়া আমার সম্বন্ধে) অয়ং সমস্তচণ্ডদণ্ড: (মজ্জাবিঘাতরূপ এই গুরুতর দণ্ড) উচিত: (সঙ্গতই হইয়াছে); হতজনুষাং (বৃথা জীবনধারী) জনুষান্ধমণ্ডলানাং (জন্মান্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) সুদণ্ড: এব (সরল যষ্টিই) পথ্য: (হিতকারী বা উপকারী হয়)।। ১০১।। (২০২)

দেব! (হে নাথ!) পুরুকরুণাবরুণালয়েন (বিপুল ও বিশাল কৃপাসিন্ধুস্বরূপ) ত্বয়া (আপনি) মে (আমার) ইদং (এই মজ্জাবিঘাতরূপ) মহৎ উপকৃতম্ এব

(যে উপকার করিয়াছেন), ময়া (আমি) তৎ (তাহা)
অপকৃতম্ ইতি বিবুদ্ধং (অপকার বলিয়াই মনে
করিয়াছিলাম); প্রকৃতিমলাঃ কিল (সহজাত স্বভাবতঃই
মল, তাহারা) বিপ্রতীকবোধাঃ (সর্বদা বিরুদ্ধ
বুদ্ধিরই পোষণ করে)॥ ১০২॥ (২০৩)
রজঃ (রজোগুণ) গতরাগম্ অপি (বীতরাগ মুনিজনকেও)
ধুনীতে (বিচালিত করে); বিষয়বিষামিষলালসান্
(বিষময় বিষয়রূপ আমিষের প্রতি আসক্ত)
অস্মান্ কথয়িতুং কিং (আমাদের কথা আর
কী বলিব)? অথবা (অথবা) তব (আপনার)
দুর্দমা (দুর্দমনীয়া) মায়া (মায়া) ন প্রভবতি
চেৎ (যদি স্বীয় প্রভাব বিস্তার না করেন, [তাহা
হইলে]) মদঃ কথং স্যাৎ (কীরূপেই বা গর্বের
উদয় হইতে পারে)? ॥১০৩॥ (২০৪)
জয়দ! (হে জয়প্রদ!) মঙ্গলাবতার (মঙ্গলাবতার!)
দামোদর (দামোদর! [আপনি]) জগত্রয়ৈকসার
(ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র সার বস্তু); ব্রজপুরমঙ্গল
(ব্রজপুরীর মঙ্গলস্বরূপ); নিরুপমগুণনামধাম
(নিরুপম গুণ ও নামসমূহের আধার [এবং])

বসুদাম-সুদাম-দাম-বন্ধো (বসুদাম, সুদাম ও শ্রীদামের বন্ধু; [আপনি]) জয় (জয়যুক্ত হউন) ॥১০৪॥ (২০৫)

দুরবগম দেব! (হে দুর্জ্ঞেয় লীলাময় প্রভুবর!) নমো নমঃ ([আপনাকে] বার বার প্রণাম করি); পুনঃ (পুনরায়) নঃ (আমাদের) মোহং (মোহ) ন উৎপাদন (উৎপাদন করিবেননা; [আপনি আমাদের প্রতি]) দয়স্ব (দয়া প্রকাশ করুন); তে (আপনার) কটাক্ষাঃ (কটাক্ষ-বিলাস) সুঘটাবিঘটনায় (সুকর কার্যের ও বিঘাত [ও]) দুর্ঘটনা অপি (দুষ্কর কার্যেরও) ঘটনায় চ (সঙ্ঘটনে) ভবন্তি (সমর্থ হয়) ॥১০৫॥ (২০৬)

অভব! (হে অজ! [আপনি]) অংশতঃ বহুভবঃ (স্বীয় অংশদ্বারা বহুরূপে অবতীর্ণ হ'ন); ত্বং (সেই আপনিই) পুরা (ইতঃপূর্বে) বিবুধমুদে (দেবগণের প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত) কুতুকাৎ (কৌতুকবশতঃ) উপেন্দ্রঃ অভূঃ (উপেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন); অধুনা (সম্প্রতি) স্বয়ম্ভু অয়ং (পূর্ণস্বরূপ এই আপনি) সুরভূপ

(সুরভিকর্তৃক) উক্ষিতঃ (অভিষিক্ত হইয়া) সকলেন্দ্র-
শিস্থেন্দ্রনীললীলঃ ভব (ব্রহ্মা ও অন্যান্য ইন্দ্রগণের চূড়াগ্র-
বর্তী ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় লীলা বিস্তার
করুন)॥ ১০৬॥ (২০৭)

ভোঃ ভগবন্! গোপেন্দ্রাত্মজ! (হে ভগবন্! গোপরাজ-
নন্দন!) যদ্যপি (যদিও) সদা (সর্বদা) গোকুলাভাৎ
(গো-সমূহের লাভ), তথা চ গোবিচারকতয়া
তথা (গো-সমূহের চারণ [এবং]) সন্ততং (নিরন্তর)
গবাং সত্তয়া (গো-সমূহের বিদ্যমানতা হেতু [আপনার])
'গোবিন্দ' ইতি অভিরামং নাম ('গোবিন্দ' এই
মনোহর নামটি) প্রাক্ এব (পূর্ব হইতেই) সিদ্ধং
(সিদ্ধ রহিয়াছে [তথাপি]), হে গোবর্ধন-ভূধরেন্দ্রধর
(হে গোবর্ধন-ধারিন্!) অদ্য (অদ্য) অভিষেকোৎ-
সবে (এই অভিষেকোৎসবে [আপনি]) গোবিন্দনামা
ভব ('গোবিন্দ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করুন)॥ ১০৭॥ (২০৮)

১১৭। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ বাস্তব স্তুতিবচনদ্বারা
নিজ-গর্ব পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া
সনাতন, সনক, সনন্দন ও সনৎকুমার, এবং কার্তিক, পার্বতী ও
শঙ্কর, তথা দিক্‌পালবৃন্দ, নারদ ও তুম্বুরু প্রমুখ

পরম শোভাসমৃদ্ধ হর্ষোন্মত্ত মহর্ষিমণ্ডল, দিব্যকান্তি-
যুক্তা অরুন্ধতী প্রভৃতি মুনিপত্নীগণ, এবং অতুলনীয়
রূপগুণ-লাবণ্যবতী ও মাননীয়া ঊর্বশী প্রভৃতি
অপ্সরোগণের দ্বারা পরিবর্ধিত, দীপ্তিমান্ দেব-
গণের বিভিন্ন মণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সেই অভিষেকরূপ
মহামহোৎসবের দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় আনন্দের
সহিত আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।। (২০৯)

আর, এই সময়েই —

গোবর্ধন: (গোবর্ধন গিরি) স্ববপুষ: অবয়বেন
(নিজ-দেহের অংশবিশেষদ্বারা) বিবিধরত্নশিলা-
বিলাসি (বিবিধ রত্নময় শিলাসমূহ শোভিত) সিংহাসনং
চক্রে (সিংহাসন রচনা করিয়াছিলেন); পাশাসুর্য:
([এবং] বরুণদেব) তত্র (সেখানে) স্বয়ং উপেত্য-
(স্বয়ং উপস্থিত হইয়া) মণীন্দ্রমুক্তাবিস্রাবি (উত্তম
মণি ও মুক্তাবর্ষণকারী) সৎ আতপত্রং (সুন্দর ছত্র)
বিদধার (ধারণ করিয়াছিলেন) ।।১০৮।। (২১০)

মরুত: অপি (মরুদ্গণও) শ্রদ্ধাবশেন (শ্রদ্ধাতিশয়ত:)
সচারুচামরবিধূননধুতহস্তা: (মনোহর উত্তম
চামরের সঞ্চালনপূর্বক হস্ত কম্পিত করিয়া) পরিত:

তস্থুঃ (চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন); পূর্ণঃ সুধাংশুঃ অপি (স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র ও) মণ্ডলরূপয়া এব তন্বা বিবৃত্য (নিজ-দেহ মণ্ডলাকারে বিস্তৃত করিয়া) মণি-দর্পণতামুপেয়ায় (মণিময় দর্পণের ভাব ধারণ করিয়াছিল)॥ ১০৯॥ (২১১)

অথ (অতঃপর) পাঞ্চজন্যঃ স্বয়ং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খরাজ স্বয়ংই) কায়ব্যূহং বিধায় (অনেক দেহ ধারণ করিয়া) মুহুঃ (নিরন্তর) ইতঃ ততঃ (~~ইতস্ততঃ~~ চতুর্দিকে এদিকে সেদিকে) দোধূয়তে অপি (ধ্বনিত হইতেছিলেন); অথ (ইহার পর) জ্যোতির্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়) সুদর্শনঃ (সুদর্শন) স্বয়মুপেত্য (স্বয়ং ~~আসিয়া~~ উপস্থিত হইয়া) রুচাং চয়েন (দীপ্তিরাশিদ্বারা) পরিতঃ এব (চতুর্দিকে) আজ্বলত স্ম (দীপের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন)॥ ১১০॥ (২১২)

বিভোঃ (স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের) পদ্মম্ অপি (পদ্মও) নানা (নানাবিধ) বিভূতিমুপেত্য (বৈভব লাভ করিয়া) সমন্ততঃ (চতুর্দিকে) হংসাবলিদ্যুতি (হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ) ছত্রাণি অভূৎ (ছত্ররূপে পরিণত হইয়াছিলেন); কৌমোদকী তু ([এবং] কৌমোদকীঃ

পদাৎ) মহসা (কান্তি দ্বারা), মহিতাভিষেকযজ্ঞোৎসবস্য (সুসমৃদ্ধ অভিষেক-যজ্ঞের) মণিযূপঃ ইব (মণিময় যূপের ন্যায়) অবতস্থে (অবস্থান করিয়াছিলেন)।।১১১।। (২১৩)

পুনশ্চ (পুনঃ) সপ্ত অর্ণবাঃ চ (সপ্ত সমুদ্র), সরিতঃ চ নদাঃ চ (নদী, নদ [ও]) যানি পুণ্যানি সলিলাশয়-মণ্ডলানি (যাবতীয় পবিত্র জলাশয়সমূহ), তৈঃ (ইহারা সকলে) স্বাম্বুপূর্ণ মণিমঙ্গল কুম্ভহস্তৈঃ পরিভাবিত দিব্যদেহৈঃ অভাবি (দিব্য দেহ ধারণ-পূর্বক নিজ-নিজ-জল দ্বারা পরিপূর্ণ মণিময় মঙ্গল ঘট হাতে লইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল)।।১১২।। (২১৪)

অথ (অতঃপর) তনুমতী (মূর্তিমতী) ভূমিঃ স্বয়ং (পৃথিবী দেবী স্বয়ংই) আচারতঃ (আচারানুযায়ী) মণিপাত্রিকায়াং (মণিময় পাত্রে) সপ্তমণিসম্পুটকোদরস্থাঃ (মণিময় সাতটি কৌটার মধ্যে রক্ষিত) শুচিসপ্তমৃৎস্নাঃ আহৃত্য দধতী (সপ্ত প্রকার পবিত্র মৃত্তিকা আহরণ ও ধারণপূর্বক) হৃৎস্নাভিলাষবরদস্য (সর্বাভীষ্ট-দায়ক শ্রীকৃষ্ণের) পুরঃ (সম্মুখে) অবতস্থে (অবস্থান করিয়াছিলেন)।।১১৩।। (২১৫)

মূর্তাঃ (মূর্তিমতী) মহৌষধীনাং ততয়ঃ (মহৌষধি-সমূহ) মহেত্য (আমাদিগকে আরো) মহৌষধয়ঃ চ [কুষ্ঠ(কুড়), জটামাংসী, হরিদ্রা, বচা, শৈলেয়, চন্দন, চম্পক, মুরা, মুস্তক, কর্পূর] মহৌষধীঃ চ পাণিভিঃ (মহৌষধি ও মহৌষধিসমূহ ধারণ করিয়া [এবং]) পুনঃ বনস্পতয়ঃ চ (পবিত্র বনস্পতিরাজি) বৈদূর্যপাত্রগতমধুকষায়-হস্তাঃ (বৈদূর্যমণিময় পাত্রস্থিত মধু কষায় হস্তে লইয়া) অগ্রে (শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে) সমাসত (অবস্থান করিয়াছিল) ॥ ১১৪ ॥ (২১৬)

বনদেবতাঃ চ ([তৎকালে] বনদেবতাগণও) নানা-ফলোদক-ঘটী-ঘটিতাগ্রহস্তাঃ (নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ ফলসমূহের জলদ্বারা পরিপূর্ণ ঘটসমূহ হস্তের অগ্রভাগে ধারণপূর্বক) নানাবিধানি ফলানি (নানা প্রকার ফল) করে দধানাঃ (হস্তে লইয়া [এবং]) গিরিদেবতাঃ চ (পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবগণও) নানা-মণীশ্বরকরাঃ (বিবিধ বহুমূল্য মণিরাজি হস্তে লইয়া) ইতঃ ততঃ (নানা দিক্ হইতে) অভ্যাযযুঃ (তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন) ॥ ১১৫ ॥ (২১৭)

শঙ্খাদয়ঃ (শঙ্খ প্রভৃতি) নব নিধয়ঃ (নয়টি নিধি), অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ (অষ্টবিধ সিদ্ধি), চিন্তামণিপ্রনিকরাঃ:

(চিন্তামণিসমূহ), অপি কামগব্যঃ (কামধেনুগণ),
কল্পদ্রুমাঃ অপি (ও কল্পতরুগণ) গৃহীতমনোজ্ঞরূপাঃ
(মনোজ্ঞ মূর্তি ধারণ করিয়া) কৃতাঞ্জলিপুটাঃ (কৃতাঞ্জলি-
পুটে) পুরঃ এব তস্থুঃ (তাঁহার সম্মুখে অবস্থান
করিয়াছিল)॥ ১১৬॥ (২১৮)

সুমেরুলক্ষ্মীঃ (সুমেরুর লক্ষ্মী) স্বর্ণাম্বরাণি উপানিনায়
(তাঁহাকে সুবর্ণময় বসন উপহার দিয়াছিলেন); হিমালয়শ্রীঃ
(হিমালয়ের লক্ষ্মী) হারাবলীঃ (তাঁহাকে হারসমূহ) উপজহার
(উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন); গন্ধমাদনভবা
শ্রীঃ (গন্ধমাদনগিরির লক্ষ্মী তাঁহার নিমিত্ত) স্বয়ং (স্বয়ংই) মানস-
জলাৎ (মানসসরোবরের জল হইতে) কনকারবিন্দানি
(সুবর্ণময় পদ্মসমূহ) আদায় (আহরণপূর্বক)
আনুগুম্ফ (মাল্য রচনা করিয়াছিলেন)॥ ১১৭॥ (২১৯)

মলয়স্য লক্ষ্মীঃ (মলয় পর্বতের লক্ষ্মী তাঁহার নিমিত্ত) স্বয়ং
(স্বয়ং) গোবর্ধনস্য দৃষদি (গোবর্ধনগিরির প্রস্তরে)
মলয়জং (মলয়জাত) গন্ধোত্তমং (উত্তম চন্দন)
আপিপেষ (পেষণ করিয়াছিলেন); তচ্ছ্রীঃ (কৈলাস-
পর্বতের লক্ষ্মী তাঁহার নিমিত্ত) কৈলাসতঃ (উক্ত পর্বত হইতে) গিরিসুতা-
গিরিশাদ্যদৃষ্টাং (পার্বতীর ও শঙ্করেরও অদৃষ্ট)

কামানি (অভিলষিত) রত্নমালাং (রত্নমালা) সমাহরত (আনয়ন করিয়াছিলেন)॥১১৮॥ (২২০)

রবিঃ (সূর্যদেব [তাঁহার নিমিত্ত]) মন্দাকিনীসলিলতঃ (মন্দাকিনী নদীর জলমধ্যে) কালে (যথাকালে) বিকচানি (প্রস্ফুটিত, [অথচ]) সপ্তর্ষিভিঃ (সপ্তর্ষিমণ্ডলী কর্তৃক) নিজকরৈঃ (নিজ-হস্তে) সমুপাহৃতানি (উপহার রূপে প্রদত্ত [ও]) চন্দ্রাংশুভিঃ (চন্দ্র-কিরণের সংস্পর্শে) মুকুলীকৃতানি (নিমীলিত) সরোরুহাণি (পদ্মসমূহকে) অস্য পুনঃ (অতঃপর পুনরায়) উৎকচয়াঞ্চকার (প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন)॥১১৯॥ (২২১)

বহ্নিঃ স্বয়ং (অগ্নিদেব স্বয়ং [তাঁহার নিমিত্ত]) আলম্বমানবরবিদ্রুম-শৃঙ্খলায়াং (বিদ্রুমমণিবিরচিত লম্বমান শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ) ললিতকাঞ্চনধূপপাত্র্যাং (মনোহর স্বর্ণময় ধূপদানের পাত্রমধ্যে অবস্থিত [ও]) উদস্যং-পিধানগতরন্ধ্রসহস্রধূমং (আচ্ছাদনপাত্রের অসংখ্য-রন্ধ্রদ্বারা বহির্ভাগে ধূম উদ্গিরণকারী) সুচারু-সুরমাগুরুদারুদাহং চক্রে (মনোহর সুরভি অগুরু কাষ্ঠসমূহকে দহন করিতেছিলেন)॥১২০॥ (২২২)

[তাঁহার নিমিত্ত]
গরুড়ঃ (গরুড় [তাঁহার নিমিত্ত]) কনকোত্তমভাস্বরেণ (সুবর্ণের ন্যায় অতি সমুজ্জ্বল) জ্যোতির্ময়েন (জ্যোতির্ময়) পক্ষদ্বয়েন (পক্ষযুগল দ্বারা) বিতানং বিদধে (চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছিলেন [এবং]) ভুজঙ্গপতয়ঃ (নাগরাজগণ [তাঁহার নিমিত্ত]) ভোগান্ ফণরত্নলেখান্ (ফণাসমূহ ও তাহার রত্নময় অগ্রভাগকে [যথাক্রমে]) ধ্বজান্ (ধ্বজা [এবং]) রত্নময়ীঃ পতাকাঃ অপি চ চক্রুঃ (রত্নময় পতাকারূপে পরিণত করিয়াছিলেন) ॥১২৩॥ (২২৩)

অথ (অতঃপর) শ্রীসূক্তয়ঃ (অপি বৈদিক শ্রীসূক্ত), পদে (অনন্ত) অভিষেকমন্ত্রাঃ (অভিষেক মন্ত্র), পুরুষসূক্তয়ঃ চ (ও পুরুষসূক্ত মন্ত্রসমূহ) কিমপি বপুঃ কৃত্বা (বিচিত্র মূর্তি ধারণ করিয়া) মুনিগণাহিত ধন্যবাদাঃ (মুনিগণের ধন্যবাদ লাভ করিয়া) উদাত্তমুখ্যৈঃ (উদাত্ত প্রভৃতি) মধুরৈঃ স্বরৈঃ (মধুর স্বরে) আত্মানম্ এব বভণুঃ (নিজেরই শব্দাত্মক স্বরূপের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন) ॥১২৪॥ (২২৪)

সুরভিঃ স্বয়ং (সুরভি স্বয়ং) পঞ্চ গব্যানি (পঞ্চ গব্য)
আজহার (আহরণ করিয়াছিলেন); চতুরাননঃ দেবঃ
এব (ব্রহ্মা) পঞ্চ অমৃতানি (পঞ্চামৃত [আহরণ
করিয়াছিলেন]); ঐরাবতঃ (এবং ঐরাবত) করস্থৈঃ
সুরদীর্ঘিকায়াঃ তোয়ৈঃ (শুণ্ডদ্বারা মন্দাকিনীর
জল আহরণ করিয়া) মণীন্দ্রময়কুম্ভকদম্বং (মণিময়
কলসসমূহ) অপ্রাৎ (পূর্ণ করিলেন) ॥১২৩॥ (২২৫)
দিবি অভিতঃ (স্বর্গলোকের সর্বত্র) দেবতানাং
(দেবগণের) তূর্যাণি নেদুঃ (তূর্যধ্বনি উত্থিত
হইয়াছিল); দেব্যঃ তু (সুরপত্নীগণ) নন্দনবনী-
কুসুমানি (নন্দনবনের পুষ্পরাজি) অবর্ষন
(বর্ষণ করিয়াছিলেন); গন্ধর্ব-কিংপুরুষ-চারণ-
সিদ্ধ-সাধ্য-বিদ্যাধরাঃ ([এবং] গন্ধর্ব, ~~কিন্নর~~,
~~কিংপুরুষ~~ কিন্নর, চারণ, সিদ্ধ, সাধ্য ও বিদ্যাধরগণ)
মুমুদিরে ননৃতুঃ জগুঃ চ (হৃষ্টচিত্তে নৃত্য ও
গান করিয়াছিলেন) ॥১২৪॥ (২২৬)
অপ্সরসঃ (অপ্সরোগণ) মুখপ্রভৃতিপঞ্চসুসন্ধিবন্ধং
(মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ নামক পঞ্চপ্রকার
মনোহর সন্ধিবন্ধনযুক্ত), নানাবিধং (নানাপ্রকার)

নাট্যম্ অভ্যনৈষু: (নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন);
অথ (অতঃপর) কাশ্চিৎ (কোন কোন অপ্সরা)
তৎ নিরীক্ষ্য (শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) মুমুহু:
(মোহপ্রাপ্তা হইলেন [এবং]) নারায়ণোরুজানি:
(উর্বশী) নিকামভক্তা এব বভূব (তাঁহার
একান্ত ভক্তাই হইয়াছিলেন)।।১২৫।। (২২৭)
১১৮। এইরূপ প্রীতিজনক সময়ে ব্রহ্মা অতিশয়
ঔৎসুক্যসহকারে সুরভিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—
"হে সুরভি! সম্প্রতি সম্পূর্ণভাবেই নির্দোষ ও রসময়
সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সবলে! ইহার
পর আর বিলম্ব করিও না। গণেশজনক শ্রীশঙ্করের অনুমতি
লইয়া অভিষেক-ক্রিয়া আরম্ভ কর। আমি এখন
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতেছি। আমার
প্রিয় কার্যের প্রতি আগ্রহশীলা অরুন্ধতী, অসূয়াশূন্যা
অনসূয়া, রূপে [illegible] লোপামুদ্রা, সর্বজন-
মাননীয়া ও পরম প্রীতিদায়িনী পার্বতী, প্রভৃতি পরমার্থ-
বাদিনী বেদমাতা গায়ত্রী, অকুন্ঠস্বভাবা দেবমাতা অদিতি,
দেবী সরস্বতী ও মনোজ্ঞগুণা স্বাহা — ইঁহারা
সকলেই তাঁহার নিকট গমন করুন" এই বাক্য

* শ্রবণ করিয়া

তাঁহারা সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলে
স্বয়ং ব্রহ্মাও তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ (২২৮)
অতঃপর -
কমললোচন
সঃ পদ্মাসনঃ (ব্রহ্মা) অম্বুজাক্ষং (শ্রীকৃষ্ণকে)
নিরাং প্রযত্নৈঃ (সুমধুর বাক্যে
অনেক অনুরোধ করিয়া) সিংহাসনে সমুপবেশ্য
(সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া) অর্ঘ্যেন (অর্ঘ্য),
পাদ্যপয়সা (পাদ্য জল), আচমনীয়েন (আচমনীয়
জল), এবং বক্ত্রেন্দুসীধুনি (মুখের নিকটে) মধুপর্কসমর্পণেন
(মধুপর্ক প্রদান করিয়া) সমপূজয়ৎ (পূজা করিয়া-
ছিলেন)॥ ১২৬॥ (২২৯)
অতঃপর তাঁহার নির্দেশানুসারেই -
দেবী সুরভিঃ চ (সুরভি দেবীও) কমলাসন-
সন্নিয়োগাৎ (ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে) শ্রদ্ধান্বিতা
(শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে) তাভিঃ সমং (অরুন্ধতী প্রভৃতির
সহিত মিলিতা হইয়া) সুরভিভিঃ (সুগন্ধি) পঞ্চামৃতৈঃ
(পঞ্চামৃত), পঞ্চগব্যৈঃ সহ (পঞ্চগব্য [এবং]) ভব্যৈঃ
নিজস্তনরসৈঃ (মঙ্গলজনক স্বীয় দুগ্ধ দ্বারা)

শিখরিধারিণঃ (শিখরিধারী শ্রীকৃষ্ণের) অভ্যষিঞ্চৎ (অভিষেক করিয়াছিলেন)॥১২৭॥ (২৩০)

১১৮। তৎকালে উক্ত অভিষেক দর্শন করিয়া দর্শকগণ এইরূপ বিচার করিতেছিলেন —

জ্যোৎস্নাভিঃ স্নাতঃ (জ্যোৎস্না-রাশি-দ্বারা) স্নাতঃ (অভিষিক্ত) নবনীরদঃ কিং সমুদ্ভ্রাজতে (নবীন মেঘই কি এইরূপে শোভা পাইতেছে)? অথবা (অথবা), শুক্লেন নীলঃ গুণঃ (শুক্ল বর্ণ দ্বারা অভিষিক্ত নীল বর্ণই কি এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে)? কিংবা (কিংবা), শুদ্ধস্ফাটিকরত্নকান্তিসলিলৈঃ (স্বচ্ছ স্ফটিকের কান্তিধারায় অভিষিক্ত) ইন্দ্রনীলাঙ্কুরঃ (ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুরবিশেষই কি এরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে)? [অথবা] মুক্তাভিঃ (মুক্তারাশি দ্বারা) তমালতরুণঃ কিমু বা (অভিষিক্ত তরুণ তমালতরুই কি এরূপ শোভায় উদয় হইয়াছে)? কিংবা (অথবা) শ্যামসরোজং (নীলপদ্মসদৃশ) মুরারেঃ বপুঃ (শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহই) উজ্জ্বলবিন্দুস্রোতৈঃ

(উজ্জ্বল কর্পূর চূর্ণ দ্বারা লিপ্ত হইয়া এইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে।) ॥১২৮॥ (২৩১)

অনন্তর -

গায়ত্রিকা চ (গায়ত্রী), গিরিজা চ (পার্বতী), পতিদেবতানাং পরমা (এবং পতিব্রতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা) সা অরুন্ধতী চ (অরুন্ধতী) অন্যোন্যমিতি সাতিমোদাঃ (পরস্পর স্নেহ হর্ষযুক্ত হইয়া) শুভগানপূর্বং (মঙ্গলগীতিসহকারে) মহাসুরভিভিঃ চূর্ণৈঃ (মহাসুগন্ধি চূর্ণসমূহদ্বারা) বিরূক্ষণং চক্রুঃ (শ্রীকৃষ্ণের শরীর উদ্বর্তন করিয়াছিলেন) ॥১২৯॥ (২৩২)

অনন্তর, সনকাদয়ঃ চ (সনকাদি মুনিগণ) সপ্তর্ষয়ঃ চ (এবং সপ্তর্ষিগণ) একৈকশঃ (প্রত্যেকে) প্রমুদিতাঃ (প্রহৃষ্টচিত্তে) প্রত্যেকমন্ত্রপরিপূতমহাভিষেকদ্রব্যোজ্জ্বলৈঃ (মহাভিষেকের উপযোগী ও মন্ত্রপূত প্রত্যেকটি দ্রব্যসংযোগে সমুজ্জ্বল), সুরদীর্ঘিকায়াঃ শুভজলৈঃ (মন্দাকিনীর মঙ্গল বারিদ্বারা) গিরিধারিণং অভ্যষিঞ্চন (শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন) ॥১৩০॥ (২৩৩)

অনন্তর, অজনিনা (ব্রহ্মাকর্তৃক) নিযোজ্যমানৈঃ (নিযুক্ত) সিন্ধ্বাদিভিঃ (সমুদ্রাদি জলাশয়সমূহ)

অথ (অতঃপর) তেষাং করৈঃ (সনক প্রভৃতির ও সপ্তর্ষিগণের হস্তে) নিজানিজোদকং অর্ঘ্যয়ন্তিঃ (নিজ-নিজ-জল অর্পণ করিয়া) হর্ষোদগত-লোচনাম্ভো-রোমাঙ্কুর-স্ফুরিতৈঃ চিত্র পবিত্র গাত্রৈঃ
~~(হর্ষোদগত অশ্রু ও রোমাঞ্চ বশ~~
(হর্ষবশতঃ অশ্রু ও রোমাঞ্চের উদয়হেতু নিজ-নিজ-দেহে শোভা, বৈচিত্র্য ও পবিত্রতা লাভ করিয়া) কৃষ্ণঃ অভ্যষেচি (শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন)॥১৩৩॥(২৩৪)

শৈলতনয়াদয়ঃ দেব্যঃ এব (অতঃপর পার্বতী প্রভৃতি দেবীগণই) ভূয়ঃ (পুনরায়) শোণতর-সুন্দর-গন্ধ-তৈলেন (রক্তবর্ণ মনোজ্ঞ গন্ধতৈলদ্বারা) অভ্যজ্য (অভ্যঙ্গ-ক্রিয়া অর্থাৎ তৈলমর্দন সমাপন পূর্বক) কর্পূর-পূরিত-সুশীত সহস্র ধারা-ধারা জলৈঃ (কর্পূরবাসিত সুশীতল সহস্রধারায় জলদ্বারা) তৎ অনু (এবং ~~তৎপশ্চাৎ~~ পর) শঙ্খজলৈঃ (শঙ্খজলদ্বারা) ~~অভ্যষিঞ্চন~~, ~~(তাঁহারা~~ অসিঞ্চন (শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন)॥১৩৪॥(২৩৫)

২২০। এইরূপ তৎকালেই —

চিন্তামণি-কল্পতরু-কামধেনু প্রভাব লক্ষ্মী-প্রসূত-সুকুমার-কুমারিকানাং বর্গেণ (চিন্তামণির, কল্পতরুর ও কামধেনুর

প্রভাবসম্পত্তি দ্বারা উৎপাদিত কোমলাঙ্গী কুমারীগণ)
সূক্ষ্মাসিতকোমলচেলখণ্ডৈঃ (সূক্ষ্ম, শুভ্র ও সুকোমল
বস্ত্রখণ্ডদ্বারা) নিকামং অভিষেকজলাপসারং চক্রুঃ
(তাঁহার দেহ হইতে অভিষেকের জলসমূহের অপ-
সারণ করিয়াছিলেন)॥১৩৩॥ (২৩৬)

অথ (অনন্তর) কাচিৎ (কোন কুমারী) কেশকলাপতঃ
(তাঁহার কেশরাশি হইতে), বদনাম্ভোজাৎ (কেহ বা
মুখমণ্ডল হইতে), অন্যা (কেহ বা) বক্ষসঃ (বক্ষঃস্থল
হইতে), কাচিৎ (কেহ বা) বাহুযুগাৎ (বাহুযুগল হইতে),
অপরা (কেহ বা) চরণতঃ (পদদ্বয় হইতে), কাচিৎ
(কেহ বা) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) গাত্রস্য (গাত্র হইতে
[এবং]) অন্যা (কেহ বা [তাঁহার]) শ্রোণীতটে (কটি-
প্রান্তে) অনার্দ্রকং (শুষ্ক) বাসঃখণ্ডং (বস্ত্রখণ্ড)
বেষ্টিতং বিদধতী (বেষ্টন পূর্বক) স্তিমিতং বাসঃ
(আর্দ্র বস্ত্র) বিহায় (ত্যাগ করাইয়া) তস্মাৎ
(কটিতট হইতে) সলিলম্ অপাসীসরৎ (জল অপ-
সারণ করিয়াছিলেন)॥১৩৪॥ (২৩৭)

১২১। এইরূপ কেশ হইতে পাদপর্যন্ত দুই তিনবার
মার্জন পূর্বক

অতিচতুরঃ কন্যাগণৈঃ (সেই সুনিপুণা কুমারীগণ) শৈলাধিরাজতনয়াদ্যুপদিশ্যমানৈঃ (পার্বতী প্রভৃতির উপদেশানুসারে) পূর্ব্বোপনীত-বসনাভরণানুলেপৈঃ (পূর্ব-সংগৃহীত বস্ত্র, অলঙ্কার ও অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা) তং (শ্রীকৃষ্ণকে) সমমণ্ডয়ৎ (ভূষিত করিয়াছিলেন); কেশান্ প্রসার্য্য (এবং কেশরাশির প্রসাধনপূর্ব্বক) পুনঃ (পুনরায়) নিপুণং (~~সুন্দরভাবে~~ নিপুণতার সহিত) আববন্ধ (বন্ধন করিয়াছিলেন) ।।১৩৫।। (২৩৮)

তদুপরোধবশেন (ব্রহ্মাদি সকলের অনুরোধে) সর্ব্বং স্বীকুর্ব্বতঃ (পূর্ব্বোক্ত আচারাদি সমস্তই স্বীকার করিলেও) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের ~~মনে~~ নিকট) গো-গোপ-গোপবনিতাদি-রসপ্রসঙ্গ-স্বাভাবিক-রসাবিলাস-মুহূর্ত্তহানেঃ (গো, গোপ ও গোপ~~বধূ~~ সুন্দরীগণের রস-প্রসঙ্গজনিত স্বাভাবিক রসবিলাসের কিয়ৎকাল ব্যাঘাত হওয়ায়) অলং (তৎকালীন উৎসবটি) উপদ্রববৎ বভূব (উপদ্রবের ন্যায় মনে হইয়াছিল) ।।১৩৬।। (২৩৯)

১২৩। তথাপি ব্রহ্মাদির তাদৃশ অনুরোধবশতঃ তাঁহার উদ্বেগরাশি উৎসবের হানিজনক হয় নাই; বরং ভক্তিবশতঃ যাঁহারা যেরূপ ভাবেই যাহা

করিতেছিলেন, মুনিবর শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবেই তাহার অনুমোদনপূর্বক গাম্ভীর্য সহকারেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ (২৪০)

১২৩। অনন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে আনন্দে অলঙ্কার-ধারণপূর্বক যথাবিধি কর্তব্য সমাপন করিতে দেখিয়া হাস্য সহকারে, কল্পতরু-প্রদত্ত মঙ্গলময় গাম্ভারী-কাষ্ঠের উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া পূর্বোক্ত কুমারীগণের দ্বারাই তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করাইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পন্ন পূজা করাইতে ইচ্ছা করিয়া মনে মনে এরূপ চিন্তা করিলেন, যে আমার অভিপ্রেত ও চিত্তের পরম প্রীতিদায়ক এই পূজাটি কাহার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সিদ্ধ হইতে পারে? আর, ইহার মন্ত্রটিই বা কী? যেহেতু মন্ত্রব্যতীত পূজা হইতে পারে না। এই সময়ে শঙ্কর স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন - হে চতুরানন! চতুরানন কখনও চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না, আপনার পুত্র নারদই এই সনৎকুমারই বা ইহার পূজা করিবেন॥ (২৪১)

১২৪। শঙ্কর এইরূপ বলিলে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র কর্তৃক অভিমুখে পরিদৃশ্যমান হইয়া গোবিন্দের অভিষেক-

কালীন পূজার উপযুক্ত ও গোবিন্দলীলাময়ুক্ত, মহাতেজস্বী, অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র মূর্তিমান রূপে তথায় আবির্ভূত হইলেন ।। (২৪২)

১২৫। তখন ব্রহ্মা উৎসবহর্ষজনক সেই বিচিত্র জ্যোতির্ময় মহামন্ত্র দর্শন করিয়া অতিশয় উল্লাস-বশতঃ "অহো! পরমসুখদায়ক এই মহামন্ত্র স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন, দেখিতেছি। এই মন্ত্রের ঋষি নরগণের দোষনাশক শ্রীনারদ এবং ছন্দঃ গায়ত্রী; ইঁহাদের উভয়ের সহিতই আমার কোন ভেদ নাই। সেইহেতু আমিই এই মন্ত্রদ্বারা দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিব" এইরূপ বলিয়া পূজার উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া মহামন্ত্রের দীপ্তি-রাশির সংক্রমণহেতু দ্বিগুণিত গুণসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া, ভক্তিবাসনা ব্যতীত ইতর বাসনার উচ্ছেদকারী শ্রীনারদ, তত্তুল্যবাসনাযুক্ত সনকাদি মুনিগণ, ভক্তিশালী ধ্রুব, নিখিল জনগণের চিত্তের আহ্লাদজনক প্রহ্লাদ, অদ্ভুতবীর্যসম্পত্তিশালী (উপরিচর) বসু এবং অন্যান্য পরম ভাগবতবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন ।। (২৪৩)

১২৬। এইরূপে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া পাদ-প্রক্ষালনপূর্বক তাঁহার পূজার নিমিত্ত পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া চতুর্দিকে অবস্থিত চারিটি মুখকে তাঁহার অভিমুখে একমুখ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল অষ্ট নেত্রদ্বারা দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্ষীরসমুদ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও উৎসবের মহার্ঘ্যাদি-পাত্রের উপযোগী, মহামূল্য, পূজার প্রথম উপকরণস্বরূপ ও দুষ্প্রাপ্য ধবলবর্ণ ও পশ্চাদ্ভাগে অতিশয় বৈর্যাদিবিশিষ্ট শঙ্খ লইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা উক্ত শঙ্খের স্থাপনার্থ উপযুক্ত ত্রিপদীর চিন্তায় অধৈর্য হইলে সুমেরু-পর্বতের লক্ষ্মীই তাঁহার ধৈর্য রক্ষা করিয়া সুবর্ণময় পরম শোভাসমৃদ্ধ ত্রিপদী আহরণ করিয়াছিলেন ॥ (২৪৪)

BINA
EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূঃ

অন্বয়ানুবাদ

১৩ খানা খাতার মধ্যে

খাতা—১৭ নং

Pages 96 No. 6

[illegible]

১২৭। অনন্তর কৈলাস-পর্বতের লক্ষ্মী উৎকৃষ্ট স্ফটিক-রচিত ও হর্ষবর্ধক মঙ্গলঘট; হিমালয়ের লক্ষ্মী সর্বজনাদৃত পরম রমণীয় পুষ্পাদির পাত্রসমূহ; বনদেবতাগণ গন্ধ, পুষ্প, আতপ-তণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল ও শ্বেত-সর্ষপ — এই সকল অর্ঘ্য দ্রব্য এবং শ্যামা-তৃণ, দূর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা দ্বারা সুশোভিত পাদ্য দ্রব্য তথা উত্তম জাতি কক্কোল ও লবঙ্গরূপ আচমনীয় দ্রব্যসমূহ; ধরণীদেবী মনোহর গন্ধযুক্ত গন্ধ দ্রব্য; নন্দন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুষ্পমালা; কল্পতরু নবীন অলঙ্কার ও পীতবস্ত্রসমূহ; অগ্নিভার্যা স্বাহা গুগ্গুলু, অগুরু ও চন্দনাদির ধূপ তথা কর্পূরের বর্তিকাযুক্ত ও সুগন্ধি ঘৃতাসিক্ত প্রদীপ; কামধেনু বিবিধ গব্য বস্তু; দেবমাতা অদিতি হিতকারী অপরিমিত সূপ প্রভৃতি (ভোজ্য) বস্তু; এবং অনুকূল-হৃদয়া শচী দেবী মণ্ডিত-গুবাকযুক্ত ও স্বর্ণবর্ণ তাম্বূলপত্রবিরচিত উদ্বেগনাশক তাম্বূলবীটিকা আহরণ করিয়াছিলেন ॥ (২৪৫)

১২৮। এইরূপে দেব-দেবীগণ একসঙ্গেই চতুর্দিকে পূজার বিবিধ উপকরণসমূহ সুসজ্জিত করিলে,

ব্রহ্মা স্বয়ং আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা দেবর্ষি শ্রীনারদ পূজার প্রণালী নির্দেশ করিলে তিনি মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাক্রমে যখন পূজা আরম্ভ করিলেন, তখনই স্বর্গে দুন্দুভিসমূহের ধ্বনির যেন অকস্মাৎ পরিবর্তন হইল! অপ্সরোগণের নৃত্য যেন জন্মান্তর লাভ করিল! গন্ধর্ব প্রভৃতির গান যেন নবযৌবন ধারণ করিল! চারণ প্রভৃতির স্তব যেন জরা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তরুণ হইল! এবং হর্ষেরও যেন হর্ষ উপস্থিত হইল! এইরূপে উৎসবের সেই সময়টি যেন নূতন সময়রূপে আবির্ভূত হইয়া সকলেরই চিত্তকে যেন নূতন চিত্তরূপে পরিণত করিয়াছিল ॥ (২৪৩)

১২৯। অনন্তর বিশালবক্ষাঃ কার্তিকেয় প্রীতির সহিত তাঁহার মস্তকের উপরে ছত্র ধারণ করিলেন। উক্ত ছত্র তাঁহার মস্তকের উপরে পরম শোভা বিস্তার করিলে ব্রহ্মা অতিশয় আনন্দে উৎফুল্লচিত্তে মহর্ষিগণের গীতোচ্চারিত মন্ত্রকে অগ্রে করিয়া অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই মস্তকে বিচ্ছুরিতচ্ছটা মণিসমূহের দীপ্তি-বিস্তারকারী উত্তম মুকুট আবদ্ধ করিয়া তাঁহার

কান্তিসমুজ্জ্বল ললাটমণ্ডলে অতিশয় সুশোভনক তিলক রচনাপূর্বক, 'আপনি সকল দেবগণের অধীশ্বর গোবিন্দ' এই বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ॥ (২৪৭)

১৩৬। ব্রহ্মার এইরূপ উক্তির পর সনন্দনপ্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলেই হর্ষভরে সমস্বরে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন ॥ (২৪৮)

তাহা এইরূপ—

বিভো! (হে প্রভো!) নন্দাত্মজ! (শ্রীনন্দনন্দন! [আপনার]) জয় (জয় হউক); শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনমদন! (আপনি বৃন্দাবনের নবীন কন্দর্পস্বরূপ); নিখিলবৃন্দারকমণে (এবং নিখিল দেবগণের মণি); প্রিয়াভীরীবৃন্দারক (গোপীগণের আপনার প্রেমভাজন); চিদানন্দসান্দ্রাত্মক-পদারবিন্দাসব (আপনার পাদপদ্মের মধু সম্যক্‌ভাবে চিদানন্দ ক্ষরণ করিতেছে); গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!) অখিলভুবনকন্দায় (আপনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলস্বরূপ); মহতে (মহান্ উপাস্যদেব) তে নমঃ নমঃ (আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি)॥ ১৩৭॥ (২৪৯)

অনন্তর, পূজান্তে (পূজা সমাপ্ত হইলে) নারদ: (শ্রীনারদ) উরুপারিতোষেন (অতিশয় সন্তোষহেতু) রূঢ়রোমাঞ্চ: (রোমাঞ্চিত কলেবরে) সহতুম্বুরু: (তুম্বুরুনামক বীণাবাদক গন্ধর্বের সহিত) গিরিবর-ধরণ-ক্রীড়াং (শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণলীলা) উপ-বীণয়ামাস (বীণাযোগে গান করিয়াছিলেন) ।।১৩৮।। (২৫০)

অথ (অতঃপর) পশূনাং পতি: (স্বয়ং শঙ্কর) মন্দাকিনী-সলিলগাহনৈর্ধৌতভূতি: (মন্দাকিনীর জলে অবগাহন-দ্বারা ভস্মলেপ ধৌত করিয়া) মালাকপাল-ভুজগা-ভরণানি হিত্বা (মালা, ভিক্ষাপাত্র ও ভুজঙ্গালংকার পরিত্যাগপূর্বক) মৌলীন্দুকান্তি কমনীয়-মণীন্দ্রদীপৈ: (চূড়াস্থিত চন্দ্রকিরণের সহযোগে কমনীয় অথবা চন্দ্রকিরণরূপ কমনীয় মণিময় প্রদীপ দ্বারা) নীরাজনাং চকার (শ্রীকৃষ্ণের নীরাজন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন) ।।১৩৯।। (২৫১)

১৩১। এইরূপে পূজার অঙ্গস্বরূপ সেই আরাত্রিক-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মা পুনরায় অভিষেকমহোৎসবের অঙ্গরূপে মহর্ষিগণের উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা ও ধান্য প্রভৃতির

প্রত্যেকটি দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে সংলগ্ন করিয়া পশ্চাৎ
সকল দ্রব্য একসঙ্গে স্বর্ণময় পাত্রে স্থাপনপূর্বক পূর্বের
ন্যায় অপর মন্ত্র পাঠের সহিত মহানীরাজন-কৃত্য
সম্পাদন করিয়াছিলেন ।। (২৫২)

১৩২। অনন্তর গায়ত্রী, গৌরী ও অরুন্ধতী প্রভৃতি মুনি-
পত্নীগণ তথা দেবমাতৃকাগণ ও দেবপত্নীগণ আচারানু-
সারে উভয় করতলে মাঙ্গলিক দীপাবলি ধারণপূর্বক
নিজ-নিজ বামভাগে দক্ষিণ করতল ও নিজ-নিজ দক্ষিণভাগে বাম
করতল বিন্যাস করিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার আরাত্রিক
করিয়াছিলেন ।। (২৫৩)

১৩৩। এইরূপে মহোৎসব পরিসমাপ্ত হইলে ভগবান্
চতুরানন বিষ্বক্সেন ও গরুড় প্রভৃতি পরম ভাগবতগণের
মধ্যে ভগবানের নৈবেদ্য বিতরণপূর্বক শঙ্খ প্রভৃতি
নিধিগণ, কল্পতরু, চিন্তামণি ও কামধেনুকে দেশকালানু-
সারে এরূপ আদেশ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের
এই মহোৎসবকৃত্যে —

• দেবোপদেবমুনয়ঃ চ (দেবতা, উপদেবতা ও মুনিগণ),
তদঙ্গনাঃ চ (তাঁহাদের পত্নীগণ), নাগেশ্বরাঃ চ
(অর্থাৎ নাগরাজগণ), গিরি-কাননদেবতাঃ চ (পর্বত ও

বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ), অপ্সরঃ প্রভৃতয়ঃ অপরে
অপি যে চ (এবং অপ্সরঃপ্রভৃতি অন্যান্য যাঁহারা)
সমস্তাঃ (সমাগত হইয়াছেন, [তোমরা]) তান্
(তাঁহাদিগকে) বিবিধৈঃ ভূষণৈঃ পরিধাপয়ত
(বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত কর)।। ১৪০।। (২৫৪)

১৩৪। ব্রহ্মার এইরূপ নির্দেশানুসারে ভাগ্যাতীত ফল-
দায়ক সেই লক্ষপ্রমুখ সকলেই প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্-
ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম মনোহর উৎসবের
দর্শনকারী প্রত্যেককেই বস্ত্র, অলঙ্কার, তিলক ও
তাম্বুলদ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।। (২৫৫)

১৩৫। এইরূপে অনন্ত রহস্যময় উৎসব-কৃত্যের
অবসান হইলে, অনন্তর পরমদয়ালু, কর্তব্যকুশল ও
পুষ্পশোভিত কাঞ্চনবৃক্ষরাজির ন্যায় পরমানুরাগ-
সম্পৃক্ত ব্রহ্মাপ্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ
করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। পরন্তু
কেবলমাত্র ইন্দ্র ও সুরভি অনেকক্ষণ দেবগণের
ভয়হারী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কিয়ৎকাল
অবস্থান করিয়াছিলেন।। (২৫৬)

১৩৬। ব্রহ্মাপ্রভৃতিকর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণের এই

অভিষেকোৎসব বস্তুত: আশ্চর্য নহে; আর, ইহা
শ্রীকৃষ্ণের আধিক ঐশ্বর্য বা অতিশয় উপভোগ্য
বৈভবও নহে; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ
তাঁহার অংশ, কেহ কেহ বা অংশাংশ, কেহ কেহ
কলা এবং কেহ কেহ বিভূতিস্বরূপ বলিয়া
তাঁহারা ভগবানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায়
উহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচিত্রভাব পোষণ করেনা ॥ (২৫৭)

২৩৭। অতঃপর চতুর্মুখ প্রভৃতি দেবগণ সকলে
অনুধ্যান করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রভূত অনুগ্রহের
উদয়হেতু দয়ার্দ্র হইয়া অতিশয় কৌতুকসহকারেই
সম্মুখস্থিত নিভীকচিত্ত ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্বক
সরস বাক্যে বলিলেন — হে দেবরাজ! সম্প্রতি
আপনার ক্রোধের উপশম হইয়াছে কিনা, বলুন।
আপনি অন্তর্যামী বলিয়া অন্তরের কথা গোপন
করিতে পারেননা। আমি যে অতিরিক্ত বৈরভাববশতঃই
আপনার গর্ব নষ্ট করিয়াছি, তাহা নহে; পরন্তু
হর্ষবশতঃই ইহা করিয়াছি; কারণ, আমার তেজঃ
কখনও নিজ-জনের গর্ব সহ্য করিতে পারেনা।
মদমত্ত জনগণ আমার নিকট হইতেই
দণ্ডলাভের যোগ্য ॥ (২৫৮)

দেবরাজের শোধন ।। (২৫৮)

১৩৮। হে পরন্তপ দেবরাজ! আমি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়াই আপনার যজ্ঞ নিবারণ করিয়াছি; অতএব ইহার পর আমার প্রতি আর অসূয়া পোষণ করিবেন না। সম্প্রতি সুখে যাত্রা করুন এবং সুবিস্তৃত সম্পদ অধিকারপূর্বক স্বীয় ইন্দ্রপদ ভোগ করুন। ইহার পর আর মদমত্ত হইবেন না।" শ্রীকৃষ্ণ অনুকম্পা সহকারে এরূপ বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ প্রবল কৃপাসূচক দণ্ড লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র হৃষ্টচিত্তে বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্বক নিজ-পুরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোমাতা সুরভিকে নিখিল প্রণয়-গৌরবে সম্বর্ধিত করিয়া বিদায় করিলেন এবং স্বয়ংও পূর্ববেশ-পরিধানপূর্বক অতি মনোহর লাবণ্য বিস্তার করিয়া নিমেষমাত্রেই স্থানান্তর হইতে সমাগতের ন্যায় ব্রজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।। (২৫৯)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধার-নামক পঞ্চদশ স্তবক।

—— ০ ——

ষোড়শ স্তবক

১। অতঃপর, বক্তার কথার উপযোগী ও ভয়হর্ষজনক মনোহর। বিচিত্র চরিতাবলীদ্বারা যিনি অপর কর্ণপ্রিয়গণের সার্থকতা দূর করেন, যাঁহার গুণাবলী শ্রোতৃবর্গের কর্ণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থ করে, যিনি লীলাচরিতদ্বারা সকল লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যাঁহার রূপশ্রী অতিশয় প্রশংসনীয়, যাঁহার কেলিসমূহ লক্ষ্মীদেবীর কেলিকলাপ অপেক্ষাও অতিরহস্যময়, পরমরমণীয় গোপরমণীগণের যশঃপ্রদ, যাঁহার ললাটে কুঙ্কুমবিরচিত তিলক শোভা পায়, যাঁহার কেশরাশি বকুলপুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বিশেষভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, যিনি কলাগুণনিপুণ গোপযুবতীগণের পরম সৌভাগ্যস্বরূপ, যাঁহার রূপের প্রভাবে কোটি কন্দর্প পরাভূত হয়, যিনি দর্পভরে নিখিল দিক্‌পালগণকে অতিক্রম করেন, শঙ্কর প্রমুখ দেবগণ সকলে যাঁহাকে প্রণাম করেন এবং যিনি দেবগণের বিপত্তি দূর করেন, তাদৃশ মনোহর শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন দেবরাজ ইন্দ্রের গর্বহরণের নিমিত্ত অতিশয় ধৈর্যসহকারে গোবর্ধন ধারণপূর্বক 'গোবিন্দ' এই নামটিকে অলঙ্কৃত করিলে, তাঁহার

প্রতি অনুরক্ত ব্রজবাসিগণের কিয়ৎকাল পরমানন্দেই
অতিবাহিত হইতে লাগিল। আর, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও
সহচরগণের সহিত বৃন্দাবনে গোচারণ-প্রভৃতি
মনোজ্ঞ বিহার প্রকট করিয়া পূর্বের ন্যায় সুখেই
সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ সময়ে
একদা শ্রীনন্দমহারাজ চিত্তশুদ্ধিকারিণী একাদশী
তিথিতে উপবাস করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দ্বাদশী তিথিতে
পারণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া দ্বাদশী-তিথির পরদিন
অল্পকাল স্থিতিহেতু রাত্রির শেষভাগেই সত্বর
সর্বকর্মকুশল তিন চারি জন অতি চতুর ও অনুরক্ত
ভৃত্যের সহিত মিলিত হইয়া অতি-মনোযোগসহকারে
স্বীয় উৎকর্ষ প্রকট করিয়া স্নানের নিমিত্ত যমুনাজলে
প্রবেশ করিলেন ॥ (১)

২। শ্রীনন্দমহারাজ স্নানের নির্দিষ্ট সময় লঙ্ঘনপূর্বক
জলে অবতরণ এবং জলরাশি আলোড়ন করায়
তৎকালে বরুণের অনুচরগণ ক্রোধে বিক্ষিপ্তচিত্ত
হইয়া লোকসমূহের উদ্বেগ উৎপাদনপূর্বক,
প্রীতিপ্রদ উত্তম চরিত্রশালী ও দুর্লক্ষ্যস্বভাব
সেই ব্রজরাজকে বলপূর্বক অনায়াসেই বরুণের নিকট
আনয়ন করিল॥

~~দিকে লইয়া গেলাম (২)~~

৩। তখন তীরস্থিত ব্যক্তিগণ উদাসীনের ন্যায় "ইহা কী হইল?" এইরূপ উদ্বেগযুক্ত হইয়া ভ্রান্তিহারী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া এই বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন — হে অসুর গর্বের বিনাশকারী, দেবগণের উপকারক, দীননাথ, বিপত্তারক শ্রীকৃষ্ণ! আপনি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! এখানে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মাননীয় উর্বশী পিতা যমুনার জলে স্নান করিতেছিলেন, জলদেবতায় পর্যালয়ে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই হেতু হে মহাভুজ! আপনি সম্প্রতি এই বিপদ হইতে ত্রাণ করুন। আপনি ব্যতীত অপর কেহই এই মহাবিপত্তি দূর করিতে সমর্থ নহেন॥ (৩)

৪। সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বেগবশতঃ বিস্ফূর্তিশালী ও অতিশয় প্রিয় সত্য হেতু কর্ণপীড়াজনক, গোপগণের সেই কাতর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, "ইহা বরুণালয়েরই অজ্ঞ ও হীন অনুচরগণেরই অনিবার্য কুকর্ম" — ইহা বুঝিতে পারিয়া, বরুণের নবীন পুরীতে আকৃষ্ট হইয়াই যেন তাঁহাদের পুরীকে কৃতার্থ

করিবার নিমিত্ত অন্য কোনরূপ বেশভূষাদি ধারণ না করিয়াই সত্বর সকলের পুরমধ্যে গমন করিয়াছিলেন ॥ (৪)

৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বকুল-পুরে প্রবেশ করিলে গোকুলবাসী ব্যক্তিগণের, বিশেষত: কুল-ললনাগণের চিত্তে অবসাদের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ (৫)

যদ্যপি (যদিও) সুদূরাৎ (সেই সুলোচনাগণের) সদা (সর্বদা) হরে: অবলোক: (শ্রীকৃষ্ণের দর্শন) ন ভবতি (সম্ভবপর হইত না), তৎ অপি (তথাপি) একগ্রামনিবাস: হি ([শ্রীকৃষ্ণের সহিত] এক গ্রামে নিবাসই) একালয়বাসবৎ ভাতি ([তাঁহাদের নিকটে] এক গৃহে বাস করার ন্যায় মনে হইত) ॥ (৬)

৬। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্তা ললনাগণের নিকট উক্ত সময়টি তাঁহার প্রবাস দিবসের ন্যায় মনে হওয়ায় বলহীনতার ফলে তাঁহাদের শরীর যেন পতনোন্মুখ হইয়াছিল এবং তাঁহারা তৎকালে প্রত্যেকটি ক্ষণকে সহস্র যুগের ন্যায়ই বোধ করিতেছিলেন ॥ (৭)

[তৎকালে] অঙ্গনাবিততি: (সেই ললনাসমূহ) ন

শৃণোতি (কোন কথাই শুনিতে পান নাই); ন এব
পশ্যতি (কিছুই দেখিতে পান নাই); ন বদতি
(কোন রূপ বাক্য উচ্চারণ করেন [অর্থাৎ কোন কথাই বলেন] নাই; [এবং]) ন
স্পন্দতে (কোন কার্য্যেরই চেষ্টা করেন নাই);
অস্যাঃ ([অতএব মনে হয়,] এই ললনার)
অন্তঃকরণম্ ইব (অন্তঃকরণই) কৃষ্ণস্য সঙ্গেন গতং
ইব (যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল) ॥২॥ (৮)
অস্যাঃ ([এই ললনার মধ্যে] শ্রীরাধার) প্রেম
(প্রেম) জীবিতম্ ইব বিলোলং ন (তাঁহার জীবনের
ন্যায় অস্থির ছিলনা); তেন (সেই হেতু) প্রিয়বিরহে
(প্রিয়তমের বিরহে) জীবিতে গতে অপি (প্রাণ
চলিয়া গেলেও) প্রেম এব (প্রেমই) নিরাশাং রাধাং
(কাতরাঙ্গী শ্রীরাধার) জীবয়তি (জীবন রক্ষা
করিয়াছিল) ॥ ৩॥ (৯)
তথাপি অর্থাৎ
অবস্থায়ও, যদি (যখন) বন্ধুবর্গঃ (বন্ধুস্থানীয়া
সখীগণ) নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ (পদ্মপত্রের ব্যজন-
সমূহদ্বারা) সংবীজনেন (বীজন [ও]) চন্দনজলৈঃ
সেকেন (চন্দন জলের সেচনদ্বারা) অস্যাঃ (শ্রীরাধার)
তনুদাহং (শরীরের জ্বালা) সংশময়িতুং ন শেকে

(দূর করিতে পারিলেন না, [তখন]) মূর্চ্ছা সখী (মূর্চ্ছাই সখীরূপে) কিমপি নির্বৃতিম্ আততান (তাঁহাকে অনির্বচনীয়রূপে শান্তি দান করিয়াছিল) ॥৪॥ (১০)

সখীজনৈঃ ([তৎকালে] সখীগণ) প্রাণিধিন তুলক-দুননমূলকং অস্যাঃ শ্বসিতং অনুমীয়তে (শ্রীরাধার নাসিকার নিকটে ধৃত অতিলঘু তুলাগ্রতের কম্পনহেতু তাঁহার শ্বাসপ্রবাহের অনুমান করিয়াছিলেন; [আর]) তেন চ (শ্বাসপ্রবাহহেতুই) জীবনং ([তাঁহার] জীবনের [এবং]) তেন চ (তাঁহার জীবনহেতুই) স্বায়ুঃ (নিজ-নিজ-জীবনের [অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন]) ॥৫॥ (১১)

কৃষ্ণঃ আয়াতি ('ঐ শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন' ইতি) বন্ধুবর্দ্ধনোক্ত্যা (বন্ধুস্থানীয়া বর্দ্ধগণের এইরূপ উক্তিহেতু) পঙ্কজদৃশা (কমললোচনা শ্রীরাধা) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টে) স্থিরপক্ষ্মতারে (নেত্র রোমাবলী ও তারকাযুগলের চাঞ্চল্যরাহিত্যযুক্ত) দৃশৌ (নেত্রদ্বয়কে) যথা এব উন্মীলিতে (যেরূপে উন্মীলিত করিলেন), বত (হায়!) তে (সেই নেত্রদ্বয়) তথা এব (সেইরূপেই) লিখিত পঙ্করুহদ্বয়ী ইব (চিত্রাঙ্কিত

পদ্মযুগলের ন্যায়) তস্থতুঃ (স্থির ভাবে অবস্থান করিয়াছিল)॥ ৬॥ (১২)

কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষণাৎ (ক্ষণকাল মধ্যেই) সর্বথা হি সমেষ্যতি (নিশ্চয় এখানে আসিবেন) আলীজনস্য (নিজ সখীর) ইতি (এইরূপ) বচনে (বাক্যের প্রতি) যদাপি প্রতীতিঃ (যদিও তাঁহার বিশ্বাস আসিয়াছিল), হন্ত বত (কিন্তু, হায়!) যদি (যদি [তৎকালে]) সঃ ক্ষণঃ এব (প্রত্যেকটি ক্ষণই) যুগায়তে (যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়), তৎ (তাহা হইলে) তস্যা বিরহব্যথায়াঃ (তাদৃশ বিরহযন্ত্রণার) কিং দূষণং (দোষই বা কি) ॥ ৭॥ (১৩)

অথ (অতঃপর) নেত্রযুগ উন্মীল্য (নেত্রযুগল উন্মীলন পূর্বক) কৃষ্ণম্ অবলোকয়ন্ত্যাঃ (শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া) অস্যাঃ (তাঁহার) হৃৎ (চিত্ত) পূর্বতঃ অপি (পূর্বাপেক্ষাও) নিতরাং পরিতপ্তং (অধিকতর পরিতাপগ্রস্ত হইল); যৎ (যেহেতু [তৎকালে]) হৃদ্বর্তি কৃষ্ণমহসঃ এষা পটলী (হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের কান্তিরাশি [উন্মীলিত নয়নযুগলের মাধ্যমে]) ধারাশ্রুনালকপটেন (অশ্রুনালমিশ্রিত অশ্রু প্রবাহছলে) বহির্বভূব ~~বাহির হইয়া~~ (বহির্গত হইল) ॥ ৮॥ (১৪)

~~হরিবংশ (বৈশম্পায়ন ইইয়াশেল) ।।৮।। (১৪)~~

৭। করুনাসাগর শ্রীকৃষ্ণ পূর্বোক্তরূপে বরুনালয়ে উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে বরুনদেব সমুদ্রমহিষীসহকারে তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রনামপূর্বক প্রনয়বশে অভিভূত হইয়া প্রসন্নচিত্তে অর্ঘ্য প্রভৃতি বিচিত্র উপকরনসমূহ দ্বারা পূজন করিয়া, উৎকর্ষবশতঃ দুর্ধর্ষ প্রভাবশালী মূর্তিমান্ উৎসবরাশির ন্যায়, কিম্বা ঘনীভূত চিদানন্দরসের ন্যায় বিরাজমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন ।। (১৫)

৮। হে বামদেবাদি দেবগনেরও আদিদেব! আপনি দেবকীর গর্ভজাত রত্নস্বরূপ; আপনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় কমনীয় মূর্তি ধারন করিয়া বসুন্ধরার ভারহরনের নিমিত্ত অবতীর্ন হইয়াছেন; আপনি পরমানন্দরূপে প্রকট হইয়া নির্মল ও পরিপূর্ন প্রকাশ বিস্তার করিতেছেন। হে নন্দনন্দন! আমি কৃতার্থ হইয়াছি; আপনার পদরেনু আমার রজোগুন বিনাশ করিয়া আমার পুরস্থিত মণ্ডলেশ্বরগনকেও বিশুদ্ধ করিয়াছে; আর, আমার জন্মও সার্থক হইয়াছে ।। (১৬)

৯। হে মাধব! আমরা এই বিভবসমূহ কালরূপী আপনার কটাক্ষভঙ্গীতেই বিনষ্ট হয় জানিয়াও তাদৃশ বিভূতিশালী আপনাকে যে আমরা অজ্ঞতাবশতঃ ভজিতে পারি নাই, এই বিষয়ে আপনার মহীয়সী মায়ার সুবিস্তৃত প্রভাবই একমাত্র কারণ। হে প্রভো! নানা জন্মান্তরপ্রাপ্ত মোহবশতঃ আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব অতঃপর আপনি আমাদিগকে যাযাবরপ্রমুখ মুনিগণেরও দুর্জ্ঞেয় মায়াদ্বারা অন্ধ করিবেন না॥ (১৭)

১০। হে জনার্দন! আমার অনুচরগণের বুদ্ধির লেশমাত্র না থাকিলেও তাহারা আপনাদিগকে অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে। হে মনোজ্ঞচরিত! তাহারা আপনার পিতাকে এখানে আনিয়া আমার চিত্তসন্তাপ ও অপকার উৎপাদন করিলেও বস্তুতঃ উপকারই করিয়াছে॥ (১৮)

১১। হে দেবাধিদেব! আপনার এই চরণযুগলের রেণুসমূহ দুর্নীতিপরায়ণ আমার মস্তকের ভূষণ হইয়াছে এবং সংসার বিষের উৎকট জ্বালাবলিও শান্ত হইয়াছে। অতএব, আমি নবনীতিশালী বিজয়ি-

কান্তিশালী, বনমালাদি বিভূষিত, কমলপত্রবৎ আয়ত-লোচনযুগল-শোভিত, উন্নত-অবনত-ত্রিবলিযুক্ত সুন্দর উদরবিশিষ্ট, প্রভূত-তেজঃপুঞ্জ সম্পন্ন, সুদীর্ঘ-সুগোল-বাহুযুগলশালী এবং শঙ্করাদি-দেবগণেরও বন্দনীয় চরণকমল-শোভিত আপনার এই অপূর্ব নবীন শ্রীবিগ্রহকে বন্দনা করি ॥ (১৯)

২০। বরুণদেব এইরূপ স্তুতি করিয়া নিজ হস্তে নির্মল সর্বগন্ধময় জলদ্বারা সকল সৌভাগ্যের আশ্রয়-স্বরূপ তদীয় চরণকমল প্রক্ষালনপূর্বক স্বীয় সমস্ত বিপত্তি দূর করিয়াছিলেন ॥ (২০)

২১। তদনন্তর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় বলিলেন — "হে ভগবন্! আপনি আমাকে অনুগৃহীত করুন। এই বরুণলোকের রত্নস্বরূপ এই সকল বস্তুসমূহের মধ্যে যাহা আপনার অভীষ্ট, তাহাই গ্রহণ করুন। হে বকদমন! এই বস্তুসমূহ আপনারই এবং আমরাও আপনারই নিজ-জন; এ বিষয়ে আর অধিক কী বলিব? পূর্বসাক্ষিত পুনর্দয়ালয় পরিবারবর্গসহই আমরা আপনার দর্শনোৎসুক নয়নতুষ্টিলাভের নিমিত্ত আপনার পিতাকে পাদপরিচর্যা দ্বারা অল্পকালমাত্র এখানে রাখিয়াছি। আপনার

সম্বন্ধে কোনরূপ অভিলাষ করিলে তাহা কখনও বিফল
হয়না। হে অপরাধহারিন্! ঐরূপ দণ্ডই ভূমণ্ডল-
ভূষণ! (তথাপি) আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।
কিম্বা অপরাধী ভৃত্যকে ক্ষমা করিলে প্রভুই
দণ্ডনীয় বলিয়া আপনি আমাকেই সমুচিত প্রচণ্ড
দণ্ড দান করুন। বরুণদেব কৃতাঞ্জলি হইয়া
অহঙ্কারশূন্য-চিত্তে দুই তিনবার এইরূপ শোভন
বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া উদার-
করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেন॥ (২১)

১৪। হে পাশ্চিমদিক্পাল! আমি আপনার নির্মল-
চিত্তের এরূপ প্রেমে সন্তুষ্ট হইয়াছি।
এই ব্রহ্মাণ্ডগত নিখিল বস্তুই আমার হয়। সেই
হেতু হে স্নিগ্ধচিত্ত! আপনি দুর্বাঞ্ছিত আমাকে
আর কী দিবেন? আমার এই বাসস্থানও আপনারই
অধিকারে থাকুক। মাধুর্যশালিগণের ধুরন্ধর ব্রজেন্দ্রনন্দন
এইরূপ পরমমধুর ও সংক্ষিপ্ত বাক্য উচ্চারণপূর্বক
পিতাকে অগ্রে করিয়া লইয়া, বিস্ময় ও
হর্ষ সম্পাদনপূর্বক অগ্রগামী হইয়া ব্রজপুরে প্রত্যাবর্তন
করিয়াছিলেন॥ (২২)

১৫। তৎকালে শ্রীরাধার সহচরীগণ প্রথমতঃ মাঙ্গলিক
কোলাহল-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন-
সম্ভাবনায় চিত্তের চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্বক জনগণের
মুখে তাঁহার আগমন নিশ্চিত জানিয়া একসঙ্গেই অতি
হর্ষমুখীরা যত্ন করিতে লাগিলেন এবং সত্বরই
সুন্দরভাবে বিরহিণী সখীর আশ্বাস উৎপাদনপূর্বক
প্রেমপরিপাক লাভ করাইবার নিমিত্ত অতিশয়
উৎসাহ ধারণ করিলেন ॥ (২৩)

১৬। অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভূত আদর ও বিস্ময়সৎকারে
মধুপুরীর যে নির্মল শোভা, নিজের প্রতি বন্ধনের
প্রীতি ও স্তুতিবাদির যেরূপ লালিত্য অনুভব
করিয়াছিলেন, গোপগণ আনন্দে চঞ্চল না হইয়া
শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বেদের মূর্তিমান অর্থের ন্যায়
তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিঃসন্দেহে নিখিল
জগতের রক্ষক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা
'অহো! অপরিমেয় স্বরূপ এই পরমেশ্বর স্বয়ং আমা-
দিগকে স্বীয় ব্রহ্মসংজ্ঞক অতি প্রশস্ত পরম জ্যোতিঃ
প্রদর্শন করিবেন কি?' এইরূপ সঙ্কল্প করিলে পরম-
কারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া,

নরাকার-বিগ্রহধারী পরমঃ স্বরূপস্বয়ে ব্রহ্ম, তাঁহারই জ্যোতিঃ-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু অপেক্ষাও সমধিক আনন্দরাশির আশ্রয় ও অতিকমনীয় — ইহা ব্যতিরেকভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই অতিশয় মোহাচ্ছন্নচিত্ত কুতর্ককারী সেই ব্রজবাসিগণের সংশয়চ্ছেদের অভিলাষে প্রেমমুগ্ধগণের তৎপু সেই সমুদয় ব্যক্তিগণের চিত্তে ব্রহ্মাকার বৃত্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন ॥ (২৪)

২৫। তদনন্তর তাঁহাদের নির্বিকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রীতির আনন্দের ও নিরানন্দের অসাক্ষাৎকারহেতু পূর্বসিদ্ধ অনুভূতির বাধা হওয়ায় যখন উহা পীড়াবিশেষের ন্যায় মনে হইয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে করুণার সঞ্চার হওয়ায় মুক্তিরাক্ষসীর জঠরমধ্যে আবদ্ধপ্রায় সেই ব্রজবাসিগণকে যেন মোহগ্রস্ত না করিয়াই, তিনি প্রণয়পুঞ্জশালী নিজ-জনগণকে কখনও স্বপ্রদত্ত মুক্তি-গ্রহের কবলে নিক্ষেপ করেন না, — ইহাই যেন সিদ্ধান্তরূপে প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায়

শুদ্ধ অবিমিশ্র হিতকারী, পরমানন্দবর্ধক, সর্বত্র সর্বদা অকুণ্ঠ-
স্বরূপ, বৈকুণ্ঠনামক স্বীয় পরম ধাম প্রদর্শন
করিয়াছিলেন ।। (২৫)

১৮। তদনন্তর সেই গোপগণ সমাধিদশা হইতে
বাহ্যদশায় উপনীত হওনের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
মূর্তিমান ব্রহ্মানন্দস্বরূপ পরম দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণকে
অবলোকনপূর্বক অপ্রাকৃত পরম হর্ষ অনুভব
করিয়াছিলেন; পরন্তু আপনাদিগকে পুরবাসী মনে করিয়া
কোন বস্তুকেই বৈকুণ্ঠসম্বন্ধী বলিয়া ধারণা করিতে
পারিলেননা ।। (২৬)

১৯। এইরূপে তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মকৈবল্য ও
তদাধিক সমৃদ্ধিশালী বৈকুণ্ঠসুখ অনুভব করিয়া,
নিখিল সৌন্দর্যশালী ভগবানের মুখচন্দ্রের অদর্শন-
হেতু উক্ত অত্যল্প সময়কেই যুগসহস্রের ন্যায়
মনে করিয়া অতিশয় দৈন্যগ্রস্তের ন্যায় ভাব প্রকাশ
করিলে, ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ ও রসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহাদিগকে পুনরায় গোলোকনামক নবীন ধাম প্রদর্শন করাইয়া
তাঁহাদের আনন্দবর্ধনের ও সন্তাপনাশের নিমিত্ত
বৈকুণ্ঠধামকেও কুণ্ঠাযুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ

তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠধাম হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন ॥ (২৭)

২৮। তদনন্তর সেই গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উৎসববৃদ্ধিতরঙ্গে আকুল হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। ইহাদ্বারা, ব্রহ্মসাযুজ্য ও ব্রহ্মভূত বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি অপেক্ষাও তাদৃশ অলৌকিক লৌকিক লীলালাবণ্যাদির অনুশীলনই পরমানন্দপ্রদ রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ॥ (২৮)

২৯। বিতর্ক ও কুতর্করাশিদ্বারা চিত্তের কর্কশতা ও মালিন্যবশতঃ জ্ঞানিগণও এরূপ প্রভূতমহিমাশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে অবগত হইতে পারেন না। আর, দুঃশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহার অনুসন্ধানও দুষ্করই হয়। যিনি লীলাচঞ্চল অপাঙ্গতরঙ্গের ঈষৎ বিক্ষেপদ্বারাই গোপগণের নিকটে সাযুজ্যের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া তৎপর অতিশয় দুর্ঘট বিষয়ের সম্পাদন ও বিখ্যাতক্রমে তাঁহাদিগকে সেই সাযুজ্য-দশা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই লীলাশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোন কার্য্যই বা অসম্ভব? অর্থাৎ সকল কার্য্যই সম্ভব ॥ (২৯)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে ব্রজবাসিগণকে ব্রহ্মলোকপ্রদর্শন-নামক ষোড়শ স্তবকে।

সপ্তদশ স্তবক।

১। অতঃপর ব্রহ্মাদি সকলের গর্বগরিমা বিনাশ করিয়া নিবিড় মদমত্ত কন্দর্পের দর্পদমন, নিজপ্রিয়সখীরূপা মুরলীর নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার যথেষ্ট পরীক্ষা দান, স্বীয় ভুজযুগলদ্বারা যুগপৎ মনোরম ভাবে অনেক ললনার আলিঙ্গন এবং নিয়ত কাত্যায়নী পূজারতা কুমারীগণের অমৃতধারার ন্যায় প্রবাহিত, প্রেমপুষ্ট, নবীন অনুরাগ-তরঙ্গরাজিকে একসঙ্গেই স্বীয় ইচ্ছাশক্তি-বিশেষদ্বারা অকালেই পক্কতা লাভ করাইয়া সর্বতোভাবে অনুমোদনের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথাকালে, 'আমার সহিত এই সকল রজনীতে বিহার করিবে' এইরূপে সঙ্কল্পিত রাসাদি ক্রীড়াসমূহের আশ্রয়স্বরূপ রাত্রিসমূহকে অত্যন্ত দীর্ঘরূপেই পরিণত করিয়াছিলেন। 'আমাদের পুত্র অতিশয় সাধু বলিয়া পূর্ব পূর্ব রজনীর ন্যায় গৃহেই অবস্থান করিতেছেন' মাতা পিতার চিত্তে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত নিজশক্তির প্রয়োগ করিয়া উভয় লোকের অপেক্ষা পরিহারপূর্বক অজস্র (অবিরাম) আমোদে মত্ত হইয়া বৃন্দাবনের প্রান্তমার্গে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তিনি তথায় উত্তম রজনীর প্রদোষকালে পূর্বপ্রতিজ্ঞাত শরৎকালীন রাত্রিদেবতাগণকে

কল্পপ্রমাণ কালের ন্যায় দীর্ঘ ভাবধারণপূর্বক আদেশ-
লাভের অপেক্ষায় মূর্তিমান্ হইয়া অগ্রে অবস্থান করিতে
লাগিল। "তোমরা সকলেই সকলকলাদিযুক্তা হইয়া
বিরাজ কর" এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। এই বলিবার পর
রহস্যবিশেষের সম্পাদনে অভিলাষী হইয়া ভগবতী যোগ-
মায়াকে নিজাভীষ্ট কোটিকলাদিসমূহের স্বতঃপ্রবৃত্তা
সর্বাধ্যক্ষারূপে নির্ণয়পূর্বক সর্বকার্যেই সেই আয়াস-
রহিতা দেবীকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রমণ করিতে
অভিলাষী হইলেন ॥ (১)

২। অতঃপর সুখকরীকান্তিসম্বদ্ধা সেই রাত্রিসমূহও
উদয়হেতু আবির্ভূত সৌরভশালী বসন্ত, গ্রীষ্ম ও
শরৎকালীন শোভা ধারণ করিয়া তদ্গত প্রভূত
দীপ্তিবাহুল্য হেতু অপরিমেয় ও অতুলনীয়রূপে
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উক্ত ঋতুত্রয়ের পুষ্পাদির
শোভা পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপেই ধারণ করিয়াছিল ॥ (২)

অবশিষ্টার্থ— হরিতি হরিতি (চতুর্দিকে) হারী মদকলকল-
কণ্ঠী কণ্ঠনাদঃ (মদমত্ত কোকিলবৃন্দের মনোহর
কণ্ঠধ্বনি) কর্ণমোদং পূরয়ন্ (শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে
আনন্দ বিস্তার করিয়া) জজৃম্ভে (প্রকাশিত হইতেছিল);

মন্দঃ ([এবং] মৃদু মৃদু) চান্দনঃ গন্ধবাহঃ (মলয় বায়ু)
মুমূর্ষুর মধুরাল মাধবীগন্ধমধু: (মুমূর্ষু মধুর মুকুল ও
মাধবী পুষ্পের গন্ধদ্বারা মিলিত হইয়া) বাতিং
অতনুত (প্রবাহিত হইয়াছিল) ॥ ১ ॥ (৩)
ঝঙ্কৃতের অলঙ্কৃত: (ঝঙ্কারে (গুন্‌গুন্-) শব্দ-শোভিত) মদমধুপযুবান:
(মদমত্ত তরুণ ভ্রমরগণ) মাল্লিকামল্লিকানাং
(মাল্লিকাগুলি অসমূহের) অমূলং কুসুমকুলং
(কুসুম কলিকারাজির) উপরি পরিপিবন্ত:
(অগ্রভাগে মুখ সংযুক্ত করিয়া মধুপানের চেষ্টা
করিলে মনে হইতেছিল, উহারা) নিবিড় নিদাঘ-
শ্রীবিহারোৎসবস্য পণবান্ ইব (যেন নিবিড়
গ্রীষ্মলক্ষ্মীর বিহার উৎসবের পণবসমূহই)
বাদয়ন্তে স্ম (নিনাদ করিতেছে অর্থাৎ বাজাইতেছে) ॥ ২ ॥ (৪)
এইরূপ, সরসি সরসি (প্রতি সরোবরে) অলসা:
(অলসতাযুক্ত) মদকলকলহংসা: সারসা: চ (মদমত্ত
[কলরবকারী] কলহংস ও সারসগণ) সারং সারং (ভ্রমণ করিতে
করিতে) আমোদং ঐয়ু: (অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল
[এবং]) চঞ্চলা: চঞ্চরীকা: (চঞ্চল ভ্রমররাজি)
গন্ধলুব্ধা: (গন্ধলোভে) বিকচকুমুদিনীনাং মণ্ডলে

(প্রস্ফুটিত কুমুদবনে) রতিকেলিং কারিষ্যত (অনুরাগের সহিত বিহার করিতে লাগিল)॥ ৩॥ (৫)

৩। অতঃপর চন্দ্রদেব ভগবানের সেবার উপযোগী সময়ের প্রতি অতিশয় সমাদরবশতঃ প্রভূত কিরণমালায় সুশোভিত হইয়া গগনমণ্ডলে উদিত হইলেন। প্রথমতঃ, প্রণয়কোপে আরক্তমুখী লক্ষ্মীদেবীর গণ্ডদেশে অবস্থিত স্ফীত স্বর্ণকুণ্ডলের ন্যায়, অনঙ্গরূপ চিত্রকর কর্তৃক যুবকজনের চিত্তপটে অঙ্কিত রক্তবর্ণ বলয়-চিহ্নের ন্যায়, সুষমময় সময়ের নির্ধারকরূপে আকাশ-কুণ্ডে বিচরণশীল তাম্ররচিত ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলালসায় উন্মুখী পূর্বদিগ্‌বধূর নবীন কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত বদনমণ্ডলের ন্যায়, পূর্বদিক্‌-সরোবরে বিচরণকারী ও পদ্মপরাগসংস্পর্শে পীতবর্ণ রাজহংসের ন্যায়, কালরূপী পুরুষ কর্তৃক সদ্যোমথিত আকাশরূপ দধিসমুদ্র হইতে আবির্ভূত নবনীতপিণ্ডের ন্যায়, রশ্মিরূপ রজ্জুরাজিদ্বারা আবদ্ধ, ঋতুরাজ বসন্তের শুক্লবর্ণ পটমণ্ডপের ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ডরূপ মণ্ডপের অন্তর্গত আকাশরূপ বিটঙ্কে অর্থাৎ পারাবতপালের

হাসসমূহে অন্তাস্থিত উগ্রমতী মহাবনলক্ষ্মী পাদপাতের দিগ্‌বধূ মাতের
ন্যায়, কলঙ্কছলে বিরাজমান তাম্বুলযুক্ত স্ফটিকময়
তাম্বুলপাত্রের ন্যায়, আকাশসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার
নিমিত্ত কালরূপী পোত-বণিকের সুনির্মল রজত-
গঠিত পোতের ন্যায়, কৈলাস মহেশ্বরের উপযোগী
মল্লহরী শোভিত রজতকুম্ভের ন্যায়, কৌতুকশালী
বলদেবের কর্ণচ্যুত একটি হীরক-কুণ্ডলের ন্যায়,
শরৎ ঋতুর কীর্তিরূপা হংসীর একটি অণ্ডের ন্যায়,
নিজোদর্পে মত্ত কন্দর্পরাজের মৃণালবিরচিত উপধানের
ন্যায়, নির্মল প্রদোষকালের কান্তিদেবীর কেশবন্ধনে
বেষ্টিত মালতীপুষ্পের মালার ন্যায়, বিষ্ণুপদীচিহ্নিত
আকাশের পাঞ্চজন্যের ন্যায়, কন্দর্প মহারাজের
রজতছত্রের ন্যায়, অন্ধকারবিনাশক মনোরম আভিচারিক
যজ্ঞের আজ্যস্থালী অর্থাৎ ঘৃতপাত্রের ন্যায়, আকাশ-
রূপ ক্ষীরসমুদ্রের তারকারাজিরূপ মুক্তারাজির
বিকিরণকারী শুক্তিপুটের ন্যায়, শোভাদেবীর
দর্পণের ন্যায়, রাত্রিবধূর চন্দনতিলকের ন্যায়,
লোকনয়নের কর্পূরবিরচিত ঔষধবিশেষের ন্যায়,
আনন্দসরোবরের একটিমাত্র শ্বেতপদ্মের ন্যায়,

মাধুর্যসাগরের ফেনরাশির ন্যায়, সৌন্দর্যদেবতার
শ্বেতবর্ণ প্রাসাদের ন্যায়, আকাশগঙ্গার অর্থাৎ
মন্দাকিনীর বলয়াকার বেলাভূমির ন্যায়, এবং
মদমত্ত কোকিল যেরূপ 'সকলকল' অর্থাৎ কলকল-
ধ্বনিযুক্ত, সেইরূপ সকলকলাযুক্ত; পুন্নাগ যেরূপ
মনোরম মণ্ডলসমূহের শ্রীসমৃদ্ধ, সেইরূপ মণ্ডলের বা
পরিবেশের শ্রীযুক্ত; দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ
'সলক্ষ্মণ' = লক্ষ্মণের সহিত, সারসপক্ষী যেরূপ
'সলক্ষ্মণ' অর্থাৎ লক্ষ্মণার (সারসবধূর) সহিত অবস্থিত,
সেইরূপ 'সলক্ষ্মণ' অর্থাৎ অন্তর্গত কলঙ্কচিহ্নযুক্ত;
ভগবদ্ভক্ত যেরূপ 'কুমুদামোদক' অর্থাৎ সমগ্র
পৃথিবীর প্রীতিবিস্তারকারী, সেইরূপ কুমুদপুষ্প-
রাজির আমোদজনক; অথচ ভগবদ্ভক্তের ন্যায়ই
সন্তাপহারী; ভগবদ্ভক্ত যেরূপ 'সদোষধীশ'
অর্থাৎ সদোষ বুদ্ধির নাশক, সেইরূপ সদা ওষধি-
গণের ঈশ বা প্রভু; কন্দর্প যেরূপ 'রতিব=' অর্থাৎ
নিজ ভার্যার সৌভাগ্যবর্ধক, সেইরূপ 'রতিব=' অর্থাৎ
অনুরাগের বর্ধনকারী; বিবেকী ব্যক্তি যেরূপ পৃথিবীর
'তমঃ' অর্থাৎ অজ্ঞান নাশ করেন, সেইরূপ পৃথিবীর

তম:' অর্থাৎ অন্ধকারের নাশক; সুগ্রীব যেরূপ তারার অর্থাৎ তন্নাম্নী বানরীর অধীশ্বর, সেইরূপ তারারাজির অধীশ্বর; এবং সমুদ্র যেরূপ 'সদাহিমকর' অর্থাৎ সর্বদা অহি ও মকরগণের দ্বারা যুক্ত, সেইরূপ সর্বদাই 'হিমকর' অর্থাৎ শীতল কিরণযুক্ত হইয়া সেই হিমাংশু স্বীয় কিরণরাজি-দ্বারা বৃন্দাবনকে শোভিত করিয়াছিলেন ॥ (৬)

৪। এইরূপে চন্দ্রদেব উদিত হইয়াই আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান পূর্বক তরুণ তরুবৃন্দের চঞ্চল পত্রসমূহের অন্তর্ভাগে কিরণকণাসমূহের কিঞ্চিৎ সন্নিপাতে (প্রকাশের) তৎসঙ্গে পত্রসমূহের স্বচ্ছ ছায়ার সংযোগ বা মিলন-হেতু তিনি প্রত্যেক বৃক্ষতলেই সুনিপুণ চালনীনিক্ষেপকের ন্যায় বনশোভাকে যেন চালনীদ্বারা নির্মল করিয়া তৎকালে নিজ-কান্তিযোগে বনশোভার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছিলেন ॥ (৭)

৫। অধিকন্তু তিনি ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্ররাজিরূপ মুক্তাফলসমূহে খচিত আকাশরূপ চন্দ্রাতপের মধ্যভাগে লম্বমান, অথচ সুবিস্তৃত কিরণরূপ কেশররাজির কান্তিযুক্ত, দেবগণের শুক্লবর্ণ চামরের ন্যায়, অথবা তারকামণ্ডলীর দীপ্তিমণ্ডিত, Ramen

মোহনে (গোপললনাগণের সম্মোহন-ব্যাপারে) যর্হি (যে সময়ে)
যস্মিন্ (যাঁহার প্রতি) মন: প্রসরতি (শ্রীকৃষ্ণের মন:
ধাবিত হয়), তদা (তৎকালে) অসৌ (তিনিই) তৎ
(তাহা) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) ॥ ৪॥ (১০)
যত্র (যে মুরলীর বাদন-বিনাদ-কালে) একদা এব (এক সময়েই)
একেন এব স্বরপরিমলেন (একরূপ স্বরেরই উৎকর্ষের
বিকাশ হেতুই) অঙ্গনানাং (গোপাঙ্গনাগণের
প্রত্যেকেরই), মুরলী (এই মুরলী) মাম্ এব
(আমাকেই) আকারয়তি (আহ্বান করিতেছে) ইতি এব
(এইরূপেই) প্রতীতি: (প্রতীতি হয়); অথ (অতঃপর)
কৃষ্ণ: (শ্রীকৃষ্ণ) তজ্জাতীয়েতরপরিচয়াভাব-তন্মাত্র-
প্রথাং (তজ্জাতীয় বিষয়ান্তরের অনুশীলনের অভাব-
হেতু: একমাত্র তাদৃশ নিনাদেরই প্রচারকারিণী), রম্যারাবাং
(মনোহরস্বরা) তাং (সেই মুরলীটিকে) মধুরং বাদয়ামাস
(সুন্দররূপেই নিনাদিত করিয়াছিলেন) ॥ ৫॥ (১১)
৬। অতঃপর সেই মুরলীধ্বনি বীচী-তরঙ্গাদির
রীতি অর্থাৎ ক্রমিক প্রসারভঙ্গী পরিত্যাগপূর্বক
অপ্রাকৃতত্ব-হেতু নিজ শক্তির প্রভাবে একসঙ্গেই
যুগপৎ ভাবে সর্বত্র প্রসারলাভ করিয়া সেই
গোপাঙ্গনাগণের— (১২)

[illegible] (১২)

শ্রবণপথপ্রাপ্তিমাত্রেণ (শ্রবণপথে প্রবেশমাত্রেই) হৃদয়ম্ উন্মূলিতম্ ইব (হৃদয়কে যেন উৎপাটিত করিয়াছিল); বুদ্ধিঃ পীতা এব (বুদ্ধিবৃত্তিকে যেন পান করিয়াছিল); ধৃতিঃ পাটিতা ইব (ধৈর্যকে যেন বিদীর্ণ করিয়াছিল [এবং]) দৃষ্টিঃ আলোপিতা ইব (দৃষ্টিকে যেন সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত করিয়াছিল)॥৬॥ (১৩)

এইরূপ, [উক্ত ধ্বনি] আসাং (সেই ললনাগণের) তনূনাং কম্পনম্ অতানি (শরীরে কম্প বিস্তার করিল); অথ (অতঃপর) মতীনাং উন্মাদঃ অরাচি (চিত্তের উন্মাদ অর্থাৎ মত্ততা উৎপাদন করিল; [পরন্তু]) কেবলং (কেবলমাত্র) স্বমার্গসঞ্চার-সংস্কারঃ (নিজ-মার্গে অর্থাৎ বংশীধ্বনির অভিমুখে গমনের উপযোগী সংস্কারটিকেই) অবিতঃ (রক্ষা করিয়াছিল)॥৭॥ (১৪)

হরিমুরলিকায়াঃ (শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর) সঃ নিস্বনঃ (সেই ধ্বনি) বহ্বীনাং (গোপযুবতীগণের) শ্রবণসবিধচারী (কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া) মন্মথোন্মাথকারী (কামসঞ্চার দ্বারা উচ্চাটনকারী), আর্যকুলশীলাচারচর্যাপবিচারঃ (কুল-শীল-ও-আচার-সমূহের

অখিল আচরণের বাধাতন্ত্রক [এবং]) ধৃতিবিঘটন-তন্ত্রঃ (ধৈর্য লোপকারক) কঃ অপি স্বতন্ত্রঃ (কোন এক স্বতন্ত্র) মন্ত্রঃ অভূৎ (মন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল) ॥ ৮ ॥ (১৫)

শ্রীমুরল্যাঃ (উক্ত মুরলীর) অতিমৃদু (অতিমৃদু), মধুরং চ (সুমধুর), স্থূলসূক্ষ্মং চ (স্থূল ও সূক্ষ্ম) তৎ তৈ (সেই) নিনদপরিপাটী-পাটবং (ধ্বনির প্রচার কৌশল) কুলপালী-পালিনীনাং (কুলধর্মরতা পালিনীজাতীয়া যুবতীবৃন্দের [কামিনী পালিনীসদৃশের]) বিলোলীকরণ-কুশল-লীলোন্মত্ত-মাতঙ্গলীলং সমজনি (চাঞ্চল্য-সম্পাদনে সুনিপুণ ও লীলায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বভাব প্রকট করিয়াছিল) ॥ ৯ ॥ (১৬)

৮। আর, সেই মুরলীধ্বনি সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষশালিনী শ্রীরাধিকার কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই অপূর্বরূপে প্রতীত হইয়াছিল ॥ (১৭)

যদি (যদিও) শ্রবণেন পীতং (সেই ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পান করা মাত্রই) ধৈর্যধ্বংসন-বিঘূর্ণন-প্রলপন-হ্রীভঙ্গ-ধী-বিভ্রমৈঃ (ধৈর্যচ্যুতি, ঘূর্ণন, প্রলাপ, লজ্জানাশ ও বুদ্ধি-বিভ্রমের উৎপাদন-হেতু)

মাধ্বীকাচমনোৎসবায়িতং (মধুপানজনিত উৎসবের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছিল), তু (তথাপি) অত্র একং বিশিষ্যতে (একটি বিশেষত্ব এই যে), তস্মিন্ (মধুপানে) দৃশোঃ (নয়নযুগলে) শোণিমা ভবতি (রক্তিমার সঞ্চার হয়); কিন্তু (পরন্তু) সঃ অয়ং ([এই মুরলীর ধ্বনিরস পান করিলে] সেই রক্তিমা) পততা দৃগম্বুনা এব (নয়ন হইতে পতিত অশ্রুধারার দ্বারা) নির্ধৌতঃ এব অভবৎ (সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়) ॥১০॥ (১৮)

তত্র (তথায়) স্বস্বনামশ্রুতিসরসহৃদাং (নিজ-নিজ-নামশ্রবণহেতু সরসচিত্তা) কন্যাগণানাং (ব্রজে কন্যাগণের) প্রত্যেকং (প্রত্যেকের সম্বন্ধে) সঃ বংশীধ্বানঃ (সেই বংশীধ্বনি) হর্ষস্য এব হর্ষঃ আসীৎ কিং (হর্ষেরও যেন হর্ষবর্ধক হইয়াছিল); রহসঃ রহঃ ইব কিং (রহস্যেরও যেন রহস্য হইয়াছিল); মহসাং মহঃ বা (উৎসবেরও যেন উৎসবস্বরূপ হইয়াছিল); শ্রীকৃষ্ণাগ্রপ্রয়াণোৎসবরভসবিধেঃ (শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমনোৎসবের আগ্রহহেতু) ত্বরায়াঃ ত্বরা ইব কিং (সত্বরতারও যেন সত্বরতা উৎপাদন করিয়াছিল); অভিলষিতপথস্য ([একরূপ

উহা] তাঁহাদের মনোরথের) অতিদূর: অপি (অগম্য হইয়াও) অদূর: (নিকটবর্তীই হইয়াছিল) ॥১১॥ (১২)

১। এইরূপ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণরূপ গ্রহকর্তৃক আক্রান্তা হইয়াই যেন ব্রজপুর হইতে অগ্রভাগে নির্গতা হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা একসূত্রাবদ্ধ পুত্তলিকাশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একসময়েই একভাবেই যাত্রা করিলেও উহা পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছিল; কারণ, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে পরস্পর কোনও পরামর্শ হয় নাই, কিম্বা কেহ কাহারও ইচ্ছার বাধা উৎপাদন করেন নাই। অতএব তাঁহারা কেবলমাত্র মুরলীর প্রেরণা অবলম্বন করিতেই সমর্থা হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, মেঘসম্পর্কশূন্যা উজ্জ্বলদীপ্তিমতী বিদ্যুদ্রাজিই যেন গগনমণ্ডল হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া নবীন স্থির দুষ্পার প্রেমবারিধির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতেছে; প্রবল অনুরাগ-পবনের চালনায় স্বর্ণলতারাজিই যেন স্তম্ভিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে; উদ্বেলরূপ মদচঞ্চল গজরাজ কর্তৃক

উৎপাটিত কুলপালিনী শক্তিই যেন এইরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে; কিংবা, উৎকণ্ঠাই যেন মূর্তিমতী হইয়া ইঁহাদের আকার ধারণ করিয়াছে ॥ (২০)

২০। তৎকালে উক্ত ললনাগণ বায়ুচালিত কনককান্তির ন্যায় ও অতিশয় দীপ্তিমতী ও অত্যুজ্জ্বলা সঞ্চারিণী দীপশলাকার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া প্রবল অনুরাগ-বশতঃ নিন্দা ও ভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া, গতিবেগে কুণ্ডলযুগলের সঞ্চলন-হেতু অক্ষুণ্ণ লাবণ্য-সম্ভার ধারণপূর্বক একসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক একই মনোহর ব্যাপারে আকৃষ্টা হইয়া উক্ত মুরলী-রবের অভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন ॥ (২১)

২১। উক্ত ললনাগণ নানাবিধা ছিলেন; তন্মধ্যে সিদ্ধ ও সাধিকার ন্যায় কেহ কেহ অনূঢ়া বলিয়া সর্বদা মাতা-পিতার প্রীতি উৎপাদনেই নিযুক্তা ছিলেন। তৎকালে তাঁহারা গোদোহন করিতে করিতে মাতা-পিতার আদেশ লাভ করিয়াই দোহনক্রিয়া ত্যাগ করিয়া যেন অকালসর্গেই উদ্ভিন্না হইলেন ॥ (২২)

২২। কোন কোন ললনা চুল্লীর উপরে পাকের নিমিত্ত আরোপিত পয়সার অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষকে (ক্ষীরী)

না নামাইয়াই দুর্দম উৎকণ্ঠাবশত: গৃহ হইতে নির্গতা হইলেন ॥ (২৩)

২৩। কোন কোন ললনা পরিবেষণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই বেনুধ্বনির শ্রবণজনিত কৌতুহলবশত: গমনপথ সন্ধান করিতে করিতে পরিবেষণ ত্যাগ করিয়াই অতি প্রযত্নেই নির্গতা হইয়াছিলেন ॥ (২৪)

২৪। কোন কোন ললনা কৌতুহলবশত: আপনাদের সন্তানকে গো-দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে সেই সন্তানকে ভূমিতে ত্যাগ করিয়াই সত্বর প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ (২৫)

২৫। কোন কোন ললনা পূর্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি হইয়াও ভক্তির প্রতিবন্ধক দূর হওয়ায় সম্প্রতি মিথ্যারহিত গোকুলমণ্ডলে স্ত্রীজাতিরূপে জন্মলাভ করিয়া গোপবধূরূপে সেই সর্বকান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই চিত্তের অনুরাগহেতু তৎকালে পতিশুশ্রূষায় নিযুক্তা থাকিলেও যেন পতিশুশ্রূষা পরিত্যাগপূর্বক তাম্বুল অল্পসময়কেই বৎসরাধিক মনে করিয়া সত্বর গৃহ হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন ॥ (২৬)

১৬। কোন কোন ললনা মিলিতভাবে আহার ও উপহাস দ্বারা পরস্পরের চিত্তাকর্ষণ করিতে করিতে সেই আহার পরিত্যাগ করিয়াই সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥ (২৭)

১৭। কোন কোন ললনা পূর্বে স্নাতিরূপে লোক সম্প্রতি বুকে সখীরূপে তাঁহাদের একটি মাত্র স্তনে অনুলেপন প্রয়োগ করিতে করিতে মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র অপর স্তনের অনুলেপনের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন ॥ (২৮)

১৮। কোন কোন নবযৌবনবতী ললনার সখীগণ তাঁহাদের অঙ্গসংস্কারের নিমিত্ত দেহ হইতে কঞ্চুলী উন্মুক্ত করিয়া শরীর মার্জন করিতে করিতে সংস্কার-কর্ম পরিত্যাগ করিয়াই বহির্গতা হইলেন ॥ (২৯)

১৯। দৃঢ়ানুরাগযুক্তা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ ব্যগ্রভাবে বস্ত্র ও অলঙ্কারসমূহের বিপরীত বিন্যাসহেতু অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া মঙ্গলরাশির ন্যায় পরম সৌন্দর্যেরই বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ (৩০)

তাহা এইরূপ — মৃগদৃশঃ (সেই মৃগলোচনাগণ) শ্রোণি-
তটে (কটিতটে) হারং (মুক্তাহার), বক্ষোজয়োঃ
(স্তনযুগলে) মণীন্দ্ররশনাং (মণিময় কাঞ্চী), দোষ্ণোঃ
(বাহুদ্বয়ে) নূপুরে (নূপুরযুগল), আঙ্ঘ্রিপদ্মযুগলে
(পাদপদ্মযুগলে) অঙ্গদং (কেয়ূর), কেশেষু (কেশ-
রাশির উপরে) নীবেঃ মণিঃ (নীবিবন্ধনের মণি)
নীব্যৌ ([এবং] নীবিবন্ধনে) কেশমণিং (কেশবন্ধনের
মণি) দধুঃ (ধারণ করিয়াছিলেন); মন্যে (মনে হয়),
প্রমোদোদয়াৎ (হর্ষের উদয় হেতু) অঙ্গানি এব
(অঙ্গসমূহই যেন) পরস্পরং (পরস্পর) হর্ষপ্রমাদোৎ-
সবং বিদাধিরে (হর্ষকালীন পারিতোষিক বিতরণোৎ-
সব সম্পাদন করিয়াছিল)॥১২॥ (৩১)

হন্ত (অহো!) অক্ষ্ণোঃ ([উঁহাদের] নয়নযুগলের
মধ্যে) একং (একটি নয়ন) অনাঞ্জিতং (অঞ্জনলিপ্ত
হয় নাই); চরণয়োঃ একঃ (চরণযুগলের মধ্যেও
একটি চরণই) লাক্ষয়া রক্তঃ অভবৎ (লাক্ষারসে
রঞ্জিত হইয়াছিল); কুচয়োঃ একঃ (স্তনযুগলের
মধ্যেও একটি স্তন) কুঙ্কুমকর্দমেন (গাঢ় কুঙ্কুমরসে)
ন সমালেপিতঃ (লিপ্ত হয় নাই; [তথাপি]) মৃদুলাঃ

(সুলোচনাগণের) আভিঃ কান্তিভিঃ এব (স্বীয় কান্তি-
রাশিদ্বারাই) এতানি (এই অংশসমূহ) শাটং বভুঃ
(অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল); তু (আর কিন্তু) অয়ং
(ইহাই) বিশেষঃ লাভঃ যৎ (বিশেষ লাভ হইল যে),
ইয়ং রাগোদয়ং অসূচয়ৎ (উহাই শ্রীকৃষ্ণের অনু-
রাগোদয়ের সূচনা করিয়াছিল)॥ ১৩॥ (৩২)
কোন কোন ললনার — উত্তরীয়ং অপি চ যৎ (উত্তরীয়
বস্ত্রটিও যে) অন্তরীয়তাং (অধোবসনের ভাব [illegible])
অন্তরীয়ম্ অপি চ (অধোবসনও যে) উত্তরীয়তাং অগাম
(উত্তরীয়ের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল), তৎ কিং
(তাহা কি) নূনং (প্রত্যেকটিই) অংশয়োঃ (ঊর্ধ্বাংশ ও
নিম্নাংশের) পরস্পরং পূজনম্ ইব অভূৎ (পরস্পরের
পূজার ন্যায়ই হইয়াছিল)? ॥ ১৪॥ (৩৩)
এইরূপ — কতমাঃ (কোন কোন ললনারি) শ্রোণীভরস্খলিত-
কাঞ্চনকাঞ্চীদাম (স্বর্ণময় চন্দ্রহারটি নিতম্ব দেশ হইতে
স্খলিত হওয়ায়) মঞ্জীরহীরাবলিস্বনুষক্তগুণাগ্রং
(তাহার ডোরের অগ্রভাগটি নূপুরাস্থিত হীরকের
অগ্রভাগে আবদ্ধ হইলে, উহাকে) কর্ষন্ত্যঃ এব
ব্রজন্ত্যঃ (আকর্ষণ করিয়াই চলিতে চলিতে)

বিশৃঙ্খলশৃঙ্খলাগ্রা: (অগ্রদেশের বন্ধনমুক্ত
শৃঙ্খলধারিনী) মত্তাম্বিকা: ইব (হস্তিনীগনের ন্যায়)
বিরভু: (শোভা পাইয়াছিলেন)॥১৫॥ (৩৪)
অপরা (অন্য কোন ললনা) প্রস্থানবেগশিথিলাং (দ্রুতগতি-
হেতু শিথিলভাবাপন্ন) নীবিং (বস্ত্রপ্রান্তকে) কর-
কুড্মলেন (কমলকলিকার ন্যায় করদ্বারা) ধৃত্বা এব
(ধারন করিয়াই) চপলং চলন্তী (সত্বর চলিতে
চলিতে) নারায়নস্য বপুষ: (নারায়নের দেহের)
তৎকালনাভিবিবরোদয়দব্জকোশাৎ (নাভিরন্ধ্র
হইতে সদ্য: প্রস্ফুটিত পদ্মকোষের দ্বারা উৎপাদিত)
সুষমাং (শোভাকে) বিজিগ্যে (জয় করিয়াছিলেন)॥১৬॥(৩৫)
কযাচন (কোন ললনা) একপাদকমলে (এক চরণে)
অনুচরীকৃতার্দ্রলাক্ষারসৈ: (সহচরীকর্তৃক বিলিপ্ত আর্দ্র
লাক্ষারসদ্বারা) সরণিং একত: এব (পথের এক পার্শ্বকেই)
শোণাং কৃত্বা (রঞ্জিত করিয়া) যান্ত্যা (চলিতে চলিতে)
হরার্দ্ধ-শরীররূপা (শম্ভুর অর্দ্ধদেহরূপা) শৈলাধিরাজ-
তনয়া (পার্বতীকে) নিতরাং বিজিগ্যে (সম্পূর্নরূপেই
পরাজিত করিয়াছিলেন)॥১৭॥ (৩৬)
কাচিৎ বধূ: (কোন গোপবধূ) অনুকূলবাত-ধূতোত্তরীয়-

নিক্ষিপ্তাঞ্চলং (অনুকূল বায়ুদ্বারা উত্তরীয় বস্ত্রের অঞ্চল কম্পিত হইলে তদবস্থায়ই) আচলন্তী (চলিতে চলিতে), উত্তমশরীর-পরিগ্রহেণ (দিব্যদেহধারিণী) সঞ্চারিণী (গতিশীলা) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) অনঙ্গস্য: পতাকালক্ষ্মী: ইব (কামকলার পতাকার শোভার ন্যায়) ব্যরাজত (বিরাজ করিয়াছিলেন) ॥১৮॥ (৩৭)

এইরূপ কোন নর্তকীর —

একাঙ্ঘ্রিপঙ্কজতলে (একটি পাদপদ্মে) বিনিবেশিতস্য (আবদ্ধ) নূপুরস্য (নূপুরের) নিনদ: (ধ্বনি) বিচ্ছিন্ন: এব অভানি (বিচ্ছিন্নভাবেই অর্থাৎ অপর নূপুরের ধ্বনির অভাবে মধ্যে মধ্যেই উদিত হইতেছিল) যথা (যেমন) মূকেন সাকং (মূক ব্যক্তির সহিত) বাবদূকে (বাচাল ব্যক্তি) অতিবাদিনি (অধিক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে) বাদ: (তাহার উক্তি) এবং (কেবলমাত্র) প্রতিবাদহীন: হি ভবতি (প্রত্যুত্তরশূন্যই হইয়া থাকে) ॥১৯॥ (৩৮)

এইরূপ, কতময়া (কোন ~~রমণী~~ ললনা) সম্ভ্রমাৎ (ত্বরাবশত:) বামে (বাম) দোষ্ণি (বাহুতে) অঙ্গদং (কেয়ূর) দধে (ধারণ করিয়া) অন্যত্র যৎ ন (অন্য বাহুতে যে তাহা ধারণ করেন নাই), তৎ (তাহা) সৌভাগ্যাতিশয়প্রকাশনকৃতে

(তাঁহার সৌভাগ্যাতিশয়-প্রকাশের নিমিত্ত) জয়শ্রীঃ যা
অভূৎ (নিশ্চয়ই জয়শ্রীই হইয়াছিল); তেন (আর, যাহাদ্বারা)
তস্যাঃ (তাঁহার) অখিলানি অঙ্গানি (সর্বাঙ্গই)
সংশুশুভিরে (অতিশয় শোভা হইয়াছিল); দিব্যোষধেঃ
(দিব্য ওষধির) শাখাদ্যোতনতঃ (শাখাসমূহের দীপ্তি-
দ্বারা) সমস্তবপুষঃ (সর্বাঙ্গেরই) দ্যোতনং ন জায়তে
কিং (প্রকাশ হয়না কি)? ॥ ২০॥ (৩৯)
এইরূপ, যৎ অপি (যদিও) কর্ণাভ্যাং (উভয় কর্ণদ্বারাই)
কলানিধেঃ (কলানিধি শ্রীকৃষ্ণের) সঃ মুরলী-ক্বানঃ
(সেই মুরলীধ্বনি) শ্রুতঃ (শ্রবণ করিয়াছিলেন),
তৎ অপি (তথাপি) সখ্যা (অন্য কোন ললনা) বামং কর্ণং
(বাম কর্ণকেই) কাঞ্চনকুণ্ডলেন প্রাপ্তে (সুবর্ণকুণ্ডল
পারিতোষিক দিয়াছিলেন); সঃ এষঃ দোষঃ (এই
দোষটি বস্তুতঃ) অস্যাঃ ন (এই ললনার নহে), কিন্তু
(প্রকৃত) তস্য মুরলীক্বানস্য এব (সেই মুরলীরই ধ্বনিরই
বটে); যৎ (যেহেতু [সেই মুরলী-ধ্বনি]) সুতনোঃ
(উক্ত সুন্দরীর) চিত্তস্য ভ্রমণং (চিত্তের ভ্রান্তি) চকার
(উৎপাদন [ও]) স্তম্ভং (স্তম্ভনের নিমিত্ত) জড়তাং চ তেনে
(জড়তার সঞ্চার করিয়াছিল) ॥ ২১॥ (৪০)

২০। এইরূপে সেই সকল গোপললনারা নিজ-নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কন্দর্পের বাণসমূহের ন্যায় প্রবল বেগে বনগমনে উদ্যত হইলে তাঁহাদের চিত্তের বিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাঁহারা দীর্ঘকাল কারাবদ্ধ ও পশ্চাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইলে উৎকণ্ঠাভরে তাঁহাদের প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহাদের নয়ন-সমূহের অতিশয় চাঞ্চল্য ও চকিতভাব বিস্তৃতিলাভ করিয়া তাঁহাদেরই নিজ-প্রিয়তমের সহিত মিলনরূপ মহামহোৎসবের প্রারম্ভে যেন ঈষদ্বিকসিত নীল-পদ্মের দলসমূহ (পাপড়িরূপ ফুল) পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিল। আর, উদ্গ্রীবতা যেন তাঁহাদের অংশোভার সংশয়ই বিস্তারলাভ করিয়াছিল॥ (৪১)

২১। এইরূপে তাঁহারা মাত্রাধিক্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ কামনা না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে পুরীর বহির্ভাগে পতিগণ পূর্বদেশে মুনিরূপা গোপীগণকে নিষেধ করিয়াছিলেন, পিতৃগণ কুলবালা-গণকে ও অতিশয় স্নেহের কূপস্বরূপ ভ্রাতৃবন্ধুগণ সম্বন্ধের অনুরোধে প্রতিকূলিনী গোপীগণকেও নিবারণ করিয়াছিল॥ (৪২)

~~নির্বাণ করিয়াছিলেন ॥ (৪২)~~

২২। কিন্তু তাঁহারা অনুরাগের পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করায় তাঁহাদিগকে নিবারণ করা সম্ভব হয় নাই। পরন্তু তৎকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগহেতু পর্যাপ্ত ক্রমেই দীপ্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ (৪৩)

২৩। নিত্যসিদ্ধাগণ সখ্যভাবে মোহিত বলিয়া সকলেই তাঁহাদের স্তুতি করেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে নিবারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে; এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ॥ (৪৪)

২৪। মুনিরূপা গোপীগণ মুখ্যা ও অমুখ্যা এই দুইভাগে বিভক্তা। তাঁহাদের মধ্যে ভাবগত পার্থক্য না থাকিলেও মুখ্যাগণ পূর্ববর্তী সাধনার প্রাবল্য-হেতু চিত্তের মালিন্য দূর হওয়ায় অনুরাগদ্বারা সর্বপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম-পূর্বক সাধনভক্তিযোগের পরিপাক-হেতু ভগবানের অঙ্গসঙ্গলাভের সম্ভাবনাজনক পরম মঙ্গলপদের আশ্রয় হইয়া অনায়াসেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ (৪৫)

২৫। অমুখ্যাগণের চিত্তের মালিন্য দূরপ্রায় হইলেও পতিগণকর্তৃক নিরুদ্ধ হওয়ায় বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের

অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখের অন্তরে ধ্যানযোগে প্রাপ্তিজনিত সুখের উপভোগদ্বারা উক্ত মালিন্য পরিশুদ্ধি লাভ করিলে তাঁহাদের কৃষ্ণসংরূপ সুখ্য মিলনলাভে উন্মুখ হেতু সৌভাগ্যবিশেষের সূচনা করিয়া যখনই স্থিরলোভাযুক্ত দশমী দশার উদয় হইল, তখনই তাঁহারা জন্মান্তরব্যতীতই সূক্ষ্মশরীরে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু নির্দয় নিষ্ঠুর পতিগণ তাঁহাদের নির্গমনের পূর্বেই সোপানাবলীর মুখেই দ্বার রোধ করিয়া তাঁহাদের গমনসুখের বাধা উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ (৪৬)

২৬। তৎকালে তাঁহারা এরূপ অবরোধ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে অক্ষমতা হেতু ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্বক গৃহমধ্যেই হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিহেতু তজ্জনিত আনন্দের উপভোগেই অর্জিত সুকৃতির সঞ্চার হইয়াছিল। আবার, সখীপ্রভৃতির সহিত বনে যাইতে না পারায় বিরহদুঃখের প্রখরতাহেতু দুঃসহ গোপন-জীবনজ্বালার উপভোগদ্বারা তাঁহাদের দুষ্কৃতিরাশির খণ্ডন হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া পরাধীনতার অনুভবহেতু

নির্বেদ প্রসন্নচিত্তে অপর সূক্তিতেই, বেদকর্তৃক অন্বিষ্যমান
আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র প্রিয়তমরূপে
লাভ করিয়া পরাধীনতাজনিত দুঃখের পরিহারের
নিমিত্ত ভুজঙ্গের চর্মপরিত্যাগের ন্যায় গুণময় দেহ
পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণাংশসংরূপ সংলীলাবাহের উপযোগী
ও স্বরূপ অংশ শোভাদিসম্পন্ন অপ্রাকৃত দেহ
লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধা ও মুনিরূপা গোপীগণের সহিতই
হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭॥

~~৪৭~~ ২৭। অহো! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা
এরূপ রতিপরায়ণা, তাঁহাদের সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্তির
অভাব কোনরূপেই বিচিত্র নহে; যেহেতু
রতিবাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের বাসনার নিত্যত্ব-হেতু
আত্যন্তিকভাবেই পুনর্নিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া
উহা বাসনার অনুরূপ নির্গুণ দেহেরই উদ্ভাবন
করে। সর্বপ্রকার সুনীতির ভূষণস্বরূপ
শ্রীকৃষ্ণরতির এইরূপ অত্যুজ্জ্বল প্রভাবই
বিরাজমান রহিয়াছে ॥ (৪৮)

(১৮)

8

Sulekha

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ

২৩ খানা খাতার মধ্যে
খাতা — ১৮নং

অন্বয়ানুবাদ
হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
মার্চ—১৮নং

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

সপ্তদশ ~~স্তবক~~ স্তবক (Contd.)

অথ (অনন্তর) অবিকলকলাকলাপঃ (নিখিলকলানৈপুণ্যশালী) প্রিয়ঃ (প্রিয়তম) শ্রীবল্লানুজঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তাং প্রিয়ালীম্ আবলিং (সেই প্রিয়তমাগণকে) সমুপসন্নাং ~~ইহ~~ আলোক্য (নিকটে আসিতে দেখিয়া) ছলাৎ (ছলপূর্বক) অনৃজুতাং অলাৎ (কুটিলতা অবলম্বন করিয়াছিলেন) ॥২২॥ (৪৯)

উপনতযমুনাকূলঃ (যমুনাতীরবর্তী) পীতদুকূলঃ (পীতবসনধারী) অনুকূলঃ নায়কঃ (অনুকূল নায়ক) সঃ তু (সেই শ্রীকৃষ্ণ) অথ (অনন্তর) বাহিঃ প্রতিকূলম্ অন্তঃ অনুকূলং (বাহিরে প্রতিকূল ও অন্তরে অনুকূল হইয়া) বিবক্ষুতাং অগমৎ (এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন) ॥২৩॥ (৫০)

[হে সুন্দরীগণ!] আগচ্ছত (এস, এস), বঃ (তোমাদের) স্বাগতং (শুভাগমন) কিং আস্তি (এবং মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি), বঃ (তোমাদের) কামং (অভীষ্ট) কিং নাম প্রিয়ং (কোন প্রিয় কার্য্য) করবাণি (সম্পাদন করিব?), পদ্মলোচনাঃ (হে সুলোচনাগণ!) ভবতীভিঃ (তোমরা) সদ্মনি যথা স্থিতং (নিজ-নিজ-গৃহে যে-ভাবে অবস্থান করিয়াছিলে), মন্যে (মনে হয়), তথা এব (সেই ভাবেই) আগতম্ (এস্থানে চলিয়া আসিয়াছ) ॥২৪॥ (৫১)

~~ভবেই) অন্যতং (এখানে চলিয়া আসিয়াছ) ॥২৪॥ (৫২)~~
হয়। কারণ, কৌতুকজনিত ভ্রমণকালে এইরূপ বেগ
হয়না; যথা —

পঙ্কজদৃশঃ (হে সুলোচনাগণ!) বঃ (তোমাদের)
বপুষি (শরীরের) শ্রীমণ্ডনং (শোভাবর্ধক) মণ্ডনং
(অলঙ্করণক্রিয়া) অর্ধার্ধং পরিলোক্যতে (অসমাপ্তই
দেখা যাইতেছে); প্রিয়মণ্ডনাভিঃ অপি যুষ্মাভিঃ
(বেশভূষা তোমাদের অতিশয় প্রিয় হইলেও) অত্র চ
(এবিষয়ে) আদরঃ ন প্রাহায়ি (কোনরূপ আগ্রহ
প্রকাশ কর নাই); তেন এব (সেই হেতুই) ইদং
শঙ্কে (এরূপ আশঙ্কা করিতেছি যে), তৎ (তাদৃশ
কোন) অত্যাহিতং জাতং (গুরুতর ভয়ের কারণ উপস্থিত
হইয়াছে), যেন (যাহার নিমিত্ত)
সসম্ভ্রমাগমনতঃ (দ্রুতভাবে এখানে আগমন করায়)
শ্রান্তিঃ (তজ্জনিত পরিশ্রম) অদ্য অপি (এখনও)
ন বিশ্রাম্যতি (নিবৃত্ত হইতেছেনা) ॥২৫॥ (৫২)

এণীদৃশঃ (হে মৃগীলোচনগণ! [তোমাদের]) শ্রবণোৎ-
পলানি (কর্ণভূষণ উৎপলরাজি) গলিতৈঃ স্বেদাম্বুনঃ
বিন্দুভিঃ (প্রবল ঘর্মজলবিন্দু দ্বারা) ক্লিন্নানি

(সম্পূর্ণরূপেই সিক্ত হইয়াছে); ইয়ং (এই) অলকশ্রেণী (অলকরাজিও [ঘর্মজলবিন্দুর সংস্পর্শে]) মুক্তাভিঃ গ্রথিতা ইব (যেন মুক্তাজাল দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে); শ্বসিতং দ্রাঘীয়ঃ (নিশ্বাস অতিদীর্ঘভাবই ধারণ করিয়াছে); অধরপল্লবঃ (অধর পল্লব) তদাহতিশায়ি ম্লানায়মানদ্যুতঃ দ্যোততে (উক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের আঘাতে ম্লান দ্যুতি সূচনা করিতেছে); তেন এব (আর, সেইহেতুই) স্তনপটঃ (স্তনের আবরণ বস্ত্রও) দোধূয়তে (অতিশয় কম্পিত হইতেছে)॥ (৫৩)

২৯। অথবা, এতাদৃশ কোন মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে পুরুষগণের মধ্যেও শান্ত ভাবের পরিবর্তে অতিশয় চাঞ্চল্যেরই উদয় হইত; অতএব শুভ বা অশুভ কীরূপে বলিব? ॥ (৫৪)

৩০। এইরূপ অসমাপ্ত বেশভূষা তোমাদের কৌতুকেরই বিলাস বলিয়া মনে হয়। আবার, গর্ভপ্রায় অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়া তোমাদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে বহির্গমনও সম্ভবপর নহে। পতিপ্রমুখ ইষ্টজনগণ বোধ হয় তোমাদের বনগমন লক্ষ্য করেন নাই বলিয়াই

তোমরা স্বতন্ত্রভাবে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, কিহাই বা কীরূপে বলিতে পারি? কারণ, এই প্রদোষকাল নানাদোষের আশ্রয় বলিয়া ইহা বিহারের উপযুক্ত সময় নহে ॥ (৫৫)

এইরূপে এষা (এই) রজনী (রাত্রিকাল) ঘোরা (অতিভয়ঙ্কর, পক্ষান্তরে অঘোরা অর্থাৎ ভয়ঙ্কর নহে); ইদং বনং (এই বনেও) ভয়দ-পশুবৃন্দং (অনেক ভয়ঙ্কর পশু বিদ্যমান রহিয়াছে, পক্ষান্তরে অভয়দপশুবৃন্দং অর্থাৎ এখানে ভয়ঙ্কর পশু নাই); অভীতে: (নির্ভীকচিত্ত) একস্য মম (একমাত্র আমারই পক্ষে [এই বন]) রসদং (সুখকর, [পরন্তু]) অবলানাং (অবলাগনের) অরসদং (অসুখদায়ক; পক্ষান্তরে একমাত্র আমারই সুখদায়ক; ইহার তাৎপর্য এই যে, আমি ব্যতীত অপর পুরুষের এখানে প্রবেশ অসম্ভব। অবলাগনের এই বন অরসদ অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা রসদায়ক অন্য কিছুই নাই); হন্ত (অহো!) ইদং প্রাপ্তানাং (এই বনে আসিয়া) ব: (তোমাদের) মনসি ভয়ং ন (মনে ভয় হয়না? পক্ষান্তরে মনে কোন ভয় নাই); তৎ (সেই হেতু) ইত: (এখান হইতে) নিবৃত্তি: (প্রত্যাবর্তনই) নি:শ্রেয়স্কং

(মঙ্গলজনক ও ... প্রত্যাবর্তনই কি মঙ্গলজনক) ইতি
ইতি এতৎ মম বচ: ([তোমরা] আমার এই বাক্য)
শৃণুত (শ্রবণ কর)।। ২৭।। (৫৬)
৫৭। হে মৃগনয়নাগণ! কল্যাণবতী তোমরা যদি
বনদর্শনের ইচ্ছায়ই অক্ষয় আনন্দরূপ মদিরায় মত্তা
হইয়া অঙ্গসৌরভদ্বারা আমার অনুরাগ সঞ্চার পূর্বক
এখানে আসিয়া থাক, তবে বনদর্শন সিদ্ধই হইয়াছে।। (৫৭)
দেখ, দেখ — ইত: (এদিকে) ফুল্লা: বল্ল্য: (কুসুমিত
লতারাজি) প্রণয়নয়ত: (প্রণয়নীতি-অনুসারে)
আলয়: ইব (নিজ সখীগণের ন্যায়) মদমধুপ-ঝঙ্কার-
কলয়া গিরা (মদমত্ত ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ বাক্যদ্বারা)
নিষেধতি ইব ([তোমাদিগকে] যেন নিষেধই করিতেছে);
অত: (অতএব) স্থাতুং বাঞ্ছাং ন কুরুত (এখানে
থাকিবার ইচ্ছা করিও না), গৃহং গচ্ছত (গৃহে যাও),
তথা (এইরূপ) তরূণাং ওঘ: অপি (তরুরাজিও)
কুসুমহাসিতৈ: (পুষ্পবিকাশরূপ হাস্যচ্ছলে) ব:
চালয়তি (তোমাদিগকে চালিত করিতেছে; বাস্তব অর্থ —
তোমাদিগকে গৃহে যাইতে উদ্যতা দেখিয়া যেন নিষেধ
করিতেছে; অতএব এখানেই থাকিবার ইচ্ছা কর, গৃহে

যাইতেছ ও তরুগণ তোমাদিগকে নির্দেশ করিতেছে)॥২৮॥(৫৮)
এইরূপ, বয়োগণৈঃ (পক্ষিগণ), সমন্ততঃ (চতুর্দিকে) তরুণাং মূলে (বৃক্ষসমূহের মূলদেশে) ছদানাং ছায়াঃ (পত্ররাজির ছায়া [ও]) শশিনঃ দীধিতীঃ চ (চন্দ্রের কিরণসমূহকে) মিলিতাঃ বিলোক্য (একত্র মিলিত হইতে দেখিয়া) তিলতণ্ডুলভ্রমাৎ (তিল ও তণ্ডুলভ্রমে) চঞ্চুপুটৈঃ (চঞ্চুপুট দ্বারা) লুনন্তি (গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে)॥ ২৯॥ (৫৯)
এদিকে, — ~~(ঐ দেখ)~~ উদঞ্চৎকালিন্দী-লহরি-পরিরভ্যমানিতা (যমুনার উদগত তরঙ্গরাজির আলিঙ্গনরত), প্রফুল্লৎকহ্লারোৎপলবনাবিমর্দৈঃ (প্রফুল্ল কহ্লার ও কুমুদবনের সঙ্ঘট্টনহেতু) সুরভিতঃ (সুগন্ধযুক্ত [ও]) পিকোক্তীনাং দীর্ঘীকরণপটুনা (কোকিলগণের কণ্ঠস্বরের দীর্ঘতাসম্পাদনে সুনিপুণ), চন্দনবনীসমীরণেন (মলয়বায়ু) ~~বনং~~ স্নিগ্ধীকৃততরুতলং বনং পশ্যত (বৃন্দাবনের তরুরাজির তলদেশকে ঐ দেখ স্নিগ্ধ করিয়াছে)॥ ৩০॥ (৬০)
এইরূপ — শোভিতাং (ললনাগণের পক্ষে) অসমগুণানা-দ্রুমখণ্ডমণ্ডিতং (পূর্ণাঙ্গ বিবিধ তরুরাজিছায়া সুশোভিত)

বিচিত্রপত্রিব্রজবিপিনান্তরং (ও অভ্যন্তরে বিচিত্র
পক্ষিগণের দ্বারা বিচিত্রীকৃত) কাননং (এই বনভূমি)
আলোকিতুং (দর্শন করিবার নিমিত্ত) অত্র (এখানে)
স্থিতিঃ (অবস্থান করা) যোগ্যা ন (সঙ্গত নহে); ততঃ
(সেইহেতু) ব্রজং ব্রজত (ব্রজে গমন কর; বাচ্য অর্থ—
এখানে অবস্থান করা সঙ্গত বটে, অতএব ব্রজে গমন
করিও না) ॥৩১॥ (৬১)

৩২। অতঃপর আমার বাক্যের প্রযত্নে অভিলাষী হও;
সুন্দরীও পতির দেহের সেবা কর, উহা অনাদরের
যোগ্য নহে। বাচ্য অর্থ— উহার সেবা করিও না,
উহা অনাদরেরই যোগ্য। এইরূপে তিনি সর্ববাসতী-
গণের প্রতি উপদেশ করিয়া পুনরায় সুন্দরী কুমারী-
গণকে বলিতে লাগিলেন ॥ (৬২)

৩৩। হে সুন্দরী কুমারীগণ! তোমাদের পালিত বালকগণ ও
ধেনু বৎসগণ রোদন করিতেছে; তাহাদিগকে যাইয়া
মাতৃদুগ্ধ পান করাও; আর, নিকটে যাইয়া যত্নপূর্বক
ধেনুগণকে দোহন কর; স্বীয় উদার চিত্তকে মোহ-
গ্রস্ত করিও না ॥ (৬৩)

মাতরঃ চ (মাতৃগণ), পিতরঃ (পিতৃগণ),

সখুত্রা: ভ্রাতরঃ চ (পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ), পতয়ঃ চ (ও পতিগণ) সমন্তাৎ (চারিদিকে) বহুধা মার্গয়ন্তি (নানারূপে অন্বেষণ করিতেছেন); ইতি মোহং গন্তুং ন অর্হত (অতএব 'আমরা কিছু জানিনা' এরূপ মোহগ্রস্তা হইও না, [এবং]) অভীষ্টং হন্তুং ন অর্হত (অভীষ্ট লোপ করিও না; বান্ধব অর্থে— মাতাপিতৃপ্রভৃতি সকলে অন্বেষণ করিতেছেন বলিয়া ~~মোহগ্রস্তা হইও না~~ ও অভীষ্ট বিহীন হইও না) ॥৩২॥ (৬৪)

তস্মাৎ (সেইহেতু) সরোজাক্ষ্যঃ: (হে কমললোচনাগণ!) ~~তস্মাৎ~~ গচ্ছত (গৃহে গমন কর); অত্র (এখানে) চিরং (অধিক কাল) মা তিষ্ঠত (থাকিও না); নো বোদ্মি (জানিনা), বিলম্বতঃ নাহি গমনে কঃ হেতুঃ ([তোমাদের] বন হইতে না যাইবার কারণ কি)? অত্র আগতং কঃ হেতুঃ (আর, এখানে আসিবারই বা হেতু কি)?; অহো (অহো!) যদি (যদি) মে (আমার) অবলোকনং (দর্শনই) উদ্দেশ্যং (উদ্দেশ্য হয়), অদ্য তৎ সম্পন্নম্ এব (এখন ত তাহা সিদ্ধই হইয়াছে), সময়ান্তরে অপি সম্ভাব্যং (আর, সময়ান্তরেও ইহার সম্ভাবনা আছে; [অতএব]) ভ্রাতৃণাং

(তোমাদের ন্যায় নারীগণের পক্ষে) এতৎ (এইরূপ দর্শন) তথা ন সুখদং (সেরূপ সুখকরও নহে; বাস্তব অর্থ — আমাদের বন হইতে চলিয়া যাইও না; এখানেই দীর্ঘকাল অবস্থান করি; এখানে যে নিমিত্ত আগমন করি নাই, ইহার কারণ সম্পূর্ণ রূপেই উক্ত আছি; তোমাদের মত যুবতীগণের পক্ষে এক আমার দর্শনই সুখকর নহে, পরন্তু অপর কোন রহস্যও রহিয়াছে)॥৩৩॥ (৬৫)

পঙ্কজদৃশঃ! (হে সুলোচনাগণ!) মম (আমার) ধ্যানতঃ (ধ্যান), শ্রবণতঃ (শ্রবণ [ও]) অবলোকতঃ (দর্শন অপেক্ষা) সঙ্গতিঃ (অঙ্গসঙ্গ) ন সুখাবহা (সুখকর নহে); তৎ যাত (সেই হেতু গৃহে যাও); ভবাদৃশঃ (তোমাদের পক্ষে) মাদৃশঃ (আমার ন্যায় পুরুষের প্রতি) প্রেম কর্তুং ন ঔচিত্যঃ (প্রেম করা উচিত নহে; বাস্তব অর্থ — ধ্যানাদি অপেক্ষাও অঙ্গসঙ্গ সুখকর, অতএব গৃহে যাইও না; তোমাদের পক্ষে আমার ন্যায় পুরুষের প্রতি প্রেম করা কি উচিত নহে? অর্থাৎ অবশ্যই উচিত)॥৩৪॥ (৬৬)

৩৪। হে মর্যাদামার্গ-বিনাশকারিনি সুন্দরীগণ! তোমরা এতকাল যাবৎ যে পতিসেবা পালন করিতেছ, তাহা ত্যাগ করিতে পারনা। যে সকল নারী ইহলোকের ও পরলোকের অপেক্ষা করে, তাহারা কখনও অনার্যোচিত আচরণ প্রকাশ করেনা। ধ্বনুধ অর্থ — তোমরা এতকাল আমাকেই পতিজ্ঞানে সেবা করায় এখন তাহা ত্যাগ করিতে পারনা; তোমরা ইহলোকের বা পরলোকের অপেক্ষা না করিয়া আমাকেই লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ। অতএব তোমরা অনার্যোচিত আচরণ কর নাই॥ (৩৭)

৩৫। সুবুদ্ধি সতী নারী কখনও দুঃশীল, অতিখল, দুঃখদায়ক, মৃতকল্প, বৃদ্ধ, বধির, সকল দোষের আকর, জড়, রুগ্ন বা নির্ধন — কোন রূপ পতিকেই ত্যাগ করেন না; সুতরাং যে পতি পূর্বোক্ত রূপ নহেন, তাঁহার কথা আর কী বলিব। ইহাই বৈদিক ও লৌকিক নীতি অর্থাৎ রীতি বা নিয়ম। তোমরা উক্ত উভয় নীতি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ তদ্বিরুদ্ধ অবাধ উৎসবে নির্ভয়ে মত্ত হইয়াছ। পরপুরুষে অনুরাগ— সর্বত্রই ভয়প্রদ, উভয় লোকেই বিরুদ্ধ, অযশস্কর

ও পরম সুপ্রশংসিত অর্থাৎ অতিশয় নিন্দিতই হয়। বিশেষত: তোমাদের ন্যায় ললনাগণের পক্ষে উহা সুতরাংই এরূপ হয়। বাস্তব অর্থে — তোমরা উভয় রীতিতেই বিলক্ষণা ও ইহ (জ্যোৎস্নাময়ী) নিখিল রাত্রি হেতু ভয়শূন্যা; অতএব এস্থানেই অবস্থান তোমাদের পক্ষে সংগত হয়। পরমপুরুষে অর্থাৎ পুরুষোত্তমের প্রতি অনুরাগই সর্বত্রই অভয়দ, উভয়লোকে অবিরুদ্ধ, যশস্কর ও পরম (অতিশয়) সুপ্রশংসিত অর্থাৎ অনিন্দিত ॥ (৬৮)

৬৯। পতি একই হ'ন; যাহা পর অর্থাৎ পর পুরুষ, তাহা লোকের দৃষ্টিগোচর নহে; একমাত্র তোমরাই তাহাকে দেখ। সেইহেতু তোমাদের মহান উন্নত মহিমা জগতে অতুলনীয়। অতঃপর বা অতএব আমার এই উত্তম, প্রিয় ও হিত উপদেশ ফলে এস্থান হইতে গৃহে গমন কর। আমার বাক্য পালন কর। [এস্থলে — 'তোমাদের মহান উন্নত মহিমা' ইত্যাদি বাক্য উপহাস বলিয়া ইহার অর্থ বিপরীত]। বাস্তব অর্থ — পরম পুরুষই একমাত্র পতি; তোমরাই তাঁহাকেই দেখ, অন্য নারীগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তোমরা গৃহে যাইও না; আমার বাক্য সম্মান কর ॥ (৬৯)

৩৭। শরৎকালীন সরোবরে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণ-সংস্পর্শে জলের উপরিভাগ উষ্ণ হইলেও নিম্নভাগ যেরূপ অতিশীতলই থাকে, কণ্টকি (কাঁঠাল) ফলের উপরিভাগ কণ্টকাবৃত হইলেও উক্ত ফলের অন্তর্ভাগ যেরূপ অতিসুস্বাদুই হয়, পক্ব নারিকেল ফলের বহির্ভাগ কঠিন হইলেও মধ্যভাগ যেরূপ সরসই হয়, মধুচক্রের বহির্ভাগে মক্ষিকা থাকিলেও মধ্যভাগে যেরূপ সুমিষ্ট মধু থাকে, ভৃষ্ট শষ্কুলী (পুলিপিঠা) জাতীয় পিষ্টক-বিশেষের বহির্ভাগ অতিশয় রুক্ষ হইলেও মধ্যভাগ যেরূপ ক্ষীরাদি স্নিগ্ধ বস্তু দ্বারা পূর্ণই থাকে, বাক্যের অংশস্বরূপ পদসমূহ আপাততঃ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিলেও আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তির সহযোগে যেরূপ রমণীয় হয়, কলানিপুণ, বনমালী শ্রীকৃষ্ণও নিজসন্তাপনাশের নিমিত্ত তৎকালে পরমকৌতুকীপরবশ হইয়া প্রণয়িনী শ্রীমতীর উদ্দেশ্যে নিজ-বাক্যকে সেইরূপ অনুরাগের সহিত অভ্যন্তরে সরস করিয়া

প্রয়োগ করিলেও অনুরাগাখ্যা ব্রজললনা । ঐ বাক্যের অভ্যন্তরস্থিত সুমধুর মাধ্বীকসদৃশ বাস্তব অর্থ গ্রহণ না করিয়া বাহ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই সরসভাবের উদ্গমহেতু শুষ্কপ্রায় হইয়া এককালেই কোটি-দুঃসহ সন্তাপবিশেষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ॥ (৭০)

৭১। তৎকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বাক্যে সমগ্র শরীরকে শতকোটি বজ্রপাতদ্বারা দলিত, বিষধর বৃশ্চিক কর্তৃক বিদ্ধ, কালভুজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট, তুষানলদ্বারা দগ্ধ, ক্ষুরদ্বারা কর্তিত, প্রবল ব্যাঘ্র কর্তৃক অভিভূত, শূলদ্বারা গ্রথিত, এবং বিষাক্ত বাণদ্বারা ক্ষতের ন্যায় মনে করিয়া সমগ্র লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন, ত্রিজগৎ নিরাশ্রয়, বিশ্ব নিরানন্দ, দিঙ্মণ্ডল সন্তাপময়, ভূমণ্ডল নীরস, ভুবনতল ভস্মীভূত এবং আপনাদিগকে (মৃতজনের) পরলোকগতের ন্যায় জানিয়া অনেককাল নির্জীব (অচেতন) কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কেবলমাত্র শরীরের কঠিন অংশসমূহের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদানপূর্বক ক্রমশঃ যেন মূর্চ্ছা হইতে উত্থিতা হইলেন। তৎকালে

অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের বিশেষই সঞ্চারহেতু
তাঁহারা যখন প্রবল দুঃখানুভব দশা লাভ করিলেন,
তখনই —
অহহ (অহো!) সুদৃশাং (সেই সুলোচনাগণের)
অধরৈঃ স্ফুরিতং (অধর কম্পিত), গণ্ডৈঃ খিন্নং
(গণ্ডদেশ ঘর্মাক্ত), অক্ষিভিঃ পরিস্রুতং (নয়নবারি
বিগলিত), অসুভিঃ ক্ষুব্ধং (প্রাণ ক্ষুব্ধ), বক্ত্রৈঃ
ম্লানং (মুখমণ্ডল ম্লান), অঙ্গৈঃ তনূয়িতং (অঙ্গ-
সমূহ ক্ষীণ) ভ্রূবিসলতাগ্রেভ্যঃ (এবং ভ্রূযুগল-
রূপ মৃণালের অগ্রভাগ হইতে) লাবণ্যশ্রীভরেণ:
(লাবণ্যলক্ষ্মীর দেহলত) কীকসৈঃ ইব (অস্থি-
সমূহের ন্যায়) মণিময়কঙ্কণৈঃ (মণিময় বলয়-
রাজি) স্রুতং (স্খলিত হইয়াছিল)॥৩৫॥ (৭১)
[তৎকালে] দয়িতবচসাং (প্রিয়তমের বচন-
সমূহের) ঔদাসীন্যে শ্রুতে অপি (অতুল ঔদাসীন্য
শ্রবণ করিয়াও) অসুভিঃ (প্রাণবায়ু) ত্বরিতং
ন গতং যৎ (সত্বরই যে বহির্গত হয় নাই), তেন
(সেইহেতু) প্রেম্ণঃ হ্রিয়া (প্রেমের ন্যূনতা-
শঙ্কায় লজ্জায়ই) বিবিক্ষব ইব ([ভূগর্ভে]

যেন
প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াই [তাঁহারা]) দীর্ঘোল্লসন্নখ-
চন্দ্রমঃ-কিরণলহরী কান্তৈঃ (নখচন্দ্রের দীর্ঘ ও উজ্জ্বল
কিরণ তরঙ্গ রূপ কান্তিযুক্ত) চরণকমলাঙ্গুষ্ঠৈঃ (পাদপদ্মের
অঙ্গুষ্ঠদ্বারা) অবনীতলম্ আলিখন্ (ভূমিতল খনন
করিতে লাগিলেন)।। ৩৬।। (৭২)

এইরূপ, জাত্যা প্রণয়েন অপি চ (জাতি ও প্রণয়বশতঃ)
কোমলতরাঃ (অতি কোমল) প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ)
দয়িতস্য (প্রিয়তমের) উচ্চৈঃ রূক্ষোদিতেন
(অতিশয় রূক্ষ বচনে) বিরজ্যমানাঃ (বিরক্ত হইয়া)
ন তরাং প্রযান্তু ([দেহ হইতে] যাহাতে চলিয়া
যাইতে না পারে) ইতি (এইহেতু) জাতমাত্রঃ
বাষ্পঃ (নয়নজল উদ্গত হইবামাত্র) স্বয়ম্ এব (স্বয়ং)
সুদৃশাং (সুলোচনাগণের) কণ্ঠং রুরোধ (কণ্ঠ-
দেশকে রোধ করিয়াছিল)।। ৩৭।। (৭৩)

এইরূপ, যাবৎ (যতক্ষণপর্যন্ত) সঃ এষঃ বাষ্পঃ এব (সেই অবরুদ্ধ
নয়নবাষ্পই) ঘনত্বম্ অপহায় (ঘনভাব ত্যাগ করিয়া)
দ্রবঃ ইব (তরল আকারে) বিলোচনাভ্যাং (নয়নযুগল-
দ্বারা) নিষ্ক্রামতি (নির্গত হইতেছিল), তাবৎ
(ততকাল) অবলাঃ তাবৎ (সেই ললনাগণ) নভাসি

চিত্রীকৃতা: (আকাশতলে অঙ্কিত) অনুরাগলেখা: ইব
(অনুরাগ-রেখার ন্যায়) ক্ষণং এব (অল্প সময়ের নিমিত্ত)
তূষ্ণীং বভূবু: (মৌনাবস্থায় অবস্থান করিলেন) ॥৩৮॥ (৭৪)
এইরূপ, সুদৃশাং (সুলোচনাগণের) সন্তাপহালাহল:
(সন্তাপরূপ তীব্র বিষ) অন্ত: মাতুম্ অশক্ত: এব
(চিত্তে স্থানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াই) নেত্রৈ:
(নয়নদ্বারা) অঞ্জনরঞ্জিতাশ্রুলহরীব্যাজেন (কজ্জলাক্ত
অশ্রুপ্রবাহচ্ছলে) বহি: লীন: (বহির্ভাগে ক্ষরিত
হইয়া) সন্তপ্তস্তনমণ্ডলেষু (সন্তাপযুক্ত স্তনমণ্ডলে)
নিপতন্মাত্র: (পতিত হইবা-মাত্রই) মা দৃশ্যতে স্ম
(বিলুপ্ত হইতে লাগিল); প্রাণাপহারোদ্যত:
(প্রাণহরণে উদ্যত হইয়া) ভূয়: চ (পুনরায় [উহা])
হৃদয়ম্ এব (চিত্তমধ্যেই) আবিশৎ কিং নু
(প্রবেশ করিয়াছিল কি?) ॥৩৯॥ (৭৫)
৩৯। অতঃপর সেই সুলোচনাগণের নাসারন্ধ্র হইতে
নির্গত ঈষদুষ্ণ নিঃশ্বাস বায়ুই ভুজযুগলের মধ্য-
ভাগে অর্থাৎ স্তনস্থ-বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হারটিকে
মলিন করিয়া যে অতিশয় পীড়াজনকরূপে
অধরপল্লবকে বিদলিত করিতেছিল, উহা বিচিত্র
নহে ॥ (৭৬)

৪০। পরন্তু ইহাই বিচিত্র যে, মৌনভাবাপন্না সেই সুমুখী ললনাগণের বদনমণ্ডল দুঃখবশতঃ ধূসরবর্ণ পদ্মের আকৃতি ধারণ করিলেও তাহা হইতে নবীন লাবণ্যামৃত রসের ধারা গলিত হওয়ার সময়ে, পুনরায় লাবণ্য উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তাহারই যে বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয় লেশ-বিন্দুটি বীজরূপে নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তামণির আকারে অবস্থান করিয়াছিল, কজ্জলাক্ত নয়ন-জল-বিন্দুসমূহ অবিরল পতিত হইয়াও তাহাকে মলিন করে নাই ॥ (৭৭)

৪১। প্রমত্তাবস্থায় তাঁহারা সকলেই নিজ-নিজ-প্রকৃতির ও আচরণের বৈচিত্র্যহেতু বিবিধ বাক্য-প্রয়োগে প্রণয়কোপ, বিষাদ ও দৈন্য প্রভৃতির পরিপাকে উৎসুক হইয়া নানাপ্রকার চিত্তবিকার-বশতঃ নানারূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ (৭৮)

তন্মধ্যে কোন কোন গোপললনা —

সুখামোদোন্মত্তাঃ (সুখ-সৌরভে উন্মত্ত, [অথচ]) নয়নবিগলৎকজ্জলজল-ছটাভিঃ (নয়নবিগলিত কজ্জলাক্ত জলের দীপ্তি-সদৃশ), মধুরকলঝঙ্কারকলয়া ([এবং] মধুর

অকাণ্ড সর্ষারভূলে) স্বয়ং ~~[illegible]~~ তান্ এব অর্থাৎ
(স্বীয় বক্তব্য বিষয়েরই) সমনুকুর্বদ্ভি: ইব
(অনুকরণকারীর ন্যায়) অলিভি: (ভ্রমরগণের
দ্বারা) দিশ: (দিঙ্মণ্ডলকে) শ্যামাকারা: কুর্বত্য:
(কৃষ্ণবর্ণ করিয়া) সগদং (দু:খভরে) গদ্গদাগির:
(গদ্গদ স্বরে) অগদন্ (বলিতে আরম্ভ করিলেন) ॥৪০॥
(৭৯)

গোপললনা
কোন কোন রমণী — অতিদন্তকান্তভাসাং স্তবকৈ:
(দন্তরাজির অতি মনোহর দীপ্তিপুঞ্জ দ্বারা) আনন-
গন্ধানিভরাস্থৈ: ভ্রমরৈ: চ (এবং মুখপদ্মের গন্ধে উন্মত্ত
ভ্রমরগণের দ্বারা) পূরত: (সম্মুখভাগে) গগনাঞ্চলং
(আকাশের এক অংশকে) তিলতণ্ডুলায়মানং
বিদধত্য: (তিল তণ্ডুলের ন্যায় শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত
করিয়াই যেন) জজল্পু: (বলিতে লাগিলেন) ॥৪১॥ (৮০)
কোন কোন গোপললনা — অনুরাগরসেন রঞ্জিতং (অনুরাগরসে
রঞ্জিত, [অথচ]) স্বরশব্দার্থবিশেষগুম্ফিতং
(মধুর স্বর শব্দ ও অর্থবিশেষযুক্ত [গুম্ফিত]) মৃদু-
মঞ্জুগিরাং অধীশ্বরী-রসনাগোচরং (একমাত্র
মনোজ্ঞ মৃদুবাক্যের অধীশ্বরী সরস্বতীরই

লিখাম্বু উচ্চারয়ন্ত্যঃ (লোলা) বচঃ (বাক্যসমূহ) উচিরে (বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন)॥৪২॥ (৮১)
কোন কোনি গোপললনা — অতি চঞ্চল লোচনাঞ্চলাভিঃ (অতি চপল কটাক্ষ সমূহের বিক্ষেপদ্বারা) বিয়তি (আকাশে) ইন্দীবর কাননং (নীল পদ্মের বন [...]) দশনানাং কিরণৈঃ অপি (দন্তকিরণ সমূহ-দ্বারা) পুণ্ডরীকখণ্ডং সৃজন্ত্যঃ (শ্বেত পদ্মের বন রচনা করিয়া) রুষা পরুষাঃ (রোষভরে কর্কশচিত্তে) সমূচুঃ (বাক্য বিস্তার করিতে লাগিলেন)॥ ৪৩॥ (৮২)
ঘনঘর্মপয়ঃকণাননাঃ (মুখমণ্ডলে নিবিড় ঘর্মজলকণা-রাশি দ্বারা পরিলিপ্তা) কতমাঃ (কোন কোন গোপললনা) কুটিল ভ্রূলতিকা বিকাশিভিঃ (কুটিল ভ্রূভঙ্গী বিস্তার-কারী) মদশোণ কটাক্ষবীক্ষণৈঃ (মদ লোহিত কটাক্ষ-বর্ষণসমূহদ্বারা) মাধবং (শ্রীকৃষ্ণকে) আবভাষিরে (লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন)॥ ৪৪॥ (৮৩)
বিনয়ানুনয়ানুরাগ লক্ষী পরভাগৈঃ (বিনয়, অনুনয় ও অনুরাগ সম্পদের উৎকর্ষের সহিত) সমভাগ-ভাগধেয়াঃ (তুল্য সৌভাগ্যশালিনী), অকুণ্ঠিতাঃ

সুকণ্ঠঃ (অকুণ্ঠিতচিত্তা সুকণ্ঠীগণ) প্রাপিতোৎকণ্ঠং (উৎকণ্ঠা প্রকাশপূর্ব্বক) গদগদস্বরেণ (গদ্‌গদস্বরে) মৃদু জগদুঃ (মৃদু বাক্য বলিতে লাগিলেন)॥ ৪৫॥ (৮-৪)

কেবলং (কেবলমাত্র) কুমারিকাঃ (কুমারীগণই) নয়নকজ্জলাবিলৈঃ (নয়নলিপ্ত কজ্জলের সংস্পর্শে মলিন) অশ্রুভিঃ (অশ্রু প্রবাহদ্বারা) স্নাপিততপ্ত-বক্ষসঃ (সন্তপ্ত বক্ষঃস্থলকে স্নান অর্থাৎ সিক্ত করাইয়া) স্বানুরাগ-রভসানুসারিকাঃ (স্বীয় অনুরাগাতিবেগের অনুসরণ-পূর্ব্বক) গদ্‌গদং (গদ্‌গদস্বরে) ~~নিজগুঃ~~ নিজগদুঃ (বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন)॥ ৪৬॥ (৮-৫)

৪৭। এইরূপ ~~নিজ-নিজ-~~ স্ব-স্ব-স্বভাবানুযায়ী নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য-~~নিবন্ধন~~ যুক্ত যে যে ~~রমণী~~ গোপললনা কালকূটের ন্যায় তীব্র দুঃখদ্বারা নিজ-নিজ-হৃদয়কে লিপ্ত করিয়া নিজ-নিজ-বুদ্ধি-অনুসারে যেরূপ ~~বাক্য~~ বাক্য বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের তাদৃশ ~~বাক্যের সেইরূপ~~ বাক্যের তদনুরূপ ক্রমেই অনুবাদ করিব। যাহা মুখ্য আদিরসের আশ্রয় বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের গুরু বৃহস্পতির পক্ষেও যথার্থরূপে বর্ণনার যোগ্য হয় না॥ (৮-৬)

৪৮। অহো! আমাদের মানুষ বিচিত্র! রসবোধবিজনিত

গর্বরূপ কণ্ডুরোগের দূরীকরণের নিমিত্ত আমাদের এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া সমস্ত সজ্জনগণ উপহাস করিবেননা ; ইহা আমাদের অপরাধ নহে ; যেহেতু ক্ষুধার্ত রুগ্ন দীন ব্যক্তিও মধুর ও দুর্লভ ইষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে ॥ (৮৭)

৪৪। তন্মধ্যে প্রথমত: পরমলাবণ্যবতী কোন কোন গোপললনা বলিলেন —

'হা হন্ত ভো: ('হা ! ব্রজরাজনন্দন ! [তুমি]) হৃদরুধা (মর্মপীড়াজনক) পরুষাক্ষরেণ (কর্কশ বচনদ্বারা) ন: (আমাদিগকে) এবং বিশিষ্য (এইরূপে বিশেষ ভাবে) বিষাদয়িতুং মা অর্হসি (বিষাদগ্রস্ত করিতে পার না); অহো (অহো!) পয়োদা: (মেঘরাজি) ভুবনস্য (ভুবনমণ্ডলের) সন্তর্পনায় (তৃপ্তি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত) হর্ষং বিধায় (অংকুরের হর্ষবিধান পূর্বক) ঘনরসং বর্ষন্তি বিষং ন (জলধারাই বর্ষণ করে, বিষ বর্ষণ করেনা) ॥৪৭॥ (৮৮)

[আমরা] যৎ (যে), অন্ধূপমান্ (কূপতুল্য) স্বস্বসুবন্ধূন্ (নিখিল বন্ধুবর্গকে) অবমুচ্য (পরিত্যাগপূর্বক) তব (তোমার) আঙ্ঘ্রিমূলং (পদমূলে) অগমাম (উপস্থিত

হইয়াছি) এতৎ (ইহা) নঃ (আমাদের পক্ষে) যুক্তং
(সংগতই হইয়াছে); হি (যেহেতু) বাপীতড়াগসরিদাদি-
পয়ঃ বিহায় (দীর্ঘিকা, তড়াগ ও নদী প্রভৃতির জল
পরিত্যাগপূর্বক) জলধরস্য জলে (মেঘের জলের
প্রতিই) চাতকীনাং বাঞ্ছা (চাতকীগণের অভিলাষ
হইয়া থাকে)॥ ৪৮॥ (৮৯)

৪৯। অপরা কোন কোন ~~স্ত্রী~~ গোপললনা প্রেমার্থ, হাস্য ও পরি-
হাসযুক্ত এইরূপ মনোজ্ঞ বাক্য বলিয়াছিলেন —
'ভবান্ (~~আপনি~~ তুমি) পত্যপত্যসুহৃদাং (পতি, অপত্য ও
সুহৃদ্গণের) অনুবৃত্তিঃ ধর্মঃ' ইতি (সেবাই ধর্ম—এইরূপ)
যৎ উপাদিদেশ (যে উপদেশ করিয়াছ), অসৌ
(সেই উপদেশ) গুরৌ ত্বয়ি অস্তু (গুরুরূপী ~~আপনার~~ তোমার
মধ্যেই থাকুক); অত্র (এই উপদেশে) মাদৃশীষু
(আমাদের ন্যায় ~~স্ত্রী~~ নারীগণের মধ্যে) পদং ন ধত্তাং
(স্থান লাভ করার যোগ্য নহে)॥ ৪৯॥ (৯০)

~~৫০। হে হরে (হে~~

৫০। হে পদ্মবিলোচন! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে,
আমাদের প্রতি ~~আপনার~~ তোমার ~~উক্ত~~ কথিত এই উপদেশবাক্য
পরিহাসেরই যোগ্য হইয়াছে; আমরা পতিসং

পরিত্যাগ করায় আমাদের অপত্যই সম্ভাবনা কীরূপে সম্ভবপর হইবে? হে পুরুষেশ্বর! আর যদি 'পত্যপত্যসুহৃদাং' এই বাক্যে 'পত্যপত্য' বলিতে পতিগণের অপত্য — এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস করা হয়, তাহা হইলেও এস্থলে তাহার অন্বয় সঙ্গত হয় না; কারণ, হে পরিপূর্ণ-সদ্গুণ রত্নাকর! হে কমলাসেবিত-পাদপদ্ম! তোমা ব্যতীত নারীগণের অন্য পতি, কিম্বা মানসিক সন্তাপরূপ শত্রুগণের বিনাশক আর কেহ নাই॥' (৩১)

অপর গোপললনা বলিলেন — 'স্মতিভাজ: (বুদ্ধিমতী [নারীগণ]) ত্রিভুবনাত্মনি (ত্রিলোকের আত্মরূপী) নিত্যে প্রেয়সি (নিত্য প্রিয়তম) ত্বয়ি (তোমার প্রতিই) রতিং কুর্বতে (অনুরাগ পোষণ করেন); কৃতিন্য: (সুকৃতিশালীগণ) আর্তিদং (দুঃখদায়ক), অনাবিনাশি (অনিক, বিনশ্বর) পত্যপত্যসুহৃদাদি (পতি, অপত্য ও সুহৃৎপ্রভৃতির) ন ভজন্তে (সেবা করেন না)॥ ৫০॥ (৩২)

৪৭। হে সর্বদুঃখহর! উত্তম ও অধম সকলের পক্ষে ইহাই উত্তম ও অকপট নীতি যে, আমাদের নয়নের ও চিত্তের আনন্দদায়ক তুমিই সকলের পতিস্বরূপ;

তোমা ব্যতীত অন্যের প্রতিও আমাদের ঘৃণার উদয় হয়। সেইহেতু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। অকপট-ভাবে তোমার অনুগত এই জীবগণ যেন নিরুৎসাহ ও অবসাদগ্রস্ত না হয়॥ (৭৩)

৪৮। তুমি আমাদের শিশুকাল হইতে বাঞ্ছিত এবং আমাদেরকে শিশির কাল যেরূপ কমলিনীগণকে উচ্ছেদ করে, তুমি সেরূপ উচ্ছেদ করিও না; আমাদের জীবিতেশ্বরকে মলিন করিও না?॥ (৭৪)

অপর গোপললনাগণ বলিলেন —

"অহো বত (হায়!) ভবতা (তুমিই তো) নঃ (আমাদের) চিত্তং (চিত্তকে) অত্র অপহৃতং (এখানে আকর্ষণ করিয়া; [অতএব সম্প্রতি]) গম্যতাং ('চলিয়া যাও') ক্ষোভঃ কথং (এইরূপ ক্ষোভন করিতেছ কেন)?, নাথ (হে প্রভো!) পাদে ([আমাদের] পদযুগল) তে (তোমার) পদসরোরুহমূলাৎ (পাদপদ্মের প্রান্তদেশ হইতে) একং পদং চ (এক পদও) ন গচ্ছতঃ (চলিতেছে না)॥ ৫১॥ (৭৫)

৪৯। হে নবীন চোর! সেইহেতু তোমার বাক্য

মারক্রপ লক্ষ্যের শুষ্কতাজনক অনাবৃষ্টির ন্যায় অগ্রাহ্য প্রার্থনযোগ্য নহে ॥ ৭৬॥

অন্য গোপললনাগণ বলিলেন — কপটকৌতুকবুদ্ধী মুচেতাং ([তুমি] কপটকৌতুকরূপ বুদ্ধিবিলাস ত্যাগ কর), অবিরবিঘ্নবর্ষূলী ।সিচতাং [আমাদের প্রতি] অবিরত বিঘ্নের মধু বিতরণ কর), হৃদি (আমাদের হৃদয়ের) ক্লান্তি-কারিণরুক্ষোদিতবৃন: (পীড়াজনক তোমার কঠোর-বাক্যজনিত) তাপকুকূল: (সন্তাপরূপ তুষানলের) শান্তিমেতু (নিবৃত্তি হউক) ॥ ৫২॥ (৭৭)

৬০। অন্যথা কামজনিত মনোরম্যই সন্তাপানলে কৃশতাপ্রাপ্ত এই তনু সমূহই বিনাশ করিয়া এবং অন্য তনু ধারণ করাইয়া আমাদিগকে, নারীবধের নিমিত্ত অনুতাপকারী তোমারই নিকটে লইয়া যাইবে। অতএব আমাদের উভয় প্রকারেই বিরহভয়ের আর আশঙ্কা নাই ॥ (৭৮)

অপর গোপললনাগণ বলিলেন — 'বর্হদলভূষণ! (হে ময়ূর-পুচ্ছভূষণ! [আমরা]) যদি (যখনই) কমলোৎসব-কন্দৌ (কমলের ন্যায় সুখদায়ক) তব অঙ্ঘ্রী (তোমার পদযুগল) অস্পৃশাম (স্পর্শ করিয়াছি), তাবৎ এব হি

(তখন হইতেই) পরস্য সমক্ষং (অপরের সম্মুখে) স্মিতমুখ এব (অবস্থান করিতেই) ন প্রভবাম: (সামর্থ্য-লাভ করিতেছি না) ॥ ৫৩॥ (৯৯)

৫১। সেইহেতু যাহার উৎকর্ষ একমাত্র তোমারই ভোগ্য বলিয়া অপরের পক্ষে অলভ্য নববধূগণের তাম্বূল (তুলনীয়: মধুক্ক) (পরমলাবণ্য) সম মাধুর্য তুমি স্বয়ংই গ্রহণ কর ॥ (১০০)

৫২। যাঁহারা লৌকিক রীতি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা নিজজন-পালনপ্রিয় বৃন্দাবনপ্রিয় তোমার নিকট হইতে রতি লাভ করিয়া কোনরূপ চিত্তসন্তাপ অনুভব করেন না ॥ (১০১)

৫৩। অতঃপর প্রতিরূপ বধূগণ বলিলেন — "কমলা (লক্ষ্মীদেবী) বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) স্থিতবতী চ (স্থান লাভ করিয়াও) তুলস্যা: স্পর্ধয়া ইব (তুলসীর সহিত স্পর্ধা-বশতঃই যেন) যদুপাস্তে (যাঁহার উপাসনা করেন), তে (আপনার) অদ্য (আজ এই) চরণপদ্মপরাগে (পাদপদ্মের রেণুর প্রতি) এষ: (এই) বধূনাং নিকর: (এই বধূগণও) রাগবান (অনুরাগ বহন করিতেছে) ॥ (১০২)

৫৪। হে প্রপন্নার্তিনাশন! অতএব মাদৃশী শরণাগতা-জনকে পরিত্যাগ করিবেননা ? (১০৩)

৫৫। অতঃপর তাঁহাদের ন্যায় তুল্যবাসনাযুক্তা বধূগণ বলিলেন —

হে করুণাম্বুনিধে! (হে করুণাসাগর!) ত্বৎপদাম্বুজ-পরাগবিলাস-স্বাদমোদমদিরাঘূর্ণিতবুদ্ধী: (তোমার পাদপদ্মদলের বিলাসবিশেষের আস্বাদজনিত আনন্দমদিরায় চিত্তের উন্মাদবশত:) বসতী: পরিহায় (নিজ-নিজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া) সংশ্রিতা: স্ম (আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি; [তুমি]) তৎ (সেইহেতু) ন: (আমাদের প্রতি) প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥৫৫॥ (১০৪)

৫৬। সেইহেতু হে পৃথ্বী-দু:খহর পুরুষবর! হে প্রভো! হে পরমকরুণাময়! তোমার অরুণবর্ণ অপাঙ্গের নিরীক্ষণহেতু তজ্জনিত উৎসব প্রভাবে আমাদের চিত্ত সমৃদ্ধিশালী হইলে তুমি সাদর ও সরসভাবে হাস্য করিয়া তদ্গত শুভ্রতা-দ্বারা রঞ্জিত অধরের নবীন রক্তিমার সহযোগে উৎপন্ন তাৎকালিক শোভাবিশেষদ্বারা অশেষ সন্তাপহারী বচনামৃতের

বিনিময়ে আমাদিগকে ক্রয় করিয়া নিজের দাসী
করুন; এ বিষয়ে উদাসীন হইও না ॥ (১০৫)
৫৭। এইরূপ তত্তুল্য বাসনাযুক্ত অন্য ললনাগণও বলিলেন —
[আমরা] খেলল্লোলমণিকুণ্ডলভাস্বদ্গণ্ডমণ্ডলং
(ক্রীড়াচঞ্চল মণিকুণ্ডলের দীপ্তিসহযোগে সমুজ্জ্বল
গণ্ডমণ্ডলশালী), অশান্তিতশোভং (পরিপূর্ণশোভা-
সমৃদ্ধ [ইং]) স্মিতসুধামধুরৌষ্ঠং (হাস্যসুধায় সিক্ত
সুমধুর ওষ্ঠশোভিত) বক্ত্রচন্দ্রং বীক্ষ্য (মুখচন্দ্র
দর্শন করিয়া) তে (তোমার) দাস্যঃ অভবাম হি
(দাসী হইয়াছি) ॥ ৫৬ ॥ (১০৬)
৫৮। হে নাথ! আমরা তোমার সর্বভুবনপাবন, সর্বশোভাসম্পন্ন,
পরমসৌন্দর্যশালী, অরুণবর্ণ করাগ্র-শোভিত, অতি-
রমণীয় ও সুদীর্ঘ ভুজদণ্ডযুগল দর্শন করিয়া
পরমমধুর হাস্যামৃতরূপ মৃতসঞ্জীবনৌষধের
যাচঞাসহকারে তোমার দাসী হইয়াছি।
তুমি দাস্যোচিত প্রেমপূরণকারী। চিত্তমধ্যে
সত্বর আমাদিগকে ধারণ করুন ॥ (১০৭)
৫৯। অতঃপর নিত্যসিদ্ধাগণ বলিলেন — হে সর্বাঙ্গ-
সুন্দর পুরুষরত্ন, গুণরত্নরাজির নিত্যমন্দিরস্বরূপ
ভগবন্! এই নারীগণের দোষ কী? (১০৮)

~~ভগবন্‌! এই রমণীগণের দোষ কি? ॥ (১০৮)~~

"সাধুশীল আর্য! (হে সচ্চরিত্র আর্য!) কা: স্ত্রিয়: (কোন নারীগণই বা) তব (তোমার) মনোহর বংশী-কূজিতামৃত হৃদ: (মনোমোহিনী বংশীর স্বরে চিত্তে আকৃষ্টা হইয়া) কুলশীল-সুশীলাং (কুল, শীল ও সদাচার) পরিহায় (পরিত্যাগপূর্বক) আর্যচারিতাৎ (আর্যজনোচিত সচ্চরিত্র হইতে) ন বিচলেয়ু: (বিচলিতা না হয়) ? ৫৭॥ (১০৯)

৫৮। তোমার এই রূপ ত্রিলোকস্থিত যাবতীয় জীবগণেরই নয়নের চমৎকারজনক, নিখিল ভুবনের শোভা-সমৃদ্ধির সৌভাগ্যরূপ ভগবত্তার অধিষ্ঠান, সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠার আশ্রয়, পরমমাধুর্যভরে অতুলনীয় ও পরম মনোহরা ললনাগণের ও অতিপ্রয়াসলভ্য বলিয়া উহা দর্শন করিয়া ধরণীস্থিত গো, মৃগ ও পক্ষিগণ অতিশয় প্রেমপরবশ হইয়া নিজ-নিজ-শরীরে অতিবিপুল পুলকসজ্জায় ধারণ করে॥ (১১০)

৫৯। শ্রুতিরূপাগণ পুনরায় বলিলেন —

"বিভো (হে বিভো!) আদিপুরুষ: ইব (আদিপুরুষের ন্যায়) অমরলোকপা (দেবগণের রক্ষকস্বরূপ)

ত্বং (আপনিই যে) ব্রজভুবাং (ব্রজবাসিগণের) আর্তিহা ভবসি (পীড়া হরণ করেন) ইতি (ইহা) ভুবনেষু কত্থ্যং এব হি (নিখিল জগতে প্রসিদ্ধই রহিয়াছে); তেন (সেই হেতু [আপনি]) ইহ (এস্থানে) নঃ (আমাদিগকে) হাতুং ন অর্হসি (পরিত্যাগ করিতে পারেন না)॥ ৫৮॥ (১১১)

৬২। সেইহেতু হে দীনবন্ধো করুণাময়! আপনি আর এরূপ দুরাগ্রহ প্রকাশ করিবেন না। আমাদের সন্তপ্ত বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে সন্তাপনাশের নিমিত্ত রতিসুখকর, অতি সুশীতল, নির্মল করকমল অর্পণ করুন এবং যাহাতে এই কিঙ্করীগণের হৃদয়স্থিত বাষ্পরূপ বিষবারির আবৃত ধারার পুনরায় উদয় না হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। অধিক আর কী বলিব! আপনি আমাদের মনোরঞ্জন করুন এবং দুর্দশাগ্রস্ত সকলেরই প্রবল সন্তাপবিনাশের নিমিত্ত সর্বদা জয়যুক্ত হউন॥ (১১২)

[অনন্তর শ্রীরাধার সখীগণের ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিতে লাগিল। শ্রীরাধার সখীগণ বলিলেন—] //

সদগুণনুগ্রা (সদ্গুণরূপ সূত্রযুক্ত [ও]) সুরসামিষেন (উদ্দী রসরূপ আমিষযুক্ত) বংশীকলেন বাড়িশেন (বংশীধ্বনিরূপ বাড়িশ দ্বারা) সখী: ইব (সহসা বধূগণের ন্যায়) অস্মান্ (আমাদিগকে) আকৃষ্য (আকর্ষণ করিয়া [তুমি]) পরুষোক্তি শলাকয়া (কর্কশ বাক্যরূপ শলাকা দ্বারা) এবম্ আবিধ্য (এইরূপে বিদ্ধ করিয়া) কিং (কিহেতু) পুন: (পুনরায়) উপেক্ষারীতিশোত্রে (উপেক্ষারীতিরূপ অগ্নিতে) শূলাকরোষি (শূলবিদ্ধ মাংসাদির ন্যায় দগ্ধ করিতেছ) ? ৫৯॥ (১১৩)

[শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি—] অহং (আমি) আত্মমুদামুদাহর-ভাবৈ: (স্বীয় অতিবর্ধনশীল হর্ষাবেশে) মুরলীনাদবিনোদং (মুরলীবাদনরূপ বিলাস) আতনোমি (বিস্তার করি); যৎ (যদি) ইত: (ইহাতে) সকলা: এব কুলাঙ্গনা (কলানিপুণা কুলাঙ্গনাগণ সকলেই) বিকলা: স্যু: (বিহ্বল হয়), তৎ (তাহা হইলে) অত্র (এবিষয়ে) মে (আমার) দোষ: ক্ব (দোষ কোথায়) ? ॥ ৬০॥ (১১৪)

[শ্রীরাধার সখীগণের উক্তি—] সদ্বংশভূ: (সুন্দর বংশ অর্থাৎ বাঁশ হইতে উৎপন্না, অর্থান্তরে - সৎকুলজাতা)

অকুটিলা (সরলাকৃতিবিশিষ্টা, অর্থান্তরে - অকুটিল-চিত্তা), সহজৈকপর্বা (স্বাভাবিক একটি গ্রন্থিযুক্তা, অর্থান্তরে - স্বাভাবিক অদ্বিতীয় উৎসবযুক্তা [উৎ]) সারান্বিতা (সারাংশবিশিষ্টা, অর্থান্তরে - উৎকর্ষান্বিতা) ইয়ং (এই) মুরলী (মুরলীর) ন হি দুষ্যতি (কোন দোষ নাই); বত (হায়!) অস্যাঃ (ইহার) কলৈঃ (সুমধুর ধ্বনিদ্বারা [তুমি]) নঃ (আমাদের) জনং জনম্ এব (প্রত্যেককেই) নামগ্রাহং যৎ (নামগ্রহণপূর্বক যে) আহ্বয়সি (আহ্বান কর), সঃ (তাহা) তব এব দোষঃ (তোমারই দোষ বলিয়া মনে হয়) ॥ ৬১ ॥ (১১৫)

[শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি→] ইয়ং (এই) মুরলী (মুরলী) মরুদাভিমুখ্যমাত্রে (অনুকূল বায়ুর সহযোগেই) ধ্বনতি (ধ্বনি প্রকাশ করে); ময়া বাদ্যমানা ন এব (আমি বাদ্য করি বলিয়াই নহে); ইয়ং স্বয়ং ([আর], এই মুরলী স্বয়ংই) ইচ্ছয়া (স্বেচ্ছায়) বঃ (তোমাদিগকে) আহ্বয়তি (আহ্বান করে; [যেহেতু সে]) সকলানাম্ অপি (সকলেরই) নাম বেত্তি নাম (নাম জানে) ॥ ৬২ ॥ (১১৬)

৬৩। [শ্রীরাধার সখীগণের উক্তি—] যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমারই দোষ হইয়াছে; যেহেতু, তোমার ন্যায় পূজনীয় পুরুষের অসাধু-সঙ্গ উচিত নহে। কারণ—

বহুভি: এব ছিদ্রৈ: যুক্তা (বহুছিদ্রযুক্তা), কঠোর-গাত্রী (কঠিনদেহা), শূন্যান্তরা (অন্ত:শূন্যা), মহত: বংশাৎ ন জাতা (ক্ষুদ্র বংশজাতা [এবং]) পরস্য (অপরের) কুলকলঙ্ককর্ত্রী (কুলকলঙ্ক-কারিণী), তব (তোমার) ইয়ং (এই) বংশী (বংশী) ইহ (এ জগতে) সাধুবাদং ন অর্হতি (ধন্যবাদের যোগ্যা নহে)।। ৬৩।। (১১৭)

[শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি—] অহো (অহো!) শব্দব্রহ্মোপ-নিষদ্ ইব (যাহা শব্দব্রহ্মময়ী উপনিষদের ন্যায়) ভগবতীং (পরমৈশ্বর্যশালিনী হইয়া) মৎপ্রণয়ত: (আমার প্রতি প্রীতিবশত:) স্বয়ং (স্বয়ংই) নবছিদ্রাং (নবছিদ্রযুক্তা) মূর্তিং (মূর্তি) উপগতাং (ধারণ করিয়াছে [এবং]) চিদানন্দাকারাং (চিদানন্দ-ময় আকার অবলম্বনপূর্বক) মম (আমার) কর-সরোজদ্বয়সহচরীং (করকমলযুগলের সহচরীরূপে

বিরাজ করিতেছে, [তোমরা যে]) যশোহংসীঃ (কীর্তি-
হংসী রূপিণী) এনাং (এই) বংশীং (বংশীকে)
হসথ (উপহাস করিতেছ) ইদং (ইহা) বঃ (তোমাদের)
বহু সাহসং (অত্যন্ত সাহস বটে) ॥ ৩৪॥ (১১৮)

৩৪। এইরূপে শ্রীরাধার সহচরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের
উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ চাতুরী পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে
পরমরসবতী অপর গোপবধূগণও অতিশয় আশ্চর্য
বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবল উপেক্ষার ক্ষয় নির্ণয়ন-
পূর্বক, তাঁহার পরম উৎকণ্ঠার ও বাক্‌চাতুর্যের সরসতার
সহিত সুনির্মল মৃদুহাস্য লক্ষ্য করিয়া যখনই মুখমণ্ডলের
প্রসন্নতা ধারণ করিলেন, তখনই কোটিকন্দর্পের
দর্পহারী আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণও পরমানন্দ লাভ করিয়া
শুভ্র মৃদুহাস্য, দন্তকান্তি ও উৎসবরসশালিনী রচনাবলী-
দ্বারা তাঁহাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক
সেই উত্তম ললনীগণের রমণের নিমিত্ত কন্দর্পরূপ
নন্দরাজের সাহায্যে তাঁহাদের অনুরাগিসমূহের
মধ্যভাগে বিচরণ করিতে উদ্যত হইলেন।
বস্তুতঃ তৎকালে তাঁহার সেই রমণেচ্ছা
অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও দুর্জ্ঞেয় সত্তারই
সাহায্যেই অপারের বোধগম্য হইয়াছিল॥ (১১৯)

~~সখীদেরই অপারের সৌখ্যমগ্ন হইয়াছিল ॥ (১১৯)~~

অতঃপর, পত্রিভিঃ (পক্ষিগণ) সমন্ততঃ (চতুর্দিকে) আনন্দেন (আনন্দের সহিত) জয় জয় ইতি উৎকীর্তিতং (উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি ~~করিয়াছিল~~); বল্লীভিঃ (লতারাশি) পরিতঃ (সর্বত্র) স্মিতং (হাস্য বিস্তার ~~করিয়াছিল~~); প্রীতিরুহৈঃ (এবং তরুগণ) সর্বতঃ (সর্বত্র) রোমাঞ্চিতং (রোমাঞ্চ প্রকাশ করিয়াছিল); এনীগণৈঃ (হরিণীগণ) অন্যোন্যং (পরস্পর) প্রিয়সংলাপ-কুলতয়া (প্রিয় বিষয়ের কথোপকথনের নিমিত্ত আকুল হইয়া) সংযুক্তং (একত্র হইয়াছিল [এবং]) ধরণ্যা অপি চ (ধরিত্রীও) পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দু-নিবহৈঃ (পুষ্পসমূহের মধুবিন্দুসমূহদ্বারা) স্বিন্নং (ঘর্মলেশভাব ধারণ করিয়াছিল) ॥৬৫॥ (১২০)

৬৫। এইরূপে যখনই ঈর্ষাদিদোষশূন্যা ও পরস্পর অতিহিতজনক সৌহার্দসম্পন্না সেই মনোরমা ললনাগণের সহিত শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কামসংগ্রামে সমরমানপ্রিতা ও পরমাভীষ্টদায়িনী প্রেমশোভার পরমসৌভাগ্যসমৃদ্ধা বিহারবাসনার উদয় হইয়াছিল, তখনই একসঙ্গে বনদেবতাগণ

ও বনচর পক্ষী, মৃগ, তরু ও লতা সমূহ যেন মূর্চ্ছাদশা হইতে জাগ্রদ্দশায় উপস্থিত হইয়াছিল; তাহারা তখনই যেন নব জন্ম লাভ ও দেহান্তর ধারণ এবং যেন অমৃতরসেই অবগাহন করিয়াছিল ॥ (১২১)

অন্বয়, অকম্পাভিঃ শম্পাততিভিঃ (অচঞ্চল বিদ্যুদ্-রাজি দ্বারা) সম্পালিততনুঃ (সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টিত), ধরাধারঃ (ভূতলাশ্রিত) নবীনঃ (নূতন) ধারাধরঃ ইব (জলধরের ন্যায়) সঃ হরিঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) আনন্দলহরী-হারিদ্বৃন্দ-প্লাবী (আনন্দের তরঙ্গ-মালা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করিয়া), স্মিত-মধুর-মুখাস্যবিধুভিঃ (স্মিত সুমধুর মনোহর মুখচন্দ্র-শোভিতা), সমেতাভিঃ তাভিঃ সহ (সমাগতা ঐ গোপসুন্দরীগণের সহিত) ব্যহরত (বিহার করিয়াছিলেন) ॥ ৬৬ ॥ (১২২)

অন্বয়, সোৎকণ্ঠৈঃ (উৎকণ্ঠিতচিত্ত) সুকণ্ঠীগণৈঃ (সেই সুকণ্ঠী ললনাগণ) প্রেম্‌ণা (প্রেমবশতঃ) উপগীয়মানচরিতঃ (তাঁহার চরিতাবলী গান করিতে আরম্ভ করিলে), সঃ দামোদরঃ (সেই

শ্রীকৃষ্ণ) ক্রমেণ এব (যথাক্রমে) কণ্ঠেন অপি চ
বেণুনা অপি (কণ্ঠের ও বংশীর যোগে) কলং গায়ন,
(মুহুর্মুহুঃ গান করিতে করিতে) বাতৈঃ আলুলিতাং
(বায়ুবেগে বিচালিত) অলীন্দ্র-সঙ্কুলাং মালাং
(ভ্রমর-ও-পরিকীর্ণে যে) পদাবলম্বিনীং বিভ্রাণঃ
(পদাশ্রিত রূপে ধারণ করিয়া) প্রতিভূরুহং প্রতি-
লতং বভ্রাম (প্রত্যেক বৃক্ষের ও লতায় নিকটে পরি-
ভ্রমণ করিয়াছিলেন)॥ ৬৭॥ (১২৩)

৬৮। এরূপ অবস্থায়, অঘটন ঘটনপটীয়সী, দুর্জ্ঞেয়-
চারিতা, মহানুভাবা যোগমায়া প্রেমরসে অভি-
ষিক্তা হইয়া অলক্ষ্যে যথাকালে তথায় আগমন
করিয়া, পূর্বোক্তরূপে প্রভুর আগমনহেতু
বিপর্যস্ত ভাবে বেশ-ভূষালঙ্কৃতা ও কন্দর্প সংগ্রামে
অতুলনীয়া সেই গোপললনাগণের জন্ম-
সাফল্যকারী সেই নৈশ বনবিহারের উপযোগী
বেশভূষা সম্পাদন করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহার
একরূপই বিচিত্র রহস্য যে, সেই সুন্দরীগণও তৎকালে
তাহা জানিতে পারিলেননা॥ (১২৪)

৬৯। এইরূপে তৎকালে তাঁহারা সুসজ্জিতা হইলে,

ধরাতলের সুধাসদৃশ, চন্দ্রকিরণরাশির সংযোগে,
সেই বনভূমি যেন রজতধবল ধারায় প্রক্ষালিত হইলে,
শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপললনাগণের সহিত পরমানন্দে
বনবিহার করিতে করিতে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে সম-
মান বিতরণ করিয়াই যেন — (১২৫)
নখাবিদারিতৈঃ (নখদ্বারা খণ্ডিত) চিত্রৈঃ (বিচিত্র)
পত্রৈঃ (পত্ররাজি দ্বারা) পত্রলেখাং (পত্রভঙ্গী)
কল্পয়ন্ (রচনা), স্বকরবিচিতৈঃ (স্বহস্তে সংগৃহীত)
নানাপুষ্পৈঃ (বিবিধ পুষ্প দ্বারা) কঞ্চুলীং নির্মিমানঃ
(কাঁচুলী নির্মাণ [illegible]) স্তবকচটুলৈঃ (স্তবকশোভিত)
বল্লীখণ্ডৈঃ (লতাখণ্ডসমূহ দ্বারা) অঙ্গদাদীন্
সাধয়ন্ (কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার সম্পাদন করিয়া)
কৌমুদীভিঃ ধূলিভিঃ (পুষ্পরেণুরাশি দ্বারা)
যাসাং (তাঁহাদের) অলক-লালিতাং (অলক-
রাজির শোভা) তেনে (বর্ধন করিয়াছিলেন)॥ ভজা (১২৬)
এইরূপ, — [তিনি] যুগপৎ (এককালেই) মল্লীকুসুম-
নিকরৈঃ (মল্লিকা-পুষ্পরাশি দ্বারা) হারং (হার),
কদম্বৈঃ (কদম্ব পুষ্প সমূহ দ্বারা) পত্রপাশ্যাং
(ললাটের অলঙ্কার), স্থলসরসিজৈঃ (স্থল পদ্ম-

সমূহদ্বারা) উত্তংসং চ (শিরোভূষণ), লোধ্রৈঃ (লোধ্রপুষ্পরাশি দ্বারা) গণ্ডশোভাং (গণ্ডদ্বয়ের শোভা), কুন্দৈঃ (কুন্দকুসুমসমূহ দ্বারা) কর্ণাভরণ-রচনাং (কর্ণভূষণ রচনা [~~এবং~~]) কেশরৈঃ (নাগ-কেশরপুষ্পসমূহদ্বারা) আসাং (তাঁহাদের) কাঞ্চিং (চন্দ্রহার) কুর্ব্বন্ (রচনা করিয়া) স্বীয়াং অনঘাং শিক্ষাং (স্বীয় নির্দোষ শিক্ষা) দর্শয়ামাস (প্রদর্শন করিয়াছিলেন) ॥ ৬৭ ॥ (১২৭)

৬৮। এইরূপ, তাঁহাদের মধ্যেও —
কাচিৎ (কোন ললনা) তস্যা (তাঁহার) শ্রবণয়োঃ (কর্ণযুগলে) কেশর-কুণ্ডলং (নাগকেশরের কর্ণিকা), কাচিৎ (কোন ললনা) কচে (কেশ-রাশির মধ্যভাগে) কেতকীং (কেতকীপুষ্প), কাচিৎ (কোন ললনা) বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) মল্লি-কুসুমৈঃ (মল্লিকাপুষ্পসমূহ দ্বারা) হারোত্তমং আকল্প্য (মনোহর হার রচনা করিয়া), অপরা (কোন ললনা) ~~যূথীস্রজঃ অণ্ডকৈঃ (যূথীপুষ্পের ... দ্বারা) উষ্ণীষে উষ্ণীষে কি~~ উষ্ণীষে (উষ্ণীষে) কিঙ্কিরাতং (অশোকপুষ্প-

ময় অলঙ্কার), কাচিৎ (কোন ললনী) যূথী স্রজঃ
সুগুম্ফৈঃ (যূথিকাপুষ্পের সাজিত মাল্যদ্বারা) কঙ্কণং
অঙ্গদং চ (কঙ্কণ ও কেয়ূর [একং]) কাচিৎ
(কোন ললনী) বকুলৈঃ (বকুলপুষ্প সমূহ দ্বারা) কাঞ্চী-
গুণং চ অকৃত (চন্দ্রহার রচনা করিয়াছিলেন) ॥৭০॥ (১২৮)

৬৯। এই রূপে অনুষ্ঠানের নিমিত্ত অভিলাষিত, অতি-
রমণীয়, বিচিত্র লক্ষণ সমৃদ্ধ রাসলীলায় বনবিহার,
রতি উৎসব, নৃত্য ও জলকেলিরূপ চারিটি মাঙ্গলিক
অঙ্গ বর্তমান রহিয়াছে ॥ (১২৯)

৭০। ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ নির্মল শোভাশালী
বনবিলাস আরম্ভ হইলে নিখিল দিঙ্মণ্ডল
অনর্গল-কূজনরত মদমত্ত কোকিলগণের মধুর
শব্দে এবং ভ্রমরগণের সুদীর্ঘ গুন্‌গুন্‌ ধ্বনিতে
মুখরিত হইয়াছিল। ঐ অবস্থায় কন্দর্পমদে
নতচিত্তা যুবতীগণ মুগ্ধবদ্ধ দশায় চিত্তে
কৃষ্ণানুরাগ ধারণ করিয়াই — (১৩০)
পুন্নাগেভ্যঃ (নাগকেশর পুষ্পসমূহ হইতে)
চীয়মানৈঃ (সংগৃহীত), ভৃঙ্গাসঙ্গাৎ অপি
(ভ্রমরগণের সংসর্গ সত্ত্বেও) সুবিশদাং চন্দ্রিকাং

স্নপয়োভিঃ (সুনির্মল চন্দ্রকিরণ অপেক্ষাও মনোহর),
উদ্ধূত ধূলিপ্রপূরৈঃ ইব ([ও] নিক্ষিপ্ত ধূলিমুষ্টির
ন্যায় প্রতীয়মান), কনকরুচিভিঃ (স্বর্ণবর্ণ) পরাগৈঃ
(রেণুরাশি দ্বারা) তত্র (সেই) অকাল সমরে
(অকাল প্রাপ্ত কন্দর্প যুদ্ধে) ঝণ্ ঝঙ্কার ক্ষুভিত-
বলয়ৈঃ (ঝঙ্কারযুক্ত বলয়ধ্বনির সহিত)
প্রাণনাথং (প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে) অভ্যর্দুঃ
(আহ্বান করিয়াছিলেন) ॥ ৭১॥ (১৩১)
অনন্তর, সঃ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং অযাচিতৈঃ (নিজ হস্তে
সংগৃহীত) নানাপুষ্পৈঃ (নানাবিধ পুষ্প দ্বারা)
কন্দুকান্ কল্পয়িত্বা (কন্দুক সমূহ নির্মাণ করিয়া)
তৈঃ তৈঃ (ঐ সকল কন্দুক দ্বারা) যুগপৎ আভিতঃ
(একসঙ্গেই চতুর্দিকে [তাঁহাদিগকে]) নিঘ্নন্
(আঘাত করিয়া [এবং স্বয়ংও]) তাভিঃ হন্যমানঃ চ
(তাঁহাদিগকর্তৃক কন্দুক দ্বারা আহত হইয়া)
অক্ষোভেন (অপরিশ্রান্ত ভাবেই) বধূযূথপানাং
যূথং (গোপীবর্গের যূথেশ্বরীগণকে) অজয়ত
(পরাজিত করিয়াছিলেন। [তখন]) তৎপক্ষীয়ৈঃ
(শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাশ্রিত) পক্ষিসংঘৈঃ (শুক প্রভৃতি

পাক্ষিগণ) জয় জয় জয় ইতি আলাপে (অসংখ্য জয়ধ্বনি করিয়াছিল)॥ ৭২॥ (১৩২)

অনন্তরং, কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) পূর্বং (প্রথমতঃ) কন্দুকৈঃ (কন্দুকসমূহদ্বারা) সমম্ (একসঙ্গেই) আলিবৃন্দং (সখীগণকে) জিতবতি (জয় করিয়া) দর্পোৎসেকাৎ (গর্বের প্রাবল্যবশতঃ) সহপারিজনাং (পরিজন-বর্গের সহিত) রাধিকাং (শ্রীরাধিকাকে) জেতুকামে (জয় করিতে ইচ্ছা করিলে) অসৌ (তিনি) তস্যাঃ (শ্রীরাধার) কোপভ্রূকুটিকুটিলৈঃ (কোপযুক্ত ভ্রূভঙ্গীহেতু কুটিল) কটাক্ষৈঃ (কটাক্ষসমূহদ্বারা) নির্জিতে (পরাজিত হওয়ায়) তদ্গণস্যঃ (শ্রীরাধার পক্ষবর্তী) পাক্ষিসত্ত্বাঃ (পাক্ষিগণ) মুহুঃ (বারম্বার) হী হী জিতম্ ইতি ('অহো! শ্রীরাধার জয়' এইরূপে) রেণুঃ (উচ্চধ্বনি করিয়াছিল)॥ ৭৩॥ (১৩৩)

৭১। এইরূপে সেই পরম রমণীয় কৌতুক লীলা প্রতিক্ষণেই অভিনব ভাব ধারণ করিলে একসময় শ্রীকৃষ্ণই —

সুরভিসুরসং (মনোহর-সৌরভশালী) কেশরং (নাগকেশর পুষ্প) আচিন্বানাং (চয়ন করিতে

করিতে) ভৃঙ্গবাধাবিত্রস্তাক্ষীং (ভ্রমরের অত্যাচারে
ভীতদৃষ্টিতে) চকিত-চকিতং (বারবার চকিত-
ভাবে) পাণিপদ্মং ধুন্বানাং (করকমলের সঞ্চালন-
রতা) রাধাং (শ্রীরাধাকে) স্ময়ং স্ময়ং (হাসিতে
হাসিতে), "অহো (অহো!) যৎ (যেহেতু) পুন্নাগং
হরসি (নাগকেশর পুষ্পকে, অর্থান্তরে — পুরুষ-
প্রবরকে হরণ করিয়াছ), তৎ (সেইহেতু) এতৎ
(ভ্রমর কর্তৃক এইরূপ উৎপীড়ন) তব (তোমার)
যোগ্যম্ এব (যোগ্যই হয়)" ইতি (এইরূপ
বলিয়া) নমিতবদনাং (লজ্জাবনতমুখী শ্রীরাধাকে)
হাসয়ামাস (হাসাইয়াছিলেন)॥ ৭৪॥ (১৩৪)

৭২। এইরূপে সেই কলানিপুণা গোপবধূগণ সকলেই
প্রিয়তমের ভূষণবিরচনার উপযোগী কুসুমরাশি
নানাস্থান হইতে আহরণ ও প্রিয়তমকে প্রণয়-
তীক্ষ্ণ অতিবেগবান্ কটাক্ষবাণের অগ্রভাগদ্বারা
প্রহার করিতে করিতে দীর্ঘকালপর্যন্ত অতিশয়
শোভা ধারণ করিলে, কোন একসময়ে —
রাধা (শ্রীরাধা) পাদাগ্রেণ (পদযুগলের অগ্র-
ভাগদ্বারা) ক্ষিতিতলম্ অবষ্টভ্য (ভূমিতল আশ্রয়

করিয়া) উচ্চৈ দোর্বল্লিং (বাহুলতা) উচ্চৈঃ উন্নীয়
(ঊর্ধ্বদিকে উত্তোলনপূর্বক) দূরতঃ (দূরবর্তী)
একম্ (একটি) অতুলং কুসুমং (অতুলনীয় পুষ্প)
হর্তুম্ ইচ্ছুঃ (আহরণের ইচ্ছা করিলে) নীবীভ্রংশে
(বস্ত্রগ্রন্থির স্খলনহেতু) চকিতচকিতা (অতিশয়
চকিতভাব প্রকাশ করায়) দয়িতে (প্রিয়তম)
পৃষ্ঠম্ আগত্য (পশ্চাদ্ ভাগে আসিয়া) দোর্ভ্যাং
ধৃত্বা উত্থাপয়তি (নিজ হস্তযুগল দ্বারা ধারণপূর্বক
উত্তোলন করিলে) তত্র (তৎকালে) তত্রপে
([তিনি] লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন) ॥৭৫॥ (১৩৫)

৭৬। এইরূপে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই ~~রমণী-~~ গোপ-
ললনাগণ অতিশয় হৃষ্টচিত্তে, স্বাভাবিক সৌরভহেতু
অঙ্গীকৃত ভ্রমরগণের অতিশয় অনুরাগজনক ও
সমাদৃত পুষ্পরাশি আহরণ করিতে করিতে
সর্বতোভাবে সকল পীড়ার পরিহারপূর্বক সর্বত্র
বিহার করিতে আরম্ভ করিলে — (১৩৬)

কাচিৎ (কোন সুন্দরী গোপী) কৈতবতঃ (কপট-
সহকারে) 'মম অক্ষ্ণোঃ (আমার নয়নযুগলে)
কুসুমজং রজঃ লগ্নম্' (পুষ্পরেণু প্রবেশ করিয়াছে)'

—ইতি এষা (এইরূপে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া) বলয়ক্বাণৈঃ (বলয়ের ধ্বনিযুক্ত) পাণিসরোরুহৈঃ (করকমলদ্বারা) মার্জন্তী (নেত্রমার্জন আরম্ভ করিলে) হাহাকৃত্য দয়িতেন (শ্রীকৃষ্ণ হায় হায় করিয়া) ত্বরিতং (সত্বর) সমেত্য (নিকটে আসিয়া) "অবলোকয়ামি" ("আমি দেখিতেছি") ইতি নিগদ্য (এইরূপ বলিয়া) আননপদ্মমারুতাদিদানাৎ (মুখ-পদ্মের বায়ু প্রদানচ্ছলে) অক্ষ্ণোঃ (নয়নযুগলে) চিরম্ অলং চুম্বিতা (দীর্ঘকালপর্যন্ত যথেষ্ট চুম্বন করিয়াছিলেন) ॥৭৩॥ (১৩৭)

৭৪। এইরূপে সহাস্য দৃষ্টিপাতদ্বারা লোকগণের পক্ষে রমণীয়, সুসমৃদ্ধিসানন্দরসশালী ও রমণী-জনাশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুষ্পচয়নোৎসবে রসময় কামভাবাপন্না ললনাগণের সেই সুদীর্ঘ সময়টি রতোৎসবহেতু পরম আদরণীয় ও সুখময়রূপে অতিশয় রমণীয়ভাব ধারণ করিয়াছিল ॥ (১৩৮)

অনন্তর, হন্ত (অহো!) এষা (এই শ্রীরাধা) কুসুমনিকরে (চয়নযোগ্য পুষ্পসমূহ) হস্তপ্রাপ্যে

(হস্তদ্বারা ~~আকৃষ্ট হইলেও~~ প্রাপ্ত না হওয়ায়) পাদৈস্তু উত্থায় (হস্ত উত্তোলনপূর্বক) স্ফুটাবিটাপিনাং (কুসুমশালী বৃক্ষসমূহের) যাং যাং (যে যে [শাখা]) হর্তুং (আকর্ষণ করিতে) সমর্থা ন আসীৎ (সমর্থ হ'ন নাই), সা সা শাখা এব (সেই সেই শাখাই) তস্যাঃ (শ্রীরাধার) অতিপ্রণয়ভয়তঃ (অতিশয় প্রণয়ের ভয়ে) আসাম্ আলীভাবাৎ ইব (ও অন্যান্য সুন্দরীগণের সখ্যহেতুই যেন) বিনম্রিতা (অবনত হইয়া) পাদলগ্না বভূব (হস্তলগ্না হইয়াছিল)॥ ৭৭॥ (১৩৯)

৭৮। ~~অনন্তর~~ এইরূপে সেই রমণীবৃন্দসমূহের যূথপতি শ্রীকৃষ্ণ ~~এইরূপে~~ দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর বনবিহার সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমরমণীয় চঞ্চল তরঙ্গরাজির বিলাসোৎকর্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী যমুনায় পুলিনভাগে বিশ্রামার্থ ~~তথায়~~ উপস্থিত হইলেন॥ (১৪০)

[অনন্তর] দামোদরঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কহ্লারোৎপলসৌরভপ্রণয়িনা বাতেন (কহ্লার ও উৎপলরাজির সৌরভযুক্ত বায়ু কর্তৃক) সম্মার্জিতং

(পরিমার্জিত), কালিন্দ্যা এব (যমুনা কর্তৃকই)
স্বলহরীহস্তেন (নিজ-তরঙ্গ রূপ হস্তদ্বারা) সমন্ততঃ
(সর্বত্র) সংস্কারিতং (পরিশোধিত [ও]) পূর্ণ-
সুধাকরময় কিরণৈঃ (পূর্ণচন্দ্রের কিরণরাজি দ্বারা)
লিপ্তং (লিপ্ত) কর্পূরধূলিপ্রভং (কর্পূর চূর্ণের ন্যায়
শুভ্রবর্ণ), সসৌরভং (সৌরভশালী) শ্রেয়ঃ
প্রাপ্য (সেই অতিপ্রিয় [যামুন পুলিন দেশ] প্রাপ্ত হইয়া)
ইতঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) বভ্রাম (ভ্রমণ করিয়াছিলেন) ॥৭৮॥(১৪৭)

৭৯। উক্ত স্থানে কর্পূরের সারভাগের ন্যায় সমুজ্জ্বল
শুভ্রকান্তিযুক্ত সৈকতরাশি ও উৎসবাসি ক্রীড়াকারক
চন্দ্রের কিরণজাল একত্র হইয়া অনির্বচনীয় দীপ্তি
বিস্তার করিলে শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীগণের ছায়াপাত-
হেতু "ইহা সৈকতই বটে" এইরূপ নির্ণীত হওয়ায়
শ্রীকৃষ্ণ গোপললনাগণের ও যূথেশ্বরীগণের সহিত তাঁহাদের
সকলের কলসঙ্গীতের নিরন্তর মাধুর্য অনুভব
করিয়া দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ বিলাস বিস্তার পূর্বক
হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তটের নিকটবর্তী বিবিধ শাখিগণ-
শোভিত কুসুমসমূহ দ্বারা মনোহর বনমধ্যে
প্রবেশ করিয়া, কন্দর্পজনিত মত্ততা-ও-আনন্দ-ভরে নির্ভয়-

চিত্তে সেই নবনলিনলোচন আত্মারাম পুরুষোত্তম ও নিজ-নিজ-দেহলতিকা দ্বারা রমণোৎসবায়ন্তের মাঙ্গল্য ক্রিয়া-সম্পাদনে সমর্থ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের অংশরী-তুল্যা শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির গুলি বোমানি নিচয় স্বরূপ সেই গোপসুন্দরীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ॥ (১৪২)

[তৎকালে] এষঃ (শ্রীকৃষ্ণ) সম্প্রার্থিতানি (নিজ বাঞ্ছিত) স-দন্ত-নখ-লেখন কৌশলানি (দন্ত ও নখ দ্বারা চিহ্ন সম্পাদনের কৌশলের সহিত) নিবিড়স্তন-পীড়নানি (নিবিড় স্তনযুগলের আঘাত) লব্ধুং (লাভ করিবার নিমিত্ত) তাসাং (তাঁহাদের) কেবলং অতি-শুদ্ধং অপি (অদ্বিতীয় ও বিশুদ্ধ) প্রেম (প্রেমকে) মদনরাগরসৈঃ (কন্দর্পানুরাগ রূপ রস দ্বারা) অশেষং (সর্বতোভাবে) আরঞ্জয়ং (রঞ্জিত করিয়াছিলেন) ॥ ৭৬ ॥ (১৪৩)

৭৭। প্রকৃতি ও বয়ো ভেদে বৈদগ্ধী ভেদের নানাবিধ কারণ বর্তমান থাকায় তৎকালে তাহা চমৎকারিতার সহিতই প্রভূত আনন্দ উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সকলের হর্ষদায়ক করিয়াছিল ॥ (১৪৪)

তাহা এইরূপ — মুগ্ধবাং ([তৎকালে] সুন্দরীগণের)

মানসে (চিত্তে) সুমহান্ অভিলাষঃ (প্রবল বাসনা [ও]) বচসি (বাক্যে) "ন ন ন" ইতি ("না, না" এইরূপ) প্রতিষেধঃ (নিষেধ প্রকাশ পাইতেছিল); রতিবিধিপ্রতিষেধৌ (এইরূপে রতিক্রিয়ার বিধি ও নিষেধ) আত্মবুদ্ধিবিষয়ৌ (তাঁহাদের আত্মবুদ্ধির গোচররূপে) ন বভূবতে (বিভূত হয় নাই, [পরন্তু স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ও বাম্যভাবের প্রভাবেই উক্ত দ্বিবিধ ভাবের উদয় হইয়াছিল])॥ ৮০॥ (১৪৫)

এইরূপ, যদ্বনাং (সেই ললনাগণের) হ্রীপ্রবোধনকরঃ (লজ্জা ও প্রেমের জ্ঞাপকরূপে) করবোধঃ (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-প্রসারণের বারণ), অশোনকটাক্ষং (কটাক্ষের রক্তিমাশূন্য) কোপকল্পনং (কোপ-প্রকাশ [ও]) বিগতাশ্রু (অশ্রুশূন্য) রোদনং চ (রোদন) তৎ (এই সমুদয়কে) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পরং প্রিয়ম্ (অতিশয় প্রীতিজনক) অমনাত (মনে করিয়াছিলেন)॥ ৮১॥ (১৪৬)

এইরূপ, [তাঁহাদের] স্মিতসুধাপ্লুতবর্ণং (হাস্যসুধায় বিধৌত শব্দযুক্ত) ভর্ৎসনং (তিরস্কার বাক্য), অলক্ষ্যনিষেধং পানির্ধূননং (নিষেধ ভাবের

অপ্রণোদক কর চালনম্ [ওং]) ঘনতাসু (ঘনতা-সমূহে) কৃতকোপা (কৃত্রিম কোপযুক্ত) ভ্রুকুটি: (ভঙ্গিমা) সর্ব্বম্ (এই সকল) অনুরনুরাগং (আন্তরিক অনুরাগ) অবাদীৎ (ব্যক্ত করিয়াছিল) ॥৮২॥ (১৪৭)
এইরূপ, চুম্বনে (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক চুম্বনকালে) অবলানাং (সেই সুন্দরীগণের) বিমুখতা (মুখ-পরাবর্তন), অধরপানে (অধর পানকালে) পানিনা (হস্তদ্বারা) অধরদলস্য পিধানং (অধর পল্লবের আচ্ছাদন [ওং]) শ্লেষণে (আলিঙ্গনকালে) অপসৃতি: (অপসরণ) ইতি (এই সকল) দয়িতস্য (প্রিয়তমের নিকটে) বামতা এব (বাম্যভাব রূপেই) মতা আসীৎ (নিশ্চিত হইয়াছিল) ॥৮৩॥ (১৪৮)
লীলানিধি: (লীলাম্বুধি) স: (শ্রীকৃষ্ণ) রমনীগনং (সেই ললনাগনকে) অন্ত: (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) প্রবেশয়িতুকাম: ইব (প্রবেশ করাইবার অভিলাষী যেন) দ্রাঘীয়সা (সুদীর্ঘ), সুবলিতেন (সুগোল [ওং]) সুকোমলেন (সুকোমল) ভুজমণ্ডলেন (ভুজমণ্ডলদ্বারা) ক্রমেণ (ক্রমশ:) প্রত্যেকমেব (প্রত্যেককে) তরসা (সবেগে) আলিলিঙ্গ (আলিঙ্গন করিয়াছেন) ॥৮৪॥ (১৪৯)

~~(আলিঙ্গন করিয়াছেন)॥৮৪॥ (১৪৯)~~

কৃষ্ণ: (শ্রীকৃষ্ণ) বামেন পাণিকমলেন (স্বীয় বাম করকমল দ্বারা) আসাং (উক্ত বধূগণের) বেণীং (বেণী) বিধৃত্য (ধারণ পূর্বক) অথ (পশ্চাৎ) অপরেণ (দক্ষিণ করকমলদ্বারা) চিবুকাগ্রং (চিবুকের অগ্রভাগ) অভ্যুন্নময্য (উন্নমিত করিয়া) মার্দ্বীকমুখমধুরং (মধুসংস্পর্শে মনোহর ও সুমধুর), মুকুলিতেক্ষণং ([ঈষৎ] নয়নযুগলের মুদ্রণহেতু মনোজ্ঞ), আস্যং (মুখমণ্ডল) আলোকয়ন্ (দর্শন করিতে করিতে) পিবতি স্ম (তাহা পান করিয়াছিলেন)॥৮৫॥ (১৪৫)

৭৮। এইরূপে একই শ্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের প্রতি অনুকূল ভ্রমরের ন্যায়, নির্বাধে মধুপান করিতে করিতে মদমত্ত হইয়া ~~[illegible]~~ কন্দর্পকৃত হর্ষ ও সৌরভের উল্লাস ধারণ পূর্বক নিরন্তর অনর্গল মানসিক উৎসব বিস্তার করিয়া অতিশয় রমণৈকপুনঃ সহকারে আলিঙ্গনের ও অধর পানের ~~অনন্তর~~ পর —

সঃ (তিনি) আসাং (সেই সুন্দরীগণের) বক্ষোরুহাম্বুরুহকোরকযুগ্মং (স্তনকমলের কলিকাযুগলকে)

নখলেখন লক্ষ্মলক্ষ্মীং (নখক্ষতের চিহ্নজনিত শোভা)
আধাপয়ন্ (ধারণ করাইয়া) অন্তঃসমুদ্যদনুরাগ-
বিকার কণ্ডূং (অন্তরে উদিত অনুরাগের বিকাররূপ
কণ্ডূকে) কণ্ডূয়নাৎ ইব (কণ্ডূয়ন করিয়াই যেন)
পুনঃ (পুনরায়) প্রখ্যাপয়াঞ্চকার (বিস্তারিত
করিয়াছিলেন)॥ ৮৬॥ (১৫১)
অনন্তরং, সুদৃশাং (সেই সুলোচনাগণের) উরোংশাঃ
(বক্ষঃস্থলসমূহ) আতাম্র কম্র মহসা (ঈষৎ তাম্রবর্ণ
কমনীয় কান্তিযুক্ত), নখলেখ-লক্ষ্মী-লক্ষ্মাশ্রিয়া
(নখক্ষত রূপ সমস্তের চিহ্নের শোভাদ্বারা ই যুক্ত
হইয়া), চিরাৎ অন্তর্গতৈঃ (হৃদয়মধ্যে দীর্ঘকাল
অবস্থিত [তৎকালে]) আসাদিতাঙ্কুরদলৈঃ
(অঙ্কুররূপে পরিণত), অনুরাগবীজৈঃ (অনুরাগের
বীজসমূহদ্বারা) বহিঃ আবৃতানি ইব (বাহিরভাগে
পরিব্যাপ্ত হইয়াই যেন) শুশুভিরে (অতিশয়
শোভা ধারণ করিয়াছিল)॥ ৮৭॥ (১৫২)

৭৯। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ ও ধর্ম-পল্লবের ন্যায়
মনোহর ও সর্বসন্তাপহারক করকমলদ্বারা
অতি মঙ্গলময় স্পর্শ সহকারে তাঁহাদের প্রত্যেক অঙ্গ

সরসতার সঞ্চার পূর্ব্বক নিখিল সৌভাগ্যের পরি-
পোষক দেহসমূহকে সৃজন করিয়াছিলেন ॥ (১৫৩)
~~[তৎকালে তাঁহার] পাণি কমলেন (করকমল)~~
[তৎকালে তাঁহার] পাণিসরোরুহেন (করকমলটি) ২
সুদৃশাং (সুলোচনাগণের) বক্ষোজয়োঃ মণ্ডলে
(সুবৃহৎ স্তনমণ্ডলে) স্ফীতং (বিস্তৃত হইয়াছিল);
আয়তকুঞ্চিতেষু (সুদীর্ঘ ও কুঞ্চিত), অতিঘনেষু
(অতিঘন) কেশেষু (কেশমধ্যে [ভ্রমণ করিয়া])
ঊর্দ্ধাৎ (মস্তক হইতে) অধঃ লম্বিতঃ (অধোভাগে
নিতম্বদেশে উপস্থিত হইল; [তৎপর]) শ্রোণি-
ভরাঞ্চলে (শ্রোণিতটরূপ বিশাল প্রান্তে) ইতঃ ততঃ
(ইতস্ততঃ) বিভ্রান্তিখেদাৎ (ভ্রমণজনিত খেদে)
শ্রান্তং (পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; [তৎপর]) মধ্যে
(কটিদেশে যাইয়া অর্থাৎ কটিধারণকালে) সমাকুঞ্চিতং
(আকুঞ্চিত হইল [এবং পরিশেষে]) নাভিকুহরং লব্ধা
(নাভিকুহরে উপস্থিত হইয়া) সুপ্তেন। তিমিতং
(সুখানুভবহেতু। স্তিমিত অর্থাৎ স্তব্ধপ্রায়
হইয়াছিল) ॥ ৮৮ ॥ (১৫৪)

এইরূপে
৮৩। তৎকালে কন্দর্পমদে যাঁহাদের লজ্জাশীলতিকার অগ্র-ভাগ বিনষ্ট হইয়াছিল, যাঁহারা চিরকাল-সঞ্চিত অতি-দৃঢ় অনুরাগের বশীভূত হইয়াছিলেন এবং প্রিয়তমের মনোরমের অনুকূলরূপেই কূলরহিত অপার লাবণ্যনদীতে যাঁহাদের বুদ্ধি বিকাশ হইয়াছিল, এইসমুদায় সেই সুন্দরীগণ প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের আনন্দবিশেষকারী, কমনীয় বৈদগ্ধীভাবে সুমধুর, অম্লান ও বলয়শোভিত ভুজলতাসমূহদ্বারা তাঁহাকে হর্ষানন্দ-সহকারে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মুখ্য প্রেমরসের অঙ্গীভূত সর্বাঙ্গসম্পন্ন শৃঙ্গাররসের বিশুদ্ধ সামগ্রী-সমূহের সমাবেশে তুল্যপরাক্রমে আরব্ধ ক্রীড়ায়ুদ্ধে উদ্যত, স্মিতসুমধুর মুখকমলরাজিদ্বারা তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন। আর, চকোরযুবগণের ন্যায় ইঁহারাও দন্তকান্তিরূপ জলধারায় বিধৌত অধর-পল্লবদ্বারা ভূতলগত চন্দ্রতুল্য এই শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়াছিলেন॥ (১৫৫)

এবম্প্রকারেণ, রমণীমণ্ডলতোদ্যানেষু (সেই রমণীমণ্ডলীরূপ অনিময় লতাকাননে)

ক্রীড়াসাং মাদ্যমানা: (ক্রীড়ারসে মত্তচিত্ত)

এষ: (এই) একক: (অদ্বিতীয়) শ্রীমান্ (শ্রীমান্) কৃষ্ণমধুপ: (কৃষ্ণভ্রমর) দো:শাখাবলয়ৈ: (বাহুরূপ শাখাসমূহদ্বারা) দৃঢ়ং (দৃঢ়রূপে) বলয়িত: (পরিবেষ্টিত), পীবরৈ: (স্থূল) বক্ষোজস্তবকৈ: (পরিপুষ্ট স্তনরাজিরূপ স্তবকাবলিদ্বারা) নিষ্পীড়িত: (নিপীড়িত) অথ (ও) নখাকারৈ: (নখরাজিরূপ) খরৈ: কণ্টকৈ: (তীক্ষ্ণ কণ্টকসমূহদ্বারা) ক্ষত: (ক্ষত হইয়া) সম্মোদং (অতিশয় হর্ষ) অভ্যাযযৌ (অনুভব করিয়াছিলেন)॥ ৮৯॥ (১৫৬)

স (সেই) বল্লভতি: (গোপবল্লভ) [তৎকালে] গাঢ়সৌভগরসপ্রসংগে (প্রগাঢ় সৌভাগ্যরসের সংদায়ক) অনঙ্গসঙ্গরে (কামসংগ্রামে) অতিমদেন (অতিশয় মত্ততাহেতু) আত্রিলোক-রমণীমণিশ্রিয়ে (ত্রিলোকবর্তী রমণীরত্নরাজির সৌন্দর্যের ও সম্পদের প্রতি) হেলনাং শ্রিয়ে (অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥ ৯০॥ (১৫৭)

৮৯। এইরূপে, সৌভাগ্য ও কামভোগের বিস্তারকারী ও ~~এবং~~ কন্দর্পরূপ হিংস্র জলজন্তুদ্বারা অধিষ্ঠিত সেই দুস্তর প্রেমপ্রবাহে একমাত্র নৌকাটি ভগ্ন হওয়ায় ~~[illegible]~~ নিমগ্নপ্রায়া

সেই ললনাগণের অন্তঃপ্রবিষ্ট মদজলরাশির নিঃসারণে
প্রবৃত্ত হইয়াই যেন, নিজ-দুর্বিলাসরূপ লতাচক্রে
আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রমণ
করাইবার উপক্রম করিয়াই যেন, সৌভাগ্যগর্বরূপ
দুষ্প্রাপ্য মদিরার অতিসেবনহেতু আলস্যদশারূপ পূর্বলক্ষণযুক্ত
ও অপূর্বরূপবিশিষ্ট মদাত্যয়নামক উৎকট ব্যাধির
চিকিৎসায় উদ্যত বৈদ্যরাজের ন্যায় উক্ত রোগনাশক
মনোরম ঔষধ নির্মাণে উদ্যত হইয়াই যেন,
অকৃত্রিম বস্ত্রের স্বাভাবিক শুক্লতা প্রবল থাকিলে
(অন্য কোন রাগের অর্থাৎ রঙের সেইস্থানে সৌষ্ঠব হয় না
বলিয়া শুক্লতার উপশম ও অন্য বর্ণ ধারণ
করাইবার অভিপ্রায়ে লোধ্র প্রভৃতির ক্বাথ দ্বারা উহার
রঞ্জনকার্যে প্রবৃত্ত রঞ্জনশিল্পীর ন্যায় তাঁহাদের
মদনগর্বজনিত আনন্দের পরিপুষ্টিনাশক ও চিত্তের
দ্রবতাসম্পাদক, বিপ্রলম্ভজনিত দুর্দশাকে সদ্যঃ
অঙ্কুরিত করিয়াই যেন, পরিপূর্ণ আনন্দচন্দ্রিকারাশির
মধ্যে মুহুর্মুহুঃ দুঃখান্ধকাররাশির আবির্ভাব ঘটাইয়াই
যেন, অমৃতময় নবীনজলপরিপূর্ণ সরোবরে কালকূট-
রাশির উৎপাদন করিয়াই যেন, নবীন কুঙ্কুমরাশির

মধ্যে অগ্নিশিখাসমূহের নিক্ষেপ করিয়াই যেন,
মেঘসম্পর্কশূন্য বজ্রের পতন ঘটাইয়াই যেন
এবং অসম্ভাবিতরূপে বিষধর মহাসর্পের আবির্ভাব
করাইয়াই যেন সকলের বুদ্ধির অগোচররূপে ও
তাৎকালিক মনোহর বিলাসরসে সকলের
চিত্তের মগ্নদশায় সকলের সম্মুখেই সেই নিখিল-
কলানৈপুণ্যের আবিষ্কারকর্তা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত
হইয়াছিলেন ॥ (১৫৮)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-বিস্তারে
রাসবিলাসে তিরোধান বিবরণ সপ্তদশ স্তবক।

অষ্টাদশ স্তবক

১। এইরূপে হৃদয়াস্থিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেও তাদৃশ সম্ভাবনার অনুদয়হেতু সেই গোপবধূগণ সৌহার্দপ্রভৃতি ভাবসমূহের নিয়মানুবর্তী পরিহাস-ও-হাস্যফলে মনোহর রূপ ধারণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে দৃশ্যমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাকে না দেখিয়া, নয়নের প্রীতির হ্রাস-হেতু পরস্পর অতিশয় বিতর্কসহকারে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

২। "অহো! দেখ, কোন ললনা আমাদের প্রবল কাতরতা উৎপাদনের নিমিত্ত পরমলোভার আশ্রয় প্রিয়তমকে কুঞ্জে লইয়া গিয়াছে। হায়! সে সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই লুণ্ঠনকারিণীর ন্যায় সর্বলোকের নয়ন উচ্ছেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ের রত্নকে হরণ করিয়াছে। এখন আমরা চিন্তা করিতেছি কোন ললনা নিভৃত বিহারের আগ্রহে চিত্তে হর্ষবেগ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কোথায়ই বা লইয়া গেল? (২)

৩। কৃষ্ণসর্প নিদ্রিতাবস্থায় স্থির হইয়া অবস্থান করিলে লোকসমূহ যেরূপ তাহাকে দমনকৌতুকের মালা মনে

করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহাকে অন্য
কোন প্রণয়োৎকণ্ঠিতা বধূর সহিত কুঞ্জমধ্যে বিহার-
রত মনে করিয়া এক কুঞ্জ হইতে অপর কুঞ্জ অন্বেষণ
করিতে করিতে সেই গোপীগণ প্রত্যেকে 'আমিই
তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া আসিব' এইরূপ
কৌতুকযুক্ত অহমিকার সহিত প্রতিকুঞ্জে অন্বেষণ
করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া,
'হে ব্রজজনমোহন! তুমি নিজ-জনগণের বিপত্তি-
নাশ করিয়া পদস্পর্শে ধরাতলকে সুশীতল করিয়া থাক।
তুমি আমাদিগকে পরিহাস করিবার নিমিত্তই যে
আত্মগোপন করিয়া কুঞ্জের মধ্যে অবস্থান করিতেছ,
ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব আমাদিগকে
আর কেন অযথা ভ্রমণ করাইতেছ?' এইরূপ বলিতে
বলিতে কুঞ্জসমূহের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে
না পাইয়া ক্রমশঃ সন্দেহের উদয়হেতু নিজ নিজ-
দেহ প্রভৃতির প্রতিও ঔদাসীন্যের সঞ্চার ও
মুখের স্বাভাবিক কান্তি মলিন হইলে হর্ষের অভাব-
হেতু অপরীক্ষিত কুঞ্জসমূহের অভ্যন্তরে আর
অন্বেষণ করিলেন না।। (৩)

৪) 'যদি সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে পাওয়া না যায়, তবে সর্বতোভাবেই নৈরাশ্যের উদয় হইবে; তদপেক্ষা অন্বেষণ না করিলেই বরং প্রাপ্তির আশা থাকে' এইরূপ মনে করিয়াই যখন সেই সুন্দরীগণ কুঞ্জসমূহে তাঁহার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখনই তাঁহারা জগৎকে যেন শূন্য মনে করিতে লাগিলেন। অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাঁহাকে না দেখিয়া, স্পর্শগোচরের ন্যায় প্রতীত হইলেও স্পর্শ করিতে না পারিয়া, বাক্যালাপকারীর ন্যায় জ্ঞাত হইলেও তাঁহার কথা না শুনিয়া, হৃদয়মধ্যে বহির্দেশে বর্তমানের ন্যায় অনুভব করিয়াও বাহিরে না দেখিয়া, কর্ণযুগলের নীলপদ্মের ন্যায় হইলেও শ্রবণের বহির্ভূত রূপে, নয়নের কজ্জলস্বরূপ হইলেও নয়নের দূরবর্তি রূপে, বক্ষঃস্থলের নীলমণিতুল্য হইলেও বক্ষঃস্থল হইতে ব্যবহিত রূপে, এক হইলেও সর্ব দিকে বিরাজমান রূপে, সকল দিকে বিদ্যমান হইলেও হৃদয়ে প্রবিষ্ট রূপে, তাঁহার করকমলের স্পর্শলাভ-সত্ত্বেও প্রতিস্পর্শের দুর্লভ রূপে, তদীয় বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গনলাভ-সত্ত্বেও প্রত্যালিঙ্গনের

অশোকারূপে এবং তদীয় মুখচন্দ্রের চুম্বনপ্রাপ্তিহেতু ও
প্রতিচুম্বনের অলক্ষ্যরূপে জ্ঞান করিয়া অনেককাল গৃহের
ভিত্তিজালে নির্মিত পুতলিকার ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন।
তৎকালে তাঁহারা অকালে চিত্রমূর্ত্তির ন্যায় প্রকাশ পাইয়ায়
তাঁহাদের জীবন যেন উন্মূলিত হইতেছিল!
চিত্ত যেন জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা দগ্ধ হইতেছিল!
শরীর যেন কালকূট বিষে লিপ্ত হইতেছিল! এবং বক্ষঃস্থল
যেন ক্রকচ (করাত) দ্বারা বিদারিত হইতে লাগিল!
আর, এই অবস্থায় তাঁহাদের চিত্তে, ক্ষতস্থানে
জম্বীর-রসসংযোগের ন্যায়, শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগের
ন্যায়, মর্ম্মস্থানে ছুরিকাঘাতের ন্যায়, বক্ষঃস্থলে সর্প-
দংশনের ন্যায়, শরীরে প্রবল জ্বরের ন্যায়, উদরে
শূলপীড়ার ন্যায়, নয়নযুগলে অন্ধতার ন্যায়,
শ্রবণদ্বয়ে বধিরতার ন্যায়, ত্বক্ ইন্দ্রিয়ে স্পর্শবোধের
অভাবের ন্যায় এবং চৈতন্যবৃত্তিতে প্রবল উন্মাদ
রোগের ন্যায় কোন এক দারুণ দুঃখের বিষমদশা
উপস্থিত হইয়া অতিশয় কাবক পারাভেবের উৎপাদন করিয়াছিল॥ (৪)
সেই হেতুই ত্রিভুবন নিরাশ্রয়, সমগ্র লোক
আলোকশূন্য, গিরিগুহাসমূহ বিদীর্ণপ্রায়, তরুগণ

রোদনকারীর ন্যায়, শোভাসমূহ শীর্ণপ্রায়, জ্যোৎস্নারাশি মলিনপ্রায়, দামিনী মূর্ছিতপ্রায় ~~এবং~~ ও হরিণীগণ ~~[illegible]~~ দাবানলে দগ্ধপ্রায় বোধ হইতেছিল ॥ (৫)

৬। অনন্তর, কোন মহাযোগীর যোগপ্রভাবে চিত্রপুত্তলিকাসমূহের বাক্যালাপের ন্যায় ~~এবং~~ ও সর্পদষ্ট মূর্ছিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রবলে প্রাপ্ত বাক্যপ্রয়োগের ন্যায় ~~পরস্পর~~ তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর এইরূপ বাক্যালাপ আরম্ভ হইয়াছিল ॥ (৬)

"অহো! ইহা কী হইল? — বিলাসিন্যঃ (বিলাসিনী রমণীগণ) লীলাম্বুজম্ ইতি (লীলাপদ্ম মনে করিয়া) কবর্যাং (কেশ-বন্ধনের মধ্যে [তাঁহাকে]) পরিদধুঃ (ধারণ করিয়াছে)! কিং বা (অথবা) পিশুনাঃ (ঈর্ষাপ্রমত্তা) কলাবত্যঃ (কলানিপুণা কামিনীগণ) হৃদয়ম্ অনয়ন্ এব ([তাঁহাকে] হৃদয়ের অভ্যন্তরেই প্রবেশ করাইয়াছে)! নচেৎ (অন্যথা) নঃ (আমাদের) জীবিতপতিঃ (জীবনের পতি) পশ্যন্তীনাং হরিণ-নয়নানাং (সুলোচনাগণের দৃষ্টির সম্মুখেই) বলয়তঃ (তাঁহাদের মধ্যস্থল হইতে) অকস্মাৎ (অকস্মাৎ) কস্মাৎ (কীহেতু) কুতঃ অপসরতু (কোথায়ই বা চলিয়া যাইতে পারেন)" ॥ (৭)

~~চলিয়া যাইতে পারেন ?~~ ॥১॥ ~~(৭)~~

৭। এইরূপে পরস্পর অতিশয় সংশয়যুক্তা হইয়া বিতর্ক পরম্পরায় বুদ্ধি অভিভূত হইলে পুনরায় এইরূপ মীমাংসা করিয়াছিলেন — (৮)

"যৎ তস্য ইহ যৎ আগতং (দূর হইতে আমাদের এখানে আগমন), যৎ চ পরুষং দৃষ্টং অপি (শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর ভাব দর্শন), তথা নিষ্ঠুরং যৎ শ্রুতং (তাঁহার বাক্যশ্রবণ), যৎ অপি কাকূক্তিঃ বিরচিতা (আমাদের কাতর বাক্য কথন), প্রসন্নেন (প্রসন্নতার সহিত) যৎ রমিতং অপি (তৎকর্তৃক প্রসন্নতা ও প্রীতির সহিত রমণ), তৎ এতৎ সকলং (এই সমুদয়) নঃ স্বপ্নঃ (আমাদের স্বপ্ন)? কিমুত (অথবা) পরমঃ মোহ-মহিমা (মোহেরই পরম প্রভাবস্বরূপ)?" ॥২॥ (৯)

৮। ক্ষণকাল এইরূপ বিচারপূর্বক পুনরায় দীর্ঘকাল পরে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন — "অহো — বয়ং তাঃ এব নহি কিং (আমরা কি সেই গোপীগণই নহি)? অসৌ (আর, সেই শ্রীকৃষ্ণ) ক্ব অপি (অন্যত্র কোথাও) প্রযাতঃ ~~ইতি যৎ~~ (চলিয়া গিয়াছেন), — ইতি যৎ (এইরূপ যে বাক্য), তৎ অপি চ ইদং

(অহো ও) অলীকম্‌ এব চ কিং (মিথ্যাই কি)?,
যেন এব (বস্তুতঃ তিনিই) নঃ (আমাদের) মন আদিকম্‌
অখিলং (মনঃ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়নিচয়কে) নীতং (সঙ্গে লইয়া
গিয়াছেন)! বত (হায়! এমতাবস্থায়) কঃ পামরঃ
(কোন নিষ্ঠুর) অলং এতৎ (এই অপর মনঃ প্রভৃতির)
নিরমিমীত (সৃষ্টি করিল)? ॥৩॥ (১০)

১১। এইরূপ নানাবিধ বিতর্কের অবতারণার পর
শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগভাবই নিশ্চিত হইলে এবং নিজেদের
জীবননাশের উপক্রম ঘটিলে কৃষ্ণোন্মাদই এ সকল দশার
নিবারকরূপে তাঁহাদের অন্তঃকরণকে ব্যবধানে
লইয়া গেল ॥ (১১)

১০। তৎকালে চঞ্চলতরঙ্গশালী সেই কৃষ্ণোন্মাদরূপ
মহাসমুদ্র তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তদন্তর্গত
বৃত্তিসমূহের নিবারণপূর্বক, হৃদয়ের কৃষ্ণস্ফূর্তিলাভের
কারণরূপে প্রকাশিত হইলে, এক অসীম অভিনব
মনোহরা দশায় তাঁহাদের অঙ্গচেষ্টাকে
বিরত করিয়া নির্গমনোন্মুখ প্রাণবায়ুকেও
মধ্যস্থানেই রক্ষা করিয়াছিল। ঐ অবস্থায়
তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, ভক্তজনের প্রতি তদীয়

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন ॥

ROUTINE

Days	1st. Hour	2nd. Hour	3rd. Hour	4th. Hour	5th. Hour	6th. Hour	7th. Hour
Monday							
Tuesday							
Wednesday							
Thursday							
Friday							
Saturday							

লাজুক ছায়া বনের তলে,
আলোরে ভাল বাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে ॥
রবীন্দ্রনাথ।

(২৯)

8

Sulekha

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
২৩খানা খাতার মধ্যে
খাতা নং ১৩নং

অনুস্বারটা উপরের অক্ষরের মাথায় মাত্র—১/২ ইঞ্চি

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ।

অষ্টাদশ স্তবক (Contd.)

আনুগত্য, অনুরাগ, হাস্যরূপ চন্দ্রকিরণ, ভ্রমরশোভিত
প্রফুল্ল কমলের পত্রশোভার পরাভবকারী নয়ন-
যুগলের কটাক্ষপাতজনিত উৎসব, ঈর্ষা অপেক্ষা ও
সুমধুর আলাপ, মনোহারিণী চেষ্টা ও গভীর মাধুর্য-
সৌরভশালিত ও প্রীতিপূর্ণ বিবিধ হিতকর
বিলাসসমূহের অনুকরণ করিয়াছিলেন ॥ (১২)

১১। এইরূপে, প্রাণসমূহ স্থির হইলে বায়ুপরিচালিত
কমলিনীগণের ন্যায় সেই গোপবধূগণ বিরহ-
বেদনার আক্রমণে হর্ষশূন্যচিত্তে বন হইতে বনান্তরে
বিচরণ ও মহাযশাঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন
করিতে করিতে যখন পথ ও অপথ সমস্তই ভুলিয়া
গেলেন, তখন, অলক্ষ্যচারিণী ভগবতী যোগমায়াদেবী—
যিনি অলক্ষ্যেই সর্বদা তাঁহাদের অনুগমন
করিতেছিলেন, তিনি যে তাঁহাদের প্রতিকূল-
দশার তীব্রবেগ হরণ করিতেছিলেন, তাঁহারাও
উহা জানিতে পারেন নাই ॥ (১৩)

১২। এইরূপে তাঁহারা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে
প্রত্যেক তরু-লতাগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন—

হন্ত (অহো!) অশ্বত্থ-কপিত্থ-কিংশুক-বট-প্লক্ষা: (হে অশ্বত্থ, কপিত্থ, কিংশুক, বট ও প্লক্ষ বৃক্ষগণ!) ব: (তোমাদের) শিবং অক্ষয়ং (মঙ্গল অক্ষুণ্ন রহিয়াছে ত?); ভবন্তি: (তোমরা) অত্র (এস্থানে) বিচরন্ (বিচরণ-রত) গোপেন্দ্রজ: (শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে) দৃষ্ট: নু কিং (দেখিয়াছ কি)? কিং (কীহেতু) তূষ্ণীং তিষ্ঠথ (মৌনভাবে অবস্থান করিতেছ)? ন: (আমাদিগকে) ন বক্ষ্যথ (বলিতেছ না)! স: (তিনি) ব: গোচর: সত্যং (যে তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, ইহা সত্য কথাই); অন্যথা (তাহা না হইলে) বলবতা আনন্দেন (বলবান আনন্দ কর্তৃক) কল্পিত: (রচিত) য: অয়ং স্তম্ভ: (এইরূপ স্তব্ধ ভাব) কথং (কীরূপে সম্ভবপর হয়)? ॥ ৪॥ (১৪)

১৬। এইরূপ বলিয়া, 'অহো! ইহারা শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ধ্যানফল: চিত্তের নম্রতাহেতু তদীয় বাহ্যচেষ্টার অভাবে আমাদের নিবেদন-বাক্য শ্রবণ করে নাই; সেইহেতু চল, অন্যস্থানে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি' — এইরূপে তাঁহারা কিয়দ্দূরে যাইয়া —

'হে চাম্পেয়-রসাল-পাল-সরলাঃ (হে কাঞ্চন বা নাগকেশর, রসাল, পাল, সরল!) পুন্নাগ (হে পুন্নাগ!) হে চম্পক (হে চম্পক!), যঃ (যিনি) নঃ (আমাদের) চিত্তম্ অপাহরৎ (চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন), অনঘৈঃ ভবদ্ভিঃ (নির্মলস্বভাবসম্পন্ন) ভবদ্ভিঃ (তোমরা, [সেই]) শ্যামঃ (শ্যামসুন্দরকে) অনেন পথা (এই পথে) গচ্ছন্ সমালোকিতঃ (যাইতে দেখিয়াছ কি?)? = 'ন ন ন' (না, না, না) ইতি (এইরূপে) আন্দোলনৈঃ দলৈঃ (পত্রবৃন্দের আন্দোলন দ্বারা) 'মিথ্যা মা বদত' (মিথ্যা কথা বলিও না), অন্যথা (তাঁহার দর্শনলাভ না হইলে) বঃ (তোমাদের) কথং (কী হেতু) অয়ং (এইরূপ) স্থিরঃ রোমোদ্গমঃ (নিশ্চল রোমাঞ্চ-রাজির উদয় হইয়াছে?) ॥ ৫ ॥ (১৫)

১৬। এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিলেন — 'ওহে! ইহারা শ্রীকৃষ্ণেরই জন বলিয়া নিষ্ঠুরতাহেতু প্রত্যুত্তর দান করিতেছে না। যাহা হউক, অন্যত্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করি' এইরূপে সম্মুখে তমালতরুকে দর্শন করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন —

"হংহো তমাল! (হে তমাল-বৃক্ষ!) তব (তোমার) বর্ত্মসুহৃৎ (সমানবর্ত্মশালী সুহৃৎ) সঃ কৃষ্ণঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) সত্যং (নিশ্চয়ই) তব (তোমার) বিষয়ঃ বভূব (নয়নগোচর হইয়াছেন); এতৎ অন্যথা ন (ইহা মিথ্যা নহে); তেন (আর, তিনি) শ্লিষ্টঃ অসি ([তোমাকে] আলিঙ্গিতও করিয়াছেন); যৎ (যেহেতু) মধুব্রতগণেন (ভ্রমরগণকর্তৃক) লীঢ়ঃ (আস্বাদিত) অঙ্গতদীয়গন্ধঃ (তদীয় এই অঙ্গসৌরভ) তে (তোমার) ত্বচি (চর্মসমূহে) বিসর্পী (পরিব্যাপ্ত হইয়াছে)॥৬॥(১৩)

১৪। তাঁহার আলিঙ্গনে ইহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ায় এই তমাল আমাদের নিবেদন জানিতে পারিল না। অতএব, ইহাকে আর জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কী? বরং অন্যত্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করি"—এই বলিয়া সম্মুখে তুলসীকে দেখিয়া—

"হে কল্যাণি তুলসি! (হে কল্যাণি তুলসি!) কমলেক্ষণেন (কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ) প্রণয়ি-নীতিরসাৎ (প্রণয়িজনোচিত নীতিরসে আবিষ্ট হইয়া) ত্বয়ি (তোমার অঙ্গে) অবশ্যং (নিশ্চয়ই) পাণিকমলং (করকমল) ন্যস্তং (অর্পিত করিয়াছেন; [অতএব তুমি]) ধন্যা অসি (ধন্যা হইয়াছ);

লোকে (এজগতে) তে (তোমার) তুলনা ক্ব (তুলনা কোথায়)? তৎ (সেই হেতু), তে (তোমার) দয়িতঃ সঃ (প্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণকে) ক্ব লভ্যঃ (কোথায় পাইব; [তাহা]) নঃ সমাদিশ (আমাদিগকে উপদেশ কর)॥৭॥ (১৭)

১৮। নিজ-প্রিয়তমের কথা তোমাদিগকে জানাইব কেন? — ভুজহীনা তোমায় এইরূপ মৎসরীজনোচিত দোষ অবশ্যই নাই॥ (১৮)

যেহেতু ~~খ~~ ত্বং (তুমি) মালাময়েন বপুষা (নিজ-[মালারূপে রচিত শরীর দ্বারা] মাল্যাকার দেহ দ্বারা) আকণ্ঠং (কণ্ঠদেশ হইতে) আচরণসীম (চরণযুগলের প্রান্তদেশ পর্যন্ত) [বনমালা-রূপে] বিলম্বমানয়া (লম্বমানা অবস্থায় আলম্বিয়া) বনমালি-বক্ষঃ (বনমালীর [শ্যামের] বক্ষঃস্থলের) ভূষয়ন্তী অপি (শোভা বর্ধন করিয়াও) তব এব সখ্যৈ (তোমারই সখ্যৈ) বিহারি (বিলাসশালী) মালান্তরং (অন্য মালাকে) রসেন (অনুরাগের সহিত) ন পরিপালয়সে (পালন করনা কি)? ॥৮॥ (১৯)

তব (তোমার) দয়িতঃ সঃ (প্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণ) অস্মদ্বিধজন মনঃপ্রাণ-বুদ্ধ্যাদিসারং (আমাদের মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির সারাংশ) হারং হারং

(সম্পূর্ণরূপেই হরণ করিয়া) অনেন (এই) বর্ত্মনা (পথ দিয়া) যাত: (চলিয়া গিয়াছেন); তস্মাৎ (সেইহেতু) সহজকরুণা (স্বাভাবিক-করুণাময়ী) ত্বং (তুমি) ঔর্দাস্যাতে: (ঔর্দার্য্যের অভাবহেতু) তস্য আখ্যাতুং অর্হসি (তাঁহার বার্তা অবশ্যই বলিবে); যৎ (যেহেতু) ইহ (এজগতে) সুহৃৎ (সুহৃদ্‌ব্যক্তি) স্বপ্রাণৈ: (নিজ প্রাণ-দ্বারাও) সুহৃৎপ্রাণরক্ষাং (সুহৃদের প্রাণরক্ষা) বিধত্তে (করেন)॥ ৭॥ (২০)

১৭। ওদূরের তুলসীর নিকট হইতেও উত্তর না পাইয়া, 'অহো! ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলাভের পর সম্প্রতি তাঁহার বিরহে মানশূন্যা ও তদ্‌গতচিত্তা হইয়াই বিরাজ করিতেছেন! সেইহেতু ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কী ফল? স্বয়ং উত্তপ্ত বস্তু কখনও অপরকে শীতল করিতে পারে না। সেইহেতু চল, স্থানান্তরে যাই' এইরূপ বলিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া সম্মুখে মালতীলতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন॥ (২২)

'আলি মালতি! (হে সখি মালতি!) স: বনমালী কিং (সেই বনমালী কি) নয়নেন (নয়নদ্বারা) ভবতীং (তোমাকে) ন আলিলিঙ্গ (আলিঙ্গন করেন নাই)?

অন্যথা (তাহা না হইলে [তুমি]) কুসুমহাসবিলাসৈঃ (কুসুমসমূহের হাস্যবিলাসচ্ছলে) কিং (কীহেতু) মানসগর্বং (চিত্তের গর্ব) প্রকাশয়সি (প্রকাশ করিতেছ)? ॥ ২০॥ (22)

মালি মল্লিকে (হে মালী মল্লিকে!) ন গোপয় ([তুমি কোন কথা আমাদের নিকট] গোপন করিও না); ভবত্যা (তুমি) সঃ (সেই) গোপরাজতনয়ঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনকে) দৃষ্টঃ (অবশ্যই দেখিয়াছ); যৎ (যেহেতু [তুমি]) চঞ্চরীকনিকরচ্ছলতঃ (নিজ মাথাস্থিত ভ্রমরবৃন্দের ছলে) তত্তনুরুচিং (তাঁহার দেহকান্তি) উচ্চৈঃ অচূচুরঃ (সম্পূর্ণরূপেই অপহরণ করিয়াছ) ॥ ২১॥ (২৩)

মালি জাতি! (হে মালী জাতি!) ত্বং (তুমি) জাতি-সরলা অসি (স্বভাবতই সরলা); ন অতিবঞ্চয় ([এইহেতু আমাদিগকে] বঞ্চনা করিও না); চঞ্চলচেতাঃ সঃ (চঞ্চলচিত্ত সেই ব্রজরাজনন্দন) নখৈঃ (নখরাজি-দ্বারা) ত্বাম্ অলিখৎ এব (নিশ্চয়ই তোমাকে বিক্ষত করিয়াছেন); যতঃ (যেহেতু) তে (তোমার) মুকুলানি (মুকুলসমূহ) লোহিতত্বম্ অনয়ন্ (লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে) ॥ ২২॥ (২৪)

অয়ি মুগ্ধিকে (অয়ি মুগ্ধে! [তুমি]) মুখরীভূত ভৃঙ্গ-
নিনদেন (দলবদ্ধ ভ্রমরগণের গুঞ্জন ছলে) নিকামং
রোদিষি কিং (অতিশয় রোদন করিতেছ কেন)?
এষঃ (এই শ্রীকৃষ্ণ) সর্বস্বহরঃ ইব (সর্বস্ব
লুণ্ঠনকারী ব্যক্তির ন্যায়) দৃশা এব (দৃষ্টি মাত্রদ্বারাই)
মাদৃশাম্ ইব (আমাদের চিত্তের ন্যায়) তে (তোমার)
মনঃ অহার্ষীৎ (চিত্তকেও) অহার্ষীৎ (হরণ করিয়া-
ছেন কি)? ॥১৩॥ (২৫)

১৮। এইরূপে মালতী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার
উত্তর না পাইয়া অন্যত্র গমনপূর্বক, ইহারা স্থাবর
বলিয়া জিজ্ঞাসার অযোগ্য? এইরূপ বিচার
না করিয়াই কার্যমাত্রে অনভিজ্ঞতা হেতু পুনরায়
অপর বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন —
'কুরুবক! রক্তাশোক! (হে কুরুবক! হে রক্তাশোক!
[তোমরা]) নঃ (আমাদের) শোকক্ষয়ং কুরু (শোক
দূর কর); কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কেন বর্ত্মনা (কোন পথে)
যাতঃ (গিয়াছেন, [তাহা]) কথয় কথয় (বল);
অহহ (অহো!) সঃ ইহ দৃষ্টঃ ন? (আমরা তাঁহাকে

এখানে কেহ নাই' ইতি মা বল্লুত (এরূপ বলিওনা); অস্য (তাঁহার) প্রখর নখর লূন: (প্রখর নখদ্বারা ছিন্ন) পল্লব: (তোমাদের পল্লবই) অমুং বদন্তি (তাঁহার সূচনা করিতেছে)' ॥ ১৫॥ (২৭)

২০। পুনরায় অন্যত্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —

'অয়ি পনস (হে কন্টক বৃক্ষ! [কাঁঠাল গাছ!]) সঙ্কোচ: ন বিধেয়: ([তুমি] কোনরূপ সঙ্কোচ করিওনা); অস্মদাত্মচৌর: (আমাদের চিত্তচোর) হরি: ক্ব গত: (শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন), কথয় (বল); অহহ (অহো!) মদবলোকহর্ষত: (তাঁহার দর্শনজনিত হর্ষবশতঃই) ত্বং (তুমি) পুলুতর কণ্টকিতৈ: (কন্টকরাজিযুক্ত হইলে প্রস্ফুত পুলকযুক্ত) ফলৈ: বিভাসি (ফলসমূহের শোভা ধারণ করিতেছ)' ॥ ১৬॥ (২৮)

অয়ি সুভগ মহানুভাব (হে মনোজ্ঞ মহাপ্রভাবসম্পন্ন) জম্বূতরুবর! (হে জম্বুবৃক্ষবর!) তে (তোমার) ফলানি (এই ফলসমূহ) যদবয়বরুচাং (যাঁহার অঙ্গকান্তিরাশির) সুচারুচারৈ: (মনোহর সঞ্চার-হেতু) অলিমলিনানি বন্ধুর: (ভ্রমরগণেরও মলিনতা উৎপাদন করে), স: (তাঁহাকে) ত্বয়া এব (তুমিই) নূনম্ অদর্শি (নিশ্চয়ই দর্শন করিয়াছ)' ॥ ১৭॥ (২৯)

(তুমিই) দূনোঽসি (নিশ্চয় দলন করিয়াছ)।। ২৬।। (২৯)

২৭। পুনরায় কিয়দ্দূরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —
'হে সখি বিলাসিনি বিম্বশাখে (হে বিলাসিনি সখি বিম্বশাখে!) ধন্যা অসি ([তুমি] ধন্যা হইয়াছ); যৎ (যেহেতু) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কান্তাপয়োধরধিয়া (প্রিয়তমার স্তন মনে করিয়া) তব (তোমার) অস্মিন্ (এই) সৎফলে (সুন্দর ফলটিতে) গতশঙ্কং (নিঃশঙ্কচিত্তে) পাণিপঙ্কজং (নিজ করকমল) অর্পিতবান্ (স্থাপন করিয়াছিলেন; [সেই হেতুই তুমি]) কণ্টকিতং শ্লাঘ্যং বপুঃ (কণ্টকরাজিচ্ছলে পুলকশোভাযুক্ত এই প্রশংসনীয় দেহটি) বিভর্ষি অপি কিম্ (ধারণ করিতেছ কী)?।। ২৮।। (৩০)

অয়ি বকুল (হে বকুল!) একঃ ত্বং (একমাত্র তুমিই) হরিবদনেন্দু বিলোকনেন (শ্রীহরির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া) নিরাকুলঃ জাতঃ (চিত্তের স্থিরতা লাভ করিয়াছ); অতিকুতুকী (অতিশয় কৌতুকশালী) সঃ (সেই শ্রীহরি) তব (তোমার) তলপাতিভিঃ প্রসূনৈঃ (তলদেশে পতিত পুষ্পরাশিদ্বারা) মালাং বিনির্মিতবান্ অপি (মালা রচনা করিয়াছিলেন কী)?।। ২৯।। (৩১)

২২। পুনরায় অন্যত্র যাইয়া—
'সখি মধুকর-শাখি-শাখে (হে সখি আম্রশাখে!) অভিনবমুকুলাগ্র-ভঙ্গুরত্বে (নবীন মুকুলসমূহের অগ্রভাগের উদ্ভিন্ন লীলাকালে) পরিচিত-তন্নখর-বিমর্শ-হর্ষাৎ (পরিচিত তদীয় নখরসমূহের স্পর্শহেতু হর্ষভরে) মধুনিস্রুত: (মধুচ্ছলে) তব (তোমার) এষ: (এই) অশ্রুনিপাত: (অশ্রুবর্ষণ) যোগ্য: (সঙ্গতই হইতেছে)'॥২০॥(৩২)

২৩। পুনরায় অন্যত্র যাইয়া—
'অয়ি নীপ (হে কদম্ব!) হরি: (শ্রীকৃষ্ণ) বনেন গচ্ছন্ (বনপথে চলিতে চলিতে) তব (তোমার) অনুকূলং মূলং (এই অনুকূল মূলদেশ) আলম্বে (আশ্রয় করিয়াছিলেন); কন্দুকায় (আয়, কন্দুকনির্মাণের নিমিত্ত) তব (তোমার) কুসুমং চিন্বন্ (পুষ্প চয়ন করিতে করিতে) শাখাসু অপি আরূঢ়: (শাখায়ও আরোহণ করিয়াছিলেন) অনুমীয়তে (ইহা অনুমান হইতেছে)॥২১॥ (৩৩)

এইরূপ, যৎ (যেহেতু) ইত: (এস্থানে) কিয়ন্তি (কয়েকটি) পল্লবানি (পল্লব) পতিতানি (ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে), ইহ (এস্থানে) কোরকানি

(কয়েকটি পত্রমুকুল) প্রলুঠন্তি (ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে [এবং]) ভ্রমরাঃ চ (ভ্রমরগণ) তদীয়গন্ধ-লুব্ধাঃ (তাঁহার গন্ধে লুব্ধ হইয়া) ভবন্তং সন্ত্যজ্য (তোমাকে ত্যাগ করিয়া) বত (অহো!) তম্ অনুযযুঃ (তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে)। ২২॥ (৩৪)

২৪। সেই হেতু, হে তরুবর! তুমিই তত্ত্ব উপদেশ কর,— কোথায় গেলে তোমাদের ন্যায় মনোহর সৌরভশালী সেই বন্ধুর সাক্ষাৎকার-লাভ হইবে? (৩৫)

২৫। পুনরায় কিয়দ্দূরে যাইয়া—

'যমুনাতটীনিবাসাঃ (হে যমুনাতীরবাসী) ভূমিরুহঃ (বৃক্ষগণ!) অপি বত কৃষ্ণপরং পরং তপঃ ([তোমরা] শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত উত্তম তপস্যার) চরন্তু ইব (অনুষ্ঠান করিতেছ যেন) নিরুপাধি পরদুঃখদহ্যমানাঃ (অকৈতব বা অহৈতুক পরদুঃখে দগ্ধ হইতেছ; [অতএব]) হরিঃ ক্ব যাতঃ (শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন) কথয়ত ([তাহা] বল)'॥ ২৩॥ (৩৬)

২৬। পুনরায় কিয়দ্দূরে যাইয়া—

'অয়ি বিপিনলতাঃ (হে বনলতাগণ!) যঃ

(তোমাদের) ক্ব (কোথায়) অভবৎ এবং (এইরূপ)
সুকৃতং অভূৎ (সুকৃতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল) যৎ
(যাহার প্রভাবে [তোমরা]) ইহ (এস্থানে) ফলভার-
ভুগ্নদেহা: (ফলভারে অবনতদেহে) নবযৌবনসারং
অর্পয়ন্ত্য: ইব (নবযৌবনের সার অর্পন করিয়াই
যেন) এবং (শ্রীকৃষ্ণকে) ইত্থং মদয়থ (এইরূপ
হর্ষ দান করিয়াছ)॥ ২৪॥ (৩৭)

২৭। পুনর্বার অন্যত্র যাইয়া —

'অয়ি সহচরি কৃষ্ণসারনারি (হে সহচরি কৃষ্ণসার-
বধূ!) যৎ (যেহেতু) ভবত্যা (তুমি) আভ্যাং
(এই [নয়নযুগলদ্বারা]) কৃতসুকৃতশতানুসারি
(অতিপুণ্যশালী ব্যক্তিদের প্রতি আসক্ত [ও])
হারি (মনোহর) হরে: মন: (শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে)
প্রসভং (বলপূর্বক) অহারি (হরণ করিয়াছ,
[অতএব তুমি]) দৃশো: যশ: (নয়নযুগলের
কীর্তিই) প্রকটং অকারি (প্রকাশ করিয়াছ)॥ ২৫॥ (৩৮)

অয়ি (হে কৃষ্ণসারপ্রিয়ে!) তদতনু তনুরূপমাধুরীভি:
(তাঁহার দেহের অপরিসীম রূপমাধুর্যদ্বারা) তে
(তোমার) নয়নয়ু অপূরি [অপি] (নয়নযুগল পরিপূর্ণ হইলেও)

মনঃ ন পূরিতং (মনঃ পূর্ণ অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হয় নাই);
অধুনা অপি ([অতএব] এখন পর্যন্ত) ধৃতিং মুঞ্চমানা
(ধৈর্যহীনা হইয়া) তদনুসন্ধিচিন্তনচিন্তয়া ~~শেতে~~
(তাঁহারই অনুসন্ধানের চিন্তায়) ন শেতে (শয়ন
করিতেছি না)॥ (৩৯)

২৮। সেইহেতু ~~অতএব~~ আমরা প্রণয় প্রদানপূর্বক জিজ্ঞাসা
করিতেছি ~~যে~~, হে সখি! যিনি করস্পর্শদ্বারা তরু-
রাজির সন্তোষ উৎপাদন ~~করেন~~ এবং আমাদের চিত্ত
হরণ করেন, সেই শ্রীহরি করুণাবিলসিত অরুণবর্ণ
কটাক্ষশোভাদ্বারা তোমাকে দেখিতে দেখিতে,
নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া কোন্ পথে চলিয়া গেলেন,
তুমি স্বাভাবিক সৌহার্দ ~~এবং~~ ও সহৃদয়তা হেতু ~~নিবন্ধন~~
সেই পথটি বলিয়া দাও; এ বিষয়ে কোনরূপ বঞ্চনা
করিও না॥ (৪০)

২৯। এইরূপ বলিলে, সেই কৃষ্ণসার বধূটি দৈববশতঃ
ধীরে ধীরে অগ্রভাগে চলিতে আরম্ভ করিলে
সেই গোপবধূগণ পুনরায় পরস্পর বলিতে
লাগিলেন — "হে সহচরীগণ! এই সকল তরু,
লতা ~~এবং~~ ও জন্তুগণের মধ্যে দয়াবতী এই কৃষ্ণসার-

বধূই মালতীবনে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণের পথের
পরিচয় প্রদান করিয়াছে যেন, অনল অপেক্ষাও মর্মান্তিক
দাহজনক আমাদের চিত্তজ্বালার উপশম ঘটাইতেছে?
এই বলিয়া তাঁহারা পদচিহ্নানুসরণ আরম্ভ করিলে,
সেই কৃষ্ণসারবধূ কিয়দ্দূর যাইয়া যেই [illegible] কোন
স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করায় পুনরায় তাঁহারা
আশঙ্কিতচিত্তে – 'হে সখীগণ! সেই পরমসৌভাগ্য-
শালী শ্রীহরি এস্থানেই বিরাজ করিতেছেন;
যেহেতু এই হরিণীবধূ এস্থানে আসিয়াই স্থিরভাব
ধারণ করিয়াছে; অতএব এস্থানেই অন্বেষণ করিব।
এই বনটি নিবিড় বৃক্ষরাজির সমাবেশে দুর্গম
বলিয়া এস্থানেই নিপুণভাবে সন্ধান করিতে
হইবে।' (৪১)

তত্র এই বলিয়া চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে
একটি কোকিলকে দেখিয়া বলিলেন –

কোকিল! (হে কোকিল!) তে (তোমার) কাকলীঃ
(মধুর কুহুস্বর) অবকলয্য (শ্রবণ করিয়াই) ত্বয়ি
কিল (তোমার প্রতি) তস্য (সেই শ্রীহরির) দৃষ্টিপাতঃ
অভবৎ (দৃষ্টিপাত হইয়াছে); নিখিলজনমনোহরঃ

(নিখিল প্রাণিবর্গের মনোহর), তে স্বরঃ (তোমার এই স্বর) তদীয়কলস্বরানুকারী ভবতি (তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া থাকে)॥ ২৭॥ (৪২) নীলাভগাত্র কৃষ্ণ
এইরূপ, শ্যামঃ অসি ([শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তুমিও] শ্যামবর্ণ), শোণনয়নঃ অসি ([তাঁহার নয়নের ন্যায়] তোমার নয়নও রক্তবর্ণ), বনপ্রিয়ঃ অসি (তুমিও [তাঁহার ন্যায়] বনপ্রিয়), সুস্নিগ্ধবাক্ অসি ([তাঁহার বাক্যের ন্যায়] তোমার বাক্যও সুস্নিগ্ধ), রসালরস-লালসঃ অসি [আমাদের সৌহার্দ্য যেরূপ] (রসালের অর্থাৎ আম্রমুকুলের প্রতি লালসাযুক্ত [তুমিও তাঁহার ন্যায়ই]) একান্ততঃ বিরহিণীমনোদুঃখদঃ অসি (বিরহিণীগণের প্রতি একান্তভাবেই দুঃখদায়ক, [অতএব]) তেন সহ (তাঁহার সহিত) তে (তোমার) জাত্যা এব (জন্মাবধিই) নিবিড়া এব মৈত্রী (দৃঢ়ভাবেই মিত্রতা রহিয়াছে)॥ ২৮॥ (৪৩)

তত্র এইহেতুই তুমি জানিলেও তাঁহার কথা বলিবে না, এই বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে সম্মুখে বক্রগামিনী কোন এক হংস-বধূকে দেখিয়া হর্ষসহকারে বলিলেন —

"সারসি হংসি! (হে সারসি হংসি!) এহি এহি (এস, এস);
পুরুপ্রেমলয়া (পরম প্রেমশীলা) পতঙ্গপুত্র্যা
(যমুনাই) ত্বং (তোমাকে) অত্র (আমাদের নিকটে)
প্রেষিতা অসি কিমু শংস (পাঠাইয়াছেন কী! তাহা
বল); আম্ (হাঁ! তাহাই বটে); সঃ (শ্রীকৃষ্ণ)
তত্তটীম্ অনু (এই যমুনার কূলের নিকটেই) বর্ততে এব
(বর্তমান রহিয়াছেন); তস্মাৎ (সেই হেতুই)
অস্মান্ (আমাদিগকে [তথায়] অতি সত্বর) নিনীষায়ুঃ
(লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াই) সঃ (তিনি) ত্বাং
(তোমাকে) ~~আদিশ (আদেশ)~~ দিদেশ (নির্দেশ প্রদান
করিয়াছেন)॥ হং ২৮॥ (৪৪)

৩২। সেই হেতু, হে সখি! আমরা বনমালীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কোন দিকে যাইব, নির্দেশ কর", এইরূপ বলিবার পর হংসীটি পুনরায় ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে কিয়দ্দূর তাহার অনুসরণ পূর্বক বামদিকে চক্রবাকীকে দেখিয়া —

"হে চক্রবাকি! (হে চক্রবাকি!) ভবতী (তুমি) মুহুঃ বীক্ষ্য বীক্ষ্য (বারম্বার যাঁহাকে দর্শন করিয়া) মনসঃ (মন হইতে) দয়িতস্য (নিজ-প্রিয় চক্রবাকের)

বিয়োগ-দুঃখং (বিরহ-জনিত দুঃখ) নিরাস (নিরাস
অর্থাৎ দূর করিয়াছ, [সম্প্রতি]) উপেত্য (নিকট হইতে)
নঃ (আমাদিগকে) তৎ দিদর্শয়িষুঃ (তাঁহার দর্শন-
লাভ করাইবার ইচ্ছায়ই) জবাৎ উপৈতি (বেগভরে
নিকটে আসিতেছ); নির্হেতুক সৌহৃদ ভুষাং
(স্বাভাবিক সৌহার্দশালী ব্যক্তিগণের) অয়ম্ এব
মার্গঃ (এইরূপ রীতিই সুপ্রসিদ্ধ) ॥ ৩৩॥ (৪৫)

৩৬। এইরূপ বলিয়া তাহার দিকে যাইতে যাইতে
সম্মুখস্থ পবন-সৌরভ আঘ্রাণপূর্বক, 'অহো! চক্র-
বাকবন্ধুর এদিকে আগমনের কারণ জানা গিয়াছে;
যেহেতু আমাদের প্রাণসখা শ্রীহরি নিকটেই
আছেন ॥ (৪৬)

যেহেতু, চন্দনগন্ধবাহঃ (এই মলয়বায়ু)
অমুষ্য (শ্রীহরির) কণ্ঠমেলা-কুতূহলজুষঃ

(কণ্ঠদেশে ক্রীড়াকৌতুকযুক্তা [ও]) শ্রীগাত্রগন্ধ-
সুরভে: (তদীয় গাত্রসৌরভশালিনী) বনমালিকায়া:
(বনমালার নিকট হইতে) সৌরভরহস্যম্ অভ্যস্য
(সৌরভের রহস্য আয়ত্ত করিয়া) পুষ্পন্ধয়ান্
(ভ্রমরগণকে) অন্ধান্ রচয়ন্ ইব (অন্ধপ্রায়
করিয়া) বহতি (প্রবাহিত হইতেছে)।। ৩৩।। (৪৭)
৩৪। অহো! তাহা হইলে সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত
ভ্রমরগণকেই জিজ্ঞাসা করি — এইরূপ বলিয়া
তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক প্রশ্ন করিলেন —
'অয়ি ভ্রমরমণ্ডলি! (হে ভ্রমরগণ!) ত্বয়া (তোমরা)
পরিত: (চতুর্দিকে) স্ফুটা: (প্রস্ফুটিত) সুরভিগন্ধি-
পুষ্পাবলী: (সুগন্ধশালী পুষ্পরাশিকে) বিহায়
(পরিত্যাগ করিয়া) বিহায়সি (আকাশে) সমীরণানুগতি-
রীত্যা (গন্ধবহের [বায়ুর] প্রতি চিত্তের আসক্তি প্রকাশপূর্বক)
ভ্রমতে (ভ্রমণ করিতেছ); অস্য (ইহার) হেতুং
প্রকাশয় (কারণ প্রকাশ করিয়া বল)' ইতি (এইরূপে)
তা: (সেই গোপবধূগণ) তদীয়কলগুঞ্জিতৈ:
([তৎকালে] সেই ভ্রমরগণের গুঞ্জন শ্রবণ করিয়া)
স্বগতম্ এব অর্থং (স্ব-কল্পিত বিষয়ের প্রত্যুত্তর
বলিয়াই) অবিদন (মনে করিয়াছিলেন)॥ ৩৫॥ (৪৮)

~~বীথিকায়) অনিন্দিন্ (সেনি কার পড়িলেন) ॥৩৯॥ (৪০)~~

তদ্। অতঃপর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিয়া চলিতে চলিতে, নবীন তৃণরাজির সুকোমল অগ্রভাগের সুখস্পর্শহেতু উহাকে মাননীয়া ধরিত্রীর পুলক রূপে জ্ঞান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই দৃঢ় নিশ্চয়হেতু ধরিত্রীকেই বলিতে লাগিলেন —

'অয়ি মহি! (হে পৃথ্বি!) হন্ত (অহো!) যৎ (যেহেতু [তুমি]) কৃষ্ণপাদাব্জসঙ্গাৎ (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সঙ্গলাভহেতু) পুলকিতাঙ্গী অসি (অঙ্গে পুলক ধারণ করিয়াছ, [সেইহেতু]) তে (তোমার) অতঃ (ইহা অপেক্ষা) গরীয়ান্ মহিমা ন (উত্তম মহিমা আর কিছুই নাই); ইহ (এবিষয়ে) কঃ হেতুঃ কথয় (কারণ কি, তাহা বল); বামনাঙ্ঘ্রি প্রসঙ্গঃ কিমু (বামনদেবের পাদস্পর্শ), কিমুত (অথবা) বরাহস্য (বরাহদেবের) অঙ্গসংশ্লেষরঙ্গঃ (অঙ্গের আলিঙ্গনজনিত সুখই কি [ইহার কারণস্বরূপ?]) ॥৩৩॥ (৪২)

অয়ি ধরণি (হে ধরিত্রি!) তব (তোমার) কীর্ত্তিঃ (সুকীর্ত্তি) চরম্ অচরং চ (স্থাবর ও জঙ্গম নিখিল পদার্থকে)

থিনোতি (প্রীতি দান করে); যৎ (যেহেতু [তুমি])
প্রতিপদং (প্রত্যেক পদ নিক্ষেপ কার্য্যে) অস্য (শ্রীহরির)
পাদপদ্মে (পাদপদ্মযুগল) প্রকামম্ অভিচুম্বসি
(যথেষ্ট ভাবে চুম্বন কর)! হন্ত (অহো!) তেন (সেই
হেতু) অস্য (তাঁহার) গতিঃ অপি (গতিবেগও)
মন্থরা এব (ধীর ভাবেই লক্ষিত হইতেছে)॥ ৩৪॥ (৫০)
তত্র। এইরূপে প্রিয়সখীকে সম্ভাষণ করিয়া চলিতে
চলিতে সম্মুখে ভূমিতলে পক্ষযুক্ত চকোরের ন্যায়
কান্তিময় পক্ষীকে দর্শন করিয়া সহর্ষে বলিলেন —
নঃ (আমাদের) মনোমাণিক্যহারী (চিত্তরত্ন চোর)
সঃ (শ্রীহরি) সত্যং (নিশ্চয়) এতেন এব পথা
(এই পথ দিয়াই) গতবান্ হি (গমন করিয়াছেন);
হন্ত (অহো!) অমী যে পুংশ্চকোরাঃ (এই যে পুরুষজাতি চকোর-
পক্ষিগণ) পরিতঃ (চতুর্দিকে) মণ্ডলীভূয় (শ্রেণী-
বদ্ধ হইয়া) যচ্চরণারবিন্দনখরগ্লৌনাং (যাঁহার
চরণপদ্মের নখরূপ চন্দ্রসমূহের) সুধাবীচীঃ
(সুধারাশিকে) পিবন্তি (পান করিতেছে); তৈঃ এব
(তাহারাই) সঃ (সেই) প্রিয়তমঃ (প্রিয়তমকে)
নঃ (আমাদের) অভ্যর্ণবর্তী ইতি (নিকটবর্তিরূপে)
প্রতিপাদ্যতে (প্রতিপাদন করিতেছে)॥ ৩৫॥ (৫১)

৩৭। এইরূপে প্রশ্ন, সংশয় ও নিশ্চয়াদি রূপে উন্মাদের মধ্যদশা বিরত হইলে, উহার পরিপাক-দশার প্রারম্ভে, তাঁহাদের সদ্ভাবনা-সমৃদ্ধ, অথচ ইতর-চিন্তা-বিমুক্ত, পরমমঙ্গলময় ও জ্ঞানসিদ্ধ চিত্তমধ্যে নিরন্তর স্ফূর্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দশার অনুভব হওয়ায় 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া যখনই অপরিমেয় তাদাত্ম্য-তরঙ্গ রঙ্গোল্লাস বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, তখনই তাঁহার আবেশহেতু, তদীয় পূতনা-বধাদি শ্রুত বিষয় ও গোবর্ধন-ধারণাদি দৃষ্ট বিষয় দ্বারা সকলের চকিত-ও-চমৎকারিজনক, ভগবানের অতুল লীলা-বলীর অনুকরণে কোন গোপাললনাই বা দুষ্টুতর শোভা ধারণ না করিয়াছিলেন? (৫২)

৩৮। বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলার তাদাত্ম্য অর্থাৎ তন্ময়তা-ভাবনা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বস্ত্রহরণাদি-লীলা অনুকরণে তদুপযোগী সামগ্রী-সমূহ স্বজাতীয় জাতি হইতেই আবির্ভূত হয়। আর, পূতনা-বধাদি-লীলা অনুকরণে

সজাতীয় ও বিজাতীয়, উভয়প্রকার বস্তুই
তদুপযোগী উপকরণসমূহের কারণ হইয়া
আছে ॥ (৩৩)

৩৯। কলনাদিনী নদী যেরূপ জলরাশিদ্বারা স্বীয় তটদেশকে
আর্দ্র ও ক্লেদযুক্ত করে, সেইরূপ সজাতীয়া সামগ্রী চিত্তের
অনুকূল বলিয়া গাঢ় আস্বাদনকারিরূপে অতিশীঘ্রই
চিত্তকে দ্রবীভূত করে। আর, বিজাতীয়া সামগ্রীর
মধ্যে চিত্তের অভিনিবেশের অভাবে অপ্রবেশ-
হেতু উহা বিরসতা দান করে বলিয়া তাদাত্ম্য-
ভাবের কারণ হয়না ॥ (৩৪)

৪০। যোগমায়া প্রথম হইতেই ইঁহাদের আনুকূল্য-
সম্পাদনের নিমিত্ত (নির্বিরোধে প্রচ্ছন্নভাবে) তাঁহাদের
সঙ্গেই বিরাজ করিতেছিলেন। সম্প্রতি পূতনাপ্রভৃতির
অভাবে পরিপূর্ণ লীলার অঙ্গহানি আলক্ষ্য করিয়া
তিনি স্বয়ংই বিজাতীয় সামগ্রীর আবিষ্কারের
আগ্রহহেতু, 'আমিই পূতনাপ্রভৃতির আকৃতি ধারণ
করিব' এইরূপ অঙ্গীকার করিলে,
কোন গোপবধূ তাঁহাকে বিজাতীয় সামগ্রী বলিষ্ঠা
পূতনার মূর্তিরূপে সম্মুখে দেখিয়া স্বয়ং

বালকাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আবেগভরে লইয়া
তাঁহার অঙ্কে আরোহণ পূর্বক অতিশয় পরাধীন
পরবশ রূপ অর্থাৎ অধীন হইয়া
তদীয় স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন ॥ (৫৫)

৪১। তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণভাবনাহেতু বিন্দুমাত্র
আয়াসও উপলব্ধ হয় নাই। মনে হয় শ্রীকৃষ্ণই যেন
ঐ সকল লীলা ধারণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ
করিয়াছেন; ইহা তাদাত্ম্য নহে ॥ (৫৬)

৪২। এইরূপ ঐ গোপমায়াই শকটাকৃতি ধারণ করিলে,
অপর কোন গোপবধূ বালক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়
আচরণ করিয়া মনোরম দন্তশোভার বিস্তারপূর্বক
পুর্বার মন্ত্রশয়াই যেন রোদন করিতে করিতে চঞ্চল
নবীন পল্লবের ন্যায় মনোহর চরণতল দ্বারা শকটা-
কৃতি গোপমায়াকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া-
ছিলেন ॥ (৫৭)

এইরূপে, অন্তঃ কৃষ্ণতয়া (অন্তঃকরণ কৃষ্ণাত্মক
[হওয়ায়]) বহির্নিজনিজাকারেষু তদ্ধীহতেঃ (বাহ্যভাগে
নিজ-নিজ-আকৃতির সম্বন্ধে তাদৃশী নারী-বুদ্ধির
লোপ হওয়ায়) সুদৃশাং (সেই সুলোচনাগণের)
সাধ্বীদি (বুদ্ধিতে) কৃষ্ণঃ সংবিবেশ (শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ

করিয়াছিলেন) চ (এবং) মঙ্ক্ষু (ঝটিতি) কুক্ষৌ
আবিশৎ (কুক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল)। অথো (অনন্তর)
কৃষ্ণ: অস্মি ('আমি শ্রীকৃষ্ণ') ইতি নিরাকুলস্মৃতি-
যুজাং (এইরূপ নিশ্চল স্মৃতিযুক্তা) তাসাং শ্রেণয়:
(সেই গোপবধূগণ) স্বান্তর্বর্তিঘনা: (অভ্যন্তরে
মেঘমণ্ডিতা) স্থিরতরা: (নিশ্চলা) বিদ্যুত: ইব
(বিদ্যুন্মালার ন্যায়) ~~কন~~ বভ্রাজিরে (শোভা ধারণ
করিয়াছিলেন)॥৩৬॥ (৫৮)
[তৎকালে] তাসাং (তাঁহাদের) অন্তর্বিহিতহরি-
তাদাত্ম্যবিভবাৎ (হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের তাদাত্ম্যভাবের
প্রভাববিস্তারহেতু), দলিত-নবকাশ্মীর-রজসহ:
(নবীন কুঙ্কুম রাশির রেণুসমূহের কান্তিবর্ষী)
শরীরাণাং বৃন্দং (দেহসমূহ) মুদিরপরিপূর্ণান্তরং
(অভ্যন্তরে মেঘমণ্ডলদ্বারা পরিপূর্ণ) ঘনজ্যোৎস্না-
জালম্ ইব (নিবিড় জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় [এবং])
প্রমীলদ্রোলম্বং ~~ক~~ (অভ্যন্তরে ভ্রমরবৃন্দের শোভা-
যুক্ত) কনককমলিনীমণ্ডলম্ ইব (স্বর্ণপদ্মিনীনিচয়ের
ন্যায়) অভূৎ (বিরাজ করিয়াছিলেন)॥৩৭॥(৫৯)
~~এইরূপে হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের~~

৪৩। এইরূপে হৃদয়মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তির প্রকাশহেতু নিখিল ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি তাঁহারই অনুগত হইলে, 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপ ভাবনার প্রভাবে কোন গোপবধূর ইন্দ্রিয় নিচয়ই তন্ময়তা অবলম্বন করিলে, অতীত তৃণাবর্তবধলীলাটি তদীয় কৌতুকজনক হইয়া তৎকালে নূতন অনুষ্ঠেয় লীলার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের উল্লাসবর্ধন করায়, যোগমায়া দেবীই তাঁহার অভিলাষ জানিতে পারিয়া তৃণাবর্তের আকৃতি ধারণ না করিয়াই তাঁহার উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত নিজ-যোগ্যতাবলতঃ তথায় তৃণাবর্তের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াই যেন তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। আর, সেই গোপবধূও যোগমায়াকে দেখিয়া 'এই সেই তৃণাবর্তনামক অসুর, আমি ইহাকে বধ করিতেছি' এইরূপই জ্ঞান করিয়াছিলেন॥ (৮০)

কাচিৎ (কোন গোপবধূ) জানুকরোপসর্পণবিধিনা (জানু ও করযুগলের সাহায্যে) কুণন্মণিমেখলা (মণিময়ী মেখলার অব্যক্ত ধ্বনি সঞ্চার করিয়া) শনকৈঃ (ধীরে ধীরে) রিঙ্গন্তী (চলিতে চলিতে) তন্নাদভীতাননা (উক্ত মেখলার শব্দে ভয় পাইয়া)

বিবৃত্তবদনা (পশ্চাদিকে মুখ পরিবর্তনপূর্বক) অথ
(পরে) ক্ষণং (ক্ষণকাল) লজ্জাপাঙ্গলোচনং
ক্ষিপ্ত্বা (লজ্জাকুল দৃষ্টি অবস্থান করিয়া) পুন:
(পুনরায়) নির্ভয়ং গচ্ছন্তী (নির্ভয়েই চলিতে
চলিতে) শিশুকৃষ্ণকেলিগমনং (বালক শ্রীকৃষ্ণের
ক্রীড়াগতিকে) অদ্ভুত তথা এব মূর্তম্ অকরোৎ
(মূর্তিমান তদ্রূপেই প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥৩৮॥ (৬১)
অন্যা কা অপি (অন্য কোন গোপবধূ) নবনীতচৌর্য-
কলুষক্লান্তা ইব (নবনীত অপহরণের অপরাধেই
যেন কাতরা হইয়া) ভীতাননা (মুখে ভীতির লক্ষণ
প্রকাশ করিলে), অভিপ্রায়বিদা (তাঁহার অভিপ্রায়
বুঝিতে পারিয়া) জননীভাবং সমাশ্রাতয়া (জননীর
ভাব স্বীকারপূর্বক) তয়া দেব্যা এব (যোগমায়া
দেবীই) সূক্ষ্মতরৈ: গুণৈ: (সূক্ষ্মতর সূত্রদ্বারা)
শ্রোণীতটে বদ্ধা ইব (কটিতটে বন্ধন করিলেই যেন
[তিনি]) দৃশো: সাস্রু: (নয়নযুগলের অশ্রুভারে
আক্রান্তা হইয়া), 'অহং কৃষ্ণ: ('আমি শ্রীকৃষ্ণ)
কুপিতপ্রসূনিয়মিত: আসে' (ক্রুদ্ধা জননী কর্তৃক
আবদ্ধ হইয়াছি') ইতি মন্দ্রমাতি স্ম (এইরূপেই
ভয় প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥৩৯॥ (৬২)

সা এব (এইরূপ, তিনিই) জানুকর-চংক্রমণেন (জানু-ও-করযুগলের ইতস্তত: সঞ্চারণদ্বারা) ক্ষোণি-মূলম্ অবলম্ব্য চলন্তী (ভূমিতল আশ্রয় করিয়া চলিতে চলিতে), তয়া (যোগমায়া কর্তৃক) অর্জুনৌ ইব (অর্জুন বৃক্ষযুগলের ন্যায়) ~~[illegible]~~ অভ্রম-কল্পিতে (যথাসম্ভব রচিত) আকৃতী (দুইটি মূর্তিকে) ভ্রমত: এব (ভ্রমেই) বভঞ্জ (ভগ্ন করিয়াছিলেন)॥৪৩॥ (৮৩)

৪৪। এইরূপ অন্য কোন গোপবধূ 'আমি স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই ~~শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়~~ বৎসপালকগণ ও বলদেবের সহিত বনে বিচরণ করিতেছি' এইরূপ জ্ঞান করিয়া, 'আমি বৎসাসুরকে বধ করিব' এইরূপে ইচ্ছাকুলা হইলে, যোগমায়া দেবীই বৎস, বৎসপালগণের, শ্রীবলদেবের ও বৎসাসুরের মূর্তি প্রকাশ করিয়া ঐরূপ প্রতীতি জন্মাইলে তিনি বৎসাসুরবধের অনুকরণ করিয়াছিলেন॥ (৮৪)

কাচিৎ (কোন গোপবধূ) করকিশলয়ে (স্বীয় করপল্লবে) বেণুং সন্নিধায় এব (বংশী ধারণ করিয়াই) লীলয়া লোলাঙ্গুলি-দলকুলং

(ঈষৎ রক্তবর্ণ অঙ্গুলিদলসমূহ লীলাভরে ~~[illegible]~~ পরিচালন
করিয়া) মন্দং (ধীরে ধীরে) বাদয়ন্তী ইব
([উক্ত বংশীটিকে] বাজাইয়াই যেন) তারস্নিগ্ধং
(স্নিগ্ধ স্বরে) 'শবলি ধবলে ধূমলে কালি নীলে
(হে শবলি, হে ধবলে, হে ধূমলে, হে কালি ও হে নীলে!) হী
এহি (এদিকে এস)' ইতি প্রযতমুখদং (এই ~~কথা~~
ভাবে প্রযত্নচপলের মুখমণ্ডনকরূপে) লৌহিকী: আজুহাব
(উস্রা ~~গরুর প্রভৃতি~~ ধেনুগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন)॥৪১॥ (৬৫)
এইরূপ, কাচিৎ (কোন গোপবধূ) কস্যাশ্চন
(অপর কোন বধূর) ভুজালিরাশি (স্কন্ধদেশে)
সলীলং (লীলার সহিত) পীনতোভোগাং (স্থূল)
ভুজবিসলতাং (বাহুলতা) আদধানা (স্থাপন
করিয়া), কস্যাশ্চিৎ (অপর কতিপয় বধূর প্রতি),
'অহং কৃষ্ণঃ (আমি শ্রীকৃষ্ণ), মম (আমার)
মন্দমন্দাং মঞ্জুলাং গতিং পশ্যত (মনোহর ধীরগতি
দর্শন কর)' ইতি আভাষমাণা (এইরূপ বলিতে
বলিতে) আনন্দোল্লাসিতললিতপ্রৌঢ়গর্বং চচাল
(আনন্দভরে উল্লাসিত মনোহর প্রবল গর্বের সহিতই
গমন করিয়াছিলেন)॥৪২॥ (৬৬)

মন্যে (আমাদের মনে হয়), তাসাং (গোপবধূগণের) হৃদয়কুহরং (হৃদয়গুহায়) সন্নিবিষ্ট: (বিরাজমান) স: এব (শ্রীকৃষ্ণই) স্বয়ং (স্বয়ং) আস্বাদহেতো: (উপভোগের নিমিত্ত) এবং (পূর্বোক্তরূপে) তা: তা: লীলা: (এ সকল লীলায়) অনুকরোতি (অনুকরণ করিয়াছিলেন); নো চেৎ (তাহা না হইলে) তাসাং (গোপবধূগণের) অন্তঃকরণবৃত্তৌ (আন্তরিক বৃত্তিসমূহের বিরামকালেও) সাধ্বস: সান্নিরোধে (চেতনশক্তির অবরোধকালেও) কস্য হেতো: (কী হেতু) বচন-বপুষো: (বাগিন্দ্রিয়ের ও দেহের) চেষ্টা জায়তে (চেষ্টা সম্ভবপর হইতে পারে)? ॥৪৩॥ (৬৭)

৪৪। এইরূপ অপর কোন গোপবধূ স্বীয় স্বাভাবিক ভাবের বিচ্যুতিক্রমে কৃষ্ণভাব অবলম্বনপূর্বক যমুনার তীরের নিকটে অবস্থান করিয়া আপনাকে কৃষ্ণরূপে জানিয়া কৃষ্ণের ও যমুনার অহিতকারী কালিয়নাগের পরাভবের ইচ্ছায়ই যেন হৃদয়ে উৎকণ্ঠাগ্রস্তা হইয়া চিত্তের অস্বাস্থ্যকর অবস্থায়ও তৎকালীন কালিয়মর্দনলীলার আবেশে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৬৮)

'ভুজগাধম! (রে দুষ্ট সর্প! [তুই]) মৎখেলাকুতুকাস্পদং (আমার ক্রীড়াকৌতুকের আশ্রয়) তরঙ্গিণীং (এই যমুনানদীকে) বৃথা দুষ্টাং মা কৃথাঃ (অনর্থক দূষিত করিও না), ইতঃ যাহি (এস্থান হইতে চলিয়া যা)', মুহুঃ (বারম্বার) রোষাৎ (রোষভরে) ইতি (এইরূপ) পরুষং গদন্তী (কর্কশ বাক্য বলিতে বলিতে [তিনি]) আত্মনঃ তনুং (স্বীয় দেহকে) ফণিফণিপ্রান্তে (কালিয়নাগের শিরঃস্থিত ফণিসমূহের উপরিভাগে) নৃত্যন্তীমিব জানতী (নৃত্যরতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া), দেব্যাঃ (যোগমায়াদেবীর) যোগবলাৎ (যোগশক্তির প্রভাবে) প্রতীতিবিষয়ং (সাক্ষাৎ আবির্ভূতের ন্যায়) কালীয়ং (কালিয়নাগের প্রতি) অভ্যালপৎ (এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন)॥৪৪॥ (৬৯)

৪৬। অতঃপর অপর কোন গোপবধূ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, 'আমি শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপ অপরিমেয় ভাব অবলম্বনপূর্বক যখন স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিসুখে আনন্দবিহ্বলচিত্তে

~~৭২। অতএব, হে সখি! বনমালীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কোন দিকে যাইব, তাহা বলিয়া দাও?~~

অবস্থান করিয়া, তৎকালেই অকালপ্রোদ্ভুত দাবানল দর্শন করিয়াই যেন তাহার অর্থাৎ বিপদের নিবারণের নিমিত্ত মায়াবলেই যেন শক্তিবিশেষের অবতারণা করিয়া বন্ধুগণকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টায়ই যেন এরূপ বলিয়াছিলেন — (৭০)

টী: (হে বন্ধুগণ!) যূয়ং (তোমরা) অস্মাৎ (প্রদীপ্ত) দবহুতাশনতঃ (দাবানল হইতে) মা ভৈষ্ট (ভয় পাইও না); সর্ববিপদ্‌ত্রাতা অস্মি (আমি সকল বিপদের উদ্ধারকর্তা); অপলক্ষ্যঃ ভবন্ত ([তোমরা] নিঃশঙ্ক হও) আলোকয়ধ্বং (এই দেখ) অমুম্ এষ (এখনই [এই দাবানলকে]) পিবামি (পান করিতেছি); ভীতঃ ভবিষ্যথ ([তোমরা তদ্দর্শনে] ভয় পাইবে); ততঃ (সেইহেতু) নয়নে পিদধ্বং (নয়নদ্বয় আচ্ছাদন সম্মীলন কর) ॥ ৪৫॥ (৭১)

৪৬। এইরূপ অন্য কোন গোপবন্ধু তাদাত্ম্যবুদ্ধি-গ্রস্ত চিত্তদ্বারা প্রাণনাথকে ধারণ করিয়া, অতিরহস্য কালে উপহাসের পাত্রী হইয়াই

বস্ত্রহরণকারী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মনোহর আচরণের অনুকরণক্রমে বস্ত্রসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ ফলে আপনাকে হর্ষযুক্তার ন্যায় মনে করিয়া, তাদৃশলীলাভিজ্ঞা অপর বধূগণকে মৃদুহাস্যসহকারে এইরূপ সুচারু বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ (৭২)

[হে সুন্দরীগণ! তোমরা] একৈকশ: (এক একজন) মদুপসীদত (আমার নিকটে এস); মিলিত্বা কিম্? (মিলিতভাবে প্রয়োজন নাই); কিংবা (এবং) ইত: (এস্থান হইতে) ক্রমেণ (ক্রমশ:) নিজং নিজং (নিজ-নিজ-) বসনং (বস্ত্র) আদাতুম্ অর্হথ (গ্রহণ করা উচিত); নচেৎ (সেরূপ না হইলে) নতরাং প্রদাস্যে (নিশ্চয়ই দিবনা); হন্ত (অহো!) ভূপ: (রাজা কংস) ক্রোধেন (ক্রুদ্ধ হইয়া) মম (আমার) কিং করিষ্যতি (কি করিবে)? ॥৪৩॥ (৭৩)

৪৮। এইরূপ অন্য কোন গোপবধূ যথোচিতরূপেই কৃষ্ণকৈবল্যের উদয়হেতু নিজস্বভাবের বৈকল্য ধারণ করিয়া, যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি পরমসৌভাগ্যদায়িনী কৃষ্ণলীলার আবির্ভাববশত: পরম

আনন্দধারার বর্ধনকারী অত্যুত্তম বাক্যবিলাসে কৃতসিদ্ধা হইয়া, পুরী হইতে সম্মুখে সমাগতার ন্যায় যজ্ঞপত্নীগণকে অনুভব করিয়া, মধুর হাস্য-সহকারে এরূপ বলিয়াছিলেন॥ (৭৪)

"কল্যাণ্যঃ (হে কল্যাণীগণ!) বঃ স্বাগতং (তোমাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি); নিরবদ্যং (নির্দোষ) গার্হমেধীং (গার্হস্থ্য) বঃ (তোমাদের) তপঃ ননু (তপস্যা); হন্ত (অহো!) ময়ি চ (আমার প্রতিও) যুষ্মাকং (তোমাদের) এষা (এই) সভক্তিঃ (ভক্তিসহ) প্রীতিঃ শ্রদ্ধা চ (প্রীতি ও শ্রদ্ধা) সুবিদিতা ([আমি] অবশ্যই অবগত আছি); সুভগাঃ (হে সৌভাগ্যবতীগণ!) অহং দৃষ্টঃ (আমাকে দর্শন করিয়াছ); যাত ([সম্প্রতি গৃহে] গমন কর); অতঃপরং অপি (ইহার পরও) বঃ (তোমাদের) অত্র (এখানে) স্থাতুং ন উচিতং (অবস্থান করা উচিত নহে); শ্রবণ-গুণকথা-চিন্তনৈঃ (আমার শ্রবণ, গুণকীর্তন ও ধ্যানদ্বারা) মদ্ভাবঃ (আমার প্রতি চিত্তের নিষ্ঠাই) সুরম্যঃ (অতিশয় সুখকর হয়); অঙ্গসঙ্গঃ ন (অঙ্গসঙ্গ তাহা হয়না)॥" ৪৭॥ (৭৫)

৪৭। অপর কোন গোপবধূ প্রিয়তমের তাদাত্ম্য-
বশত: স্বীয় অন্ত:করণের পরাভবই হেতু প্রেমের
উৎকর্ষ প্রকাশ পূর্বক পরম প্রীতিপ্রদ গোবর্ধনধারণ-
লীলার অনুকরণে উদ্যতা হইয়া, ধরাতলকে যেন
তৎকালে আবির্ভূত প্রগাঢ় মেঘরাশিরূপ ঘটের
মুখ হইতে ক্ষরিত জলধারায় প্লাবিত মনে করিয়া,
এবং বিষণ্নবদন গো, গোপ ও গোপমহিলাগণকে
দেখিয়াই যেন আশ্বাসের সহিত এরূপ বলিয়া-
ছিলেন ॥ (৭৬)

'ভো: আর্যা: (হে মাননীয়গণ! [আপনারা]) প্রবল-
দারুণবাত বর্ষ-প্রোৎকর্ষত: (এই প্রবল ও অত্যুগ্র
ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টির আধিক্য হেতু) মা ভৈষ্ট
(ভয় পাইবেন না); চেতসি (চিত্তে) ধৈর্যং ভজত
(ধৈর্য অবলম্বন করুন); করপদ্মদলোদ্ধৃতেন
গোবর্ধনেন ([আমি] স্বীয় করকমলের অগ্রভাগে
গোবর্ধন ধারণ করিয়া) ভূবলয়ং (ভূমণ্ডলকে)
একাতপত্রমিব করোমি (একটি ছত্রদ্বারাই যেন
আচ্ছাদিত করিব) ॥ ৪৮ ॥ (৭৭)
অহহ (অহো!) মামকীনাং করত: (আমার হস্ত

হইতে) গিরীন্দ্র: (গোবর্দ্ধন) প্রভু: ভাবী (স্খলিত
হইতে পারে) ইতি (এইরূপ) সন্দেহং (সন্দেহ)
মা কুরুত (করিবেন না; [আর]) মে (আমার)
গিরৌ (পর্ব্বতেও) অপ্রত্যয়ং (অবিশ্বাস) মা স্ম কৃদ্বং
(করিবেন না); নাগরাজ: (অনন্তদেব) সাব্ধি দ্বীপ-
ক্ষিতিধর কুলং (সমুদ্র, দ্বীপ ও পর্ব্বতরাজির সহিত)
ভূতলং ধত্তে (ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছেন); অয়ং
(আর) নাগরাজ: (নিখিল গোপের অধিরাজ অর্থাৎ ঈশ্বর) একাচলং (একটি মাত্র
পর্ব্বতকে) উদ্যমিতুং (উত্তোলন করিতে) ক্ষম: ন
(আর সমর্থ হইবেন না? [কেন]?) ॥ ৪৯॥ (৭৮)

৫০। এই বলিয়া স্বজনগণের প্রবল পীড়া দূর
করিয়াই যেন তীব্র বেগে, দীর্ঘ-মূল অপেক্ষা ও
সৌরভশালী ও মৃণাল-লতাতুল্য মনোহর বাম-
বাহুকে হর্ষসহকারে বিজয়পতাকার দণ্ডের ন্যায়
উত্তোলনপূর্ব্বক সকলের ভয়াপহরণের নিমিত্ত তদ্দ্বারা
স্বীয় উত্তরীয়ের অগ্রভাগে ধারণ করিয়া দক্ষিণ করতলের
অগ্রভাগদ্বারা দক্ষিণ ভাগে কটিদেশ অবলম্বন-
পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন- "ইহার [এই গোবর্দ্ধনের] তলদেশ সুরম্য
পদ্মাকৃতি হ্রদের তলদেশের ন্যায় এবং

(কুশল ত)? ॥ বঃ (তোমাদের) কিং প্রেয়ঃ (কোন প্রীতিজনক কার্যের) করবাম (অনুষ্ঠান করিব), সমাদিশ্যতাং (আদেশ কর); অহো (অহো!) কথং (কীহেতু) সর্বাঃ (সকলে) সহ এব আগতাঃ (একসঙ্গেই এখানে আসিয়াছ)? ॥ হন্ত (অহো!) বঃ (তোমাদের) বস্তুসমস্তবেশবসনালঙ্কারবিন্যাসতঃ (সমস্ত বেশ, বস্ত্র ও অলঙ্কারের এই রূপ বিন্যাস-বিপর্যয়-হেতু অর্থাৎ বিপরীতভাবে বিন্যাসহেতু) ইয়ং যা কা অপি ~~ত্বরা~~ সুমহতী ত্বরা (এই যে অতিশয় ব্যগ্রতার) অনুমীয়তে (অনুমান হইতেছে), সা বা কস্মাৎ (তাহারই বা কারণ কি)? ॥ ৫০ ॥ (৮১)

ইয়ং রজনী (এই রাত্রিকাল) ঘোরা (ভয়ঙ্কর); সুমহৎ বনং চ (এই মহাবন ও) ঘোরং (ভয়ঙ্কর); বনস্থাঃ অমী জন্তবঃ ([এবং] বনবাসী এই জন্তুগণও) ঘোরাঃ এব হি (ভয়ঙ্করই হয়); ত্বাদৃশাং সতীনাং (তোমাদের ন্যায় অবলাগণের) ইহ (এখানে) কথং স্থেয়ম্ (~~এখানে~~ অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হইবে)? ॥ তস্মাৎ (সেই হেতু) মন্দিরং (নিজ-নিজ-গৃহে) গচ্ছত (গমন কর); সুধাংশোঃ করৈঃ

শৌতা: (চন্দ্রকিরণে প্লাবিত [ও]) সুরভিতা বাতেন (সুগন্ধী বায়ুর সংস্পর্শে) শীতীকৃতা: (সুশীতল), কুসুমিতা: কাননভূময়: (পুষ্প-শোভাসমৃদ্ধ বনভূমির) দৃষ্টা: (দর্শন মিলাই হইয়াছে) ॥ ৫১॥ (৮২)

পঙ্কজপত্রনেত্রা: (হে সুলোচনাগণ!) পরধর্ম-বিদা জনেন (পরধর্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে) নিশি (রাত্রিকালে) স্ত্রীভি: সমং (নারীগণের সহিত) অত্র (এস্থানে) ন শ্রেয়ং (থাকা উচিত নহে); মম (আমার) ধ্যানাৎ (ধ্যান), গুণশ্রবণত: (গুণশ্রবণ) বা (অথবা) গুণকীর্তনাৎ (গুণকীর্তন-হেতু) যথা (যেরূপ) রমণ্যা রতি: (সুচারু রতির উদয় হয়), অঙ্গসঙ্গৈ: তথা ন (অঙ্গসঙ্গদ্বারাও সেরূপ হয়না)॥ ৫২॥ (৮৩)

৫২। এইরূপে সেই গোপবধূ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুকরণবিষয়ক ক্রিয়াদিনেপুণ্যহেতু তাদাত্ম্য ভাব ধারণপূর্বক পূর্বোক্ত সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া, 'আমি অন্তর্ধান করিব' এইরূপ বুদ্ধিবশত: যখনই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অন্তর্ধানলীলার অনুকরণ

করিলেন, তখনই তাঁহার ও অপর গোপবধূগণের একসঙ্গেই তাদাত্ম্য নিদ্রার অবসান হইল ॥ (৮৪)

৫৩। অনন্তর প্রকৃত জাগ্রদশার (বাহ্যদশার) আরম্ভে —

মন আদীভিঃ ([তাঁহাদের] মনঃ প্রভৃতির) আয়াতং (প্রত্যাবর্তন ঘটিল); নেত্রাদিভিঃ (নেত্র প্রভৃতির) বিকাসিতং (বিকাশ হইল); জীবিতং (জীবন) সন্তাপেন সমুত্থিতং (সন্তাপযুক্ত হইল); বত (অহো!) বিদা (জ্ঞানও) চিন্তয়া সংস্থিতং (চিন্তারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইল; [-তদবস্থায়]) কুরঙ্গীদৃশঃ (সেই সুলোচনাগণ) প্রাক্ ইব ভূয়ঃ (পূর্বের ন্যায় পুনরায়) কামং (যথেচ্ছরূপে) কৃষ্ণমার্গণবিধৌ (শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ ব্যাপারে) সর্বাঃ (সকলে) দিক্ষু বিদিক্ষু (দিক্ বিদিক্ সর্বত্র) দত্তনয়নাঃ (দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কাতর্যম্ অভ্যাসয়ুঃ (কাতরভাব ধারণ করিয়াছিলেন) ॥ ৫৩ ॥ (৮৫)

৫৪। এইরূপে তাঁহাদের কৃষ্ণতাদাত্ম্যের বিস্মৃতি ঘটিলে তাদাত্ম্যদশায় প্রাপ্ত কান্তিবিশেষের নিবৃত্তি হেতু তাদৃশ সরস ভাবেরও

অবসান হইয়াছিল; তৎকালে তাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত কৃত্রিম ধৈর্য দ্বারা ধৈর্যবতী হইয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অনতিদূর সম্মুখেই ভূতলে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন-সমূহ দেখিতে পাইলেন। বায়ুবেগে ধরণীর বক্ষঃস্থলের বস্ত্র স্থানচ্যুত হইলে উক্ত বক্ষঃস্থলে অঙ্কিত পত্রাঙ্কুর-চিহ্নসমূহই যেন উক্ত পদচিহ্নরূপে লক্ষিত হইতেছিল; অথবা, এই গোপীগণের হৃদয়েই যে সকল পদচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, তাহাই যেন নয়নস্পর্শদ্বারা নির্গত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল; অথবা, বনলক্ষ্মী দেবীই যেন স্বীয় করকমলদ্বারা উহা অঙ্কিত করিয়াছিলেন; অথবা, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ উপাসনার নিমিত্ত ঐ সকল পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিলে উহাই যেন স্বর্গ হইতে ধরাতলে বিচ্যুত হইয়াছিল; অথবা, উহা যেন লতাকার পদ্মের উভয় পার্শ্বে সঞ্জাত বিচিত্র নূতন পত্ররাজি বলিয়াই মনে হইয়াছিল॥ (৮৩)

৮৪। তৎক্ষণে তাঁহারা বিপুল রোমাঞ্চ ধারণ করিয়া কৌতুকেই অতিশয় প্রসন্নতার সহিত আনন্দ-জনিত চমৎকারিতা প্রদর্শনপূর্বক পরস্পর এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন — “অহো! আমাদের

আতিশৈত্যলোকেরই উদয় হইয়াছে ; যেহেতু —
ইতঃ (এস্থানে), ~~ধ্বজকমল~~ পুরুষবর্য্যপ্রণয়িনী: (পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির প্রণয়যুক্তা), ধ্বজকমলবজ্রাঙ্কুশময়ী: (ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র ও অঙ্কুশরূপ), লসল্লেখালক্ষ্মী: (সমুজ্জ্বল রেখাসম্ভতির) ব্যাতন্বন্তি (প্রকাশক [অস্য]) শীতময়ূখ (চন্দ্রকর্তৃক) প্রকৃতিমধুরৈ: (স্বভাবমধুর) করৈ: (কিরণরাশিদ্বারা) আমৃষ্টানি (পরিমার্জিত), পঙ্কজদৃশ: হরে: (কমললোচন শ্রীহরির) ব্যক্তানি পদানি (সুস্পষ্ট পদচিহ্নসমূহ) আকলয়ত (প্রত্যক্ষ কর) ॥৫৪॥ (৮৭)

এইরূপ, পার্ষ্ণ্যৌ অঙ্গুলীনাং শিখাসু চ (পদযুগলের পশ্চাদ্‌ভাগ ও অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে) কিয়ৎ ইব নিম্না (কিঞ্চিৎ অবনত [নিচু]) কিঞ্চিন্মধ্যোন্নতা (মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ উন্নত), হরে: পাদাঙ্কলেখা (শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক-রেখা) ইহ (এস্থানে) ললিত-সিকতাকোমলতয়াং (মনোরম বালুকাপূর্ণ সুকোমল) পদব্যাং (পথমধ্যে) চিত্রাম্ভোজাদিভি: (বিচিত্র পদ্ম প্রভৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া) ক্ষিতি-মৃগদৃশ: (ধরিত্রী-সুন্দরীর) সীমন্তস্য (সীমন্তের)

লতা ইব (সিঁথির রেখার ন্যায়)
বালপাল্যাং ই
ভাতি (বিরাজ করিতেছে) ॥ ৫৫ ॥ (৮৮)
এই সকল পদচিহ্নের মধ্যে — ধ্বজঃ (ধ্বজ) সর্বোৎকর্ষে
(সর্বপ্রকার উৎকর্ষ জ্ঞাপক রূপে), কমলং (পদ্ম) অবনীং
(পৃথিবীর) শীতলয়িতুং (শীতলতার সম্পাদক রূপে
[উক্ত]) ইদং পবিঃ : অঙ্কুশং (এই বজ্র ও অঙ্কুশ)
অত্যর্থং (বিশেষভাবে) নঃ (আমাদের) হৃদয়মননায়
(হৃদয়ের মননকারী রূপে [বিদ্যমান রহিয়াছে]);
অপি (আর), বিসদৃশগুণানাং অপি এষাং (বিসদৃশ-
গুণশালী হইয়াও ইহাদের) সহাস্থিতিঃ (একত্র
অবস্থান) শোভাং ধত্তে (শোভারই বিস্তার করিয়া)
লোচনবতাং (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের) মনঃ চ হরতি
(চিত্ত হরণ করিতেছে) ॥ ৫৬ ॥ (৮৯)
অহো (অহো!) তচ্চরণয়োঃ (তদীয় পদযুগলের)
মাধুর্যসদনাং (মাধুরী-শালির) অহহ মহিমা (মহিমা
কী বিচিত্র)!, ইহ (এই) ক্ষৌণ্যাং (ভূতলে)
যদঙ্কে অপি (উক্ত পদযুগলের চিহ্নমধ্যেও)
মুগ্ধঃ মধুকরঃ (ভ্রমরগণ মুগ্ধ হইয়া) অপতৎ
(পতিত রহিয়াছে); অয়ং (এই ভ্রমর)

প্রসূনানাং ধূলৌ (পুষ্পরাজির রেণুর প্রতি) বিমুখ:
ভবতি (বিমুখ হইতেছে [কিন্তু]) অস্য ন (এই মুখ-কমলের
[রেণুর প্রতি] বিমুখ হইতেছে না); তৎ মন্যে (সেইহেতু মনে হয়) —

পরম: মহাভাগ: (পরম মহাভাগ্যবান [এই মধুকর])
ভাগবতবৎ (ভগবদ্ভক্তের ন্যায়) জয়তি (সর্বোৎকর্ষের
সহিত বিরাজ করিতেছে) ॥ ৫৭॥

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ-তলযো: (শ্রীকৃষ্ণের পাদ-
পদ্মের তলদেশের) ইয়ং (এই) ধন্যা ধূলি:
(ধূলি ধন্য হইয়া) ধরণে: (ধরিত্রীর) দু:খং
ধুনোতি (দু:খ দূর করিতেছে [এবং]) ধৃতিমতাং
(ধৃতিশীল ব্যক্তিগণের) ধৈর্যাম্বর ধ্বংসিনী
(ধৈর্য-ব্রতের বিনাশ করিয়া) ধীরানাং (ধীর ব্যক্তি-
গণের) অংহস: ধুরং (দু:খভার) ধুনীতেতরাং
(খণ্ডন করিতেছে); দিবিষদ্বৃন্দৈ: সমং (দেবতা-
গণের সহিত) ইন্দিরা-সুন্দরী (লক্ষ্মীদেবী), নন্দীশ:
অপি (শঙ্কর [ও]) অরবিন্দভূ: অপি
(ব্রহ্মাও) যাং বন্দতে (উক্ত ধূলির বন্দনা
করেন) ॥ ৫৮॥ (৯১)

সেই হেতু চল, সততানুদ্ধৃত

৫৬। আমরাও সম্প্রতি অতি দূরন্ত সন্তান-পরিবারের নিমিত্ত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই মনোহর ধূলিরাশি বস্ত্রে ধারণ করিব? কোন গোপবন্ধু এরূপ বলিলে অপর বন্ধু বিচারপূর্বক এরূপ বলিলেন ॥ (৯২)

৫৭। তোমরা ধূলি গ্রহণে হইতে বিরত হও; এই সকল পদচিহ্ন-যুক্ত পথের রমণীয়তা নষ্ট করিও না; তোমাদের প্রত্যেকেই বিচারপূর্বক দর্শন করিলে এই পদচিহ্নসমূহ নয়নের সন্তোষজনক রূপেই প্রতীত হইবে। পরন্তু হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া এই সকল চিহ্নের লোপ করিও না। অনুসারে তাঁহারা ঐ সকল পদচিহ্ন দর্শন করিতে করিতে, অসীম সৌভাগ্যশালিনী, হৃদয়গত প্রিয়তমের প্রণয়ের সুলভতায় মানবতী, অকপট-সৌহার্দসম্পন্না, স্বর্গমর্ত্যে সুদুর্লভা এবং স্বাভাবিক প্রণয়সুখের আরাধিকা শ্রীরাধানাম্নী যে প্রিয়তমাকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই সৌভাগ্যবিশেষের চিহ্নস্বরূপ পদচিহ্নসমূহ দেখিতে পাইয়া এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৯৩)

৫৮। 'অহো! ইহা কি?'
এতৎ যৎ (ইহা যে) একস্যাং (একটি) লতিকা-মতল্লিকায়াং (সুপ্রশস্ত লতার মধ্যে) কিসলয়-সন্ততেঃ (পল্লবরাজির) বৈজাত্যম্ ইব (বিজাতীয় ভাবের ন্যায় বোধ হইতেছে)! যৎ যে (যেহেতু) ভাবিন্যাঃ (প্রিয়তমার) প্রিয়-পদ-লাঞ্ছনানি (প্রিয় পদচিহ্নসমূহ) প্রিয়পদ-লাঞ্ছনাঙ্কিতানি দৃশ্যন্তে (প্রিয়তমের পদচিহ্নরাজিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াই দৃষ্টিগোচর হইতেছে)! ৫৯॥ (৭৪)

যস্মা (যেহেতু) অস্যাঃ (শ্রীরাধার) ইয়ং (এই) পাদাঙ্ক-প্রতিকৃতি-ততিঃ (পদচিহ্নরাশি) কৃষ্ণ-পদয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলের) পদৈঃ সার্দ্ধং (চিহ্নসমূহের সহিত) শ্রেণীভবনরুচিরা (শ্রেণীবন্ধনহেতু সুচারুরূপে) বিলসতি (শোভা পাইতেছে); তস্মা (ইহাতেই) মন্যে (মনে হয়), প্রেয়োভুজালিরসি ([শ্রীরাধা] প্রিয়তমের স্কন্ধদেশে) ভুজলতাং দত্ত্বা (স্বীয় দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিয়া), মদম[illegible]ন

কৃতালস্বা (ঋদ্ধ সেতু গজরাজের সহিত তদাশ্রিতা)
উন্মদগতী ইব (মত্ত মাতঙ্গীর ন্যায়ই) অধ্যাসীৎ
(গমন করিয়াছেন) ॥ ৬০॥ (৭৫)
৫৯। সেই গুরুর একমাত্র এই শ্রীরাধাই পরম
সৌভাগ্যবল বহন করিতেছেন; যেহেতু এই
নির্দয়চিত্ত শ্যাম কামাসক্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন-
বিষয়ে যত্নশীলা আমাদিগকে অবমাননা পূর্বক
পরিত্যাগ করিয়া গোপনে তাঁহার সহিতই
রমন করিতেছেন ॥ (৭৬)
৬০। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন —
জগতী গতোন্নতবর্দ্ধুরত্নেষু (ত্রিলোকবর্তিনী শ্রেষ্ঠ-
জাতীয়া রমনীমনিগনের মধ্যে) রত্নোত্তমং (সর্বোত্তম-
রত্নস্বরূপা) ইয়ং (এই) রাধা এব (শ্রীরাধাই)
সৌভাগ্যোৎসবভূ: (সৌভাগ্যের লীলাভূমি [এবং])
প্রভূতসুকৃতা (প্রভূতসুকৃতিশালিনী বলিয়া)
নির্ধারিতা (নির্নীতা হইয়াছেন); চন্দ্রমসং বিনা
(চন্দ্রের সংস্রবতীত) জ্যোৎস্না (জ্যোৎস্না), বসন্তং
বিনা (বসন্তকালের সংস্রবতীত) পিকালিনাং লক্ষ্মী:
(কোকিলের ধ্বনির সৌন্দর্য্য শ্রী [এবং]) বারিধরং বিনা

(মেঘের সমকালীন) বিদ্যুৎ (বিদ্যুতের) ভাবিতুং (উৎপত্তি) সম্ভাবনাং ন অর্হতি (সম্ভাবনা পর হয়না) ॥ ৬১॥ (৬৭)

৬১। এইরূপ নিশ্চয় হইলে, যাঁহার শ্রীমুখ পদ্মাপেক্ষাও মনোজ্ঞ, চন্দ্রাবলীর সখী সেই পদ্মা শ্যামলীজাতীয়া শ্যামাকে বলিলেন — হে আর্য্যে শ্যামে! তোমার সুহৃৎ শ্রীরাধা স্বপক্ষবর্তিনীগণের প্রতি নিজের পক্ষপাতের অভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ, তুমি তদ্গত-প্রাণা হইলেও তিনি তোমাকে এই বনমধ্যে নির্মাল্যের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্বক সর্বজনপ্রিয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণ করিয়া একাকী স্বয়ংই রমণ করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। অহো! তোমার প্রতি তাঁহার এইরূপ সৌহার্দ কোনরূপেই প্রীতিকর নহে ॥ ৬৮॥

৬২। তদুত্তরে শ্যামা কহিলেন — হে স্বাভাবিক সাংসর্গ-পরায়ণে পদ্মে! তুমি এরূপ দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ কর; শুন —

সা (সেই শ্রীরাধা) শিশুতা-বধি (শৈশব হইতেই) কৃষ্ণপ্রণয়োৎসবামৃতরসস্রোতস্বতীস্রোতসি

(শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎসবরূপ অমৃতরসপূর্ণ তরঙ্গিনীর
স্রোতে) ক্ষিপ্তাঙ্গী (স্বীয় অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া)
স্বয়মপি (নিজ-দেহের প্রতি) স্বাচ্ছন্দ্যহীনা (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য
অর্থাৎ ভোগসুখারাম পরিত্যাগ করিয়াছেন) সহসা রয়েন মহতা
তৎস্রোতসা (উক্ত রসতরঙ্গিনীর মহাবেগশালী প্রবল
স্রোতোদ্বারা) বপুঃ ([তাঁহার] দেহ) যত্র ক্বাপি
(যে কোন স্থানেই পরিচালিত হউক না কেন),
সা (তিনি) তস্মাৎ (তাহা হইতে) বারয়িতুং
([তাহাকে] নিবারণ করিতে) ন পারয়তি (পারেন না
[পরন্তু]) শৈবালবৎ ভাসতে (শৈবালের ন্যায়
[উক্ত স্রোতেই] ভাসিতে থাকেন)॥ ৬২॥ (৯.৭)
৬৩। সেই হেতু তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ
না করিয়া সর্বতোভাবে প্রশংসা করাই
উচিত —
"অসৌ গন্ধফলী (চম্পকপুষ্প) বপুষা সহ এব
(নিজ-দেহের সহিতই) জাতং (উৎপন্ন), সহ
বর্ধমানং (একসঙ্গেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত [হইয়া]) ঐক্যেন
(ঐক্যহেতু) নো পৃথক্ ইতি প্রতীয়মানং (অভিন্ন-
রূপেই প্রতীত) উপকোষং (উপকোষটিকে অর্থাৎ

লোকের বহির্ভাবনায় (স্মৃতি আবরণটিকে) হি কালম্ আসাদ্য (যথোচিত সময়ে) ত্যজন্তী (ত্যাগ করে বলিয়া) কদা অপি (কখনও) ন এব অপরাধবতী হি (অপরাধী হয়না)॥ ৬৩॥ (১০০)

৬৪। অতএব, এই রসবতী শ্রীরাধা যথোচিত সময়ে প্রাণতুল্যা সখীগণকে পরিত্যাগ করিলেও সৌহার্দ্যের হানি হয়নাই॥ ১০১॥

৬৫। তখন চন্দ্রাবলীর পক্ষপাতিনী অপর বন্ধুগণ বলিলেন – ওগো পাবন! স্ব-পক্ষের ব্যক্তিগণ কখনও স্ব-পক্ষের দোষ দর্শন করেনা, সেইহেতু শ্রীরাধার প্রতি তোমার প্রণয় কখনও পুরাতন হয়না বলিয়া তোমার এইরূপ উক্তি সঙ্গতই হইয়াছে। পরন্তু তিনি সকলের প্রধানা বলিয়া তাঁহার এরূপ আচরণ সঙ্গত হয় নাই, যেহেতু তিনি নির্দয়তাবশত: সকল গোপবন্ধুগণের উপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতরাশি চৌর্য্যপূর্ব্বক অপেক্ষাও সুকৌশলে একাকী স্বয়ংই পান করিতেছেন। সেইহেতু তাঁহার এই পদচিহ্নসমূহ আমাদের অতিশয় সন্তোষ উৎপাদন করিতেছেনা। তাঁহারা এইরূপ বলিলে শ্রীরাধার পক্ষপাতিনী

বন্ধুগণ নিজ-নিজ-নয়নের সুঅঞ্জনক ঐ পদচিহ্নসমূহ দর্শন করিতে করিতে ভাবশাবল্য অর্থাৎ হর্ষ, গর্ব, প্রণয়, কোপ, দৈন্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবসাঙ্কর্য ধারণ করিয়া উক্ত পদচিহ্নসমূহের অনুসরণক্রমে চলিতে চলিতে অদূরে স্থলীরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ।। (১০২)

৬৬। ~~অনন্তর~~ তাঁহারা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তাপ-নাশক শ্রীরাধাপদচিহ্নশালি দেখিতে না পাইয়া এরূপ বিতর্ক করিলেন —

(অহো ! এ কি আশ্চর্য —

অত্র (এস্থানে) রমণীপদকমলশ্রী: (বন্ধুর পদচিহ্নের শোভা) ন আলোক্যতে (দৃষ্ট হইতেছে না); পরং (কিন্তু) হরে: (শ্রীকৃষ্ণের) রম্যানি পদানি (রমণীয় পদচিহ্নসমূহ) ভান্তি (শোভা পাইতেছে); আং জ্ঞাতং (হাঁ বুঝিয়াছি), অত্র (এস্থানে) অয়ং (প্রিয়তম), খরতৃণাঙ্কুরাদ্বিন্নপাদাং বন্ধুং (বন্ধুর পদযুগল তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুরে ব্যথিত হইলে, তাঁহাকে) বক্ষসি (নিজ-বক্ষঃস্থলে) উন্নীয় (উন্নত ভাবে ধারণপূর্বক) যাত: (গমন করিয়াছেন) ।।৬৪।। (১০৩)

৬৭। হাঁ! আমাদের ধীরতার মতোই বটে -
বত (অহো!) ঐশ্বর্যময় (প্রাণেশ্বর) সরসায়িতেন
উরসা (হৃদয় বক্ষঃস্থলে) রাধাং (সুন্দরীকে)
বহতা: (বহন করায়) তদ্‌ভবত: (তাঁহাদেরই ভারে-হেতু)
কোমলবালুকাচিতাং (সুকোমল বালুকাপূর্ণ)
অবনৌ (এই ভূতলে) পদলক্ষ্মলক্ষণানি (পাদ-পদ্মের চিহ্নসমূহ) নিম্নানি (গভীর হইয়াছে)॥৬৭॥(১০৪)

৬৮। সেই হেতু হে শ্রীকৃষ্ণবল্লভে শ্রীরাধে! তুমি
প্রাক্তন-জন্মে অর্জিত সুকৃতি-জনিত সৌভাগ্যেরই মাধুর্য অনুভব কর; মদমত্ত করিরাজের গণ্ড-দেশে উপবিষ্টা মধুকরীর ন্যায় তুমি সর্বদাই
অধিরূঢ় মহাভাবের প্রাবল্য-হেতু অক্ষয় উৎসবরাশির বিস্তার
কর; আর তুমি
নিখিল-কাম-প্রদ প্রিয়তমের প্রাপ্তি ও প্রীতি-পোষণ-কারিণী হইতেছ॥ (১০৫)

সহ আগতং ([আমরা সকলে] একসঙ্গেই
আসিয়াছি); স: হরি: (সেই শ্রীকৃষ্ণকে) সহ
দৃষ্ট: (একসঙ্গেই দেখিয়াছি); ক্ব: তদা লাপ:

(তাঁহার নীরস বাক্যও) সমগ্র অশ্রাবি চ (একসাথেই শুনিয়াছি); তৎ অনু ([এবং] তাহার পর) রতিরস: (রতিসুখও) সহ লব্ধ: (একসঙ্গেই লাভ করিয়াছি; [কিন্তু]) ইদানীং (সম্প্রতি) কৃষ্ণ: (শ্রীকৃষ্ণ) ত্বাং বহতি (তোমাকে বক্ষ:স্থলে বহন করিতেছেন, [আর]) ন: (আমাদিগকে) তৃণকল্পা: (তৃণের ন্যায়) ত্যজতি (ত্যাগ করিতেছেন, — [এইরূপে]) ফলেন এব (ফলের দ্বারাই) সুকৃতং দুষ্কৃতম্ অপি ([তোমার] সুকৃতি [ও আমাদের] দুষ্কৃতি) ব্যক্তং ভবতি (প্রকাশ পাইতেছে)॥ ৩৩॥ (১০৬)

৩৭। হায়! সেইহেতু তোমার পদচিহ্নসমূহের দর্শন অপেক্ষা অদর্শনই আমাদের দু:খ দান করিতেছে॥ (১০৭)

৩০। এই বলিয়া পুনরায় কিছু দূরে যাইয়া পুনরায় নিরীক্ষণপূর্ব্বক — অহো! বধূর ভার বহন অসহ্য হওয়ায় তিনি যেন পরিশ্রান্ত হইয়াই, বক্ষ:স্থিতা লক্ষ্মীদেবীরও পরাভবকারিনী সেই সুন্দরীকে এস্থানে ভূতলে নামাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া যেন পরিশ্রান্তের ন্যায়ই

অবস্থান করিয়াছিলেন। দেখ দেখ —
অহো (অহো!) যৎ (যেহেতু) সুভগয়োঃ পদয়োঃ
(সুন্দর ও সুন্দরীর পদযুগলের) দ্বে দ্বে লক্ষ্মণী
(দুই-দুইটি চিহ্ন) অন্যোন্যাভিমুখাঙ্কিতে দৃশ্যেতে
(পরস্পরের অভিমুখে অঙ্কিত দৃষ্ট হইতেছে,
[এই হেতুই]) রহস্যকথনাসক্তে ইব ইতি উহিতং
(মনে হয়, ইহারা যেন রহস্য-বস্তুর কথনেই
আসক্ত রহিয়াছে, [এবং]) অন্যোন্যাংসবিন্যস্ত বাহু-
গমনক্রোড়াৎ প্রাপ্তয়োঃ ইব (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ
পরস্পরের স্কন্ধদেশে বাহু সংলগ্ন, অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়া গমন-হেতু
[উৎপাদিত] ক্রোড় ফলে: পরিপ্রাপ্ত হওয়ায়ই যেন
[উভয়ের পদযুগলের চিহ্ন দ্বয়ের মধ্যে]) লীলালস্য-
বয়স্যভাবাপিশুনং (লীলাজনিত আলস্য ও সখ্যভাবের
ব্যঞ্জক) আলিঙ্গনং (আলিঙ্গন) নির্ব্যূঢ়ং
(সুসম্পন্ন হইয়াছে) ॥ ৬৭॥ (২০৮)

৭২। বিপক্ষের পক্ষপাতিনী বর্দ্ধমান এইরূপ বিচার
করিতে করিতে ঈর্ষ্যার প্রকাশ করিয়াই যেন
অকারণে বৈরস্যহেতু চিত্তে কঠোরতা অবলম্বন
করিয়াছিলেন ॥ (২০৯)

৭২। সপক্ষের পক্ষপাতিনী বধূগণ স্বাভাবিক
সৌহার্দমূলক সহৃদয়তাবশতঃ শ্রীরাধার সম্মুখস্থ সৌভাগ্য-
বিশেষ দর্শন করিয়া হর্ষবোধ করিয়াছিলেন
এবং অনতিকালমধ্যেই আত্মনাশকর বানাঘাতের ন্যায় দুঃসহ
বিরহানল নির্বাপিত হইলেও তাঁহারা চিত্তের লঘুতা
বোধ না করিয়া বরং নিবিড় হর্ষান্বিতার ভারেই
আক্রান্তা হইয়াছিলেন ।। (১১০)

৭৩। এইরূপে তাঁহারা পুনরায় মিলিতভাবে
বার বার সেই পদচিহ্নসমূহ লক্ষ্য করিয়া চলিতে
চলিতে, অতিদূরের চন্দ্রকিরণরাশির সংস্পর্শে
অতিমলো হরা ও যৌবন-জলধারার সেচনজনিত
সুখেও যেন অপরিতৃপ্ত ধরণীর বক্ষঃস্থলে
রসিকচূড়ামণির মৃদুমন্দ গতিচিহ্ন না দেখিয়া
পরে এরূপ বিচার করিতে লাগিলেন ।। (১১১)

‹ অহো (অহো! [এখানে]) অঙ্কুশ-কেতু-বজ্র-কমলা-
কারাণি (অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র ও পদ্মাকৃতি) লক্ষ্মাণি
(পদচিহ্নসমূহ) ন ঈক্ষ্যন্তে (দেখা যাইতেছে না;
[পরন্তু]) কেবলং (কেবলমাত্র) অঙ্গুলিদলাগ্রলক্ষ্ম
এব (অঙ্গুলিরাজির অগ্রভাগের চিহ্নই) রাজন্

(এই স্থলেও হইল) অঙ্ক: (চিহ্ন) অভীক্ষ্যতে (চিহ্ন হইতেছে, [দৃষ্ট]) তস্যা: (শ্রীরাধার) কিমপি ন (কোন চিহ্নই চিহ্ন হইতেছে না)। ইতি (এই হেতু মনে হয়), তেন (শ্রীকৃষ্ণ) অস্মিন্ (এই স্থানে) উপাবিশ্য (উপবেশন করিয়া) তাং (শ্রীরাধাকে) স্বাঙ্কং নয়তা (স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক) নিরাতঙ্কতে: (নিঃশঙ্কচিত্তে) প্রসূনৈ: (পুষ্পদ্বারা) তৎকবরিকাবন্ধ: কৃত: (তাঁহার কেশবন্ধন অর্থাৎ কবরী রচনা করিয়াছিলেন)। ৩৫॥ (১১৪)

৩৬। অনন্তর সেইখানেই কোন স্থান বিশেষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন — "অহো! কী আশ্চর্য!

[শ্রীকৃষ্ণ], তৎকালাৎ অকালে অপি (যথোচিত কালব্যতীত অন্য কালেও) রসকুতুকহঠাৎ (কৌতুকরসের প্রাবল্যহেতু) তস্যা: (শ্রীরাধার) পাদাঘাতেন (পদাঘাতে) পুরস্থাৎ (সম্মুখবর্তী) কিঙ্কিরাতং (অশোকবৃক্ষকে [ও তাঁহারই]) আস্যমধ্বা: (মুখমদিরার সংস্পর্শে) কেশরং চ (বকুলবৃক্ষকে)

কুসুমভরভৃতং দ্রষ্টুং (পুষ্প শোভায় সমৃদ্ধ দেখিবার) অভিলাষে জাতে (ইচ্ছা করিয়া) অনুনয়ন-বিনয়তঃ (অনুনয়-ও-বিনয়-সহকারে) তৎ প্রয়োগে কারিতে ([শ্রীরাধার দ্বারা] ঐ উক্ত কার্য সম্পাদন করাইয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তত্তৎপ্রসূনাবচয়নরভসাৎ (উঁহাদের পুষ্প-চয়নের আগ্রহে) তং চ তং চ আরুরোহ (সেই অশোক-ও-বকুল-বৃক্ষে আরোহন করিয়াছিলেন) ॥ ৭০॥ (১১৫)

৭১। ঐ দেখ, অশোক বৃক্ষটির মূলদেশে নূতন পল্লব বিকাশের ন্যায় শ্রীরাধার চরণের অলক্তক-চিহ্ন বিরাজ করিতেছে, এবং বকুল বৃক্ষের মূলদেশে সেখানে তাঁহার মুখমাদিরার গণ্ডূষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ভ্রমরগণ সকলেই বিচিত্র পুষ্পসমূহকেও পরিত্যাগ করিয়া সেখানেই ধাবিত হইতেছে; ইহাতে সর্বতোভাবেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা উভয়ে এই বৃক্ষদ্বয়ের নিকটেই আছেন। সুতরাং এখানেই তাঁহাদের সন্ধান করিতেছি॥ এই বলিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন ॥ (১১৬)

৭৮। এদিকে, শ্রীকৃষ্ণ দায়প্রাপ্ত দীনের ন্যায়
যে সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন,
রতিবিষয়ক পরম উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া তদীয়
উৎকৃষ্ট রতিবিলাসের নিমিত্ত, কামী ব্যক্তি মাত্রেই
দৈন্যযুক্ত, স্ত্রীলোক ও দুরাত্মা; পরন্তু আমি লীলা-
বশতঃ কামী বলিয়া দৈন্যযুক্ত নহি; আর এই
গোপীগণও আমার অংশাংশরূপ সঙ্গ ধারণ
করায় সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় দুরাত্মাও নহেন।
অতএব আমি ভিন্ন অপর কামী ব্যক্তিই দীন; এবং
গোপীগণব্যতীত অপর রমণীগণই দুরাত্মা;
এইরূপে কামিগণের দৈন্য ও রমণীগণের
দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া, তিনি আত্মতুল্য স্বীয়
গোপীগণের সহিতই অত্যন্ত প্রণয়শালী আত্মারাম-
রূপে বিহার করেন বলিয়া, তৎকালে সেই
পূর্ব্বোক্তা সুন্দরীর সহিতই রমণ করিয়াছিলেন ।। (১১৭)
৭৯। অতঃপর সহৃদয়া ললনাগণের অগ্রণী, পরম-
কোমলহৃদয়া সেই শ্রীরাধা সৌভাগ্যবতী সুশীল-
শালিনী সুন্দরীগণের সুদুর্লভ পতাকার ন্যায়
বিরাজ করিয়াও কেবলমাত্র আত্মগত রতিনিষ্ঠায়
প্রবৃত্তা হইয়াই এরূপ বিচার করিয়াছিলেন ।। (১১৮)

~~ও কৃষ্ণ এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন ॥ (১১৮)~~

অহহ (অহো!) প্রাণনাথ: (প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ)
একস্যাং ময়ি (একমাত্র আমার প্রতিই) অতিশয়রতি:
(অতিশয় আসক্ত রহিয়াছেন); হা (হায়! [এ সময়ে])
তা: সদাল্য: (আমার সেই সখীগণ) বিচ্ছেদাৎ
(বিরহ দু:খে) কথং (কিরূপে) প্রাণযোগং দধীতে
(প্রাণ ধারণ করিবেন)? তস্মাৎ (সেই হেতু) কিমপি
বাম্যং ([আমি] কোনরূপ বামাভাবের) করবৈ
(আচরণ করিব) যেন (যাহাতে বা যাহার ফলে) এষ: (ইনি)
ইত: (এস্থান হইতে) বিদূরং ন গচ্ছেৎ (বিশেষ
দূরে যাইতে না পারেন, [এবং]) তা: তা: চ (সেই
সখীগণও) সর্বা: (সকলেই) ক্রমত: (ক্রমে ক্রমে)
ইহ মিলন্তি (এখানে আসিয়া মিলিত হইতে
পারেন)॥ ৭১॥ (১১৯)

৮০। অর্থ-চরিত্রা শ্রীরাধা এইরূপ বিচার করিয়া
বলিলেন — "হে অতুল প্রেমসাগর রসিকবর!
আমি আর চলিতে পারিতেছি না; আমার অতিশয়
পরিশ্রম হইয়াছে; আর কোনরূপ পাদ-চারণও
হইতেছে না; অতএব কীরূপে যাইব?

এদিকে রাত্রিও অধিক হইতেছে, এবং সম্প্রতি এই বালুকা-
রাশির উপরে কনকলতা উপবেশন করুক। (১২০)

৮১। শ্রীরাধার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহার সেই বাক্যকে অতি বিচিত্ররূপে
খণ্ডনের নিমিত্ত বাহিরে উহাকে মানের মতই
মনে করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার সেই
স্বাভাবিক ও গর্বশূন্য বাক্যকে বাহিরেই গর্বযুক্ত
ও নিষ্ঠুরের ন্যায় মানিলেও, 'এই স্বাধীন-
ভর্তৃকা প্রেয়সীর এই সমুচিত গর্ব আমার অন্তরকে
পরম সন্তোষ বিধান করিলেও আমি এই গর্বকেই আমার
তিরোধানের কারণরূপে পরিণত করিব' এইরূপ
বিচারপূর্বক, বাহিরে উক্ত গর্বপরিহাররূপ
বিলাসবিশেষের অনুরোধেই দারুণভাব
ও নয়নকমলে রক্তকান্তি বিস্তার করিয়া
শ্রীরাধার নীতির খণ্ডনরূপে রুষ্ট এরূপ কিছু বলিয়াছিলেন।। (১২১)

৮২। 'যদি কোন যানবাহন না হয়, তবে
পরিপুষ্ট লাবণ্যশালী মদীয় এই স্কন্ধে আরোহণপূর্বক
উহাকে কৃতার্থ কর' এই বলিয়া সেখানে থাকিয়াই
দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধার দৃষ্টিমার্গ হইতে
অন্তর্হিত হইলেন।। (১২২)

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন॥

ROUTINE

Days	1st. Hour	2nd. Hour	3rd. Hour	4th. Hour	5th. Hour	6th. Hour	7th. Hour
Monday							
Tuesday							
Wednesday							
Thursday							
Friday							
Saturday							

লাজুক ছায়া বনের তলে,
আলোরে ভাল বাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে॥
রবীন্দ্রনাথ।

৪

Sulekha

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূঃ
অন্বয়ানুবাদ
২৩ মানস মাতের মধ্যে
মাত — ২০নং

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূর
অনুবাদ ও ভাবানুবাদ
অষ্টাদশ স্তবক (Contd.)

৮৩। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান ঘটিলে, শ্রীরাধার সেই বৈচিত্রী ধরাতলে সুখে অবগাহনের উপযুক্তা সুধানদী হইয়াও বিষতরঙ্গিণীর আকার ধারণ করিয়াছিল। অনুলেপনের নিমিত্ত আনীত সুগন্ধি দ্রব্যরাশি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইল; নয়নের শোভাবর্ধনের নিমিত্ত সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ কজ্জল যেন বিষদূষিত কদর্য জলের আকার ধারণ করিল। (১২৩)

৮৪। কণ্ঠদেশের অলঙ্কারের নিমিত্ত আনীত মুক্তাহার সর্পের ন্যায় দংশনোদ্যত হইল; মুখের সরসতা-সম্পাদনের নিমিত্ত আস্বাদিত তাম্বূলপত্র সর্পলতার পত্ররূপে অনুভূত হইল; আর, অঙ্গের শোভা-সম্পাদনের নিমিত্ত মাল্যাদি অলঙ্কার-রচনার সম্যক্ যত্ন যেন কালকূটের ন্যায় তীব্রভাব ধারণ করিল। যখন এই অবস্থা সৃষ্ট হইল তখন অর্থাৎ এরূপ অবস্থায়, সুতীক্ষ্ণ দন্তাগ্ররূপ করপত্রের অর্থাৎ করাত-নামক যন্ত্রের সাহায্যে ছেদনক্রিয়ায় অভিজ্ঞ উদ্বেগরূপ সূত্রধার তাঁহার বক্ষঃস্থলকে ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গদ্গদস্বরে বাক্যোচ্চারণহেতু তাঁহারই উষ্মার

প্রভাবে কজ্জলমিশ্রিত নেত্রজলধারা বক্ষঃস্থলে হারের আকারে প্রবাহিত হওয়ায় উহা সূত্রধারের শরীরস্থিত সূত্রপাতের রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

৮৫। তদনন্তর তিনি মুক্তকণ্ঠে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন —

"হা নাথ (হায় নাথ!) হা রমণ (হায় রমণ!) হা প্রণয়ৈক-সিন্ধো (হায় অদ্বিতীয় প্রেমসুধাসাগর!) প্রিয় (হায় প্রিয়তম!) ক্ব অসি (তুমি কোথায় আছ?) মে (আমার নিকটে) অবলোকনং প্রকটয় (আত্মপ্রকাশ কর); আঃ (হঁা!) যদ্যপি (যদিও) ভবন্তম্ ইহ এব সন্তং বেদ্মি (তুমি এখানেই আছ জানি), তথাপি (তথাপি) দৃশোঃ দূরে ইতি (নয়ন যুগলের অগোচর বলিয়া) অসুভিঃ দূনোমি (নিজ-জীবনের নিমিত্তই অসহ্য দুঃখবোধ করিতেছি) ॥৭২॥ (৮৫)

যাবৎ (যে পর্যন্ত) ইদং (এই) লোলং (চঞ্চল) জীবিতং (প্রাণ) বহিঃ ন এতি (বাহির হইয়া না যায়), তাবৎ (তৎকাল পর্যন্তই) রুষং বিমুচ্য (ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া) আত্মপদং প্রযাহি (দর্শন দান

করে)। অহহ (হায়!) লোচেৎ (তাহা না হইলে) অস্মদীয়ং (আমার) ইদং (এই) অজীবিতং বপু: (প্রানহীন দেহকে) সত্যং সত্যং (সত্য সত্যই) অংসতটেন (স্কন্ধে) বোঢ়া আসি (বহন করিতে হইবে)॥ ৭৩॥ (১২৬)

যেন রুষিত: আসি ([তুমি] যে নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছ), ইহ ([আমি] এখানে) কিঞ্চন (একরূপ কোন) ন এব অপরাদ্ধং (অপরাধ করি নাই, [আর]) ইদং বচ: (আমার ঐ পূর্বোক্ত বাক্যও) গর্বহেতো: ন এব উদিতং (গর্ববশত: বলি নাই; [পরন্তু]) তাসাং সমাগমন মূল বিলম্ব হেতো: (অন্যান্য সখী গোপীগনের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিবার নিমিত্তই) "চলিতুং নো পারয়ে" ("আমি আর চলিতে পারিনা") ইতি অবদং (এরূপ বলিয়াছিলাম); গর্বাৎ ন (গর্ববশত: উহা বলি নাই)॥ ৭৪॥ (১২৭)

অহো হন্ত (হায়!) সুভগ বিভো (হে সুন্দর! হে প্রভো!) যাবৎ (যে পর্যন্ত) তাভি: (ঐ সখী গোপীগন) ইহ (এখানে) আগত্য (আসিয়া) প্রিয়ায়া:

[তোমার] প্রিয়ার) ইমং (এই) বিপদশা (বিপদশা)
নো দৃশ্যতে (না দেখে), যাবৎ ([এবং] যে পর্যন্ত)
আভি: (তাঁহারা) তব (তোমার) প্রনয়িতা
(প্রেমের) নো গর্হ্যতে (নিন্দা না করে), তাবৎ
(তাহার পূর্বেই [তুমি]) বদনেন্দুবিম্বং (নিজ
মুখচন্দ্র) বিভাবয় ([আমার নিকট] প্রকাশ
কর) ॥ ৭৫ ॥ (১২৮)
অহো হা হন্ত (অহো কী আশ্চর্য !) ভবতা (তুমি)
ইহ বনে (এই বনমধ্যে) একাকিনীং ([আমাকে]
একাকিনী অর্থাৎ অসহায় অবস্থায়) বিহাতুং (পরিত্যাগ
করিতে) ইদং সাহসং (এই দু:সাহস) কিং
ব্যধায়ি (করিলে কেন) ? তা: কিল (সেই সখী
গন [তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও]) অন্যোন্যসঙ্গ-
সুখত: (পরস্পরের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া) তাদৃক্
ন খিদ্যন্তি (সেরূপ পীড়া বোধ করিতেছে না) ;
হি (যেহেতু) কাষ্টে ([দেখা যায়]) বাষ্প:
বিরতিং যাতি (লোক বাষ্প দূরীভূত হয়) ॥ ৭৬ ॥ (১২৯)
যদি (যদি) যামিনীশ: (নিশানাথ চন্দ্র) ন রমতে
(রমন না করেন, অর্থাৎ নিজের উদয়দ্বারা শোভাবর্ধন

না করেন, তাহা হইলে) যামিনীং ধিক্ (রাত্রিকে ধিক্); যদি (যদি) পদ্মিনীশঃ (পদ্মিনীর প্রাণ-বন্ধু সূর্যদেব) ন পশ্যতি (দৃষ্টিপাত না করেন, তবে) পদ্মিনীং ধিক্ (পদ্মিনীকে ধিক্; [এইরূপ]) জীবিতেশঃ (প্রাণেশ্বর) যৎ (যে জীবনকে) অবহেলতি (অবজ্ঞা করেন), জীবিতং ধিক্ (সেইরূপ জীবনকেও ধিক্); হি (যেহেতু) প্রিয়েন ভুক্তঃ (প্রিয়তম কর্তৃক উপভুক্ত) গুনঃ (গুন অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি) গুনতামুপৈতি (গুনপদবীবাচ্য হয়)॥ ৭৭॥ (১০০)

৮৬। এইরূপে প্রিয়তমের বিরহজনিত সেই নবীন সন্তাপরাশি কালসর্পের ন্যায় তাঁহার সরস, কোমল ও নির্মল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গ্রীষ্মকালীন অতিসন্তাপপ্রদায়ক সূর্যমণ্ডলের ন্যায় প্রবল সন্তাপ বিস্তার করিলে শ্রীরাধা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, তদীয় অভিপ্রায়জ্ঞানের উন্মাদ লোপ ও দশমী দশার আসন্নতা-হেতু চেতনার মালিন্য (প্রাপ্ত হওয়ায়) শরীরের

অতিশয় পীড়া বোধ করিলে অসময়ের মুকুলের ন্যায় মূর্চ্ছা আসিয়া আত্ম-বিস্তারদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়াছিল ॥ (১৩১)

তদনন্তর, সরোরুহাক্ষ্যা: (কমললোচনা শ্রীরাধার) শ্যাম: অপি (শ্যামবাবুও) প্রেমপ্রবাদভয়ত: (প্রেমের নিন্দার ভয়ে) জনলজ্জয়া চ (এবং লোকলজ্জায়) বহি: নো ইয়ায় (আর বাহিরে আসিতেছিলনা); হা হন্ত হন্ত (হায় হায়! [তখন]) অমুষ্যা: তনু: (তাঁহার দেহলতাটি) ম্লানা মৃণাললতিকা ইব (মলিন মৃণাললতার ন্যায়) সিকতাপ্রতিতা বভূব (বালুকারাশির উপরে পতিত হইল) ॥৭৮॥ (১৩২)

তখন, বল্য: (লতারাজি) সহ এব (একসঙ্গেই) পুষ্পবর্ষৈ: সিষিচু: (তাঁহার উপর পুষ্পদ্বারা সিঞ্চন করিয়াছিল), ভৃঙ্গ্য: (ভ্রমরীগণ) পক্ষ-বিধূননৈ: (পক্ষসঞ্চালনদ্বারা) ভৃশং বীজয়াঞ্চক্রু: (অত্যধিক বীজন করিতে লাগিল); পতত্রিণ: (পক্ষিসমূহ) হা হা ইতি নাদং চক্রু: (হাহাকার করিয়াছিল [এবং]) সারঙ্গ্য: (হরিণীগণ) গলদশ্রু কাতরদৃশ: (অশ্রুপূর্ণ

কাতরনয়নে) সালঙ্কং (আলঙ্কার সহিত)আবাবিরে (চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল ! [এইরূপে তাঁহার]) বন্যৈ: (বনবাসী) পরিজনৈ: এব (পরিজনবর্গই) কালোচিতং (সময়োচিত)সেবনং সমাদধে (পরিচর্যা করিয়াছিল) ॥ ৭৭ ॥ (১০৩)

এইরূপ তৎকালে, স্বচ্ছায়া এব (নিজ-দেহের ছায়াই) তস্যা: (তাঁহার) সরোজিনীদলময়ী শয্যা ইব অভূৎ (পদ্মপত্রের শয্যার ন্যায় হইয়াছিল); জ্যোৎস্না এব (জ্যোৎস্নারাশিই) শরীরোপরি (দেহের উপরে) ঘনসার-সলিলসেক: অভূৎ (চন্দনজলসিঞ্চনের কার্য করিয়াছিল); বাহূ এব (নিজ-বাহুদ্বয়ই) মৃণালবল্লিবলয়: (মৃণালের বলয়-রূপে পরিণত হইয়াছিল [এবং]) তস্যা: (তাঁহার) বিয়োগজ্বরে (বিরহজ্বরে) দু:খানুভূতিচ্ছিদে (যাহাতে দু:খের অনুভূতি না হয়, তন্নিমিত্ত) মূর্চ্ছা এব (মূর্চ্ছাই) উত্তমা প্রিয়সখী অভবৎ ~~(শ্রেষ্ঠা প্রিয়সখীর কার্য করিয়াছিল) ॥~~ (শ্রেষ্ঠা প্রিয়সহচরীরূপে তাঁহার সহিত অবস্থান করিয়াছিল) ॥ ৮০ ॥ (১০৪)

উদন্তুরা, লতাগণঃ (লতাসমূহ) চলৈঃ করৈঃ ইব (চঞ্চল হস্তের ন্যায়) কিশলয়কুলৈঃ (পল্লবরাজি-দ্বারা) বক্ষঃ তাড়য়ন্ (বক্ষঃস্থলে তাড়না করিয়া), আর্তস্বরৈঃ ইব (কাতরধ্বনির ন্যায়) তারৈঃ বিহগবিরুতৈঃ (পক্ষিগণের উচ্চ ধ্বনিদ্বারা) বিক্রোশন্ (চীৎকার করিয়া [এবং]) কুসুমমধুনঃ স্যন্দৈঃ (পুষ্পমধুর বর্ষণচ্ছলেই) অশ্রুবিমোক্ষণং কুর্বন্ ইব (যেন অশ্রুবর্ষণ করিয়া) প্রিয়পরিজনব্রাতপ্রায়ঃ বভূব (প্রিয় পরিজনবর্গের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল)।। ৮১।। (১৩৫)

৮৭। শ্রীরাধা এইরূপে অবস্থান করিলে, সেই সুলোচনা গোপবধূগণ চরণচিহ্নের অনুসরণপ্রসঙ্গে ইতস্তত: অন্বেষণ করিতে করিতে অকস্মাৎ নয়নকোণদ্বারা, অনতিদূরের আকাশ হইতে সদ্যঃপতিত মেঘশূন্য বিদ্যুতের ন্যায়, গুরুত্ব-হেতু ~~নিবন্ধন~~ ভূতলে স্খলিত জ্যোৎস্নারাশির সারসমষ্টির ন্যায়, ত্রিলোকলক্ষ্মীর মুকুটের অগ্রভাগ হইতে বিচ্যুত সুবর্ণরত্নময়ী মালার ন্যায়, ধরণি কর্তৃকই বহির্ভাগে প্রকাশিত নিজ-সৌভাগ্যের স্বর্ণসম্পদের ন্যায়, স্বয়ং প্রস্ফুটিত

কুঙ্কুম বাটিকার ন্যায়, কানন লক্ষ্মীকর্ত্তৃক কিশলয়-ক্রোড়-দেশে পালিত স্বর্ণময়ী বিচিত্রা ফুল দামিনীর ন্যায়, কন্দর্পের ধনুক হইতে বিচ্যুত চম্পককলিকার ন্যায়, শ্রীহরিরই ললাটে গোরোচনায় রচিত তিলকটির ন্যায় বনলক্ষ্মীর মন্দিরের স্বর্ণতৈলপূরিত দীপালিকার ন্যায় প্রজ্বলিতা দিব্য-ওষধি লতার ন্যায় তাঁহাকে ভূমিতলে শয়নাবস্থায় একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া, 'অহো! কী আশ্চর্য! ইনিই সেই সুন্দরী, দুর্নীতির উদয়হেতু কাষ্ঠ অপেক্ষাও কঠোর প্রকৃতি গোকুলযুবরাজ্ঞী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে সঙ্গে লইয়াই, বিদ্যুতের সহিত জলধরের ন্যায়, জ্যোৎস্নার সহিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এবং দীপ্তির সহিত মণিরাজের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন॥ (১৩৩)

৮৮। আর, যদি তিনিই হ'ন, তবে একাকিনী কেন? তবে কি, অস্মাদাদের মঞ্জরীর ন্যায় কর্কশচিত্ত শ্রীহরিই ইঁহাকেও নিঃসহায় দশায় বিরহবেদনা লাভ করাইয়াছেন? অথবা, দীর্ঘকাল সুরত-সংগ্রামের অনুষ্ঠানে পরিশ্রান্তা হইয়া ইনি নিদ্রামগ্না হইলে, তিনিও এখানেই কোনস্থানে অপেক্ষা

করিতেছেন ? বস্তুত: বিরহের আতঙ্কে আমাদের
চিত্ত কম্পিত হইতেছে বলিয়া তিনি এই হতভাগিনী-
গনের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না; পরন্তু তিনি
এই সুন্দরীর নিকটেই রহিয়াছেন ॥ (১৩৭)
৮৯। অথবা, তিনি কি সম্প্রতি আমাদের আগমনের
শব্দ একটু শুনিয়াই অনুরাগের অভাবহেতু দূরে
সরিয়া গেলেন? আর যদি তাহাই হয়, তবে
সেই রসিক-শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বের ন্যায় আদরের পাত্রী
এই অকৃত্রিম প্রণয়িনীকেই বা সঙ্গে লইয়া গেলেন না
কেন ? অথবা, স্বভাবত: মানগৌরবসম্পন্ন
সেই প্রিয়তম ইঁহারই কোনরূপ গর্ব্ব ও বামভাব
লক্ষ্য করিয়া ইঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যান নাই ?
না, ইহাও সম্ভবপর নহে; যেহেতু তিনি কখনও
এরূপ অরসিক নহেন যে, বিরহজ্বালাভোগের
অযোগ্যা এই অসহায়া প্রিয়তমাকে বিরহদাবা-
নলে দগ্ধ করিয়া অতিশয় কঠোরতা-হেতু
স্বয়ং অন্তর্হিত হইবেন ॥ (১৩৮)
বা (অথবা), ইয়ং (ইনি) সা এব ন ভবতি
(সেই শ্রীরাধাই নহেন); যত: (যেহেতু) অত্র

(এখানে) কৃষ্ণ: ন দৃশ্যতে (শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যাইতেছে না), এষা সা এব (ইনি সেই শ্রীরাধাই), ইতি মৎপ্রতিপত্তি (এইরূপ যে অনুভূতি হয়), তৎ (তাহা) নঃ (আমাদের) ভ্রান্তিঃ এব হি (কেবল ভ্রমমাত্রই); নঃ সর্বাসাং ([যেহেতু] আমাদের সকলেরই) সদাবিহ্বতয়ে (সর্বনাশের নিমিত্ত) মাধুরী নাম (মাধুরীনাম্নী) কাচিৎ (কোন এক) মূর্তা দেবী (মূর্তিমতী দেবীই) জগতীমোহং উৎপাদয়ন্তী (জগতের মোহ উৎপাদন করিয়া) জয়তি (স্বীয় উৎকর্ষ বিস্তার করিতেছেন)॥ ৮২॥ (১৩৮)

৮৩। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার নিকটে যাইয়া পুনরায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'না, ইহাও সম্ভবপর নহে; যেহেতু— ম্লানা মৃণালী ইব ([ইনি] মলিনা মৃণালীর ন্যায়) নিপত্য বর্ততে (ভূমিতলে পতিতা রহিয়াছেন)! মন্দ: স্পন্দ: অপি চ ([ইঁহার] বিন্দুমাত্র স্পন্দনও) ন লক্ষ্যতে (লক্ষিত হইতেছে না); ততঃ (সুতরাং) ইয়ং হি (ইনি নিশ্চয়ই) করুণস্য মূর্তিঃ (করুণরসের মূর্তি) ন বা কিং (নহেন কি?), কিংবা (অথবা), প্রিয়বিপ্রয়োগজা (প্রিয়বিরহজনিতা) মূর্ছা এব (মূর্ছাই হইবেন)॥ ৮৩॥

~~মূর্চ্ছাই [হইলেন কি?]~~) ॥ ৮৩ ॥

এই বলিয়া আরও নিকটে গমন করিলেন ॥ (১৪০)

৭১। অনন্তর তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার সেই মূর্চ্ছাসখী যেন ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল ॥ (১৪১)

৭২। (অনন্তর বা এইরূপে) মূর্চ্ছা-দশা দূরীভূত হইলে, তিনি নিদ্রা হইতে উত্থিতার ন্যায়, হে লাল! তুমি কোথায় আছ? এইরূপ কোমলমধুর গদ্গদ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আত্মপর-বিবেকশূন্যা হইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া যখনই অনতিদূরে তাঁহারই চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অপর গোপবধূগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও ইনিই সেই শ্রীরাধাই এইরূপ জ্ঞানহেতু হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, সম্ভ্রম ও উৎকণ্ঠা ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর কলহংসীগণ যেরূপ নির্ব্বিবাদে কনককমলিনীর মূলদেশকে, অপর নদীসমূহ যেরূপ গঙ্গানদীকে, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহ যেরূপ স্থায়ী রতিকে, সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত দ্বাবিংশতি শ্রুতি যেরূপ সপ্তবিধ স্বরসন্দোহকে, রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কারসম্পত্তিসমূহ

যেরূপ সুকবির কবিতাকে, রূপকপ্রভৃতি অলঙ্কার সমূহ যেরূপ উপমা-নামক অলঙ্কারকে, চকোরসমূহগণ যেরূপ চন্দ্রকিরণ-কে, বিবিধ বিহঙ্গসমূহগণ যেরূপ নবীন উদ্যানশোভাকে এবং কমলিনী-নিচয় যেরূপ উৎকৃষ্ট সরোবরকে চতুর্দিক হইতে আশ্রয় করে, সেইরূপ তাঁহারাও সকলে মিলিয়া তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া —

কাশ্চিৎ (কোন কোন সখী) পল্লবকুলৈঃ (পল্লবরাজি দ্বারা) বীজয়ন্তি স্ম (বীজন করিয়াছিলেন); কাশ্চিৎ (কোন কোন সখী) কচানাং ততিং (স্খলিত কেশরাশি) বধ্নন্তি স্ম (বন্ধন করিয়াছিলেন); কাশ্চন (কোন কোন সখী) করেণ (হস্তদ্বারা) আস্যাম্বুশোষমার্জনং চক্রুঃ (মুখমণ্ডল মার্জন করিয়াছিলেন); কাশ্চন ([এবং] কোন কোন সখী) হা হন্ত (হায় সখি) ভবতী (তুমিও) মদ্বিধা ইব (আমার ন্যায়ই) কথং (কী হেতু) এতাং কষ্টাং দশাং (এইরূপ দুঃখের দশা) প্রাপ্তবতী (লাভ করিলে)? তব (তোমার) প্রাণাধিনাথঃ (প্রাণেশ্বর) সঃ (সেই) শঠঃ ক্ব (ধূর্ত কোথায় গেলেন)? ইতি উচে (ইহা বলিয়াছিলেন) ॥৮৪॥ (১৪২)

অসৌ (তিনি) যৎ (যে) অস্মান্ বিহায় (আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া) ভবতীং (তোমাকে) অহার্ষীৎ (হরণ করিয়াছিলেন), তেন এব হি (তাহাতেই) নঃ (আমাদের) বিরহজ্বরঃ (বিরহ সন্তাপ) প্রশমিতঃ (দূরীভূত হইয়াছিল); যৎ ([কিন্তু সম্প্রতি] যে) তব (তোমার) ইয়ং (এইরূপ) অভূতপূর্বা দশা (অভিনব দশা) বীক্ষ্যতে (দেখা গেল বা দেখিতে হইল, [ইহাতে]) সঃ অয়ং (সেই বিরহ সন্তাপ) পুনঃ (পুনরায়) দ্বিগুণঃ এব বভূব (দ্বিগুণই হইয়াছে); নঃ ধিক্ (আমাদিগকে ধিক্) ॥৮৫॥ (১৪৩)

সুমুখি (হে সুন্দরি!) তব (তোমার) বচসঃ (বাক্যের) অথবা (কিম্বা) মনসঃ (চিত্তের) কশ্চিৎ (কোনরূপ) দোষঃ ন (দোষ নাই); ত্বং (তুমি) জগতি (জগতে) গুণরত্নখনিঃ (গুণরত্নরাশির খনিরূপে) খ্যাতা এব অসি (বিখ্যাতাই রহিয়াছ); ত্বয়ি (তোমার প্রতি) তস্য (তাঁহার) প্রেম প্রথিতঃ (প্রেম যে সুপ্রসিদ্ধ) ইতি (ইহাও)

~~সর্বথা বিষয়ঃ (সর্ব লোকগোচরই হয়)~~ ইত্ত

সর্বস্য বিশ্রুয়: (সর্বজনবিদিত); হন্ত (হায়!)
কুতঃ (জানিনা কীহেতু) তস্য (তাঁহার) ইত্থং (এইরূপ)
কঠিনা ব্যবসিতিঃ (কঠোর ব্যবহার বা আচরণ প্রকাশ
পাইল)? ॥৮৬॥ (১৪৪)
সুমুখি (হে সুন্দরি!) তে (তোমার) এতেন
(এইরূপ) কষ্টতরেণ দুঃখেন (অতিকষ্টকর দুঃখদ্বারা)
অস্মাকং (আমাদের) অন্তরগামি দুঃখং
(হৃদয়গত দুঃখ) অন্তরিতং (দূরীভূত হইয়াছে);
হি (যেহেতু) উৎকটমাত্রপারিভূতিকৃতঃ বিশ্রস্য
(যে বিষ সকল ঔষধের প্রভাব পরাভূত বা বিনাশ করে, তাহার)
বীর্যং (প্রভাব) পুনঃ (পুনরায়) মধ্যবিষসংশ্রয়েন (মধ্যবিষের
মিশ্রণেই) নশ্যতি (বিনষ্ট হয়) ॥৮৭॥ (১৪৫)
৯৩। সেইহেতু, হে সুন্দরি! বল, তোমার
এরূপ বিপত্তির কারণ কী? তখন অপর কোন
বন্ধু বলিলেন - 'হে সখীগণ! তোমরা আর কেন
জিজ্ঞাসা করিতেছ? বস্তুতঃ তাঁহার প্রেমেরই
এরূপ স্বভাব।
বত (হায়!) অনুরাগিনীষু (প্রেয়সী অনুরাগিনীদের

প্রতি) বিষেন সুধয়া অপি তুল্যং (বিষ ও সুধা-সদৃশ) তং প্রেম (সেই প্রেমের সম্বন্ধে) কঃ বিজ্ঞাতুং সমর্থঃ? (কোন ব্যক্তিই বা তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হন) ? যত (অহো!) যস্য ভাবাঃ (সেই প্রেমের বিভিন্ন ভাবসমূহ) যুগপৎ (এককালেই) সন্তাপয়ন্তি (সন্তাপ প্রদান), রময়ন্তি (সুখ সঞ্চার), বিমূর্চ্ছয়ন্তি (মূর্চ্ছা উৎপাদন [ও]) সঞ্জীবয়ন্তি (জীবন দান করে) ॥ ৮৮ ॥ (১৪৩)

২৪। এইরূপে উক্ত বন্ধুর বাক্যের সমাপ্ত হইলে শ্রীরাধা তাঁহাদের সকলের নিকটে প্রেমসুবর্ণের আবরণকারী, চিত্তবৃত্তিরূপ সম্পুট অর্থাৎ পুটপাকের পাত্রটিকে উদ্ঘাটনপূর্বক বাষ্পসন্তপ্ত মধুরস্বরে যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুখে বিস্ময় ও নিরানন্দের ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অগ্রে লইয়া সমবেতভাবে পুনরায় ইতস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানদ্বারা নিজ-নিজ-চিত্তভ্রমরের বিস্তারের নিমিত্ত চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষরাজির শাখাপল্লবাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে বিস্তৃত হইয়া চন্দ্রের

কিরণরাশিকে আচ্ছাদন করায় তৎকালে ঐ বনভূমি
অন্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল। অবস্থায় তাঁহারা
তথায় প্রবেশ করিয়া অন্বেষণের গতি ব্যর্থতাহেতু পুনরায় তথা
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ॥ (১৪৭)

৭৫। শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহারা যমুনার মনোজ্ঞ তীরভাগে
উপস্থিত হইয়া সুকোমল কর্পূরচূর্ণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ
বালুকা-ধূলিরাশির সমযোগে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত
পুলিন-ভূমির উপবিভাগে উপবেশনপূর্বক
কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে
তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোনিবেশ করিলে
পুনঃ যোগে তদীয় গুণরাশিই তাঁহাদের চিত্ত-
মধ্যে সর্বদা স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়াছিল। অবস্থায় তাঁহারা
মুখেও সেই গুণরাশিরই কীর্তন করিতে লাগিলেন।
তৎকালে তাঁহার দর্শনরূপ উৎসবলাভের নিমিত্তই
তাঁহাদের চিত্তে দৃঢ়তর সঙ্কল্পের উদয়
এবং মুখে অব্যক্ত মধুর সুকোমল গদগদ বাক্যের
ও উৎকণ্ঠার সহিত রোদনের আবির্ভাব হইলে,
ভ্রমরবধূগণ তাঁহাদের মুখসৌরভে আকৃষ্ট
হইয়া মধুর ঝঙ্কারচ্ছলে যেন তাঁহাদের সহিত

দুঃখভরে রোদন করিয়াই তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছিল ॥ (১৪৮)

১৬। বিপ্রলম্ভরসের সর্বস্বরূপ সেই সঙ্গীতমাধুর্য্য তৎকালে বজ্রেরও চিত্তকে বিগলিত করিয়া যেন পর্বত, তরু ও লতারাজির পর্য্যন্ত অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। বস্তুতঃ তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। বিশেষতঃ উহার বর্ণনাবিষয়ে যদিও বা সরস্বতীর সামর্থ্য থাকে, তথাপি ইহার স্মরণেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয় বলিয়া তিনি তাহা বর্ণন করিতে পারেন না। তথাপি শ্রীশুকদেবের বর্ণনানুসারে আমি অর্থজ্ঞানহীন শুকপক্ষীর ন্যায়ই যথাশ্রুত বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি ॥ (১৪৯)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা-বিস্তারে রসপ্রীতায় শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধান-নামক ষষ্ঠদশ স্তবক।

একোনবিংশ স্তবক

১। অথ (অতঃপর) তদা (তৎকালে) অবলাগণাঃ (গোপ-ললনাগণ) কোমলমঞ্জুলস্বরং (কোমল ও মধুর স্বরে) যৎ অরোদীৎ (যে রোদন করিয়াছিলেন), তৎ (তাহা) মৃগপক্ষিসংসদাং (মৃগ-ও-পক্ষী সমূহের) শ্রুতিরম্যং (কর্ণসুখকর [ও]) হৃদয়স্য (চিত্তের) দাহকং অভূৎ (সন্তাপজনক হইয়াছিল)॥১॥ (১)

২। সুদৃশাং (সেই সুলোচনাগণের) প্রিয়কীর্তিকীর্তনৈঃ (প্রিয়তমের কীর্তিকীর্তনহেতু) করুণক্রন্দনকণ্ঠ-নিস্বনঃ (করুণ ক্রন্দনযুক্ত কণ্ঠধ্বনি) স্থিরজঙ্গম-চিত্তকর্ষণে (স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থমাত্রেরই চিত্তের আকর্ষণ-ব্যাপারে) ললিতং (মনোহর) গানম্ ইব (সঙ্গীতের ন্যায়) ব্যরাজত (শোভা পাইয়াছিল)॥২॥ (২)

৩) যৎ (যেহেতু) বিরহঃ রসঃ এব (স্বয়ং বিপ্রলম্ভ রসই) মূর্তিমান্ (মূর্তিমান্ হইয়া) কোমলরোদন-স্বনঃ অভূৎ (সুকোমল রোদন ধ্বনিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, [সেইহেতু]) অথ (অতঃপর) স্বর-তাল-মূর্চ্ছনা-শ্রুতয়ঃ (স্বর, তাল, মূর্চ্ছনা ও শ্রুতিসমূহও) তুল্যশুচঃ (সমদুঃখভাগী হইয়া) তং (সেই সুকোমল রোদনধ্বনিকে) অনুভেজিরে (অনুকূলভাবে আশ্রয় করিয়াছিল)॥৩॥ (৩)

(অনুকূলভাবে আশ্রয় করিয়াছিল)।। ৩।। (৩)

৪। প্রিয় (হে প্রিয়!) তে (তোমার) অবতারতঃ (অবতরণহেতু) ব্রজঃ এব (সমগ্র ব্রজধামই) জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে); ইন্দিরা (স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও) যং (এই ব্রজধামকে) শ্রয়তে (আশ্রয় করিয়াছেন); বত (হায়!) অয়ং জনঃ (এই ব্যক্তি অর্থাৎ গোপীসমাজ) তত্র (সেই ব্রজধামে) বসন্ (বাস করিয়া) কথং (কীহেতু) এবং (এইরূপ) পরাভবং লভতে (বিপত্তি ভোগ করিতেছে)। ।। ৪।। (৪)

৫। কৃপানিধে! প্রিয়! (হে করুণাময় প্রিয়তম! [তুমি]) তাবকং (তোমারই নিজজনস্বরূপ) অনুরাগিণং অঙ্গনাগণং (অনুরক্ত নারীগণকে) বনভূমৌ অপহায় (বনমধ্যে পরিত্যাগপূর্বক) কথং (কীহেতু) অন্তর্ধাঃ (অন্তর্হিত হইয়াছ? ইতিপূর্বে [সম্প্রতি]) তস্য (সেই নারীগণের) চক্ষুষাং দৃশ্যঃ ভব (নয়নগোচর হও)।। ৫।। (৫)

৬। দৃশ্যতাং গতঃ ([সম্প্রতি তুমি] দৃষ্টিগোচর হইয়া), অনুকাননকুঞ্জমন্দিরং (প্রত্যেক কানন, প্রত্যেক কুঞ্জভবন), প্রতিবর্ত্ম (প্রত্যেক পথ).

প্রতিবৃক্ষবল্লীকুলং (প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক লতার
মধ্যে) তব মার্গনীয়স্বচেতসঃ (তোমার অন্বেষণহেতু
ব্যথিতচিত্ত) অস্মান্ (এই নির্জনে আমাদিগকে) নন্দয়
(আনন্দ দান কর)॥৬॥ (৬)

৭। হন্ত হে (হায়! নাথ! [তুমি]) সাবিষেণ শরেণ
ইব (বিষলিপ্ত বাণের দ্বারা) নিশিতেন (তীক্ষ্ণ)
দৃগঞ্চলেন (কটাক্ষনিক্ষেপদ্বারা) নঃ (আমাদের)
মনঃ (চিত্তকে) বিনিকৃন্তসি (বিশেষরূপে ছেদন
করিতেছ)! তৎ (সেই হেতু) বত (হায়!) অয়ং কিং
(ইহা কি) যোষিতাং নঃ (আমাদের ন্যায় নারী-
গণের) বধঃ ন এব (বধ -সাধিত হইতেছে না)? ॥৭॥ (৭)

৮। হা হন্ত (হায়!), অথ যদি (আর যদি) নঃ (আমাদের)
বধঃ এব (বধই) তে (তোমার) মতঃ (অভীষ্ট হয়,
[তবে]) বিষবারি-দবানলাদিতঃ (কালিয়ের বিষযুক্ত
জল ও দাবানল প্রভৃতি উৎপাত [এবং]) ঘনবর্ষা-
করকাদি-পাততঃ (ঘোরতর বৃষ্টি ও শিলাপাত-
প্রভৃতি হইতে) বৃথা (অনর্থক) রক্ষিতাঃ স্ম
(আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে)॥৮॥ (৮)

৯। অথবা (অথবা), সকলবনে (পূর্বোক্ত বিপত্তি-সমূহ

হইতে] ব্রজবাসী সকলকে রক্ষা করিবার সময়ে)
মুহুঃ চ (তোমাদিগকে) তস্মা আবিতাঃ (সেইরূপেই
রক্ষা করিয়াছি) ইতি জাময়ে (ইহাই যদি তোমার
বক্তব্য হয়, [তবে আমাদের এই বনে আগমনের পর
প্রথমতঃ]) পরুষৈঃ উদিতৈঃ (কঠোর বাক্যে)
অস্মাকম্ (আমাদের) অসূন্ বিনাশ্য (প্রাণ বিনাশ
করিয়া) কিং (কীহেতু) পুনঃ (পুনরায়) অপালয়ঃ
(আমাকে উজ্জীবিত করিলে ?) ॥ ৯॥ (৯)
১০। পরমশ্বেষ্ঠ! (হে পরম স্বতন্ত্র নাথ!) কুতূহলাৎ পরঃ
(কৌতূহল ব্যতীত) তব (তোমার) ঈহিত হেতুঃ
(ঐরূপ চেষ্টার অন্য কোন কারণ) ন ঈক্ষ্যতে
(দৃষ্ট হইতেছে না); বত (অহো! [আর এইরূপে])
মৃতসঞ্জীবনতঃ ব্যতিরিক্তং (মৃতের জীবনদানব্যতীত
অন্য কোনরূপ) কুতূহলং (কৌতুকও) ন ঈক্ষ্যতে
(এস্থলে যুক্তিযুক্তরূপে উপলব্ধ হইতেছে না) ॥ ১০॥ (১০)
১১। দূরাস্থিতজীবিতাঃ নঃ হি (সম্প্রতি আমাদের জীবন অর্থাৎ
জীবনরূপী তুমি দূরে অবস্থিত আমাদিগের)
জীবায়িতুং (জীবনদানে) তব পারিশ্রম: ন
(তোমার আয়াসসাধ্য নহে); তব (তোমার)

(অর্থাৎ প্রাণ-প্রাপ্তি-প্রদান)

দর্শনে এব (দর্শনেই) তৎ (আমাদের জীবন) ভবেৎ (সম্ভবপর হইতে পারে), ত্বৎ ঋতে (তোমা ব্যতীত) নঃ (আমাদের) পরং জীবিতং ন হি (অন্য কোন জীবন নাই)।। ১১।। (১১)

১২। বত (হায়!) বল্লবযোষিতাং (গোপবধূগণের) বধে (বধে) গতভীঃ ভবান্ (তোমার কোন ভয় হয়না বলিয়া) হি (নিশ্চয়ই [তুমি]) বল্লব-বংশজঃ ন (গোপকুলে জন্মগ্রহণ কর নাই); যঃ কঃ অপি (যে কোন সাধারণ ব্যক্তিও) সহবাস-সলোকীসম্পদে (প্রতিবেশী-ও-জ্ঞাতিগণের সম্পদ্ বৃদ্ধির নিমিত্ত) অনুগ্রহী ভবেৎ (অনুগ্রহ প্রকাশ করেন)।। ১২।। (১২)

১৩। দ্রুহিণেন (ব্রহ্মা) বিশ্বগুপ্তয়ে (জগতের পালনের নিমিত্ত) ত্বং (তোমাকে) অভিষ্টুত্য (স্তব করিয়া) ভুবি (এই ধরাতলে) প্রকাশিতঃ ন (অবতরণ করাইয়াছেন, ইহা সত্য নহে); বত (হায়!) অথ (তাহা হইলে [তুমি]) বিশ্বসত্তঃ (এই জগতেরই অন্তর্ভুক্ত) মাদৃশীঃ (আমাদের ন্যায়) মুহ্যতীঃ (মোহপ্রাপ্তগণকে) কিং ন গোপায়সি (পালন করিতেছ না কেন)? ১৩।। (১৩)

~~(পাতিত করিতেছেন না কেন?) ।।১৩।। (১৩)~~

১৪। প্রভো! (হে নাথ!) ভবভীতিলুপাং (যাহারা ভবভয়-গ্রস্ত জীবকুলের) কৃতাভয়ং (অভয়জনক), রতিভাজাং (অনুরক্তগণের) অভিলাষ-বর্ষুকং (অভীষ্ট বর্ষী [এবং যাহা]) কমলাকরলালিতং (লক্ষ্মীদেবীর করকমলদ্বারা [তোমার প্রবাসিত] সেব্যমান,) পাণিপল্লবং (নিজ-করপল্লবটি) নঃ (আমাদের) শীর্ষণি কুরু (মস্তকে স্থাপন কর) ।।১৪।। (১৪)

১৫। বীর! (হে বীর!) স্বজনস্ময়-খণ্ডনপ্রিয়! (হে নিজ-জনগণের গর্ব-বিখণ্ডনে প্রীতিযুক্ত!) নির্গতশঙ্ক! (হে নির্ভীক হৃদয়!) ব্রজ-দুঃখক্ষয়বীর (হে ব্রজ-জনের দুঃখবিনাশক বীরবর! [তুমি]) দ্রুতং এব (অতিশীঘ্রই) কিঙ্করীঃ নঃ ([আমাদিগকে] তোমার সেবিকাগণকে) ভজ (অনুগ্রহ কর [এবং]) মুখচন্দ্রং দর্শয় ([আমাদিগকে] শ্রীমুখচন্দ্র প্রদর্শন কর) ।।১৫।। (১৫)

১৬। ভক্তাঘ-খণ্ডনং (যাহা সেবকগণের পাপরাশি বিনাশ করে), গবাং অনুগং (ধেনুগণের অনুগমন করে), শ্রীভরভূরিলাঞ্ছনং (যাহা ধ্বজচক্রাদি পরম রমণীয় বিবিধচিহ্নযুক্ত [এবং]) ফণিমৌলি-

মণি-প্রভাঞ্চিতং (কালিয়নাগের ফণাস্থিত মণি-
রাজির দীপ্তিযোগে উদ্ভাসিত, [তুমি অঙ্গুল])
পদাম্বুজং (শ্রীপাদপদ্ম) নঃ স্তনয়োঃ (আমাদের
স্তনযুগলের উপরিভাগে) অর্পয় (বিন্যস্ত বা
স্থাপন কর) ॥১৬॥ (১৬)

১৭ জীবিতনাথ! (হে প্রাণেশ্বর! [তুমি]) মধুনঃ
অপি (মধু অপেক্ষাও) মঞ্জুলা (মনোহর),
মধুরার্থেন (অর্থমাধুর্যশালী) সুকোমলেন
(সুকোমল) বচসা (বাক্য দ্বারা), নঃ (আমাদের)
চিরকালম্ উপোষিতে ইব (চির উপবাসীতুল্য)
শ্রবণে (কর্ণযুগলকে) তর্পয় (সুখ বিধান কর) ॥১৭॥ (১৭)

১৮ দয়িত! (হে প্রিয়তম! [তুমি]) ত্বদদর্শনশোক-
শোষিতান্ (তোমার অদর্শনজনিত দুঃখের নাশক),
দরহাসসুধানুধাবিনা (ঈষৎ হাস্যসুধায় বিধৌত প্রক্ষালিত),
মধুরেণ (সুমধুর) অধরবিম্বশীধুনা (বিম্বাধরের মদিরা
দ্বারা) আপ্যায়য়িতুম্ অর্হসি ([আমাদিগকে] তৃপ্তি
দান করা উচিত) ॥১৮॥ (১৮)

১৯ বত (অহো!) বধূঃ (বধূগণ) অন্বহং (প্রতিদিন)
অযশস্ (অখ্যাতির বিনাশক), কবীশ্বরৈঃ নুতং

(প্রেমিগণবন্দিত), শ্রুতিকান্তং (শ্রবণ সুখকর), তপ্ত-
জীবনং (সন্তপ্ত-জনের প্রীতিদায়ক [ও]) মৃত-
সঞ্জীবনং (মৃতসঞ্জীবনীস্বরূপ) এবং কথামৃতং
(তোমার কথামৃতের) কথয়ন্তি (কীর্তন করেন)॥১৯॥ (১৯)

২০। তব বচঃ (তোমার বাক্য) সুখদং চ সুদুঃখদং চ
(সুখদায়ক ও অতি দুঃখদায়ক বলিয়া) তৎ (উহা)
অনুরাগবতাং তু (অনুরাগিগণের) চেতসাং (চিত্তের)
অমৃতং বা কিমু বা হলাহলঃ (অমৃতস্বরূপ কিম্বা
হলাহলস্বরূপ) কীদৃশং ন হি বিদ্মঃ (তাহার স্বরূপ কিছুই
বুঝিতেছি না)॥২০॥ (২০)

২১। রতিমতঃ হি (অনুরাগী ব্যক্তিগণই) বহিঃ (বাহিরে)
অমৃতেন নিষেবিতং (অমৃতরসে পরিপূর্ণ, [অথচ])
অন্তরে (অন্তরে) ক্ষুরসারোদ্ধতধারং (ক্ষুরধারার
ন্যায় তীক্ষ্ণ) তে (তোমার) চরিতং চ বচঃ চ
(লীলাকে অর্থাৎ চরিত্রকে ও বাক্যকে) সমং (তুল্যরূপে) তত্ত্বতঃ
(যথার্থতঃ) বিদন্তি (জানিতে পারেন)॥২০॥ (২১)

২২। কিতব (হে ধূর্ত!) তব (তোমার) প্রণয়ার্দ্রং
(প্রীতি-সরস) হসিতং (হাস্য), ঈক্ষিতং (দৃষ্টিভঙ্গী),
ধৈর্যং (ধ্যানগম্য) কিমপি (অনির্বচনীয়) ঈহিতম্ অপি

(আচরন), হৃদিস্পৃশ: (হৃদয়স্পর্শী) নিভৃতা: কথা: চ (নিভৃত বাক্যালাপ), আশিষং হি (এই সমুদয়) ন: ক্ষোভয়তে (আমাদিগকে ক্ষোভদান করিতেছে)॥ ২২॥ (২২)

২৩। ইহ (এজগতে) মাদৃশীষু (আমাদের ন্যায় অনুরাগিনী-গনের প্রতি) ব: (তোমার) অনুমাত্রম্ অপি হি (অনুমাত্রও) প্রেম (প্রেম) ন তরাং বর্ততে (নাই, — ইহা অতিনিশ্চিত ই বটে; [কিন্তু]) তব বয়ং (আমরা তোমার নিজজন বলিয়া) ইহ (এজগতে) তে (তোমার) তিলমাত্রম্ অপি ক্লমং (তিলমাত্র কষ্টও) সাক্ষিতুং ন সমর্থা: (দেখিতে পারি না)॥ ২৩॥ (২৩)

২৪। ভবান্ (তুমি) যদা (যে সময়ে) পশূং ব্রজেং চারয়িতুং (গো-চারনের নিমিত্ত) ব্রজাত: (ব্রজ হইতে) বিপিনে (বনে) ব্রজতি (গমন করে), তদা (তখন) তব (তোমার) চরনৌ (চরনযুগল) তৃনৈ: (তৃন-সমূহের আঘাতে) বিদ্যত: ইতি (যে ব্যথিত হয়, — ইহা চিন্তা করিয়া) ন: (আমাদের) মানসং (চিত্ত ও) বিদ্যাতি (ব্যথিত হয়)॥ ২৪॥ (২৪)

২৫। নবপদ্মপলাশকোমলং (নবীন পদ্মদলের ন্যায় সুকোমল [ও]) শ্রীমৎ (বিচিত্র শোভাশালী)

তব অঙ্ঘ্রিযুগ্মকং ক্ব (তোমার পদযুগল কোথায়)? সঃ ([আর] সেই) তীক্ষ্ণতরঃ (সুতীক্ষ্ণ) তৃণাঙ্কুরঃ ক্ব (তৃণাঙ্কুরই বা কোথায়)? তৎ স্মরণং (ইহার চিন্তাই) নঃ (আমাদের) মরণায় ভবেৎ (মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক হইতেছে)॥ ২৫॥ (২৫)

[১] হে রমণ (হে রমণ!) সঃ কঃ অপি (জানিনা কোন অনির্বচনীয়) হৃদ্‌ব্রণঃ (হৃদয়ব্রণ) সকলং দিনম্‌ এব (সমগ্র দিবস ব্যাপিয়া) এবং এব (এইরূপেই) ত্বদ্‌বনখেদ-চিন্তয়া (তোমার বনের কষ্টের চিন্তা করিয়া), অথ (অতঃপর) মর্মণি মর্মণি (দেহের প্রত্যেক মর্মস্থানে) ভ্রমন্‌ (বিচরণ পূর্বক) ব্যথয়তি এব ([আমাদিগকে] পীড়া দান করিয়া থাকে)॥ ২৬॥ (২৬)

নাথ (হে নাথ!) অথ (অতঃপর) যৎ (যে সময়ে [তুমি]) দিবসাবসানতঃ (দিবসের অবসানহেতু) বিপিনান্তাৎ (বন হইতে) ব্রজমধ্যম্‌ আবিশন্‌ (ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া) ঘন-গোক্ষুরধূলিধূসরৈঃ (গোক্ষুরোত্থিত নিবিড় ধূলি-রাশির সহযোগে ধূসরবর্ণ) অলকৈঃ (অলকরাজিদ্বারা সুশোভিত) চারুমুখং চ (মনোহর মুখ-

রতস) দর্শয়ন্ (প্রদর্শন করে, [তৎকালে]) নঃ
(আমাদের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) মনসঃ অপি অগোচরং
(মনেরও অগোচররূপে) সহসা (সহসা) কুসুমেষুং
প্রবেশয়ন্ (কন্দর্পকে প্রবেশ করাইয়া) মনঃ
([আমাদের] চিত্তে) বিবিধৈঃ (নানারূপ) অভিলাষ-
কল্পনৈঃ (অভিলাষের কল্পনা) কালিলং করোতি
(কালিমালেপন অর্থাৎ সংযোগ করেন)॥ ২৭।২৮॥ (২৭।২৮)॥

২৯। [তৎকালে] বয়ং (আমরা), অয়ং (এই প্রিয়কান্ত)
অদ্য রজন্যাং (অদ্য রজনীতে) নঃ (আমাদের) মন্দিরং
এষ্যতি (মন্দিরে আসিবেন) ইতি (এইরূপ) অভিলাষ-
রংহসা (প্রবল আকাঙ্ক্ষাভরে) প্রজাগরৈঃ (জাগরণ
করিয়া) অতিখেদাৎ (অতি কষ্টেই) সকলাং রজনীং
(সমগ্র রাত্রি) যাপয়ামহে (যাপন করি)॥ ২৯॥ (২৯)

৩০। অনুভূত-সৌহৃদঃ (তোমার সৌহার্দ আমরা অনুভব
করিয়াছি); ভবান্ (তুমি) ইতি (এইরূপে)
কদাপি (কখনও) নঃ (আমাদের) সুখদঃ ন এব
অভূৎ (সুখদায়ক হও নাই; [আর]) অদ্য (অদ্য)
অনিং (অনেককাল) যৎ প্রিয়ং অকরোৎ (যে প্রিয়
আচরণ করিয়াছ) বত (হায়!) তস্মিন্ (তাহারও)
ঈদৃশঃ পরিণামঃ (এইরূপ পরিণাম ঘটিল)॥ ৩০॥ (৩০)।

~~গৌরুমাং: সৌরিনয়ঃ: (এই রূপেই সৌরিনাম ঘটিল) ॥৩০॥ (৩০)~~

৩১। প্রণতাভিমতপ্রদং (যাহা প্রণত ব্যক্তিগণের অভীষ্ট দান করিয়া) বিধেঃ অপি বন্দ্যং (ব্রহ্মার ও বন্দনীয় রূপে) ইন্দিরাবিভূষণং (ইন্দিরার শোভাবর্ধন করে [এবং]) স্মৃতিমাত্রবিপদ্বিশোষণং (যাঁহার স্মরণমাত্রেই বিপদরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, [তুমি নিজের ঐরূপ]) পদপদ্মং (পাদপদ্ম) নঃ (আমাদের) স্তনয়োঃ বিধেহি (স্তনযুগলের উপরিভাগে স্থাপন বা বিন্যাস কর) ॥৩১॥ (৩১)

৩২। দরঘর্মপয়োমধুদ্রবং (ঈষৎ ঘর্মজলবিন্দুই যাহাতে মধুরসের ন্যায় শোভা পায়), নখচন্দ্রদ্যুতিবৃন্দকেশরং (নখচন্দ্রের দীপ্তিরাশিই যাহার কেশরস্বরূপ [এবং]) চলদঙ্গুলীদলং (চঞ্চল অঙ্গুলীসমূহই যাহার দলরূপে প্রকাশ পায়, [তোমার ঐরূপ]) পদপদ্মং (পাদপদ্ম) স্তনপূর্ণকুম্ভয়োঃ ([আমাদের] স্তনরূপ পূর্ণকুম্ভদ্বয়ের উপরে) লসতাৎ (শোভা বিস্তার করুক) ॥৩২॥ (৩২)

৩৩। শুচাং রতিবর্ধনমর্দনং (যাহা চিত্তের সন্তাপরাশির উল্লাস বিনাশ করে), মুরলীচুম্বনলব্ধসৌভগং (যাহা মুরলীর চুম্বনহেতু সৌন্দর্য

লাভ করিয়াছে [এবং যাহা]) বিষয়ানুরাগলালনং
(আস্বাদনকারীর ইতর বিষয়ের তৃষ্ণা দূর করে,
[তুমি]) নঃ (আমাদিগকে [এরূপ]) মধুরং
(সুমধুর) অধরামৃতং পায়য় (অধরামৃত পান
করাও) ।। ৩৩ ।। (৩৩)

৩৪। মুরলীকৃতপানং (মুরলীর উচ্ছিষ্ট) আননং
(এই মুখ) বঃ (তোমাদের) ন হি পেয়ং (পানের
যোগ্য নহে) ইতি (এরূপ কথা) মা অভিধাঃ স্ম
(বলিও না); জ্বরদাহনাশনং (জ্বরের সন্তাপ-
নাশক) মধু (মধু) মধুপোচ্ছিষ্টং ইতি (মধু-
মক্ষিকার উচ্ছিষ্ট বলিয়া) হেয় ন হীয়তে (লোক-
সমাজে তাহা পরিত্যক্ত হয়না) ।। ৩৪ ।। (৩৪)

৩৫। যদা (যে সময়ে) দিনে (দিবাভাগে) বিপিনে
অটতঃ (বনমধ্যে বিচরণহেতু) তব (তোমার)
স্মিতপীযূষসুপেশলং (হাস্যসুধামনোহর) মুখং
(মুখমণ্ডল) দৃশ্যং বিষয়ঃ ([আমাদের] দৃষ্টি-
গোচর) ন ভবেৎ (হয়না), তদা (তৎকালে)
একা ত্রুটিঃ অপি (প্রত্যেকটি ক্ষণ) যুগায়তে
(যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়) ।। ৩৫ ।। (৩৫)

৩৬। যদা ([আর] যে সময়ে) কমলেন্দু নিন্দকং (কমলেরও চন্দ্রের মাধুর্যের তিরস্কারক মনোহর) তে বদনং (তোমার বদনমণ্ডল) দৃশ্যং বিষয়ঃ অপি ভবেৎ (দৃষ্টিগোচর হয়, [তৎকালেও]) নয়নস্য নিমেষঃ এব (নয়নযুগলের নিমেষ কালই অর্থাৎ পত্রদ্বয়ের স্বাভাবিক মুদ্রন-বা-নিমীলন-কালই) যুগানুবৎ (যুগপরিমিত কালের ন্যায় [দীর্ঘরূপে প্রতীয়মান হইয়া]) নঃ (আমাদের) মনঃ (চিত্তকে) ব্যথয়তি এব (পীড়াদান করে)॥৩৬॥ (৩৬)

১। যে-ব্রজবধূগণকে বনে আগমন কালে তাঁহাদের পতিগণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বাদি গুণবারির আশ্রয়ীভূত দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভের উপযোগী দেহ ধারণ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি তাঁহারাই অভিমানের সহিত বিলাপ করিতে করিতে এরূপ বলিতে লাগিলেন— (৩৭)

কিতব! (হে ধূর্ত্ত! [আমরা]) পতিপুত্রসুহৃৎ-সহোদরান্ (পতি, পুত্র, সুহৃৎ ও সহোদরগণকে) তৃণকল্পান্ অতিমুচ্য (তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া) তে (তোমার) অন্তিকং উপগতাঃ (নিকটে উপস্থিত

ইত্যাদি অর্থাৎ
১। আসিয়াহি, [এমতাবস্থায় তুমি]) কথং (কী হেতু)
বিপিনে (বনমধ্যে) নিশি (এই রাত্রিকালে) নঃ (আমাদিগকে) পুনঃ (পুনরায়) কষ্টম্ অত্যজঃ (এরূপ দুঃখকর দশায় পরিত্যাগ করিলে)? ॥৩৭॥ (৩৮)
২। পুনরায় সেই কলা বিলাসিনীগণ সকলেই এরূপ বলিতে লাগিলেন—
মৃদু হসিতং ([তোমার] মৃদু হাস্য), চারু বীক্ষিতং (মনোহর দৃষ্টি ভঙ্গী), রহসি (গোপনে) স্মরোদয়ং (কামবর্ধক) প্রেমবচঃ (প্রেমময় বচনাবলী [ও]) ভুজয়োঃ উরসঃ চ (ভুজযুগলের ও বক্ষঃস্থলের) রম্যতাং (রমণীয়তা) বিমৃশন্ (চিন্তা করিয়া) নঃ (আমাদের) হৃদয়ং (চিত্ত) বিমুহ্যতি (বিশেষরূপে মোহ প্রাপ্ত হইতেছে) ॥৩৮॥ (৩৯)
ব্রজকাননবাসিনাং (ব্রজবনবাসীগণের) মুদে (সন্তোষবিধানের নিমিত্ত) ভবতঃ ব্যক্তিঃ (তুমি প্রকট হইয়াছ) ইতি ইয়তীং প্রথাং (এইরূপ লোকপ্রবাদকে) ব্যভিচারবতীং মা কৃথাঃ মা ([তুমি] মিথ্যা প্রতিপাদন করিও না; [অতএব]) অস্মন্মনসঃ (আমাদের চিত্তের) রুজাং শময় প্রশম (ব্যথা নাশ বা বেদনা দূর কর) ॥৩৯॥ (৪০)

মহাকঠোরতাং বিভর্তি (এই যে অতি কঠোরতা ধারণ করিয়াছে), বত (হায়!) হি তব অপি (তোমারও) দারুণাত্মনাং নঃ (আমাদের ন্যায় নিষ্ঠুরচিত্তগণের সহিত) সাদৃশ্যিকসংসর্গতঃ হি (যেহেতু সংসর্গহেতুই সম্ভবপর হইয়াছে) ।। ৪৩।। (৪৪)
তব (তোমা কর্তৃক) যুগপৎ (এক সঙ্গে) ভূরিবধূবধঃ (অনেক নারীর হত্যারূপ) এতৎ (এই কার্যটি যে) উচ্চকৈঃ অসমঞ্জসং (অতিশয় অযুক্ত) ইতি নঃ (ইহা আমাদের) বিতথা মতিঃ (মিথ্যা বুদ্ধি বলিয়াই) বৃথা (বৃথাই হয়; [বস্তুতঃ তুমি]) নঃ (আমাদের) ব্রজতঃ অসূন্ (নির্গমনোন্মুখ প্রাণকে) প্রসভং (বলপূর্বক) রুণৎসি (আবদ্ধ রাখিয়াছ) ।। ৪৪।। (৪৫)
অথবা, (অথবা) কুহকৈককৌতুকী (কপটই তোমার একমাত্র কৌতুক বলিয়া [তুমি]) নঃ (আমাদের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) প্রকটং পরিস্ফুরন্ (সুস্পষ্টরূপে প্রকট হইয়া) নঃ (আমাদের) বহিঃ বিনির্যতঃ (বহির্গমনোদ্যত) অসূন্ (প্রাণকে) নিরুণৎসি (নিরোধ করিয়াছ); বত (হায়!) ইতি (ইহা) তে (তোমার) অতিকৌতুকং (অতিশয় কৌতুকই বটে) ।।৪৫।। (৪৬)

~~কৌতুক বলিয়াই বিনীত হয়)॥৪৫॥ (৪৬)~~

অহহ (হায়!) নাথ (প্রভো!) বয়ং (আমরা) বহুভিঃ
গবেষণৈঃ (বহু অন্বেষণেও) ত্বাং (তোমাকে) অব-
লোকিতুং (দর্শন করিতে) ন ক্ষমাঃ (সমর্থ হই নাই);
ইতি (এই হেতু) নঃ (আমাদের) অসবঃ (প্রাণ)
স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) ভবদ্গবেষণে (তোমার অন্বেষণে)
প্রসরন্তি (বহির্গমনোন্মুখ হইতেছে)॥৪৬॥ (৪৭)
অহো (অহো!) [6]মদিচ্ছয়া বিনা (আমার ইচ্ছাব্যতীত)
মম লব্ধিঃ ন (আমাকে লাভ করা যায় না); তেন
(সেই হেতু) যুষ্মদুদ্যমৈঃ কৃতং[7] ([তোমাদের] চেষ্টা
নিরর্থক[7]) ইতি চেৎ (ইহাই যদি তোমার বক্তব্য
হয়, তবে) বত (হায়!) মনসি স্ফুরন্তং ত্যজ
([আমাদের] চিত্তে তোমার যে স্ফূর্তি হইতেছে,
তাহা পরিত্যাগ কর); অসবঃ বহিঃ গচ্ছন্তু
([আমাদের] প্রাণ বহির্গত হউক)॥৪৭॥ (৪৮)
অয়ি জীবিতনাথ (হে প্রাণনাথ! [আমাদের]) জীবিতৈঃ
(প্রাণ) ভবদন্বেষকৃতে (তোমার অন্বেষণে) বহির্গতৈঃ
(বহির্গত হইয়া) অবশ্যং (নিশ্চয়ই) অচিরাৎ
(সত্বর) ত্বম্ অবেক্ষ্যসে (তোমার দর্শন পাইবে);

হি (যেহেতু) প্রভু: (প্রভু) ভূতেষু (ভূতগণের প্রতি [কখনও]) পরাঙ্মুখ: ন হি (পরাঙ্মুখ হ'ন না)।।৪৮।। (৪৯)
ইতি (এইরূপ) রোদন-রীতি-কোমল: (রোদন ভঙ্গী-হেতু সুকোমল), কলকণ্ঠীকুলকণ্ঠনিস্বন: (মধুর-কণ্ঠী গোপিকাগণের সেই কণ্ঠধ্বনি) মৃগপক্ষিবধূ: (মৃগী ও বিহঙ্গীগণকে) অরোদয়ৎ (রোদন করাইয়া) তরুবল্লীহৃদয়ানি (তরুলতাগণের হৃদয়) অদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিয়াছিল)।। ৪৯।। (৫০)

প্রণয়ী (প্রণয়শালী) স: (সেই) গোকুলরাজনন্দন: (গোকুলরাজ কুমার) তত্র (সেখানে) নিকটস্থিত: এব (নিকটে থাকিয়াই) কৃতকং (কৃত্রিম) কাঠিন্যং (কঠোরতা) আবহন্ অপি (ধারণ করিয়াও) অপরং (আর) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) ন প্রবভূব (সমর্থ হইলেন না)।। ৫০।। (৫১)

অথ (অতঃপর) পুন: অপি ([তাঁহারা] পুনরায়) বিলপন্ত্য: (বিলাপ সহকারে) মুক্তকণ্ঠং (মুক্তকণ্ঠে) রুদত্য: (রোদন [ও]) প্রিয়গুণগণং (প্রিয়তমের গুণসমূহ) উচ্চৈ: কোমলং কীর্তয়ন্ত্য: (উচ্চস্বরে কোমল সুরে কীর্তন করিতে করিতে),

প্রাণনির্যাণতঃ বা প্রাণনাথাগমাৎ বা (প্রাণবায়ুর বহির্গমন, কিম্বা প্রাণনাথের আগমন হেতু [যে সময়টি]) সুখদং (সুখজনক হইতে পারে), তৎ সময়ম্ (এইরূপ সময়কেই) অবধিভূতং ঈষুঃ (সীমারূপে নির্ধারণ করিয়া তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)॥ ৫১॥ (৫২)

৩। এইরূপ অবস্থায় চঞ্চল বনমালাবিভূষিত, পীত-বসনের কান্তি-প্রাচুর্যে মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভাবদর্শনে সন্তুষ্টচিত্তে অন্তর্ধান হইতে বিরত হইয়া মূর্তিমান রসোৎসবের ন্যায়, করুণাপ্লুত অরুণবর্ণ কটাক্ষপাতদ্বারা তাঁহাদের অন্তঃকরণের ক্লেশলতা-সমূহকে যেন সমূলে উৎপাটনপূর্বক অপূর্ব মৃদুহাস্যরূপ জ্যোৎস্না-বিতরণ-দ্বারা যেন চিত্তের দুঃখরূপ অন্ধকার নিরসন করিয়া, গভীর মাধুর্যসৌরভের বিস্তারদ্বারা রোদনজনিত ক্লান্তিরাশির অনুভূতি-বিষয়ে যেন বিস্মৃতি উৎপাদন করিয়া, তৎকালেই যেন সর্বপ্রথম মঙ্গলময়ী তাদৃশী অঙ্গশোভা প্রদর্শন করিতেছেন—এইরূপ ধারণা প্রকট করাইয়া,

[প্রিয়াবৃন্দের]

বিরহবেদনায় ইতস্ততঃ স্বীয় অনুসন্ধান-কাতরকে
যেন স্বপ্নতুল্যরূপে পরিণত করিয়া, প্রমত্ত কন্দর্প-
সুশরসে তাঁহাদের হৃদয়কে যেন বিধৌত বা প্রক্ষালিত করিয়া,
বিরহানলে কৃশ ও সন্তপ্ত দেহকে তৃপ্ত ও শীতল
করিয়া যেন অন্য দেহ ধারণ করাইয়া,
নির্গত জীবনকে যেন পুনরায় নিজস্থানে প্রতিষ্ঠিত
করিয়া, 'বিরহ' এই শব্দটি যেন কখনও তাঁহাদের
শ্রুতিগোচর হয় নাই এইরূপ ভবেই প্রকাশ
করিয়া, স্বয়ং এক হইয়াও একসঙ্গে যেন
সকলকে আলিঙ্গন করিয়া, অতিসুমধুর অধরের
(সংস্পর্শ) ব্যতীতই এককালে সকলেরই
গণ্ডস্থলে যেন চুম্বন-চাতুর্য প্রকাশ করিয়া,
সর্বদা উক্ত স্থানে থাকিয়াও যেন সহসাই
সসম্ভ্রম সসম্ভ্রমরূপে অন্যস্থান হইতে সমাগতের
ন্যায়, যেন তাঁহাদের হৃদয়াকাশ হইতে, যেন
ধরণীর অভ্যন্তর হইতে, যেন বনান্তর হইতে,
কিম্বা যেন কোনস্থান হইতেই নহে, পরন্তু সেইস্থানেই
যেন বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে
আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ (৫৩)

৪। অকস্মাৎ অকালেই যেন এই পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে—এইরূপ মনে করিয়া কুমুদিনীগণ যেরূপ উল্লাস ধারণ করে, প্রবল অনাবৃষ্টির অবসানে সদ্যঃ আগত মেঘদর্শনে চাতকবৃন্দগণ যেরূপ হর্ষ বোধ করে, বনের চতুর্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইলে হরিণবৃন্দগণ সন্তাপগ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ মেঘবতীতই বৃষ্টির সমাগমে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, কিম্বা পূর্বে যোগবলে পর শরীরে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ নিজ-শরীরে প্রত্যাবর্তন-কালে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া কৃশ দেহ যেরূপ সদ্যঃই পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই গোপবৃন্দগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র একসঙ্গেই উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন; উচ্চৈঃস্বরে হর্ষভরে গাত্রোত্থান করিলেন; শরীরের প্রতি সকল সন্তাপ বিস্মৃত হইলেন এবং উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার নিকটে গমন করিলেন॥ (৫৪)

অনন্তর—

কাচিৎ (কোন সুন্দরী) অঞ্জলিনা (স্বীয় অঞ্জলি দ্বারা) অমুষ্য (তাঁহার) করাম্বুজং (করকমল) ধৃত্বে স

(ধারণ করিলেন); কাশ্চিৎ (কেহ বা) মদকারিতাম্বং (মদালিপ্ত) অংশুমীশানি (স্কন্ধদেশে) দুলং (স্বীয় বাহু [স্থাপন করিয়াছিলেন]); কাচিৎ (কেহ বা) হিরণ্ময়-শতদগ্রহকান্তিকান্তে (সুবর্ণময় পিকদানীর দীপ্তির দ্বারা শোভিত) পাণৌ (নিজ-হস্তে) তাম্বূলচর্বিতং ([তাঁহার] চর্বিত তাম্বূল) দধার (ধারণ করিয়াছিলেন)॥ ৫২॥ (৫৫)

কাচিৎ (কোন) সুতনুঃ (সুন্দরী) তপ্তস্তনমুকুলয়োঃ (তপ্ত স্তনযুগলের উপরিভাগে) তৎপাদাব্জং (তদীয় পাদপদ্ম) নিধায় (ধারণ করিয়া), স্বাঙ্গে (স্বীয় অঙ্গে), প্রত্যগ্রোদ্যন্নবকিসলয়াচ্ছাদ্যমানাননস্য (সদ্যোজাত নবপল্লবদ্বারা মুখভাগে আচ্ছাদিত [ঐ]) ভাবিক্রীড়োৎসবরসসমারম্ভ-সংসূচকস্য (ভাবী ক্রীড়াসুখের আরম্ভের সূচক) স্বর্ণকুম্ভদ্বয়স্য (সুবর্ণময় কলসদ্বয়ের) শোভাম্ অর্পিত (শোভা প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥ ৫৩॥ (৫৬)

কাচিৎ (কোন এক) কুতুকিনী (কৌতূহলপরায়ণা সুন্দরী) দন্তদষ্টাধরশ্রীঃ (স্বীয় অধরে [কৃষ্ণকর্তৃক] দন্তদ্বারা দংশনের ফলে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া) ভ্রুকুটি-

কুটিলে (ভ্রূভঙ্গীযুক্ত) ভালে (ললাটদেশে) ভ্রূতরঙ্গান্ তন্বতী (ভ্রূযুগলের বিলাস তরঙ্গ বিস্তারপূর্বক), কন্দর্পস্য (কন্দর্পের) প্রমদপরশ্রেণ (গর্বরূপ বিশ্রদ্ধারা) দিষ্ট্যৈঃ (সুশিষ্ট) পৃষৎকৈঃ ইব (বাণসমূহের ন্যায়), চঞ্চৎকোণৈঃ (চঞ্চল কোণযুক্ত অর্থাৎ চপল অপাঙ্গযুক্ত), অরুণতরুণৈঃ অঞ্জনাক্তৈঃ (কজ্জলরঞ্জিত, অরুণবর্ণ ও নবীন) অপাঙ্গৈঃ (কটাক্ষরাজিদ্বারা) নিঘ্নতী (আঘাত করিয়াই) আলোকত (দর্শন করিতে লাগিলেন)॥ ৫৪॥ (৫৭)

অথ (অতঃপর) একা (কোন সুন্দরী) অনিমেষ-নিমিষাভ্যাং লোচনাভ্যাং (নির্নিমেষ নয়নযুগলদ্বারা) প্রাণবন্ধোঃ (প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) মুখকমলমধ্বীং (মুখপদ্মের মধু) আপিবৎ (পর্যাপ্তরূপেই পান করিতে লাগিলেন), [কিন্তু] এষা (তিনি) পিপাসাপারং (পিপাসার শান্তি) ন অলভত (বোধ করেন নাই); তদা (তৎকালে) ইয়ম্ অপি চ (এই সুন্দরীও) নিতান্তং পীয়মানা অপি ([শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক] পীত হইয়াই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সৌন্দর্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই) পূর্ণং আসীৎ (পূর্ণতা লাভ করিলেন)॥ ৫৫॥ (৫৮)

কা অপি (কোন) বিধুমুখী (চন্দ্রমুখী বধূ) লোচন-পদ্মেন (নয়নপদ্মদ্বারা) তং (তাঁহাকে) চিত্তে (হৃদয়ে) নিবেশ্য (প্রবেশ করাইয়া), তেন এব নির্গমন-শঙ্কিতঃ (তিনি নয়নপথেই পুনরায় নির্গত হইতে পারেন, — এইরূপ আশঙ্কাহেতু:) তৎকালম্ এব (তৎক্ষণাৎই) নতাক্ষী বিনিমীলিতলোচনা এব (নয়নযুগলকে অবনত ও নিমীলিত করিয়া) রোমাঞ্চিতা (রোমাঞ্চিত-দেহে) চিরং (দীর্ঘকাল পর্যন্ত) আলিলিঙ্গ ([তাঁহাকে হৃদয়মধ্যেই] আলিঙ্গন করিয়াছিলেন) ॥৫৬॥ (৫৯)

অন্যতর, কাঞ্চনমঞ্জরী ইব (স্বর্ণমঞ্জরীর ন্যায়) কাচিৎ (কোন সুন্দরী) [অগ্রতঃ কৃষ্ণং বিলোক্য (সম্মুখে কৃষ্ণকে দেখিয়া)] বিনমদ্‌গাত্রী (অবনত দেহে) মনোরাগজৈঃ আবেগৈঃ (মানসিক অনুরাগজনিত আবেগভরে) পৃথুবেপথুঃ (অতিশয় কম্পান্বিতা হইয়া) বিরুরুচে (বিশেষরূপে শোভা পাইয়াছিলেন); প্রসূনায়ুধঃ (আর, কন্দর্পবাণ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সংগ্রামোৎসব-কৌতুকোৎসুকতয়া (সংগ্রামোৎসবের কৌতুকে উৎসুক হইয়া) সর্বৈ এব (সর্বের সাহিত্যে) চম্পকধনুঃ (চম্পকপুষ্পরচিত ধনুকদ্বারা) কম্পম্ সম্পাদকং (সাত্ত্বিকভাব কম্প উৎপাদন করিয়াছিল) ॥৫৭॥ (৬০)

অনন্তর, চকোরেক্ষণা (কোন চকোরীনয়না গোপবধূ) পরস্পরা-
ঙ্গুলিদল-ব্যাসঙ্গি-পাণিদ্বয়ং (অঙ্গুলি নিচয়-যুক্ত
পরস্পর সংশ্লিষ্ট সংযুক্ত হস্তদ্বয়কে)
অভ্যুন্নীয় (উন্নত করিয়া) লীলালস্যাবিলুপ্তয়ে
(লীলাজনিত আলস্য-পরিহারের নিমিত্ত) তনুলতাং
(দেহলতাকে) তির্য্যঃ উল্লাসয়ন্তী (তির্য্যগ্‌ভাবে
বিন্যাস পূর্ব্বক) মূর্দ্ধ্নঃ সীমনি (মস্তকের প্রান্তদেশে)
মণ্ডলীকৃতং (মণ্ডলাকারে স্থাপিত) ভুজয়োঃ যুগ্মং
(সেই ভুজযুগলকে), হর্ষোদয়াৎ অতিস্মেরস্য
(হর্ষোদয়হেতু অর্দ্ধহাস্যে অত্যুৎফুল্ল) বক্ত্রেন্দোঃ (মুখচন্দ্রের)
পরিধীচকার (পরিধি রূপে অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্বাবৃত মণ্ডলরূপে
পরিণত করিয়াছিলেন)।। ৩৮।। (৬১)

অনন্তর, বামা (কোন বামভাবাপন্না সুন্দরী),
'নির্যাহি' ইতি ('তুমি নির্গত হও' এইরূপ অভিপ্রায়েই)
হ্রিয়ঃ (লজ্জার) অপসারণবিধেঃ (দূরীকরণের
নিমিত্ত) সঙ্কেতমুদ্রাং ইব (সঙ্কেত চিহ্নের ন্যায়)
বামকরাঙ্গুলীদলযুগেন (বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও
মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বারা) ছোটিকাম্‌ আতন্বতী (ছোটিকা
অর্থাৎ তুড়ি-ধ্বনি বিস্তার করিয়া), সখীং (তাহার

তত্রঃ
মাইতস্মৈ) হাহি নিঃসৃতৌ এব হি (লজ্জায় দূরীকরণের
নিমিত্ত) শ্মশ্রুং নিঃসরতাৎ ইব দন্তমস্ক্ষা
(শ্মশ্রু নির্গমনোন্মুখ দন্তকিরণদ্বারা) বর্ণকল্পনকৃতা-
রম্ভা ইব (মার্গ রচনায় প্রবৃত্তা হইয়াই যেন) সুস্মিতং
ব্যধাৎ (সুস্মিত প্রকাশ করিয়াছিলেন) ॥৫৯॥ (৬২)

কা অপি এনীদৃক্ (কোন মৃগী লোচনা) পাণিদলেন
(হস্তদ্বারা) বেণীং (বেণীকে) উরসি (বক্ষঃস্থলে)
আনীয় (আনয়নপূর্বক) উন্নতপয়োধরয়োঃ (উন্নত
স্তনযুগলের উপরিভাগে) নিবেশ্য (স্থাপন করিয়া)
বিনিমীলিতাক্ষী (নিমীলিতনয়নে) দোর্ভ্যাং (বাহু-
যুগলদ্বারা) নিবিড়ং নিপীড্য (দৃঢ়ভাবে মর্দন করিয়া)
রোমাঞ্চকঞ্চুকতনুঃ (রোমাঞ্চিত দেহে) চিরং (দীর্ঘ-
কাল) আলিলিঙ্গ (আলিঙ্গন করিয়াছিলেন) ॥৬০॥ (৬৩)

এইরূপ, অরবিন্দমুখী (কোন পদ্মমুখী) সরসং বীক্ষ্য
(উল্লাসভরে দৃষ্টিপাত করিয়া) ধূনিতালিরঃ
(মস্তকসঞ্চালন-সহকারে) লীলারবিন্দং (লীলাপদ্ম)
আঘ্রায় চ (আঘ্রাণ-পূর্বক) সুরতঃ (সম্মুখভাগে)
পতন্তীং (পতিত) মধুকরীং (ভ্রমরীকে) ব্যাধূনুতী

(তাড়না করিতে করিতে)। স্বিদ্যৎকপোলফলকা
((গণ্ডস্থলে ঘর্মশোভা [ও]) পুলকাঙ্কুরেণ
(রোমাঞ্চরাজি ধারণ করিয়া) চুচুম্ব (সেই লীলাপদ্মকে
চুম্বন করিয়াছিলেন)॥ ৬১॥ (৬৪)
কাচিৎ (কোন) চকোরনয়না (চকোর-লোচনা বধূ)
লীলানলেন (লীলাসিন্দুর) নয়নাঞ্চলেন (নয়নকোণ-
দ্বারা) দয়িতাননং (প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখ) ঈক্ষমাণা
(দেখিতে দেখিতে) আত্মলীলেনাংসতটবেল্লিতবাহু-
বল্লিঃ (স্বকীয় স্কন্ধদেশে বাহুলতা-দ্বারা বেষ্টন
করিয়া) মূর্তা (মূর্তিমতী) সৌভাগ্যসম্পন্মত্তা ইব
(সৌভাগ্য সম্পদের মত্তার ন্যায়) অভূৎ (শোভা
পাইয়াছিলেন)॥ ৬২॥ (৬৫)
কা অপি (কোন সুন্দরী) লসৎকনককঙ্কণঝঙ্কৃতাভ্যাং
(ঝলোজ্জ্বল সুবর্ণ কঙ্কণের ঝঙ্কারযুক্ত) দোর্ভ্যাং
(ভুজযুগলদ্বারা) কবরীং (কেশবন্ধন) আমোচ্য
(মোচন করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) আববন্ধ (বন্ধন
করিয়াছিলেন); ভ্রান্তিভ্রমাৎ (অন্ধকারী ভ্রমে)
মানঃ (মান) ইহ (এই কেশবন্ধনের মধ্যে)

নিলীয় অাস্তে কিং নো বা (লুকাইয়া আছে কিনা) —
ইতি (এই মনে করিয়াই) তং নিরাসিতুং (তাহাকে
দূর করিবার নিমিত্ত) তদ্ অন্বিয়েষ ইব (তাহাকেই
যেন অন্বেষণ করিতেছিলেন)॥৮৩॥ (৮৬)

অথ (অতঃপর) পরা (অপর কোন বধূ) কনককেয়ূর-
ঝঙ্কারি বলয়ং (বলয়ের অত্যন্ত কেয়ূর ঝঙ্কারিযুক্ত বলয়ে)
সলীলং ধূতয়া: (লীলাভরে আন্দোলিত) বামায়া:
ভুজলতয়া: (বাম বাহুর) করদল কনীয়োহঙ্গুলিকয়া
(অগ্রস্থিত কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা) বামশ্রুতিকুহর-
কণ্ডূং (বামকর্ণের মধ্যভাগে কণ্ডূয়ন) বিতন্বানয়া
(করিতে করিতে) কামক্রীড়াসমরজয়ঘণ্টাধ্বানিং ইব
ব্যধায়ি (যেন কামক্রীড়ারূপ সংগ্রামে জয়ঘণ্টার
ধ্বনি করিয়াছিলেন)॥৮৪॥ (৮৭)

তন্বঙ্গী (কোন সুন্দরী) অথ (অতঃপর) প্রচলিতবলয়ালি-
ধ্বনিভৃতা (চঞ্চল বলয়রাজির ধ্বনিযুক্ত) অসব্যেন
করেণ (দক্ষিণ হস্তদ্বারা) ললিতং (মনোহর ভাবে)
লীলাসররসিকং (লীলাপ্রিয়সখীটিকে) ব্যধূনাৎ
(সঞ্চালন করিয়াছিলেন); তদানীং (তৎকালে)
এতস্যা: (তাঁহার) নবলাবণ্যসারিত: (নবীন লাবণ্য-

তরঙ্গিনীর) মধ্যে এব আবর্ত: (প্রবল আবর্ত অর্থাৎ
ঘূর্ণন) কুসুমশর সংগ্রাম বিজয়ী (কামসংগ্রামের
বিজয়ীরূপে) নভসি (আকাশে) আসীৎ (শোভা
পাইতেছিল)॥ ৬৫॥ (৬৮)

অন্য (অন্যতমার) কাচিৎ (কোন বধূ) মুদিতমদনমোদা-
মর্ষ-ঘর্মাম্বুসিক্তং (কন্দর্পের উল্লাসজনিত হর্ষ ও প্রিয়-
তমের কপট বিচারজনিত ক্রোধ — এই উভয় কারণে
ঘর্মজল দ্বারা সিক্ত) নিজবপু: (নিজ-দেহটিকে)
স্বোত্তরীয়াঞ্চলেন (স্বীয় উত্তরীয়ের অঞ্চলদ্বারা) কৃতহেলং
(হেলা-যুক্ত ভাববিশেষ ভঙ্গীসহকারে) বীজয়ন্তী (বীজন করিতে করিতে)
লীলয়া (লীলাভরে) মারুতেন আধূতা (বায়ু কর্তৃক
পরিচালিতা) স্মরসমর পতাকা ইব (কন্দর্পসংগ্রামের
পতাকার ন্যায়) ব্যজয়ত (উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া-
ছিলেন)॥ ৬৬॥ (৬৯)

বিদগ্ধা (অপর কোন সুরসিকা বধূ) অন্ত:প্রফুল্লদাভি-
লাষলতান্তবীনাং (চিত্তস্থিত অভিলাষস্বরূপ উৎফুল্ল
লতারাজি হইতে) ঔৎসুক্যমারুতজবেন (ঔৎসুক্য-
রূপ বায়ুবেগে) বহি: নির্দ্ধূতৈ: (বাহিরে পরি-
চালিত) পুষ্পৈ: ইব (পুষ্পরাশির ন্যায়) সীৎকারৈ:

(মৃদু হাস্য রাশি দ্বারা) কৃষ্ণাবলোকনমহোৎসবপুষ্প-
বর্ষং বিদধে (শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকাররূপ মহোৎসবে
পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন) ॥৬৭॥ (৭০)

এইরূপ, নবকুরঙ্গাক্ষিবিলোচনায়াঃ (কোন তরুণী হরিণনয়নার)
নয়নযুগ্মকং (নয়নযুগল) আনন্দজৈঃ (হর্ষজনিত)
বাষ্পাম্বুভিঃ (বাষ্পজলে) আপুপূরে (পরিপূর্ণ
হইয়াছিল; [মনে হয়,]) "কৃষ্ণং বিলোকয়াসি
ধন্যমসি" ইতি ([হে নয়ন! তুমি] কৃষ্ণদর্শনে ধন্য
হইয়াছ" এই বলিয়া) প্রেমদ্রবতা (প্রেমে বিগলিত
হইয়া) মনসা (মনই) তৎ (সেই নয়নযুগলকে)
গাঢ়ম্ আলিলিঙ্গে ইব (যেন গাঢ়রূপে আলিঙ্গন
করিয়াছিল) ॥৬৮॥ (৭১)

এইরূপ, প্রিয়েক্ষণকৃতঃ (প্রিয়তমের দর্শনজনিত) স্তম্ভঃ
(স্তব্ধতা-ভাব) সহসা (হঠাৎ) কাঞ্চনময়প্রতিমায়মানাং
(সুবর্ণপ্রতিমাসদৃশী) একাং চ (কোন বধূকে)
ব্যধিত (আশ্রয় করিয়াছিল); ত্রিজগতীললনা-
ললাম-সৌভাগ্য-ভারগরিমা এব (ত্রিজগতের
ললনাকুলের সর্বোত্তম সৌভাগ্যরাশির গুরুতর
ভারই [তৎকালে]) তাং এব (একমাত্র তাঁহাকেই)
পরাবভূব কিম্ (এইরূপে জড়ীভূত করিয়াছিল কি?) ॥৬৯॥ (৭২)

নিবীতবদ্ধং কিং (এইরূপে জড়ীভূত করিয়াছিল কি?)॥৬৯॥ (৭২)

এইরূপ কাচিৎ (কোন বর্ষীয়সী) বিপুলৈঃ পুলকৈঃ (বিপুল পুলকরাজির উদয়হেতু), আমূলতঃ মুকুলিতা (মূল হইতে অগ্রভাগপর্যন্ত মুকুলের শোভাযুক্তা) কদম্বলতা ইব (কদম্বলতার ন্যায়) বভূব (বিরাজ করিতেছিলেন); বিরহে (বিরহদশায়) অস্যাঃ (ইঁহার) হৃদি (হৃদয়ে) সংপ্রবিষ্টান্ (প্রবিষ্ট) স্মরস্য বাণান্ (কন্দর্পের বাণসমূহকেই) শ্রীকৃষ্ণচুম্বকমণিঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপ চুম্বকমণি) বহিঃ আচকর্ষ কিং ([এই পুলকরাজির ছলে] বাহিরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন কি?)॥৭০॥ (৭৩)

এইরূপ, কাচন (কোন) চমূরুনেত্রা (হরিণলোচনা সুন্দরী) অম্ভঃকণাকুলিত-কাঞ্চনপদ্মিনী ইব (জলকণায় পরিব্যাপ্তা স্বর্ণকমলিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া) চিরায় সিস্বেদ (দীর্ঘকালপর্যন্ত ঘর্ম প্রকাশ করিতেছিলেন); বত (অহো!) যৎ (যেহেতু [তৎকালে]) প্রাণনাথবিলাসমুখচন্দ্রাবলোকনে (প্রাণেশ্বরের মুখচন্দ্রের দর্শনহেতু) অস্যাঃ (ইঁহার) মানস-চন্দ্রকান্তঃ (চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণিই) স্যন্দতে স্ম (বিগলিত হইয়াছিল)॥৭১॥ (৭৪)

প্রীতিই) স্যন্দিতে স্ম (নিঃসারিত হইয়াছিল)॥ ৭১॥ (৭৪)

এইরূপ, চলচারুচকোরনেত্রা (চকোরের ন্যায় চঞ্চল ও সুন্দর লোচনা কোন বধূ) কৃষ্ণং বিলোক্য (শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) সঞ্চারি চম্পকলতা ইব (সঞ্চারিণী চম্পকলতার ন্যায়) চিরং চকম্পে (দীর্ঘকালপর্যন্ত কম্পন প্রকাশ করিয়াছিলেন); স্মরসিন্ধুরেন্দ্রঃ (কন্দর্পরূপ মত্তমাতঙ্গ) অস্যাঃ (উঁহার) বপুষি প্রবিশ্য (শরীরে প্রবেশপূর্বক) মত্ততয়া (মত্ততাহেতু) হৃদ্ভূমিকম্পং ব্যধিত ইব ([উঁহার] হৃদয়ক্ষেত্রকেই যেন কম্পিত করিতেছিলেন)॥ ৭২॥ (৭৫)

কাচিৎ (কোন) বিধুমুখী (চন্দ্রমুখী বধূ) পিকস্বর-পিকস্বরসায়তঃ অপি (কোকিলের সুমিষ্ট স্বর অপেক্ষাও) চারুস্বরা (মনোহর স্বর বিশিষ্টা হইয়াও) স্বরভঙ্গম্ আপ (স্বরভঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন); স্বভাবকলকোমলনিক্বণা বীণা অপি (স্বভাবতঃ কোমল-মধুর স্বরবিশিষ্টা বীণাও) ঘনাম্বুভিঃ (বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে) স্নিগ্ধা (আর্দ্র হইলে) অপস্বরম্ এব দত্তে (বিকৃত স্বরই প্রকাশ করে)॥ ৭৩॥ (৭৬)

কাচিৎ (কোন) কুরঙ্গনয়না (হরিণনয়না সুন্দরী)
নিজবাহুমূলে (স্বীয় স্কন্ধদেশে) কুটিলাং বেণীং
(কুটিল বেণীকে) বিমুচ্য (মোচন করিয়া) ভুজঙ্গী-
ভ্রমেণ (সর্পীভ্রমে) বিত্রাস বিপ্লুতনেত্রং
(ভয়বিচলিত নয়নে) অরালিত ভ্রূঃ (ভ্রূযুগল বক্র করিয়া)
উত্তরীয় সহিতাং ক্ষিপ্ত্বা (উত্তরীয়ের সহিত
[সেই বেণীকে দূরে সরাইয়া) অপসসর্প
(পলায়ন করিয়াছিলেন)॥ ৭৪॥ (৭৭)
কাপি (কোন বধূ সুন্দরী) বধূঃ (বধূ) ভৃঙ্গং (একটি
ভ্রমরকে) অভিমুখং অবলোক্য (অভিমুখে দর্শন
করিয়া) করকমলেন (করকমলদ্বারা) সলীলং
উদ্ধুনানা ([উহাকে] লীলাভঙ্গীসহকারে বিতাড়িত
করিতে করিতে) অবগুণ্ঠনাঞ্চলেন (অবগুণ্ঠনের
অঞ্চলদ্বারা) সলালিতং (সুন্দর রূপেই) অধরৌষ্ঠ-
সংপিধানং (অধর ও ওষ্ঠদেশ আচ্ছাদন) কার্বিত
(করিয়াছিলেন)॥ ৭৫॥ (৭৮)
কাচিৎ (কোন) কঞ্জাক্ষী (কমললোচনা বধূ)
ন উপসসার (নিকটে আসেন নাই); অন্তরমুদং
ন ব্যানক্তি (অন্তরের হর্ষ প্রকাশ করেন নাই)

কিঞ্চন ন উচে (কোনরূপ কথাও বলেন নাই), কিন্তু (পরন্তু) কান্তবদনং দৃষ্ট্বা (প্রিয়তমের মুখ নিরীক্ষণ পূর্বক) শিরঃ ধুন্বতী (শিরোদেশ সঞ্চালন একবারিতে করিয়া) লীলাকূণিত-কোন-শোন নয়নং (লীলা সহকারে রক্তবর্ণ নয়নযুগলের প্রান্ত আকুঞ্চন), খেলাপ্রমদ-ভ্রূলতং (ভ্রূযুগলকে ভঙ্গীসহকারে ঘূর্ণন [এবং]) সীমন্তোপরি (সীমন্ত-দেশের উপরিভাগে) বদ্ধপানিপুটং (অঞ্জলি বন্ধন করিয়া) সাসূয়ং এব (ঈর্ষাভরেই) অনমৎ (প্রনাম করিয়াছিলেন)॥ ৭৩॥ (৭৩)

কাচিৎ (কোন সুন্দরী) সকৃৎ (একবার মাত্র) কুটিলিতা-পাঙ্গেন (কুটিল নয়ন কোনদ্বারা) কৃষ্ণমুখং (শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলকে) খেলালসং দৃষ্ট্বা (খেলায় মন্থর ভাবে নিরীক্ষণ পূর্বক) বামভুজাং লতাং (বাম বাহু লতাকে) সহচরী-স্কন্ধান্তিকে (সহচরীর স্কন্ধের প্রান্তভাগেই) বিভ্রতী (ধারন করিয়া), আমন্দস্মিতং (মৃদু হাস্য), উৎসবালসলসদ্ভ্রূভঙ্গং (উৎসবময় মনোহর ভ্রূভঙ্গী [এবং]) অল্পাক্ষরং (অল্প অক্ষরের সহযোগে) ~~কল্পতী~~ প্রতিপাদ্য-শূন্যং জল্পতী অপি (লক্ষ্যহীন বাক্য উচ্চারন করিয়াও) তৎ (সেই বাক্যকে)

বস্ত্রপ্রান্ত এর আস্বনং (বাদ্য ও ব্যঙ্গ মধু অসম্পুক্ত-রূপেই অভ্যাস করিয়াছিলেন)॥ ৭৭॥ (৮০)
অন্যা (কোন বধূ) কলকঙ্কনঝঙ্কৃতেন (কঙ্কনের মধুর-ঝঙ্কারযুক্ত) পাণিযুগলেন (নিজ হস্তে) স্বীয়োত্তরীয়শকলেন (স্বীয় উত্তরীয় খণ্ড ধারন করিয়া তদ্দ্বারা) সলীলং (লীলাভিভঙ্গে) প্রনয়তঃ (প্রীতির সহিত) প্রাণেশ্বরং (প্রাননাথ শ্রীকৃষ্ণকে) বারি-বীজয়ন্তী (বীজন করিতে করিতে) তত্র (সেই উত্তরীয়-খণ্ড) হস্তে অপি (স্খলিত হইয়া পড়িলেও) করধূননম্ এব চক্রে (কেবল হস্তেরই সঞ্চালন করিতে লাগিলেন)॥ ৭৮॥ (৮১)
'হা হন্ত (হায়!) বনরুহোদর সোদরেন (পদ্ম-কোষের ন্যায় সুকুমার) অনেন (এই) পাদযুগলেন (এই পদযুগলদ্বারা [হরি]) কথং (কীরূপে) মুহুঃ (নিরন্তর) ভ্রান্তম্ (পর্যটন করেন)'? ইতি (এই বলিয়া) একয়া (কোন বধূ) স্বকর-পঙ্কজকোরকাভ্যাং (স্বীয় মুকুলিত করকমলদ্বারা) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) পাদযুগস্য (পদযুগলের) সম্বাহনং বাহিত সম্বাহন অর্থাৎ মর্দন করিয়াছিলেন)॥ ৭৯॥ (৮২)

৫। এই গোপবধূগণের অবয়বসমূহ স্বভাবতঃই অক্ষয় লাবণ্যরূপ অমৃতসরোবরে অবগাহনহেতু স্নিগ্ধতার উদ্ভাস ধারণ করিলেও তৎকালে প্রিয়তমের দর্শনে বিশিষ্ট প্রভাবশালী নানাবিধ ভাবসমূহের বৈচিত্রী-[illegible] অত্যুপাদেয় মাধুর্য্যরাশির উচ্ছ্বাস দ্বারা যেরূপ অবিচ্ছিন্ন রমণীয়তার উদয় হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বিষয়ে সরস্বতীও অতিক্ষুদ্রা এবং বৃহস্পতিও মন্দবুদ্ধি হীনরূপেই লক্ষিত হন।। (৮৩)

৬। অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজনন্দন সর্বোৎকর্ষশালী রমণীয়তার পরিণামস্বরূপ অপূর্ব মাধুর্যসম্ভারে সুসমৃদ্ধ হইয়া যমুনাপুলিনে গমন করিলেন। তৎকালে উক্ত পুলিন প্রদেশ, রজতনির্মিত বস্তুর ন্যায় মাধুর্যধারা পরম্পরা সাদৃশ্যযুক্ত শশধরের কিরণ-দ্বারা এবং নিবিড়ভাবাপন্ন মনোমোহনকর কোমল বালুকারাশি দ্বারা সকলেরই নয়নলোভনীয় হইয়াছিল। সর্বত্র উপরিভাগে সৌরভলুব্ধ ভ্রমরগণের গুঞ্জনধ্বনিই কাহলীনামক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। যমুনার জলমধ্যস্থিত কুবলয় ও রক্তসৌগন্ধিক প্রভৃতি পুষ্পরাশির

নৃত্যালিঙ্গনাদিদানে সুনিপুণ মলয়বায়ু তথায় রমণীয়তার
সঞ্চার করিয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, সমধিক শোভা-
সমৃদ্ধিশালিনী তারকারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত
শশধরের ন্যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণও যৌবনমদ, কন্দর্প ও হর্ষরাশির
প্রসারহেতু সরসচিত্ত, মান-মর্যাদা, রমণীয়তার (সৌন্দর্যের)
পরাকাষ্ঠাস্বরূপা ও আনন্দময়ী স্বরূপশক্তিরূপে
বিরাজমানা সেই ব্রজরমণীগণের সহিত
নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ (৮৪)

৭। তৎকালে গোপীগণ নিজ নিজ অভীষ্ট রতির হর্ষশীলত্বের
আসন্নতা-হেতু তদনুরূপ সৌন্দর্যসম্পদ্‌বিশিষ্ট
দেহ ধারণ করিয়া, নবীন সৌভাগ্যের উদয়হেতু
যেরূপ মনোরথের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন,
সেইরূপ নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধাপ্রভৃতিও
নিজেরা ইহা না জানিয়াই যেন
শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত হর্ষবশতঃই নিজকে সন্তাপ-
মুক্ত মনে করিয়াছিলেন ॥ (৮৫)

৮। অনন্তর ভ্রমরগণ-কর্তৃক পরিসেবিত বিভিন্ন প্রকার
উৎপলরাজির পত্রসমূহের এবং কমলশ্রেণীর বায়ু-
প্রবাহের সহযোগে সুশীতল পুলিনভাগে,

কন্দর্পবিলাসসীমান্তিতা সেই গোপবধূগণ সর্বত্র সংলগ্ন
কুচকুঙ্কুমের অরুণরাগ-ও-সুগন্ধিযুক্ত উত্তরীয়সমূহ
উপর্যুপরি ~~বিস্তার~~ স্থাপন করিয়া, মৃদুহাস্যভরে শুক্লবর্ণ
দন্তকিরণরাজি বিস্তারপূর্বক, 'আপনি এখানে উপ-
বেশন করুন' এই বলিয়া ত্রিলোকের কমনীয়কান্তিযুক্ত)
উৎকৃষ্ট আসন রচনা করিয়াছিলেন ॥ (৮৬)
অনন্তর, কামম্ উদ্দামধামা (প্রভূত নিরঙ্কুশ প্রভাব-
শালী অথবা অত্যন্ত দীপ্তিশালী) সঃ (শ্রীকৃষ্ণ)
প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) তত্র (সেই আসনে) উপাবিশ্য
(উপবেশনপূর্বক) যথা ব্যতনুত (যেরূপ উৎকর্ষ
বিস্তার করিয়াছিলেন), যোগীন্দ্রাণাং (যোগীন্দ্রগণের)
বিমলতম-মনঃ-পুণ্ডরীকাসনে অপি (সুনির্মল
চিত্তরূপ পদ্মাসনে [উপবেশন করিয়াও]) তদ্বৎ ন
(সেরূপ উৎকর্ষ বিস্তার করেন না, * [কিম্বা]) ত্রৈলোক্য-
লক্ষ্মীকৃতললিত-মহারত্নসিংহাসনানু: অপি ন
(ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী ~~ল~~ লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক বিরচিত
মনোহর মহারত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াও
সেরূপ উৎকর্ষ বিস্তার করেন না, [এইরূপ])
আধারশক্তি প্রভৃতিভূত মহাযোগপীঠোদরে অপি

ন এব আপি (শেষ-কূর্ম-প্রভৃতি আধার শক্তিসমূহ-
কর্তৃক বিধৃত মহাযোগপীঠের মধ্যে উপবেশন
করিয়াও সেরূপ উৎকর্ষ বিস্তার করেন না)॥৮০॥ (৮৭)
পীনবক্ষাঃ সঃ ([তৎকালে] বিশাল বক্ষাঃ শ্রীকৃষ্ণ)
দুগ্ধেন্দুকুন্দদ্যুতি পুলিনগতে (দুগ্ধ, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্প-
রাশির ন্যায় শুভ্রবর্ণ পুলিন মধ্যে স্থাপিত [—ও])
কান্তাকদম্ব স্তন কলশ-লসৎ-কুঙ্কুমামোদ সুগন্ধে
(কান্তাগণের কুচকুম্ভস্থিত কুঙ্কুমের সৌরভ-
সংসর্গে মনোহর ও সুগন্ধ) চারু চেলাসনে
(সুরম্য বস্ত্রাসনে) আসীনঃ (উপবেশন করিলে),
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা (ত্রিলোকলক্ষ্মী) ত্রিভুবনরমণী-
রত্ন-সম্মোহলীলারাজ্যে (ত্রিজগতের রমণীরত্ন-
গণের সম্মোহনরূপ লীলারাজ্যে) যৌবরাজ্যাভি-
ষেকং লম্ভিতঃ ইব বভৌ (তাঁহাকে যেন যুবরাজ-
রূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন)॥৮১॥ (৮৮)
৭) উদন্তঃ তারাগণ-পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায়
শ্রীকৃষ্ণ, রজনীর ন্যায় নীলসলিলা যমুনার পুলিন-
প্রান্তে উপবেশন ও গোপললনাগণ তাঁহার চতুর্দিকে
অবস্থান করিলে, সরস চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা সম্পাদনে

(কোনও প্রকারেই) ন ভজন্তে হি (ভজনা করেন না)॥ ১৭॥ (৭৩)

১২। এইরূপে পরস্পর তারতম্য-সহকারে শব্দ ও অর্থ-গত বৈচিত্র্য প্রকাশপূর্বক প্রশ্নোত্তর-চাতুর্য রূপ তুরী অর্থাৎ বয়ন-সাধন মাকু পরিচালনা করিয়া কপট-বিলাসযুক্ত বর্ণময় অর্থাৎ অক্ষরাত্মক বস্ত্র নির্মাণ করিয়াই যেন সেই গোপীগণ চিত্তে গর্ব ও ঈষৎ ক্রোধের আবির্ভাব সত্ত্বেও অতি উপরি বাহিরে সাবধানতার সহিতই শকট ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় সরসভাবে এরূপ বলিয়াছিলেন॥ (৭৪)

১৩। "হে নয়নানন্দদায়ক! আমাদের বিবিধ-বিতর্কযুক্ত সংকীর্ণ বাক্য শ্রবণ করুন -

"পীতাম্বর! (হে পীতাম্বর! শ্যাম!) কেচিৎ (কেহ কেহ) ভজত: (ভজনকারিগণকে) ভজন্তি (ভজন করেন); হন্ত (অহো!) কেচিৎ (কেহ কেহ) অভজত: অপি (অভজনকারিগণকেও) ভজন্তি (ভজন করেন); কেচিৎ (কেহ কেহ) ভজত: অভজত: অপি (ভজনকারী ও অভজনকারী কাহাকেও) ন এব ভজন্তি (ভজন করেন না); তৎ ইদং (এ বিষয়) বিবিচ্য (বিচারপূর্বক) ন: বদ (আমাদের নিকট বর্ণন করুন)

[যেহেতু]) ত্বং (তুমি) অখিলস্য বিশ্বং বর: অসি (জগতে ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ) ॥ ৮৬॥ (৭৫)

১৪। অতঃপর সেই রমণীরত্ন-সভার সম্মানন ও দীপ্তি-জননরূপ চমৎকারকারী শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রিয়তমাগণের সুদীর্ঘ মানসূচক এই প্রশ্নটিকে আত্মনিষ্ঠ প্রণয়মূলক অসূয়ার উৎপত্তিহেতু কঠোর মনে করিয়া নয়নকমলের তরঙ্গময় প্রান্তভাগ (অপাঙ্গকোণ) দ্বারা অতিসুমধুররূপে নিরীক্ষণপূর্বক মৃদু হাস্যরূপ অমৃতময় মৃতসঞ্জীবন রসবিশেষ-দ্বারা তাঁহাদের সরসতা সঞ্চার করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ (৭৬)

প্রিয়া: (হে প্রিয়তমাগণ!) যে (যাঁহারা) ভজত: এব ভজন্তি (ভজনকারিগণকেই ভজন করেন), তেষাং (তাঁহাদের পক্ষে) তৎ (সেই ভজন) কেবলং (কেবলমাত্র) ঋণস্য পরিশোধন প্রতিমম্ এব (ঋণ-পরিশোধেরই তুল্য হয়); অহো (অহো!) যে (যাঁহারা) সকলজন্তুমাত্রস্নিগ্ধা: (প্রাণিমাত্রের প্রতিই স্বাভাবিক স্নেহশীল বলিয়া) অভজত: অপি ভজন্তি (অভজনকারিগণকে ভজন করেন),

তে (তাঁহারা) স্বতনয়েষু (নিজ-সন্তানগণের প্রতি)
পিতরৌ ইব (মাতা-পিতার ন্যায়) বৎসলাঃ ভবন্তি"
(সকলের প্রতিই বাৎসল্যযুক্ত)"॥ ৮৭॥ (৯৭)

১৬। এইরূপে দুইটি প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া
প্রণয়তরঙ্গভঙ্গীর সহিতই তৃতীয় প্রশ্নের সমুচিত
উত্তর দান করিয়াছিলেন —

"সুভ্রুবঃ! (হে সুন্দরীগণ!) যে (যাহারা) ভজতঃ
(ভজনকারিগণকে) ন ভজন্তি (ভজন করেনা), তে
তু (তাহারা) অভজতঃ (অভজনকারিগণকে)
কুতঃ ভজন্তু (কীরূপে ভজন করিতে পারে)?
অহো (অহো!) ভুবি (ধরাতলে) তে (তাহারা)
চতুর্বিধাঃ ভবন্তি (চারিভাগে বিভক্ত হয়) [যথা—]
[১] পরাত্মনি লসদ্ধিয়ঃ (পরমাত্মায় যাঁহাদের
চিত্ত বিচরণ করে অর্থাৎ আত্মারামগণ);
[২] নিজসুখেন পূর্ণান্তরাঃ (নিজ-সুখে যাঁহাদের
চিত্ত পরিপূর্ণ, সেই আপ্তকামগণ), [৩] কৃতোপকৃতি-
বিদ্রুহঃ (উপকারিগণের পীড়াদায়কগণ)
সুকঠিনাঃ (নিষ্ঠুরগণ); অপি (এবং) [৪] কৃতঘ্নাঃ
(কৃতঘ্নগণ [ইহারাই উক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তিগণের
অন্তর্গত])"॥ ৮৮॥ (৯৮

১৬। এইভাবে দুই প্রকার ব্যক্তিকে উত্তম ~~এবং~~ ও দুই-প্রকার ব্যক্তিকে অধমরূপে উল্লেখ করা হইলে সেই প্রিয়তমাগণ মৃদুহাস্যযুক্ত আকাঙ্ক্ষিত নয়ন-কোণের জড়তা ~~হেতু~~ (কৌলিন্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতে অসামর্থ্য হেতু) পরস্পরের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি-পাত আরম্ভ করিলে, তিনি পুনরায় তাঁহাদের প্রতি এরূপ প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥ (৯৯)

১৭। 'অহো! প্রশস্তচিত্তা সুন্দরীগণ! তোমরা সুহৃদ-ব্যক্তিগণের সহিত পরস্পর চিত্তসংযোগেই কোন্ মহাতর্কের অবতারণা করিতেছ? তোমাদের তিন প্রকার প্রশ্নেই আমি অপরাধী হইলাম; যথা —

'যৎ (যেহেতু [আমি]) ভজতী: ভবতী: ন ভজামি (তোমরা আমার ভজন করিলেও আমি তোমাদিগকে ভজন করিনা; [কিম্বা]) অভজতী: ([তোমরা] ভজন না করিলেও) ভবতী: (তোমাদিগকে) নো ভজামি (ভজন করিনা); অহহ (অহো!) অতএব (অতএব) চমূরুলেখা: (হে হরিণনয়নাগণ!) ভবতীনাং (তোমাদের) প্রশ্নযুগং (দুইটি প্রশ্নই) গতং (আমার প্রতি ~~নিষ্ফল~~ নিষ্ফল হইল) ॥ ৮৯॥ (১০০)

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন ॥

ROUTINE

Days	1st. Hour	2nd. Hour	3rd. Hour	4th. Hour	5th. Hour	6th. Hour	7th. Hour
Monday							
Tuesday							
Wednesday							
Thursday							
Friday							
Saturday							

লাজুক ছায়া বনের তলে,
আলোরে ভাল বাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে ॥
রবীন্দ্রনাথ।

(২০৭)

8

Sulekha

শ্রী মদানন্দ বৃন্দাবন ঠাকুর

অন্বয়ানুবাদ

২৩ মানব মতের মধ্যে

খাতা — ২১নং

অনুবাদকারী ও সংশোধক — ২১শে মার্চ

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ :

৫ ঊনবিংশ স্তবক (Contd)

১৮। আর, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে যে চতুর্বিধ পুরুষের উল্লেখ করিয়াছি, আমি তাহাদিগকেও অতিক্রম করিয়াছি ; যেহেতু আমি তোমাদের সকরুণ আলাপে আকৃষ্ট হই, সেইহেতু আমি আত্মারাম নহি ; আর, এই হেতুই আমি নিজ সুখ-দ্বারা পরিপূর্ণও নহি এবং উক্ত কারণেই আমি উপকারীর অপকারী কঠোরচিত্ত, কিম্বা কৃতঘ্নরূপেও গণ্য হই না। তবে, তোমরা ভজন করিলেও আমি যেহেতু তোমাদিগকে ভজন করিতেছি না, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার বাক্যের তত্ত্ব নির্ধারণ কর ॥ (১০১)॥

অহং (আমি), অনুভজত: (আনুগত্যসহকারে ভজনশীল ব্যক্তিগণকেও) যৎ (যে) ন ভজামি (ভজন করি না), তৎ (তাহা) ইহ (ইহলোকে) তদুৎকলিকানুবিবৃদ্ধিহেতো: (তাঁহার উৎকণ্ঠাবর্ধনের নিমিত্ত) ; যথা (যেরূপ) অয়ং জন: (লোকসমূহ) উপনতধননাশিত: (প্রাপ্তধনের অপচয় হইলে) তদনুস্মৃতৌ (অনুক্ষণ তাহার চিন্তায়ই) নিমগ্ন: ভবতি (নিমগ্ন হয়) ॥ ৯০॥ (১০২)

১৯। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলেও বধূগণের বদনমণ্ডলে

প্রসন্ন ভাস্করের সঞ্চার না হওয়ায় তদ্দ্বারাই তাঁহাদের
চিত্তের মালিন্যও লক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায়
তাঁহারা সূর্যের অভিমুখে পদ্মশোভারহিতা
সরোবরলক্ষ্মীর ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্র দৃষ্টি
আবদ্ধ রাখিয়া অবস্থান করিলে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ
পুনরায় এরূপ বলিতে লাগিলেন। (১০২)

২০। আমি পূর্বোক্তক্রমে যাহা বলিয়াছি, তাহা
সাধারণ লোকের সম্বন্ধেই জানিবে; পরন্তু ইহা
ধন্য ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নহে; যেহেতু—

পরমমহত: (পরম মহৎ বস্তুর) পরা বৃদ্ধি: ন
অস্তি (আর বৃদ্ধি হয় না); পরত: পরাৎ (পরাৎপর
তত্ত্ব) ভগবত: (ভগবান্ অপেক্ষা) পর: ন অস্তি
(শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহেন); রতে: (রতির) ইত:
(ইহা অপেক্ষা) অতিভূমি: ন হি ভবতি (আর
পরাকাষ্ঠা হয় না); চরমদশা (চরম দশা) দশান্তরং
ন প্রযাতি (আর অপর দশা লাভ করে না)॥ ২১॥ (১০৪)

এইরূপ মৃগেক্ষণা:! (হে সুলোচনাগণ!) ব: (তোমাদের) অয়ং
(এই) অনুরাগ: (অনুরাগ) অবধিমুপেয়ায় (চরম সীমায়
উপস্থিত হইয়াছে; [তাহা]) অপরং কং প্রকর্ষং

(আর কী উৎকর্ষ) এতু (লাভ করিবে) ? ইক্ষুরসমা (ইক্ষুরসের) মিতোপলায়া: উপরি (মিতোপলার [মিশ্রীর] উপরে) অর্থাৎ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কঃ অপি পাক: (আর কোন উৎকর্ষ পরিপাক) ন হি পরিচিত: ভবতি (লোকসমাজে প্রসিদ্ধ নাই) ॥ ৭২॥ (১০৫)

সাদৃশেন (আমি) নয়নপথান্তরিতেন (নয়নপথের অগোচর হইয়াও) অনুভবতা এব (অনুগ্রহ রূপেই) বঃ সমীপে (তোমাদের নিকটে) স্থিতম্ (অবস্থান করিতেছিলাম); অন্য অপরথা (তাহা না হইলে) বঃ (তোমাদের) পিপাসব: অসব: (নির্গমনোন্মুখ প্রাণকে) পরং কিং (আর কীহেতু) নিবারিতা: ন বভূবু: (নিবারণ করি নাই) ? ৭৩॥ (১০৬)

তৎ অপি (তথাপি) ময়া (আমি) ইহ (এ স্থলে) এতৎ যৎ অতিসাহসং (এইরূপ যে অতিসাহসের) কৃতম্ (আচরণ করিয়াছি), সুদৃশ: (হে সুলোচনাগণ! [তোমরা]) মম তৎ (আমার সেই সাহসের) ক্ষমধ্বং (ক্ষমা কর); কচন চ সময়ে হি (কোন সময়েই) অসেবমানং (সেবা হইতে বিরত) ~~হইলেও আদৃশ~~ জনং (সেবকের প্রতি) বিদুতাং

সম্পাঃ (বিদ্যুন্মণ্ডলী) ন অসূয়তি (অসূয়া প্রকাশ
করেনা)।।২৪।। (১০৭)
কালে (কালবিশেষে) দয়িতুরাচিতং (প্রিয়জনের
অনুষ্ঠিত) প্রাতিকূল্যং চ (প্রতিকূল আচরণও)
দয়িতানাং (প্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে) আনুকূল্যপ্রকারং
(আনুকূল্যের প্রণালীই) জনয়তি (আবিষ্কার করে);
ঘর্মভানুঃ (সূর্যের) ঘর্মজঃ (গ্রীষ্মকালীন) অভিতাপঃ
(প্রখর তাপ) নলিনীনাং (পদ্মিনীগণের) মর্মমর্ম-
প্রসঙ্গাৎ (মর্মে মর্মে) অতিমুদং রচয়তি (অতিশয়
প্রফুল্লতারই সঞ্চার করিয়া থাকে) [illegible]।। (১০৮)
অয়ি (হে সুন্দরীগণ!) ভবতীভিঃ (তোমরা) ময়ি
(আমার প্রতি) অনেন (অনেককাল-মধ্যে, অথবা, উৎসব-
সহকারে) যঃ অনুরাগঃ (যে অনুরাগ বিস্তার
করিয়াছ), হন্ত (হায়!) ময়া (আমি) দেবায়ুষা অপি
(দেবগণের ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করিলেও) অস্মৈ
প্রতিবিধিম্ উপনেতুং ন শক্যতে (তাহার অনুরূপ
ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবনা); তেন (সেইহেতু)
যূয়ং (তোমরা) স্বৈঃ গুণৈঃ (নিজ গুণসমূহদ্বারাই) স্বয়ং
উপকৃতভাবং সম্প্রযাত (স্বয়ংই উপকৃত হও)।।২৬।।(১০৯)
ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে রাসলীলায়
প্রাদুর্ভাবভাবুক-নামক ঊনবিংশ স্তবক।

বিংশ স্তবক

১। অতঃপর এইরূপে প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র হইতে মনোহর বাক্যসুধা ক্ষরিত হইয়া হৃদয়ের সন্তাপানল নির্বাপিত করিলে মাধুর্যের বিকাশহেতু প্রাণপ্রিয়া গোপবধূগণ মদিরাপান ব্যতীতই মদ-মত্তার ন্যায় অবস্থা ধারণ করিয়া নিখিল রমণীবৃন্দ-গণের সম্মানিতরূপে উৎকর্ষ বিস্তার করিতে লাগিলেন। আর, প্রিয়তমের কোটিকন্দর্পতুল্য লাবণ্যরাশিও তৎকালে সমধিক উৎকর্ষ প্রকাশ করায় সেই গোপললনাগণও ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালিরূপে নয়নের উৎসববর্ধক, প্রিয়তমের শ্রীবিগ্রহের প্রতি আসক্তি পোষণ করিয়াছিলেন ।। (১)

২। অনন্তর কৌতুকতরঙ্গশালী কোন নটও জগতের চমৎকারজনকরূপে কোনকালেও যাহা প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু সংশয়রত ভরত-মুনিই হল্লীশকরূপে যাহার অভিনয় করাইয়াছিলেন, সম্প্রতি জগতের অদ্বিতীয় বিস্ময়সঞ্চারকারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অপার আনন্দের মূলস্বরূপ সেই নির্মল নৃত্যবিশেষকে তালবদ্ধ-মণ্ডলাকারে রাসরূপে সৃষ্টি করিতে উৎসুক হইয়া সেই ললনাগণের চিত্তে অনির্বচনীয় চমৎকার উৎপাদন করিবার নিমিত্ত রমণীয় সনিরাজির

কীর্তি বিলাসী শ্রেণীর ন্যায় সেই প্রিয়তমাগণকে এরূপ বলিয়াছিলেন যা—(২)

৩। 'হে প্রিয়তমাগণ! তোমরা আমার এই আনন্দজনক বাক্যে আস্থা অবলম্বনপূর্বক মণ্ডলাকারে অবস্থান কর। যমুনা নদী যেন নীতি অনুসরণ করিয়াই অতিশয় সুন্দররূপে কর্ষিত ও মার্দিত কর্পূরক্ষেত্রের ন্যায়, অতি-সুপ্রশস্ত এই পুলিনপ্রদেশকে পরম রমণীয়রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তোমরা নিজ-হৃদয়ের ন্যায় নিরঙ্কুশ-প্রশংসাশালী এই পুলিনপ্রদেশ দর্শন করিয়া সকলে মণ্ডলাকারে অবস্থান করিলে, ইহার মধ্যে তোমাদের মণ্ডলীটির যথাযথরূপে স্থানলাভ হয় কিনা, তাহার পরীক্ষা সম্ভবপর হইবে।'(৩)

৪। তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ এরূপ বলিলেন — 'হে নীলকমলাবিলাসি-বিগ্রহ! আমরা মণ্ডলাকারে অবস্থান করিলে তোমার নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে আমাদের হৃদয় কম্পিত হইতেছে! অতএব আমরা আর দূরে যাইতে ইচ্ছা করি না; কারণ, আমরা আর দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না।'(৪)

৫। তদুত্তরে তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এরূপ বলিলেন — হে সুন্দরীগণ! তোমরা ধরাতলে অপরের দুর্লভ মদীয় শিল্পকৌশল দর্শন কর। আমি অনুরাগে (বংশীবাদনে) থাকিয়াও নৃত্যকালীন সরস ক্রীড়াবেশে দ্রুতগতি হেতু তোমাদের প্রত্যেকেরই সর্বদা নিকটে থাকিয়া তোমাদিগকে আনন্দদান করিতে থাকিব। তখন তাঁহার এইরূপ বাক্যে তাঁহাদের সন্দেহের নিরাস হইলে তাঁহারা তাদৃশ বিচিত্র ব্যাপার-দর্শনের নিমিত্ত কৌতূহল-সহকারে হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থানপূর্বক পরস্পর একে অন্যের হস্তের সহিত নিজ হস্তের সংযোগ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চাদ্-ভাগে চলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের সম্মিলিত দেহবৃন্দ দ্বারা পুলিনপ্রদেশের অধিকস্থানই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তখন মনে হইতেছিল যেন জ্যোৎস্নাসিন্ধুর তরঙ্গরাশিই যেন সেই নদী-পুলিনে বিস্তৃত হইয়াছে॥ (৫)

৬। অনন্তর, মণ্ডলাকারে অবস্থিত সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোরমরূপ মহামূল তরুবরের পুষ্টিবর্ধনের নিমিত্ত সিঞ্চিত প্রণয়ামৃতরূপ জলধারার নির্গমন নিরোধক ঘনসম আলবালের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তহস্তীর বন্ধনের নিমিত্ত বিলাস-

রসের অধিষ্ঠাত্রী কর্তৃক বিস্তারিত স্বর্ণরচিত বাগুরার
(ফাঁদের) ন্যায়, বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ মৎস্যকে আবদ্ধ করিবার
নিমিত্ত আগ্রহশালী কন্দর্পরূপ ধীবর কর্তৃক বিস্তারিত,
সুন্দররূপ [illegible] বর্তুলাকার অলাবু ফল সমূহের
সমাবেশে রমণীয়, কুণ্ডলাকার, স্বর্ণময় জালের ন্যায়,
শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমন-(নির্বাসনের) রোধের নিমিত্ত উপরিভাগে
বদনরূপ চন্দ্রমণ্ডলের প্রতিবিম্ব রাজি দ্বারা সুশোভিত
সুবর্ণকুম্ভরাজির সন্নিবেশযুক্ত এবং চঞ্চল বেণীদণ্ড-
রূপ কৃষ্ণবর্ণ পতাকাসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত, জ্যোৎস্না-
রাশির দুর্গের ন্যায়, ধরণীর বিলাসলক্ষ্মীর অলঙ্কার-
স্বরূপ সুবর্ণবলয় সমূহের ন্যায়, যমুনাপুলিনের
অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর বক্ষঃস্থলের মণ্ডলাকৃতি
চন্দ্রকমালার ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ সুমেরু পর্বতের
চতুর্দিকে পরিবিষ্ট সুবর্ণময় পর্বতমণ্ডলের ন্যায়, পরিপূর্ণ-
দীপ্তিশালী শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রমণ্ডলের বৃহৎ
পরিধির ন্যায়, রতিরসকেলির সমার্থরূপ কুম্ভকারের
অভীপ্সিত নৃত্যরূপ ঘট নির্মাণের উপযোগী
চক্রের ন্যায়, এবং যমুনার পুলিন প্রদেশরূপ কর্পূরক্ষেত্রের
তলদেশ হইতে বীজকীভূত হই তৎকালে আবির্ভূত,

পাদসমূহের অগ্রভাগে পরস্পর সংস্পর্শ হেতু পরম-
রমণীয়, অথচ শিল্পীরচনাসমূহের সংযোগ হেতু:
অতিশয় শোভাসম্পন্ন, মণ্ডলাকারে অবস্থিত সুবর্ণময়
কল্পলতারাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।
চিত্রকাব্যে যেরূপ 'সর্বতোভদ্র'নামক শব্দভাবিশেষ সর্বদাই
সুখকর হয়, তাঁহাদের পক্ষেও 'সর্বতোভদ্র' অর্থাৎ সর্ব-
বিষয়ে মঙ্গলসম্পাদন সেইরূপ সুখকর হইয়াছিল।
উক্ত কাব্যে যেরূপ অক্ষরসমূহের প্রতিলোম ও অনুলোম-
বিন্যাসদ্বারা পাদসমূহের ক্রম অর্থাৎ রচনা লক্ষিত হয়, 'একাক্ষর-
চরণ' অর্থাৎ একটি অক্ষরেরই বারম্বার বিন্যাসদ্বারা
পাদপূরণ হয় এবং সুললিত প্রাকৃত ও সংস্কৃতভাষার
সমভাবে বিন্যাস হয়, ইঁহাদের
নৃত্যকালেও সেইরূপ কখনও অনুলোম, কখনও
বা প্রতিলোমভাবে পদবিন্যাস হইতেছিল,
অক্ষর অর্থাৎ অস্খলিতরূপে একপ্রকারই 'চরণ' বা
গতি প্রকাশ পাইতেছিল এবং উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপে
ভাষার সমতা অর্থাৎ সৌন্দর্যেরই অভিব্যক্তি
হইয়াছিল। শব্দালঙ্কারের যেরূপ সর্বদা শ্লেষ,
ছেক ও বৃত্তিনামক অনুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস

(অলঙ্কারবিশেষ) দ্বারা ভাসুর অর্থাৎ উজ্জ্বল হয়,
ইঁহারাও সেইরূপ সর্বদা আশ্লেষ অর্থাৎ আলিঙ্গন,
'হেম' অর্থাৎ বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের 'বৃত্তি' অর্থাৎ কর-
চালনাদি ব্যাপারের 'অনু' অর্থাৎ অনুকূলে
'প্রাস' অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বিন্যাস এবং পুনরুক্তের
ন্যায় আভাস অর্থাৎ গতির দ্রুতত্বহেতু একটি
মণ্ডলীরই দুই তিনটি মণ্ডলীর ন্যায় প্রতীতিহেতু
উজ্জ্বল হইয়াছিলেন। আর, নয়নের মধ্যভাগে যেরূপ
কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ তারকা থাকে, ইঁহাদের মধ্য-
ভাগেও সেইরূপ কৃষ্ণ বিরাজমান ছিলেন। ছন্দ:
যেরূপ বিষম ও সমভাবদ্বারা সর্বদা রমণীয় হয়,
সেইরূপ গতিভেদ-ফলে কদাচিৎ বৈষম্য, কদাচিৎ
সাম্য-ফলে উঁহাদেরও রমণীয়তা লক্ষিত হইতেছিল ॥ (৬)

৭। তৎকালে যোগমায়া দেবী সময়োচিত বেশভূষাদি-
দ্বারা যে শোভাসম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা সেই
সুন্দরীগণের জ্ঞানগোচর না হইলেও শ্রীকৃষ্ণের
অতিশয় মনোরঞ্জনকারী হইয়াছিল। অহো! শ্রীকৃষ্ণের
আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত দেবী যোগমায়ার কৌশল
অতিশয় বিচিত্ররূপেই লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে

নিখিল ও রমণীগণের মণিস্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী অসাধারণরূপ মানত্ব হেতু সকলের অনুমতিক্রমেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিত্রাঙ্কিতা মূর্তির ন্যায় মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তা অপর ললনাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন ॥ (৭)

৮। অনন্তর সেই ললনামণ্ডলী আধিক্য বিস্তারের ভয়ে লজ্জাকুলা হইয়া পরস্পর গাত্র সংলগ্ন করিয়া কবিতার শিথিল বন্ধন হেতু দোষের ন্যায় নিজেদের শিথিলভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে দৃঢ়বন্ধন স্বীকার করিবার নিমিত্ত পরস্পরের স্কন্ধদেশে বাহুমূল স্থাপন করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ (৮)

৯। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সেই ললনামণ্ডলীর মধ্যভাগে অবস্থান করিলেও পশ্চাৎ অতিশয় দ্রুতবেগে দুই দুইটি ললনার সংলগ্ন স্কন্ধদেশের মধ্যভাগে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সেই স্কন্ধদ্বয়ের বিশ্লেষ ঘটিতেছিল এবং তিনি তাহার মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া দুই বাহুদ্বারা উভয়ের স্কন্ধদেশের প্রান্তভাগ ধারণপূর্বক অপূর্ব বিলাসের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইটি ললনার

সম্মুখ ও পরবর্তী দুইটি ললনার পশ্চাৎ হইতে স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া অলাতচক্রের ন্যায় (অর্থাৎ একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠকে অতি দ্রুতবেগে আবর্তিত করিলে যেরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন অগ্নিময় চক্রের ন্যায় মনে হয়, তদ্রূপ মণ্ডলাকারে সর্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে) ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার সেই গতিভঙ্গী গোমূত্রিকা-নামক বন্ধনযুক্ত চিত্রকাব্যের ন্যায় প্রতিলোম ও অনুলোম ক্রমে এরূপ অদ্ভুত হইয়াছিল যে, সেই কলাকুশলা ললনাগণ সকলেই সর্বদা তাঁহাকে নিজ-নিজ-নিকটবর্তী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার গতিবেগ তৎকালে এরূপ দ্রুতভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ (৭)

এইরূপে, সঃ (তিনি) একস্যাঃ (এক ললনার) দক্ষিণাংসে (দক্ষিণ স্কন্ধে) বরভুজবলয়ং (দক্ষিণ বাহু [এবং]) পরস্যাঃ (অন্য ললনার) বামাংসে (বাম স্কন্ধে) বামম্ অন্যং (বাম বাহু) গাঢ়ং (দৃঢ়ভাবে) ন্যস্য (স্থাপন করিয়া) যুগপৎ (এককালে) অভিমুখে (সম্মুখভাগ হইতে) দ্বে কান্তে (উভয় কান্তাকেই) সমাশ্লিষ্য (আলিঙ্গনপূর্বক), তাভ্যাং দত্তপ্রবেশঃ

(তাঁহারা উভয়ে [সংলগ্ন স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে] প্রবেশ প্রদান করিলে) ত্বরিতং (সত্বর) পৃষ্ঠঃ অনুগতঃ ([তাঁহাদের] পশ্চাতে যাইয়া) একাং বিমুঞ্চন্ অন্যাং গৃহ্ণন্ (এক জনকে ত্যাগ ও অপর আর-এক জনকে ধারণ করিয়া) এবং এব ক্রমেণ (এইরূপে অর্থাৎ তাঁহাদের উভয়ের স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগদ্বারাই) পুনঃ (পুনরায়) পুরস্তাৎ (সম্মুখভাগে) উপসরতি (আগমন করিতেছিলেন)।। ৭।। (১০)

১০। এইরূপে তিনি প্রতিলোম ও অনুলোম ভাবে সুস্পষ্টরূপেই গোমূত্রিকা-বন্ধের প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে আলিঙ্গন পূর্বক অতিশয় দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সুন্দরীগণের ও সকলের মধ্যভাগে অবস্থিতা সুশ্রী শ্রীরাধার পরম কৌতুহল বিস্তার করিয়াছিলেন।। (১১)

১১। (এই সময়ে আকাশতল সর্বদা) নিজ-নিজ-পত্নীগণের সহিত চারণ, কিন্নর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধর-গণের পরিপূর্ণ সমাজকে ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা-যুক্ত হইয়াছিল। উহা বিমানশ্রেণিদ্বারা পরিব্যাপ্ত

হইয়াও অপরিমিত এবং দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত
হইয়াও ঐশ্বর্য্যহীন হইয়া যেন
অনায়াসেই এই গ্রামলীলাদর্শনের নিমিত্ত জ্যোতিশ্চক্রের
ন্যায় সমুজ্জ্বল রূপে নিকটে আসিয়াছিল ॥ (১২)

১২। অনন্তর উক্ত উৎসবক্ষেত্রে দেবগণের ও প্রজাগণের
(যোগ্য) বাদ্যসমূহের ধ্বনি উত্থিত হইল। চিত্রকাব্যের
শ্লোকে যেরূপ মনোহর মুরজাকৃতি বন্ধন দেখা যায়,
ইহার মধ্যেও সেইরূপ মুরজনামক বাদ্যযন্ত্র
মনোহরভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিল। পার্থিব শিবমূর্ত্তি
সমূহ যেরূপ নির্দোষ-মৃদঙ্গ অর্থাৎ নির্ম্মল মৃত্তিকা-
নির্ম্মিত অঙ্গবিশিষ্ট, ইহার মধ্যেও সেইরূপ
নির্দোষ মৃদঙ্গবাদ্য স্থান লাভ করিয়াছিল।
ক্রয়-বিক্রয়ের অনুষ্ঠান যেরূপ 'পণ-বাহিত' অর্থাৎ
মূল্য দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, এই সকল বাদ্যও
সেইরূপ পণবনামক বাদ্য দ্বারা আহিত বা
যুক্ত ছিল। বন্ধুব্যক্তির দেহ যেরূপ ললিতালিঙ্গ্য
অর্থাৎ সুন্দররূপে আলিঙ্গনের যোগ্য, এই বাদ্য-
সমূহের মধ্যেও সেইরূপ ললিত বা মনোহর

(অথবা ঢোলক বিশেষের)

'আলিঙ্গ্যৈর' অর্থাৎ বক্ষোদেশে স্থাপনযোগ্য মৃদঙ্গ বিশেষের অবিচ্ছিন্ন ছিল। নাট্যে যেরূপ 'বিলসদঙ্কং' অর্থাৎ রমণীয় অঙ্কসমূহ ধারণ করিবার যোগ্য, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ আঙ্ক্য ... বা মুরজ বিশেষের বিলাস লক্ষিত হইয়াছিল। যদুকুলে আনকদুন্দুভি অর্থাৎ বসুদেব যেরূপ প্রশংসার্হ, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ আনক ও দুন্দুভি নামক বাদ্যযন্ত্রদ্বয় প্রশংসার্হ হইয়াছিল। গগন যেরূপ 'বিতত' অর্থাৎ বিস্তৃত, এই বাদ্যসমূহও সেইরূপ 'বিতত' — বিশিষ্ট 'তত' অর্থাৎ বীণাদি (বাদ্য) দ্বারা যুক্ত হইয়াছিল। বর্ষাকালীন আকাশ যেরূপ 'সুঘন' অর্থাৎ মনোহর মেঘযুক্ত হয়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ 'সুঘন' অর্থাৎ সুন্দর 'ঘন' (করতাল, মন্দিরা প্রভৃতি কাংস্য-তালাদি বাদ্যের) অবিচ্ছিন্ন ছিল। সূচীর মূলদেশ যেরূপ শুষিরযুক্ত অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, ইহারাও শুষির অর্থাৎ বংশী, সানাই প্রভৃতি বাদ্যের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং মহারত্ন যেরূপ সর্বদা আবদ্ধ থাকে, এই বাদ্যসমূহও সেইরূপ সর্বদা যথোচিত ভাবে বন্ধনযুক্ত হইয়াই ধ্বনিত হইয়াছিল ॥ (১৩)

১৩। এই সময়ে নন্দনকাননের বনদেবতাগণকর্তৃক অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত, ভ্রমরগণের দ্বারা পরিশোভিত কুসুমরাশি স্বর্গবধূর নয়নের কজ্জলমিশ্রিত আনন্দাশ্রুধারার ন্যায় পতিত হইতেছিল। আর, গন্ধর্বগণ স্বর্গরমণীগণের সহিত মিলিত মনোহর মধুর স্বরে শ্রীযশোদানন্দনের যশোগান করিতেছিলেন। তদনন্তর—

সুদৃশাং (সেই সুন্দরীগণের) হরেঃ চ (ও শ্রীকৃষ্ণের) সঃ ঝুমর-নূপুর-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-কলকলঃ (শব্দায়মান নূপুর, কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীর ঝুমঝুম ধ্বনি) অমৃতাশ্মনাং (দেবগণের [অমৃতভক্ষকের]) রসনা-রসনাশনঃ (জিহ্বার আস্বাদ বিলোপ করিয়া) শ্রবণয়োঃ (শ্রবণযুগলেই) অমৃতানি (অমৃতরাশি) সমাকিরৎ (বর্ষণ করিয়াছিল)॥২॥ (১৪)

তদনন্তর, এবং (এইরূপে) ভ্রমেণ প্রসৃতঃ (বেগের সহিত ভ্রমণ করিয়া) সুদৃশাং (সুন্দরীগণের) মধ্যং মধ্যম্ অনুপ্রবিশ্য (মধ্যভাগে প্রবেশপূর্বক) দ্বে দ্বে সমালিঙ্গিতঃ (একসঙ্গে দুই দুই জনকে আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিলে)

তস্য (শ্রীকৃষ্ণের) তেন এব বপুষা (সেই শ্রীবিগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়া) সা মণ্ডলী (ললনাগণের সেই মণ্ডলীটি), কিং জ্যোৎস্না-তিমিরৈঃ (জ্যোৎস্না ও অন্ধকার), কিমু স্থিরতড়িন্মেঘৈঃ (কিংবা, স্থিরতর বিদ্যুৎ ও মেঘ), অথো (অথবা) চম্পক-নীলাম্বুজৈঃ (চম্পক পুষ্প ও নীলপদ্ম), উত (কিংবা) কাঞ্চনেন্দ্রমণিভিঃ (স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা) ক্লৃপ্তাং স্রজং (রচিত মালাকে) অনৈষীৎ (লাভ করিয়াছিলেন) ॥ ৩ ॥ (১৫)

১৪। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ গোমূত্রিকাবন্ধ ত্যাগ করিয়া নিখিল ভূতলেই চক্রাকারে চিত্রকার্য্যের ন্যায় নৃত্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ —

[তৎকালে তিনি] বল্গদ্‌বল্গুবতংসং (কর্ণভূষণ-দ্বয়ের চাঞ্চল্য), অংসাদ্বিগলন্মন্দারমাল্যং (স্কন্ধদেশ হইতে মন্দারমাল্যের বিচ্যুতি), নদৎকাঞ্চী-কিঙ্কিণী-কঙ্কণাদি (চন্দ্রহার, কিঙ্কিণী ও কঙ্কণ প্রভৃতির ঝঙ্কার [ও]) বিগলৎ-সংব্যানকং (উত্তরীয় বস্ত্রের স্খলনের সহিত) ভ্রামতি

(দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে) সর্বা:
এনীদৃশ: (সেই মৃগী-নয়নাগণ সকলে) স্থিরা:
নবতড়িন্মালা: ইব (নবীন বিদ্যুদ্‌রাজির অচঞ্চল
মালার ন্যায়), জীমূত চক্র কৃতৌ (মেঘমণ্ডলের
আকৃতিবিশিষ্ট) বিষ্ণুশ্রীচি মরীচি বীচি-নিচয়ে
(তদীয় সর্বকামী দীপ্তিতরঙ্গমালার মধ্যে)
সুপ্লুবিরে (নিমজ্জিত হইয়াছিলেন) ॥৪॥ (১৬)

এইরূপে অতিশয় বৈচিত্র্যেরই প্রকাশ হইয়াছিল —
[যেহেতু] হরি: (শ্রীকৃষ্ণ) বেগাৎ নুন্ন: (বেগে নিক্ষিপ্ত
বা পরিচালিত), সূত্রবন্ধপ্রমুক্ত: (অথচ সূত্রবন্ধন
হইতে মুক্ত), মরকতময়: (মরকতমণিবিরচিত) লীলা-
চক্রীপুট: ইব (ক্রীড়নযোগ্য চক্রবিশেষের ন্যায়)
বিভ্রমী (বিলাস ধারণ করিয়া) হ্রস্বাবর্তে (ক্ষুদ্র
মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণকালে) সরসং (মনোহর-
ভাবে) অনুরক্তাং (মধ্যবর্তিনী) রাধিকাং সরতি
(শ্রীরাধার নিকটে গমন করিতেছিলেন [এবং
তৎকালেই]) দীর্ঘাবর্তে (বৃহৎ মণ্ডলাকারে
পরিভ্রমণশীলে) মণ্ডলীস্থ প্রিয়ানাং (মণ্ডলীর
অন্তর্গত প্রিয়তমাগণের) নিকটেই অয়তে

(নিকটে যাইতেছিলেন; [এইরূপে তিনি]) বংভ্রমীতি (নিরন্তর ভ্রমণ বা বিচরণ করিতেছিলেন, অর্থাৎ ঘুরিতেছিলেন) ॥ ৫ ॥ (১৭)

১৮। অনন্তর তাঁহার এরূপ বিলাসভঙ্গী দর্শন করিয়া অল্পকালের মধ্যেই সেই সুন্দরীগণের চিত্তে হর্ষবশতঃ নৃত্যের ইচ্ছা উদিত হইলে, তৎক্ষণাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মূর্তি ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ (১৮)

১৯। এরূপ অবস্থায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যবিলাসের আচার্যগণ যাঁহাদের পাদযুগলের উপাসনা করেন, সেই নৃত্যাদির [illegible] অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ প্রত্যেকেই নিজকে পূর্ব-পূর্বতর চিরন্তন অভ্যাসবশে নৈপুণ্যশালী মনে করিয়া অপরাজিত হর্ষবশতঃ হস্তাভিনয়-দেবতাকে (নৃত্যকালে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হস্তসঙ্কেতসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে) অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। ধনিগণের মণিময় গৃহসমূহে যেরূপ মনোজ্ঞ পতাকা থাকে, এই হস্তাভিনয়-দেবতার মধ্যেও সেইরূপ মনোহারী 'পতাকা' অর্থাৎ হস্তক-বিশেষের [হস্তবিন্যাস-কৌশল]-অধিষ্ঠান ছিল। যোধের হস্তরাজি যেরূপ সন্ধি-পতাকা [illegible]

দেবতারও সেইরূপ 'কটকামুখ'-নামক হস্তকবিশেষের অধিষ্ঠান ছিল। মধুকরগণের যেরূপ পদ্মকোষের প্রতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়, উক্ত দেবতাও সেইরূপ 'পদ্মকোষ'-নামক হস্তকবিশেষের প্রতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিলেন। 'আহিতুণ্ডিক' অর্থাৎ সর্প-ক্রীড়াপ্রদর্শকগণের ব্যবসায়ে যেরূপ 'অহিতুণ্ড' অর্থাৎ সর্পের মুখের খেলা দৃষ্ট হয়, উক্ত দেবতার মধ্যেও সেইরূপ 'অহিতুণ্ড' বা অহিতুণ্ডিক-নামক হস্তকবিশেষের বিলাস লক্ষিত হইতেছিল। সীবন-শিল্পকলার ন্যায় উক্ত দেবতার মধ্যেও সূচীমুখের ('সূঁই' এর মুখের, সংকেতনামক হস্তকবিশেষের) অধিষ্ঠান ছিল। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার ন্যায় উক্ত দেবতাও মৃগশীর্ষ (মৃগশিরা-নক্ষত্র, সংকেতনামক হস্তকবিশেষ) দ্বারা যুক্ত হইয়াছিলেন। অষ্টমী তিথির ন্যায় উক্ত দেবতার মধ্যেও অর্ধচন্দ্রের (অর্ধচন্দ্রমণ্ডল, সংকেতনামক হস্তকবিশেষের) বিলাস লক্ষিত হইয়াছিল। অধিক আর কী বলিব? কার্তবীর্যের দেহের ন্যায় উক্ত দেবতারও সেইরূপ ত্রিশূল

১২৭২.

সমস্ত মন্ত্রের (হস্তকের) অধিষ্ঠান ছিল। এইরূপে
নৃত্যগীতাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হস্তার্পণায়-
দেবতাকে অনুগৃহীত করিয়া, পরে উক্ত
দেবতার অনুগতা, অথচ চচ্চৎপুট, চাচপুট, হংস-
লীল, গজলীল ও সিংহনন্দন প্রভৃতি মহাতাল এবং
আড়তাল, একতালী, রূপক, প্রতিমণ্ঠ, নিসারু, যতি,
ত্রিপুট ও অড্ডুকাদি প্রমুখ অন্যান্য তালের সহিত
বিরাজমানা, এবং স্বরপাঠ ও বিরুদাদি সম্বলিত,
হরিবিলাস ও স্বরার্থ প্রমুখ বিবিধ প্রবন্ধের সহিত
বিরাজমান সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ ও
(কর্নাটাদি) পাশ্চাত্যাদি দেশীয় সঙ্গীত দেবতা, মালব, মল্লার,
ভৈরব, কেদার, সারঙ্গ, নট, কর্ণাট, কামোদ, সাম,
(বেহাগ?) দেশাখ, গান্ধার, বঙ্গাল, বসন্ত প্রভৃতি রাগসমূহ
এবং গুর্জরী, বঙ্গাল গুর্জরী, বরাটি, দেশিকা,
ভৈরবী, বেলাবলী, রামকিরী, ধন্যাসিকা (ধানসি), শ্রী, পালী,
গৌড়ী, তোড়ী, গোণ্ডকিরী, কল্যাণী, গৌরবী, সৈন্ধবী,
সাওনবতী, আসাবরী, দেশবরাড়ী, তোড়া, পট-
মঞ্জরী, ললিতা, দেবক্রী, মালশ্রী, ও কৌশিকী.

তস্মিন্, রাসলীলারহস্যে (রাসলীলারূপ রহস্য তত্ত্ব) আসন্নে
(আসন্ন হইলে) তাঃ (সেই দেবতাগণ) মহাসিত-শ্রীমুখাম্-
ভোজকোশাঃ (মুখমণ্ডলরূপ পদ্মকোষে হাস্যবিকাশ
ধারণ করিয়া) মূর্তাঃ (মূর্তিমতী) সঙ্গীতশাস্ত্রোপনিষদঃ
ইব (সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক উপনিষদ্ সমূহের ন্যায়) চিত্রং
এব (বিচিত্র ভাবেই) আবিরাসন্ (আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন); মৌরজিক্যা সমেতাঃ (এইরূপ, মুরজ-
বাদ্যনিপুণা কোন দেবতার সহিত মিলিত ভাবে)
বৈণিক্যঃ (বীণাবাদনিপুণা), বৈণবিক্যঃ (বেণুবাদনিপুণা),
গায়ন্যঃ (গায়িকা), তালধারিণী আলি (তালধারিণী
[~~সখী~~]) করকলিতোপাঙ্গং (করদ্বারা উপাঙ্গ
ধারণ করিয়া) ঔপাঙ্গিকী চ (ঔপাঙ্গিকী [কোন
দেবতাও]) সহসা (হর্ষসহকারে) উদভবন্
(আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন) ॥৭॥ (২১)
[অনন্তর যাঁহারা] বাগ্গেয়কারকগুণৈঃ উপ-
লক্ষিতানাং (বাগ্গেয়কারকগণের অর্থাৎ কণ্ঠসংগীতকারকগণের গুণসমূহ দ্বারা
অলঙ্কৃতা হইয়া) সঙ্গীতরহস্যে আপি পারগানাং
(সঙ্গীতশাস্ত্রের রহস্য-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ
করিয়াছেন, ~~ইহারা~~ তাদৃশ) বরনর্তকীনাং ততিঃ

(উত্তম নর্তকীগণ) শুদ্ধাঙ্গ-শুদ্ধতর-কর্কশ মার্গ-
লাস্যনেত্রী (শুদ্ধাঙ্গ, শুদ্ধতর ও কর্কশ মার্গবর্তী
নৃত্যসমূহের নেত্রীরূপে) ব্যরোচত (অপূর্ব
শোভা ধারণ করিয়াছিলেন)॥ ৮॥ (২২)

সেইযুগে মার্গ-দেশীয়-ভেদাৎ (মার্গ ও দেশীয়-ভেদে)
গীতং দ্বেধা (সঙ্গীত দুই প্রকার হয়); মার্গপ্রভেদাঃ—
ত্রিংশৎ চত্বারঃ চ (মার্গের ভেদ—চৌত্রিশ প্রকার);
তেষাং (তাহাদের আধার) চঞ্চৎপুটাদ্যাঃ (চঞ্চৎপুট, চাচপুট
প্রভৃতি) পঞ্চ তালাঃ (পাঁচ প্রকার তাল
[প্রসিদ্ধ]); দেশ্যাং (দেশীয় সঙ্গীতে) চত্বারিংশৎ
ত্রৌ চ (তিয়াল্লিশ প্রকার তাল) প্রসিদ্ধাঃ
(প্রসিদ্ধ রহিয়াছে)॥ ৯॥ (২৩)

১৮। অনন্তর স্বয়ংই এইরূপ তালপাঠের উল্লাস
হইয়াছিল—
থৈয়া তত্তত্থৈয়া তত্তত্থৈয়া
তত্তিতত্থৈয়া (থৈয়া, তত্তত্থৈয়া, তত্তত্-
থৈয়া, তত্তিতত্থৈয়া), থৈয়া তত্তত্থৈয়া
ধননননননতিথ দিগনথৈ: (থৈয়া, তত্তত্থৈয়া,
ধননননননতিথ দিগনগনথৈ)॥ ১০॥ (২৪)

১৯। অতঃপর এই তালপাঠের লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া —

অস্মৈ (সেই) তালধারিণী (তালধারিণী দেবতা) কলিতকাংস্যতালোত্তমং করাম্বুজং (স্বীয় করকমলে উত্তম কাংস্যতাল ধারণ করিয়া উহাকে) অপসব্য-সব্যত: (দক্ষিণে ও বামে), উপর্য্যধ: (উপরে ও নীচে) নিক্ষিপন্তী (পরিচালনপূর্ব্বক), গুরুলঘু-প্লুত-দ্রুত বিরামমাত্রাবিধৌ (গুরু, লঘু, প্লুত, দ্রুত ও বিরামোচিত মাত্রার বিধান বিষয়ে) সশব্দকং অশব্দকং (সশব্দ ও নিঃশব্দ) কিমপি (কোন এক) অপূর্ব্বং স্বরং (অপূর্ব্ব স্বরের) উদাবটৎ (আবিষ্কার করিয়াছিলেন)।। ১১।। (২৩)

অনন্তর, মৌরজিক্যা (মুরজবাদ্যকারিণী) মুরজধরমুখে (স্বীয় মুরজযন্ত্রের মুখে) পাণিনা (হস্তদ্বারা) উদ্ঘাট্যমানা: তে শব্দা: (সেই-সকল শব্দের উদ্ঘাটন করিলে), ঔপাঙ্গিক্যা অপি (ঔপাঙ্গিকীও) স্ফুরদধরদলং কম্প্রকণ্ঠং (অধর দলের স্ফুরণ ও কণ্ঠকম্পনীসহকারে) উপাঙ্গং নিনীয়ে (উহাকে উপাঙ্গের সহিত যুক্ত

করিয়াছিলেন); গায়ন্ত্যঃ (আর, গায়িকাগণ)
সময়সমুচিতাঃ (সময়োচিত) রাগরাজীঃ (রাগ-
সমূহকে) হৃৎক্রিয়াভিঃ কলাভিঃ (হৃদয়গ্রাহী অঙ্গসমূহ দ্বারা)
গতে (মন্দ্রমধ্যে) ঝঙ্কারবন্ত্যঃ (ঝঙ্কার-
বেষ্টিত) অখিলরবমিলনে (সকল শব্দের মিলনের
প্রতি) দত্তকর্ণাঃ বিরেজুঃ (কর্ণ প্রদান করিয়া
বিরাজ করিতে লাগিলেন) ।।১২।। (২৬)

অথ (অতঃপর) সদনুবাদি-বিবাদি-বাদি-সংবাদিনঃ
(অনুবাদী, বিবাদী, বাদি ও সংবাদি-রূপে) স্থলবশেন
(স্থান বিশেষে) চতুর্বিভেদাঃ (চারিপ্রকার ভেদ-
বিশিষ্ট) সপ্ত স্বরাঃ (সপ্তবিধ স্বর), তদনুগং
(ঐ সকল স্বরের অনুগত), তাঃ (সুপ্রসিদ্ধা),
একবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ অপি চ (একবিংশতি প্রকার
শ্রুতি), ত্রয়ঃ গ্রামাঃ (ত্রিবিধ গ্রাম), জাতিসমাঃ
(জাতির সমসংখ্যাযুক্তা) মূর্চ্ছনাঃ চ (মূর্চ্ছনা),
নবশতযুতৈঃ সপ্তদশভিঃ সহস্রৈঃ যুক্তা তানানাং
ত্রিলক্ষী (তিন লক্ষ সতের হাজার নয় শত তান),
[এবং] ত্রিধা (প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত),
অথ (পশ্চাৎ) শারীপূর্বাদিভিদয়া পঞ্চাশৎ
অষ্টাদশ পরিচিতা জাতিঃ অপি চ
(পরিচিত অষ্টাদশ জাতি [...])

(পারিপূর্ণ্যাদি ভেদে পঞ্চাশৎপ্রকার মূর্চ্ছনা তানাপন্ন [বিশেষ]) বিশুদ্ধা: সঙ্কীর্ণা: অপি বহুশো বিভক্তা: (বিশুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণাদি রূপে বহুভাগে বিভক্ত) রাগা: (রাগসমূহের) প্রাদুরভবন্ (আবির্ভাব হইয়াছিল)।। ১৩-১৪।। (২৭, ২৮)

কণ্ঠতটে (কণ্ঠতটে) শ্রুতি-জাতি-মূর্চ্ছনানাং (শ্রুতি, জাতি, মূর্চ্ছনা [প্রভৃতি]) পঞ্চদশকানাং (পঞ্চদশ-প্রকার) গমকানাং অপি চ (গমকের) ব্যক্তি: ন (প্রকাশ হয় না) ইতি (এই হেতু) বিধিনা (ব্রহ্মা) চলাচলে বীণে (চলা ও অচলা এই দুই প্রকার বীণা) বিহিতে (সৃষ্টি করিয়াছিলেন)।। ১৫।। (২৯)

অহো (অহো!) ইহ (এই) রাসারম্ভলীলায়াং (রাসলীলার আরম্ভে) মহৎ চিত্রং চিত্রং (অতিশয় বিচিত্র ব্যাপারই [লক্ষিত হইয়াছিল]); যৎ (যেহেতু) ~~কণ্ঠৈ: এব ([তৎকালে] কণ্ঠ কর্তৃকই)~~ তয়ো: (চলবীণা ও অচলবীণার সম্পাদনীয়), তাসাং পরীক্ষা (শ্রুতি প্রভৃতির পরীক্ষা [তৎকালে]) কণ্ঠৈ: এব পরস্পরং চক্রে (কণ্ঠ কর্তৃকই সম্পাদিত হইয়াছিল; অথবা কণ্ঠও বা চলবীণা অচলবীণাও কণ্ঠে নিজ-নিজ-প্রাধান্য পরীক্ষা করিতেছিল)।। ১৬।। (৩০)

অনন্তর,
আদি: (আদি-তাল), যতি: (যতিতাল), নিঃসারু:
(নিঃসারু-তাল), তথা অড্ডতাল: (অড্ডু-তাল), তথা
ত্রিপুটসংজ্ঞ: (ত্রিপুট-তাল), রূপক-ঝম্পক-মঠ্যা:
(রূপক-তাল, ঝম্পক-তাল ও মঠতাল), তথা (ও)
একতালী চ (একতাল — এইরূপ নয় প্রকার তালে)
সূড়: রচিতক: (সূড়-নামক সালগ প্রবন্ধগান
রচিত হইয়াছিল)॥ ১৭॥ (৩১)
অথ (অতঃপর) রূপলক্ষণ-মঠলক্ষণৌ (রূপকের
লক্ষণযুক্ত ও মঠের লক্ষণযুক্ত), শুদ্ধ-সালগৌ এতৌ
সূড়ৌ অপি (শুদ্ধ ও সালগ দ্বিবিধ সূড় [এবং])
তয়ো: (উক্ত দ্বিবিধ সূড়ের) বিবিধা বিস্তা
গতি: অপি (বিভিন্ন প্রকার বিস্তারগতিও) তদা
(তৎকালে) তত: বেণতু: (কণ্ঠমধ্যেই বিরাজ
করিতে লাগিল)॥ ১৮॥ (৩২)
২০। অনন্তর প্রবন্ধগানের আরম্ভে —
মঙ্গলস্থা: (মঙ্গল।সূতা) তা: (সেই বর্দ্ধমান)
তৈঅ-তৈঅ-তৈঅ-তৈঅ। তিকাড়াতিগতৈঅ আ ইতি (তৈঅ তৈঅ ইত্যাদি
ক্রমে) পাঠানুকৃত্যা (পাঠের অনুকরণপূর্বক)
ভুবি (ভূতলে) পদতলং (পদতল [ও]) অন্তরীক্ষ

(আস্ফালে) দোর্লতাং (বাহুলতার) বিন্যস্য:
(বিন্যাস করিয়া), সকৃৎ (একবার) বামাবর্তে
(বামাবর্তে) অথ (এবং) সকৃৎ (একবার) দক্ষিণাবর্তে
(দক্ষিণাবর্তে) এবং স্বরসমধুরং নৃত্যন্ত্যঃ (এইরূপে স্বরসম ও
মনোহর নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিয়া) বিরেজুঃ
(বিশেষভাবে শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন) ॥১৯॥ (৩৩)
অথ (অতঃপর) আসাং (তাঁহাদের) বক্ত্রে গানং
(মুখে গান), পাণিপদ্মে (করপদ্মে) তদভিনয়নং
(সঙ্কেতরূপে ঐ গানের অভিনয়), পদাব্জে তালঃ
(পাদপদ্মে তাল), গ্রীবাভুবি (গ্রীবাদেশে)
বিধূননং (কম্পন), নেত্রযুগ্মে (নেত্রদ্বয়ে)
দোলনং (যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন), বামাবামস্খলন-
স্খলনা (বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে
গতি পরিবর্তন), তারকায়াং দৃগন্তঃ (নক্ষত্রের
প্রতি অপাঙ্গ [এবং]) কৃষ্ণে
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) মনসি প্রেম্ণা (মানসিক প্রেম)
যুগপৎ ([এই সকল] একসঙ্গেই) তুল্যম্ আসীৎ
(তুল্যভাবে বিরাজিত ছিল) ॥২০॥ (৩৪)
সা (সেই) সুভ্রুবাং মণ্ডলী (সুন্দরী মণ্ডলী)

অন্তর্বর্তি মুকুন্দকান্তিলহরী সূত্রেষু আস্যূতা ইব (মধ্যস্থলে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণের কান্তি প্রবাহরূপ সূত্রসমূহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই যেন), অত্যুল্লাসবশাৎ (অতিশয় উল্লাস-বশতঃ) সগর্জপ্রায়ৈঃ (মধ্যে মধ্যে গর্জনসহকারে) জানূৎক্ষেপ-ভুজাবর্তন-পদন্যাসৈঃ (জানুদেশের উত্তোলন, বাহু সঞ্চালন ও পদবিন্যাসপূর্বক) দ্রুতে নটনে অপি (দ্রুতবেগে নৃত্য করিয়াও) সব্যাপসব্যক্রমৈঃ (বামে বা দক্ষিণে পদবিন্যাসকালে) নো ভুগ্না ([দেহের] ভঙ্গ), ন চ বক্রতাং উপগতা (কিম্বা বক্রতা প্রাপ্ত হন নাই) ॥২১॥ (৩৫)

[এইরূপে তাঁহারা] মৃদু ~~মধুর~~ সুমধুরমণী-নূপুর-ধ্বান-রম্যৈঃ (মৃদু ও মধুর মণিময় নূপুরের ধ্বনি যোগে রমণীয়), ধী-ধী-ধী-ধী-ত-ধী ইতি (ধী-ধী ধী-ধী-ত ধী— এইরূপ) অনুপম-মধুরৈঃ (অতুলনীয় ও সুমধুর) তালপাটৈঃ বিচিত্রৈঃ চ (তাল-পাটযুক্ত), সশব্দৈঃ পাদন্যাসৈঃ (সশব্দ পাদবিক্ষেপ [ও]) সব্যাসব্যাঙ্গদোলৈঃ (বাম ও দক্ষিণ অঙ্গের সঞ্চালনপূর্বক), স্খলিতকুচপটং (স্তনযুগলের আচ্ছাদন— বক্ষের বা কঞ্চুলিকার স্খলন

[এবং]) মধ্যভঙ্গালঙ্কৃত (দেহের মধ্যভাগের
ভঙ্গীব্যাপারে নিঃশঙ্ক চিত্তে) বাহুবল্লীং
(বাহুলতা) ধুন্বানা (সঞ্চালন করিয়া) অতিমুদা
(অতিশয় হর্ষভরে) আবর্তয়োঃ এব (দক্ষিণ ও
বাম উভয় পার্শ্বেই) তুল্যং (সমভাবে) ননৃতুঃ
(নৃত্য করিয়াছিলেন) ॥২২॥ (৩৬)

[তৎকালে] বৈণিক্যঃ (বীণাধারিণীগণ [ও])
বৈণবিক্যঃ (বেণুধারিণীগণ) পাদবিন্যাসমাত্রৈঃ
(কেবলমাত্র পদবিন্যাস দ্বারা) মৃদু মৃদু (মৃদুভাবে)
ননৃতুঃ (নৃত্য করিয়াছিলেন); গায়ন্যঃ তাল-
ধারিণ্যঃ অপি (গায়িকাগণ ও তালধারিণীগণও)
তথা (সেইরূপ) গীততালানুকৃত্যা (গীত ও
তালের অনুকরণপূর্বক) কিমপি (বিচিত্র-
রূপেই [নৃত্য করিতেছিলেন]); অথ (অতঃপর)
মৌরজিক্যঃ অপি (মুরজবাদ্যকারিণীগণও) তথা
(তাদৃশ) শব্দান্ উদ্ঘাট্য (মুরজধ্বনি করিয়া)
নৃত্যং বিদধুঃ (নৃত্য করিয়াছিলেন); তাঃ (তাঁহারা)
নর্তকীভিঃ সমং (নর্তকীগণের সহিত) একসূত্র-
গ্রথিতা ইব (একসূত্রে গ্রথিতের ন্যায়ই)

সেহং বন্ধুঃ কিংনু (নিজ-নিজ-দেহ ধারণ করিয়াছিলেন কি) ? ॥ ২৩॥ (৩৭)

যথা এইরূপ বাম ও দক্ষিণ-ভাগে বিচরণের (পদচালনের) কৌতুক উপস্থিত হইলে -

যদি (যখন) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বামাবর্তেন ভ্রমতি (বামদিকে আবর্তনপূর্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন), তদা (তখন) মণ্ডলস্থাঃ (মণ্ডলাস্থিতা) তরুণ্যঃ (সুন্দরীগণ) সম্মুখীনাঃ (শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ করিয়া) ক্রমেণ (ক্রমশঃ) দাক্ষিণাবর্তরীত্যা (দাক্ষিণদিকে আবর্তনপূর্বক) নটনং বিদধতি (নৃত্য করিতে লাগিলেন); ইত্থং (এইরূপে) তাঃ সঃ অপি (তাঁহারা ও শ্রীকৃষ্ণ) প্রাতিলোম্যানুলোম্যশ্রীকাযেন এব (প্রতিলোম ও অনুলোম রীতি অবলম্বনপূর্বক) পশ্যৎসুরসসকৌতুকং ভ্রমিনটনকলাকেলিপারং ন এব যযুতে স্ম (নিরন্তর সুখদায়ক ও কৌতুকপূর্ণ সেই পদচালন-মুখে নৃত্যবিলাসের অবধি-লাভে সমর্থ হইল নাই) ॥ ২৪॥ (৩৮)

যথা (যেরূপ) দীপালোকে (প্রদীপের আলোক)

পুরস্তাৎ (সম্মুখভাগে) বামভাগে (বামদিকে) প্রসরতি (প্রসার লাভ করিলে) ধ্বান্তস্তোমঃ (অন্ধকাররাশি) সহসা (সহসা) দাক্ষিণেন এব পশ্চাৎ সরতি (দাক্ষিণ দিকেই পশ্চাদ্ ভাগে চলিয়া যায়);

ইতি (এইরূপে) উভয়োঃ (সেই দীপের আলোকের ও অন্ধকারের) অন্যোন্যং (পরস্পর) ব্যত্যয়ে (বিপর্যয়ে [যেরূপ]) ব্যত্যয়ঃ প্রকটং স্যাৎ (উভয়েরই বিপর্যয় প্রকট হয়), তথাং তস্য আলি চ ([তৎকালে] বধূমনের ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়ের) তনুমহঃপূরয়োঃ (দৈহিক কান্তিপুঞ্জের ও) তদ্বৎ আসীৎ (সেইরূপ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল) ॥ ২৫॥ (৩৯)

[তৎকালে] বিলাসিনীনাং মণ্ডলীবিলাসি (সেই বিলাসিনীগণের মণ্ডলীমধ্যে বিরাজমান) বাদ্যাদি (বাদ্য প্রভৃতি) হরিনৃত্যসহায়ং (শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের সহায় করিয়াই) নৃত্যানুগং চ আসীৎ (নিজ-নিজ-নৃত্যের অনুগত হইয়াছিল); তু (পরন্তু) গানং ([তাঁহাদের ও শ্রীকৃষ্ণের] সঙ্গীত) ভিন্নমূর্ছং অভবৎ (মূর্ছনাযুক্ত হইয়াছিল; [কারণ]) তাঃ সুদৃশঃ (সেই সুলোচনাগণ) তং (শ্রীকৃষ্ণকে) চন্দ্রাদিকং জগুঃ (চন্দ্র প্রভৃতিরূপে বর্ণন করিয়াই গান করিয়াছিলেন); সঃ তু (আর, শ্রীকৃষ্ণ) আসাং (তাঁহাদের) ললিতানি চ জগৌ (ললিত ভাবসমূহের গান করিয়াছিলেন)॥ ২৬॥ (৪০)

তাসাং (সেই নৃত্যরতা বধূগণের) তালবিমোক্ষনির্ভয়-হতিক্ষোভেন (তাল মোচনকালীন অতিশয় আঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া) নিঃসারিতা পাদাম্ভোরুহশিঞ্জিনী ইব (পাদপদ্মযুগল হইতে স্বর্ণকমল মধু ক্ষরিত হইলে তদ্দ্বারাই) তৎ পুলিনং (সেই পুলিনদেশ) সিক্তমিব আসীৎ (যেন সিক্ত হইয়াছিল); যৎ (যেহেতু) তাদৃশি অতিমাত্র চিত্র নর্তনাবেশে আসি

(তাদৃশ অতিবিচিত্র নৃত্যবেশেও) একং বৃধুঃ ন ধুতং (একটিমাত্র ধূলিকণাও উত্থিত হয় নাই) ;
তদা (তৎকালে) তানি (সেই) রজাংসি অপি (ধূলি-রাশিও) আনন্দেন (আনন্দহেতু) জাড্যং যযুঃ
কিং নু (জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি) ?॥২৭॥ (৪১)

অপিকন্তু, তাসাং সুদৃশাং (সেই সুলোচনাগণের) প্রত্যেকং (প্রত্যেকেরই) কপোলফলকে (গণ্ডদেশে), নৃত্যতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য (নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণের) বিম্বোদ্গতং বপুঃ (প্রতিবিম্বিত বিগ্রহ) আননসন্ধূননবিধিধাধূতং (মুখকমলের কম্পন দ্বারা আক্ষেপপূর্বক), স নৃত্যং অপি তং (নৃত্যকারী শ্রীকৃষ্ণকে) কিঞ্চন তৎ ক্রতে স্ম (এইরূপই যেন বলিতেছিল যে,) অত্র (এস্থলে) আসাং (এই বধূগণের) নৃত্যস্য লক্ষ্মীঃ (নৃত্যের শোভা) যথা সুরম্যা (যেরূপ সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছে), ভবতঃ তথা না না না ইতি (আপনার নৃত্যশোভা সেরূপ হয় নাই)॥২৮॥ (৪২)

কাশ্চিৎ সরোরুহদৃশঃ (কতিপয় কমলনয়না সুন্দরী)
নৃত্যন্ত্যঃ (নৃত্য করিতে করিতে) নৃত্যান্তরে (নৃত্যের
মধ্যেই) কৃষ্ণালিঙ্গনমঙ্গলোৎসবনবপ্রোদ্ভূতরোমো-
দ্গমাঃ (শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনরূপ মঙ্গল উৎসবে
নবজাত রোমাঞ্চরাজি ধারণ করিয়া) জাতোৎকণ্ঠং
(উৎকণ্ঠাসহকারে) অকুণ্ঠকণ্ঠকুহরং (সঙ্কোচমুক্ত
কণ্ঠে গভীরে) রাগান্তরং প্রোন্নীয় (অপর রাগের
সঞ্চার করিয়া) গায়ন্তি স্ম (সঙ্গীত আরম্ভ
করিয়াছিলেন) যৎ নিশম্য (যাহা শ্রবণ করিয়া)
সঙ্গীতদেব্যঃ অপি চ (সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণও)
প্রমুমুহুঃ (অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন) ॥২৯॥ (৪৩)
কাচিৎ (কোন ললনা) অচ্যুতভিদা সমং (শ্রীকৃষ্ণের
সহিত মিলিতা হইয়া) জাতিশ্রুতিগমকবর্গেণ
অসঙ্কীর্ণান্ (জাতি, শ্রুতি ও গমকসমূহের সঙ্কীর্ণতা-
শূন্য), সগান্ধারগ্রামান্ (গান্ধারগ্রামযুক্ত),
বিশকলিতভেদান্ (পরস্পর সম্পূর্ণরূপেই
~~পৃথক~~ পৃথগ্ভাবাপন্ন), স্বরান্ (সুমধুর)
স্বরপঙ্ক্তীন্ (স্বরসমূহের) সমুন্নিন্যে (উন্নয়ন
করিলে), তেন চ (শ্রীকৃষ্ণও) অনুপমমুদা

(অতুলনীয় প্রীতিবশতঃ) মোদিত হৃদা (হৃষ্টচিত্তে)
মুহুঃ (বারম্বার) সাধু ইতি ('সাধু সাধু' এইরূপ
উচ্চারণপূর্বক) সা পুপূজে (তাঁহার প্রতি সমাদর
প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥ ৩০॥ (৪৪)
কৃষ্ণঃ ([তৎকালে] শ্রীকৃষ্ণ) সপ্তস্বরপর্বাণিষু (স্বরপক্ষে,
— ষড়জ, গান্ধার, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও
নিষাদরূপ, বধূগণের রূপপক্ষে — শরীরের রঞ্জক
লাবণ্যাদি-ধনশালী [ও]) সকলশ্রুতিশালিভিঃ
সুসঙ্কুলজাতিষু (স্বরপক্ষে — সুনিপুণ আলাপের
অংশরূপ সূক্ষ্ম অলঙ্কার রাজিদ্বারা সৌন্দর্যশালী
দ্বাবিংশতি জাতিযুক্ত, রূপপক্ষে — বিভিন্ন অঙ্গভূষণের
শ্রেণীরাজিদ্বারা সুন্দর বলিয়া খ্যাত), তাসাং স্বর-
সমুদয়েষু ধামসু চ (সেই ললনাগণের স্বর-
সমূহের ও রূপরাশির প্রতি) প্রীতিম্ আপপে
(অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥ ৩১॥ (৪৫)
[তৎকালে] মৃদঙ্গঃ (মৃদঙ্গযন্ত্র) তাধিক্ তাধিক্
ইতি যৎ ননাদ ('তাধিক্ তাধিক্' এইরূপে
যে শব্দ করিয়াছিল), তৎ শ্রুত্বা (তাহা শুনিয়া)
সুরপুরনর্তকীসমাজঃ (স্বর্গপুরীর নর্তকীগণ)

আত্মানং সমলভত (আত্মাসই লাভ করিয়াছিলেন); সঃ স্বকীয়নিন্দাবাদঃ আসি ([তাঃ ধিক্ তাঃ ধিক্ অর্থাৎ স্বর্গের নর্তকীগণকে ধিক্, স্বর্গের নর্তকীগণকে ধিক্] এইরূপ নিজেদের নিন্দাবাদও) তাসাং (তাঁহাদের) শ্রবণরসায়নঃ (কর্ণযুগলের তৃপ্তিদায়কই [হইয়াছিল]) ॥৩২॥ (৪৬)

২২। অনন্তরসময় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য করিয়া অনন্তর অন্তরে প্রভূত হর্ষ ও কামসুখের সমৃদ্ধি অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালে মণ্ডলাস্থিতা সুন্দরী ললনাগণ নৃত্য ও বাদ্য আরম্ভ করিলে —

শিখিমৌলিঃ (শিখিপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণ), তস্য এব (তাঁহারই) সর্বসম্পদানুত্যৈ (সর্বপ্রকার সম্পাদনা নিমিত্ত) বৈদগ্ধ্য দেবতা (রসিকতার দেবতা কর্তৃকই) স্বয়ং রচিতাং ইব (স্বয়ংই নির্মিতের ন্যায় বিরাজমানা [রাধাং]) প্রেমপীযূষবর্ষৈঃ (প্রেমসুধার বর্ষণহেতু) সৌহিত্যোপায়সিদ্ধৌষধীং ইব সরসাং (পরমতৃপ্তিদায়িনী সিদ্ধৌষধির ন্যায় রসময়ী) রাধাং (শ্রীরাধাকে)

দোর্ভ্যাম্ আলিঙ্গ্য (বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক),
সতড়িৎ ঘন: ইব (বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের ন্যায় [ও])
হেমবল্ল্যা রুদ্ধ: (স্বর্ণলতিকা কর্তৃক বিজড়িত)
তাপিঞ্ছ: ইব (তমাল তরুর ন্যায়) নটনকলা-
কৌতুকেন সহ (নৃত্যকলাবিষয়ক কৌতুকের
সহিত) আননর্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন)॥৩৩॥ (৪৭)
ভগ্নাবস্থিত মন্মথেষু-কালিকাকৃষ্টৈ: ([চিত্তমধ্যে]
ভগ্নরূপে অবস্থিত কন্দর্পের বাণের অগ্রভাগের
আকর্ষণের ব্যাপারে) চুম্বক: মণি: (চুম্বকমণি-
স্বরূপা) রাধা (শ্রীরাধা) তেন সমং (শ্রীকৃষ্ণের
সহিত) যৎ (যে প্রকার) ননর্ত (নৃত্য করিয়া-
ছিলেন), তৎ ইদং (সেই নৃত্যভঙ্গী) বীক্ষ্য (দর্শন
করিয়া) তা: সুভ্রুব: (সুন্দরী ব্রজবধূগণ)
তস্যা: (শ্রীরাধার) লাস্যকলানুকূল্যকলনে
(নৃত্যকলার আনুকূল্যসম্পাদনের) জাতস্পৃহা:
অপি (ইচ্ছা করিলেও) তথা (তাঁহার ন্যায়)
গাতুং বাদয়িতুম্ অনুনর্তিতুং (সঙ্গীত, বাদ্য,
কিম্বা, নৃত্য প্রকাশ করিতে) ঐশ্বর্যং ন আসেদিরে
(সামর্থ্য লাভ করিলেন না)॥৩৪॥ (৪৮)

২৩। নৃত্যগীতাদিবিষয়ক নৈপুণ্যের আবিষ্কার, ঔৎসুক্য-প্রভৃতি চিত্তবিকারসমূহের কদাচিৎ আধিক্য ও কদাচিৎ ~~অল্পতা এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ভার~~
(অল্পতা) এই সমুদয় অভ্যাসজাত হইলেও সর্বত্র উহা যে নিয়তভাবে লক্ষিত হয় না, ইহা আশ্চর্য নহে; যেহেতু শ্রীরাধার মধ্যে ঐ সকল গুণ অভ্যাসব্যতীত স্বতঃসিদ্ধরূপেই অধিষ্ঠিত ছিল ।। (৪৯)

২৪। আর, উভয় দর্শন করিয়া উর্বশী তাঁহার বশীভূতা ~~হইয়াছিলেন~~ এবং অন্যান্য অপ্সরোগণও যেন লজ্জাসরোবরের সলিলমধ্যেই নিমগ্ন হইলেন। চারণীগণ অরণ্যের সীমায় যাইয়া গর্ব পরিত্যাগ করিলেন। সিদ্ধবধূগণ, গন্ধর্বরমণীগণ, এবং দেবতা ও মুনিগণের পত্নীগণ আর্যজনোচিত চরিত আশ্রয় করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র পুষ্পাবিঘূর্ণন করিয়া কন্দর্পের সৌভাগ্যগরিমায়ই চিন্তা করিতেছিলেন ।। (৫০)

রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) অন্যোন্যং জিগীষূ (পরস্পরকে পরাজয় করিবার ইচ্ছা করিয়া) দৈবতাংশ-গ্রহাভ্যাং (দৈবতের অংশের ও গ্রহের সহিত), আরোহেণ অবরোহেণ চ রম্যং (আরোহ ও অব-

রোহণক্রমে (রমণীয়), গারিমানিরিগামং
স্বরৌঘং (গা-রি-মা-নি-রি-গা-মা-যুক্ত স্বরতরঙ্গসমূহের) উল্লাসয়ন্তৌ (উল্লাস-
বর্ধন পূর্বক), উচ্চৈ রাগং (সমোচিত সঙ্গীতরাগের
প্রবাহ অথবা অনুরাগের রসিত) ঈশ্বরভঙ্গিকুতুকোল্লাসং
(অতিশয় কৌতুকযুক্ত হইয়াই) তেনা তেনা ইতি
("তেনা তেনা" এইরূপে তেনেনা-রবা আলাপ-পূর্বক) নোতিলোকং (অলৌকিক-
ভাবে) নানারসং (বিবিধ রসময়) নটনম্ অথ
গানম্ অপি (নৃত্য ও পরে সঙ্গীতের) তেনাতে (বিস্তার
করিয়াছিলেন) ॥৩৫॥ (৫১)

হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তালাবসানসময়ে (তালের সমাপ্তি-
কালে) প্রিয়তমোরসি (প্রিয়তমার বক্ষঃস্থলে)
করপদ্মকোশন্যাসং সংবিধত্তে (স্বীয় করকমল
স্থাপন করিতেছিলেন; [আর]) সা অপি
(প্রিয়তমা শ্রীরাধাও) বামেন (বাম) পাণিসরসী-
রুহকোরকেন (করকমলদ্বারা) প্রিয়স্য
(প্রিয়তমের) বাহুদণ্ডং (ভুজদণ্ডকে)
বিনিরস্যতি (দূরে সরাইয়া দিতে লাগিলেন) ॥৩৬॥ (৫২)

২৫। এইরূপে অতি সহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ অকৈতব প্রেমোন্মুখ
মুখমণ্ডলদ্বারা নিখিল সুন্দরীগণের হৃদয়কে

আকুঞ্চন পূর্ব্বক, নিজ-হৃদয়ে আবির্ভূত মদনায় (নন্দের লালসায় জড়ীভূত হইয়াও অনবরত মণ্ডলগতা সেই নির্ভীকস্বভাবা গোপবধূগণের সহিত এবং অনবরত মধ্যভাগে বিরাজমানা শ্রীরাধার সহিত বিভিন্নরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ (৫৩)

২৬। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে বিলাস, লয়যুক্ত সরস নৃত্যবিলাস দ্বারা মনোহর ভাবে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া, প্রতি গোপীজনের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ তারতম্যক্রমে আবির্ভূত এবং আঙ্গিক ভাবসমূহের সহিত সুকোমল করকমলের ও মুখমণ্ডলের শোভাযুক্ত নৃত্যের দর্শন করিবার ইচ্ছায় এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ (৫৪)

২৭। "হে সুন্দরীগণ! তোমরা সম্প্রতি অনবকাল বিশ্রাম কর; পুনরায় তোমাদের নৃত্যগত সৌন্দর্য দর্শন করিব; তজ্জন্য এখন বিশ্রাম করা উচিত।" শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে সেই সুন্দরীগণ কর্পূরচূর্ণসদৃশ সুশীতল বালুকারাশি-পূর্ণ নদীপুলিনে যৎকিঞ্চিৎ অলসশোভিত বিলাসসহকারে লীলাভরে উপবেশন

করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তথায় উপবেশন করিলেন।
অতঃপর সময়োচিত কার্য্যসম্পাদনে নিপুনা বৃন্দাবনের
অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃন্দাদেবী, তাঁহার পরিজনবর্গ ও এবং
শ্রীযোগমায়া দেবী শ্রীকৃষ্ণের ও গোপবন্ধুগণের প্রীতি-
বিশেষ কামনা করিয়া মণিময় পানপাত্র অপেক্ষাও
উৎকৃষ্ট পলাশপত্রনির্ম্মিত (সোনার বা সোনা) (পাত্র)সমূহে অতিশয়
শীতল, সুমধুর, সুস্বাদু ও মনোহর ফলের ও পুষ্পের
রসপ্রভৃতি পানীয় দ্রব্যসমূহ ~~প্রচুর ভাবে~~ এবং তৎসহ অপরের পক্ষে
দুঃসম্পাদনীয় অতিরম্য তাম্বুল, মাল্য ও অনুলেপন-
দ্রব্য তৎকালের হিতজনকরূপেই তাঁহাদের
নিকটে অর্পণ করিয়াছিলেন।। ৫৫।।

২৮। তদ্দর্শনে নিরন্তর আনন্দ সমৃদ্ধিশালী শ্রীকৃষ্ণ
বয়স্যগণের সহিত অনুষ্ঠেয় ভাবি পুলিনভোজনে
মনোনিবেশহেতু: পূর্ব্বে বয়স্যগণের সহিত
পূর্ব্বানুষ্ঠিত পুলিনভোজনকে বিস্মরণ করাইয়াই যেন
সেই গোপবন্ধুগণের মনোভিলাষরে মহাভোজনের
নৈপুণ্যদ্বারা কিয়ৎকাল ~~অতিবাহিত~~ যাপন করিতে আরম্ভ
করিলে, ~~স্বর্গবাসী দেবগণ~~ আকাশমণ্ডলে অবস্থিত
দেবতাগণ ভাবি কৌতুকদর্শনের ঔৎসুক্য বশতঃ

তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেন না। আবার
অপরাধ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের সেই রহস্য
ভোজনলীলাও দর্শন করিলেন না; পরন্তু নিজ-নিজ-বস্ত্র-
দ্বারাই যবনিকা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৫৩॥

২৯। এইরূপ অপূর্ব কৌতুকসহকারে রহস্যময়
হাস্যপরিহাসাদিদ্বারা কন্দর্পসন্দীপিত উল্লাস-
বশতঃ প্রবলতরঙ্গশালী নিরুপাধিক প্রেমানন্দ-
সমুদ্র লব্ধসংক্ষোভিত হইয়া যেন রসান্তর
ধারণ করিয়াছিল। এ অবস্থায় বনক্রোড়ে তাঁহারা ফল,
ফলের রস ও সুস্বাদু পানীয় দ্রব্যসমূহ একসঙ্গে
ভোজন করিয়া, বনদেবতাগণকর্তৃক অতিশয়
আদরের সহিত মনোহরভাবে সমর্পিত শীতল জল-
দ্বারা আচমনক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক, পরস্পর কৌতুক-
সহকারে প্রদত্ত, সুগন্ধি কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল-
বীটিকা সেবন করিয়াছিলেন। অতঃপর মদমত্ত
কলহংস ও সারসগণের স্বরবৃদ্ধিকারী ও কুমুদ-
বনের সৌরভশালী মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ
যমুনাদেবীকর্তৃক নিয়মানুসারে প্রেরিত হইয়া
ধীরে ধীরে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ

অতিশয় সরসতা-[ইত্যাদি] পুনরায় বীরপানের (যুদ্ধ প্রান্ত বীরগণের মদ্যাদি পানের) অবসানে কামদেবের সংগ্রামলীলার ন্যায় নৃত্যলীলা আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে লীলোচিত উপবেশন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন ॥৩৬॥

উত্থিত হইয়া:—

অহো হন্ত (অহো!) এষ: (শ্রীকৃষ্ণ) পূর্বং (ইত: পূর্বে) যৎ গানাদি অকৃত (যে সঙ্গীতাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন), অদ্য (সম্প্রতি) স্বয়ং (স্বয়ংই) সাক্ষাৎকৃত্য গ্রামং উপনয়ন (সাক্ষাৎগ্রামের অবতারণপূর্বক) বংশ্যা (বংশী দ্বারা) তস্য অতিরিক্তং (তাহার অতিরিক্ত [ও]) গীতবিদ্ভি: দুর্গমং (সঙ্গীতজ্ঞগণের ও দুর্জ্ঞেয়) রাগং জগৌ (রাগ [গীতি] আবিষ্কার করিয়াছিলেন)। তা: গায়ন্য: (আর, সেই গায়িকাগণও) সৌর ভিক্যাদিযুক্তা: (সুরভেদাদি-কারিণী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া) পুন: (পুনরায়) তস্য অনুগানে (সেই বংশীর রাগের অনুকীর্তন-ব্যাপারে) অনুযযু: (অনুগত স্বীকার করিয়াছিলেন)॥৩৭॥ (৫৮)

মণ্ডলীভূয় স্থিতানাং (মণ্ডলাকারে অবস্থিতা [ও]) কনকদলরুচাং (সুবর্ণময় পদ্মদলরাজির ন্যায় শোভা-

সমন্না) গায়নীনাং (গায়িকাগণের) পুরস্তাৎ। স্থিত্বা
(সম্মুখভাগে অর্থাৎ মধ্যস্থলে [পদ্মকোষের ন্যায়] অবস্থান
করিয়া) কাচিৎ নটনরসকলাচার্যবর্যা (কোন এক
তালানুসারে (গায়িকাগণের তালের অনুসারে)
নৃত্যকলানিপুণা) তন্ত্রীকণ্ঠাদি-সর্বস্বর মিলন বিধৌ
(তন্ত্রী ও কণ্ঠপ্রভৃতি সমুদয়ের স্বরবাশির ~~মিলন~~ সংযোগ-ব্যাপার)
চারু (সুন্দররূপে) সমস্তমাত্রে (সমস্ত হইবা-মাত্রই)
কাটিতি (সত্বর) ঝনঝনৎকারি (ঝন্ ঝন্ শব্দ সহকারে)
সঙ্গীতবিদ্যোদগীর্ণং (সঙ্গীতবিদ্যা কর্তৃক নিঃসারিত) (আবির্ভূত হইয়াছিলেন)
ধাম ইব (স্বীয় কান্তিরাশির ন্যায়) আবিরাসীৎ ॥৩৮॥(৫৩)
[তৎকালে তিনি] পৃথুনি কটিতটে (স্থূল কটিপ্রান্তে)
বামং জানু (বাম জানু) অর্ধেন্দুং আকুঞ্চ্য
(অর্ধচন্দ্রের ন্যায় ~~আকুঞ্চিত~~ বক্রীকৃত [~~করিয়া~~ ও]) অন্যং (দক্ষিণ
জানু) ব্যাকোশং পদ্মকোশং কৃত্বা (প্রফুল্ল পদ্ম-
কোষের ন্যায় সংস্থাপিত করিয়া), অংস (অংসদেশ)
মৃদু ললিতং (মৃদু ও মনোহর ভাবে) কুঞ্চ্য কফোণিং
(কফোণি অর্থাৎ হস্তের কনুই-ভাগের ~~[illegible]~~ বক্রীকরণ), ক্ষীণ-
ক্ষীণবলগ্নং (~~[illegible]~~ মধ্যভাগের ক্ষীণতা বিকীর্ণ), ভ্রামিতবলি
(বলিসমূহের সঙ্কোচন ~~হইবে~~ ও ভ্রম) সমঞ্চন বক্ষোজভারং
(~~[illegible]~~ (স্ফীত) স্তন ~~সমাবেশের~~ ভারের প্রবৃদ্ধি সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠব সহকারে) সকামবত্-

স্থলদলসন্তারকৈঃ দৃষ্টিপাতৈঃ (বাম ও দক্ষিণ ভাগে ঘূর্ণনরত তারকার শোভাযুক্ত) দৃষ্টিপাতৈঃ তস্থৌ (নয়ন-নিক্ষেপপূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন)॥৩৯॥ (৬০)

[অনন্তর তিনি] অংশুঅংশং স্পৃশাদ্ভিঃ (পরস্পর সংলগ্ন [হইয়া]) প্রস্বেদমেদ্যজ্জতুভিঃ ইব (অতিশয় ঘর্মদ্রবঃ বিগলিত জতু অর্থাৎ লাক্ষার ন্যায় প্রতীয়মান) নবৈঃ অঙ্গৈঃ (অভিনব অঙ্গসমূহ দ্বারা) হেলয়া (অনায়াসে), নৃত্যদ্ভিঃ দুঃসাধ্যাং (নর্তকগণের দুঃসাধ্য) বিষমগতিভিদাং (বিষম গতিবিশেষ) উল্লাসয়ন্তী (প্রকাশ করিয়া) লীলোৎসর্পাপসর্পক্রমবিধুতভ্রূলতা-প্রসারণাকুঞ্চনাভ্যাং (লীলার সহিতই ভ্রূদ্বয়ের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে চালনাহেতু প্রসারণ ও আকুঞ্চনসহকারে) হংসাস্যাদিমুখ্যৈঃ হস্তৈঃ (হংসাস্যপ্রভৃতি হস্তক অর্থাৎ হস্তবিন্যাসকৌশল রাশির সহিত) অভিনয়কুশলা (অভিনয়ের কৌশল প্রদর্শন করিয়া) মন্দমন্দং ননর্ত (ধীরে ধীরে নৃত্য করিয়াছিলেন)॥৪০॥ (৬১)

[তিনি] ক্ষীণক্ষীণোদরং (উদরকে অতিশয় ক্ষীণ করিয়া) অতিশয়স্ফারবক্ষোজভারং (অতিশয় স্ফীত বা অত্যুন্নত স্তনযুগলের ভার বহনপূর্বক) পার্শ্বদ্বন্দ্বোপারি (পদযুগলের

তনুদেশের পৃষ্ঠভাগে) পারিলুঠদ্ বেণী (কবরী-~~বেণীবন্ধনের~~
লুণ্ঠনের সহিত) শ্লথমদ্বলীকং ~~ত্রিবলী~~ (উদরগত
বলিসমূহের চিহ্ন বিলোপ করিয়া) পৃষ্ঠে ভুগ্না
(পশ্চাদ্ভাগে বক্র হইয়া) তালমোক্ষে (তাল পরি-
ত্যাগ-কালে) করৌ ধুন্বতী (করযুগলের সঞ্চালন
করিতে করিতে), ব্যুৎক্রমেণ (বিপরীতভাবে) সজ্জীকৃতং
(গুণবদ্ধ) স্মারং চাপকং ধনুঃ ইব (কন্দর্পের
চক্রীকৃত ধনুর ন্যায়) ব্যজয়ত (বিশেষভাবে
শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন)॥ ৪১॥ (৬২)
সা (এইরূপে, তিনি) জানুভ্যাং (জানুযুগলদ্বারা)
ক্ষিতিতলম্ অবষ্টভ্য (ভূমিতল অবলম্বনপূর্বক)
বাহূ বিস্তার্য (বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া), বক্ত্রামোদ-
ভ্রমদলিকুলং (মুখের সৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরগণের পক্ষ-
সাহায্যে ইতস্ততঃ ~~উড্ডীন~~ পরিভ্রমণ), লোলহারাবতংসং (হারের ও কর্ণালঙ্কারের
চঞ্চলতা), রাজতেজঃপারিধি (তেজোমণ্ডলের
বিকাশ [এবং]) ক্বণিতালঙ্কৃতি (অলঙ্কারসমূহের
ঝঙ্কারের সহিত), ~~[illegible]~~
(কুসুমধনুষঃ (কন্দর্পের) বেগাক্ষিপ্তা (বেগে পুনঃক্ষিপ্ত)
কাঞ্চনী চক্রিকা ইব (সুবর্ণচক্রের ন্যায়) ব্যভ্রমৎ
(পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন)॥৪২॥(৬৩)

হই
~~ব্যাপৃতাভূৎ (ব্যাপৃত হইয়াছিলেন) ॥৪২॥ (৬৩)~~
[এইরূপ তিনি] পাদাঙ্গুল্যা (পাদাঙ্গুলীদ্বারা) ক্ষিতিতলং
অবলম্ব্য (ভূমিতল অবলম্বন পূর্বক) অলম্বুস্তনবাক্ষোভ-
জানুঃ (স্তন ও জানুযুগল ঈষৎ বিস্তৃত করিয়া)
পার্ষ্ণি~~দ্বন্দ্ব~~দ্বন্দ্বোপবিষ্টা (পার্ষ্ণিদ্বয়ের অর্থাৎ
গোড়ালির উপর ভাগে উপবেশন করিয়া)
~~হ্রসিত~~ হ্রসিতবলি (উদরের বলিসমূহের হ্রাস),
নম্রনীবি (নীবি বন্ধনের অবনতি), বিস্তীর্ণবক্ষাঃ
([ও] বক্ষঃস্থলের বিস্তার [সহকারে]) বদ্ধমুষ্ট্যোঃ
(মুষ্টিবদ্ধ) করয়োঃ (করযুগলের) ~~অঙ্গু~~ অঙ্গুষ্ঠৌ
(অঙ্গুষ্ঠদ্বয়) কুচভূমি (স্তনদেশে) ন্যস্য (বিন্যাস-
পূর্বক) তালানুকৃত্যা (তালের অনুকরণে) অলঙ্কারান্
কূজয়ন্তী (অলঙ্কারসমূহের ধ্বনি বিস্তার করিয়া)
তত্থতৈথৈ থৈতথৈ থৈতত্থা ইতি পদানি (তত্থতথৈ
থৈতথৈ থৈতত্থা' এইরূপ উচ্চারণ করিতে-
ছিলেন) ॥৪৩॥ (৬৪)
[অনন্তর] সা রামা (সেই সুন্দরী) কণ্ঠ-তন্ত্রীচয়-
শুষির-ঘনানদ্ধবাদ্যৈঃ কতায়াং সুতানাং (কণ্ঠ ও বীণাদি
তন্ত্রী [(তত)], বংশী প্রভৃতি রন্ধ্রযুক্ত বাদ্য [(শুষির)] ও কাংস্য [নির্মিত] করতালাদি

(যেন) ও সুন্দরী-সুদর্শনা

(আনদ্ধ)প্রভৃতি বাদ্য সমূহের ঐক্য সম্পাদনে উদ্যুক্ত [গায়িকা-প্রভৃতির] পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে) সাংস-ন্যস্ত-ভুজলতং (সখীর স্কন্ধদেশে বাহুলতা বিন্যস্ত পূর্বক) চারু (মনোহর ভাবে) তাম্বুল বীটীঃ অদতী (তাম্বুল-বীটিকা ভক্ষণ করিতে করিতে), স্খলন্মঞ্জীর বন্ধে (স্খলিত নূপুর দ্বয়কে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত) প্রণয়ি পরিজনে ন্যস্ত পাদা (প্রিয় পরিজনের নিকটে পদযুগল বিন্যস্ত করিয়া) সমন্তাৎ (চতুর্দিক্ হইতে) অঞ্চলাগ্র বীজ্যমানা ([পরিজন বর্গের] বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বীজন-সেবা লাভ করিতে করিতে) শ্বাসিত চল-কুচা (নিঃশ্বাসবেগে স্তনযুগলের চাঞ্চল্য প্রকাশ-পূর্বক) বিশশ্রাম (বিশ্রাম করিয়াছিলেন) ॥৪৪॥ (৬৫)

৩০। এইরূপে অনতিকাল বিশ্রাম পূর্বক সেই সুন্দরী পুনরায় গায়িকা প্রভৃতি সকলের অপর সঙ্গীতের আরম্ভে আলাপ মাধুর্য সম্পাদনে উদ্যোগ দেখিয়া, তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সৌন্দর্য-বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা (সুন্দরাঙ্গী), কন্দর্পের গর্বহেতু তর্জন কারিণী তর্জনী, ত্রিজগতের সৌন্দর্য-গত উৎকর্ষের মধ্যভাগে

সুশোভিত সর্বাঙ্গ, রতি দেবীর গর্ব-হারিণী
অনামিকা অদ্বিতীয় বৈচিত্র্যনিষ্ঠা কনিষ্ঠা —
এই সকল মনোহর অঙ্গুলীসমূহের আকর স্বরূপ
করযুগল দ্বারা সঙ্গীততত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া কন্দর্পের
বিলাসবস্তু নিচয়ের ন্যায় শঙ্করের চিত্তকেও যেন
নৃত্যাভিলাষী করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ
করিলেন ।। (৬৬)
সুদতী ([তৎকালে] সেই সুন্দরী) তির্যক্ কৃত্য
(বক্রভাবে) উন্নমিতনামিত-স্ফার বক্ষোরুহ স্ফীক্
(প্রশস্ত বক্ষঃ ও নিতম্বদেশকে উন্নমিত ও অবনমিত
করিয়া) ঝঙ্কৃতিভিঃ কনকবলয়ৈঃ (সুবর্ণ বলয়-
সমূহের ঝঙ্কারের সহিত) পাণিপদ্মে (করকমল-
যুগল) ধুন্বতী (সঞ্চালিত করিতে) তত্তা তথৈ
তিকিড়াতিকিথৈ (তত্তা তথৈ তিকিড় তিকিথৈ —
এইরূপে) তালম্ উন্নময়ন্তী (তাল প্রকাশ পূর্বক)
পর্যায়েণ (পর্যায়ক্রমে) জানুনী দোর্লতে চ
(জানু ও বাহুদ্বয়) উৎক্ষিপতি (ঊর্ধ্ব দিকে সঞ্চালিত
করিয়াছিলেন) ।। ৪৫ ।। (৬৭)
গৌরী (সেই গৌরাঙ্গী) ঊর্বোর্বী-ভ্রমিভিঃ

(ক্রমশ: ঊর্ধ্বভাগে দেহের উত্তোলনহেতু)
উৎপর্যুপর্যুদীর্ণৈ: (ক্রমশঃ ঊর্ধ্বভাগে উদ্গত) গৌরিমণাং
পরিধিভি: (গৌরবর্ণের পরিবেষ্টন দ্বারা), গায়ন্যাদিক-
নলিনীবনাৎ (গায়িকা প্রভৃতি রূপ কমলবন হইতে)
উচ্চৈ: বাতাভি: (প্রবল বায়ু কর্তৃক) ধূতা (পরি-
চালিত) কিঞ্জল্ক পরাগরাজী ইব (বিচিত্র পরাগ-
রাজির ন্যায়) উল্লাসম (উল্লাস ধারণ করিয়া-
ছিলেন) ॥ ৪৬॥ (৬৮)

সা ইয়ং (সেই সুন্দরী) তেজোবল্লী ইব (তেজোময়ী
লতিকার ন্যায়) তনুলতাং (দেহলতাটিকে) অন্বয়েন
ধূনানা (অবনত ভাগে সঙ্কুচিত করিতে) অতিতরাং
দুষ্করাং (অতিশয় দুষ্কর) নানাগতিং (বিভিন্ন
গতিভঙ্গী) বিতেনে (বিস্তার করিয়াছিলেন);
অহো (অহো!) ইদং (ইহা) শিক্ষাপ্রকটনং
(তাহার শিক্ষার প্রদর্শন নহে), কিন্তু (পরন্তু) কেবলং (কেবলমাত্র) লাবণ্য-
দেব্যা: (লাবণ্যদেবীর) হেলয়া এব (বিশেষ বিলাস-
হেতুই) অস্যা: (তাঁহার)
পাদৌ (পদযুগল) ভুবি (ভূতলে) ন পতত:
(সংলগ্ন হয় নাই) ॥ ৪৭॥ (৬৯)

যদি (যদি) দৈবযোগাৎ (দৈব বশতঃ) বিদ্যুদ্বল্লী
(বিদ্যুল্লতা) নিশ্চয়োদা (মেঘের সম্পর্কশূন্যা),
চিরতর স্থেয়সী (দীর্ঘকাল স্থায়িনী [ও]) হস্তপ্রাপ্যা
(হস্তদ্বারা স্পর্শযোগ্যা) [ও] মৃদুল মরুতা (মৃদু-
মন্দ সমীরণ কর্তৃক) তাদৃশং দৃশ্যমানা (ঐরূপে
পরিচালিত হইয়া) তালোল্লাসধ্বননসুস্বরা ভবতে
(তাল সমূহের উল্লাস ধ্বনিযুক্ত হয়), তর্হি এব
(তাহা হইলেই) নর্তন বিদুষী (সেই নৃত্যবিশারদা
সুন্দরী) সোপমত্বং বিভর্তি (উক্ত বিদ্যুল্লতাকে
উপমারূপে লাভ করিতে পারেন) ॥৪৮॥ (৭০)
সা (তিনি) এবং (এইরূপে) লঘু লঘু পদং নর্তিত্বা
~~[illegible]~~
(অতিশয় দ্রুতভাবে পদসঞ্চালন পূর্বক নৃত্য করিয়া)
তালোপান্তে (তাল সমূহের সমাপ্তির পূর্বে) কুচভর-
ধুরা (কুচযুগলের অতিশয় ভারযুক্ত) দুর্বহং
(দুর্বহ), পূর্বকায়ং (শরীরের পূর্ব-ভাগকে) দোলয়ন্তী
দোলয়ন্তী (আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিলে),
হা হন্ত হন্ত (হায় হায়!) বাত্যাবর্তৈঃ
ঘূর্ণি-বায়ুর ঘর্ষণে (ঝঞ্ঝাবাতের আঘাতে) কমলিনী ইব (পদ্মিনীর

পায়) মধ্যে ভুগ্না মাভূৎ' (ইঁহার মধ্যদেশ যেন ভগ্ন হইয়া না যায়) ইতি (এইরূপে) পরিজনৈঃ (পরিজনবর্গ) স্বকাংশুলক্ষ্ণে (যেদের সাহিত্য অালঙ্কার করিতে লাগিলেন)॥ ৪৭॥ (৭১)

৩১। এইরূপে অতুলনৃত্যকৌতুকশালিনী সেই সুন্দরী লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত, দ্রুতার্ধ ও দ্রুতপাদাদিভেদে তালের সাহিত সমভাবে পাদপদ্মের চালনা করিতে থাকিলে নূপুরসমূহের রন্ধ্রমধ্যস্থিত সুবর্ণনির্মিত ক্ষুদ্র গোলক-সমূহেরও লঘু গুরু ইত্যাদিরূপে নাদধ্বনি বিশেষের সঞ্চার হইলে, কখনও যাহাতে সকল গোলকের কখনও বা যাহাতে কয়েকটির, কখনও বা যাহাতে দুই তিনটির শব্দ হয়, আর কখনও যাহাতে একটিরও শব্দ না হয় — এইরূপ ভাবে নৃত্য প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সন্তুষ্টচিত্তে 'সাধু সাধু' এইরূপ ধন্যবাদসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আর, আকাশমণ্ডলে অপ্সরোগণের ও স্বর্গবাসিনী দেবীগণেরও গর্ব দূরীভূত হইয়া অতিশয় বিস্ময়েরই বিকাশ হইয়াছিল॥ (৭২)

৩২। এইরূপে সকলকলাভূষিত শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের নৃত্য

দর্শন করিয়া তাঁহাদের সকলের সহিত পুনরায় মিলিতভাবে প্রকীর্ণ নৃত্যের প্রনালীক্রমে অতিশয় হর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্বয়ং নৃত্য ও সঙ্গীত প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকেও নৃত্য ও গান করাইয়া সেই সুদীর্ঘ রাত্রিকে নিমেষকালের ন্যায় অতিক্রম করিয়া বিহার করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই প্রকীর্ণ নৃত্যে ললনাগণ কখনও সকলে এক হইয়া, কখনও বা মণ্ডলাকারে অবস্থিতা হইয়া, কখনও প্রত্যেকে একাকিনী আবার কখনও বা মিলিতভাবে নৃত্য গীত আরম্ভ করিলে তাঁহাদের মধ্যে কোন এক সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর -

সহনর্তনগানতৎপরা (শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যগীতে প্রবৃত্তা হইয়া), শ্রমজালস্যসুরম্যবিগ্রহা (পরিশ্রমজনিত আলস্যবিশতঃ শরীরে মনোহর শোভার উদয় [এবং]) স্খলমানকুচাংশুকা (স্তনযুগলের আবরণ-বস্ত্রের অংশ স্খলন হইলে, তদবস্থায়ই [তিনি]) ভুজয়া (বাহুদ্বারা) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) পৃথুং অংসং (মাংসপুষ্ট স্কন্ধদেশ) সমগ্রহীৎ (অবলম্বন করিয়াছিলেন)॥ ৫০॥ (৭০)

তদনন্তর তৎকালে, সা (তিনি), পবনকম্প্রশিরা ইব (বায়ুবেগে নাড়িতা [ও]) তমালস্য স্কন্ধে (তমাল তরুর কাণ্ডের উপরে) সুশ্লথিতশাখা (শিথিলভাবে পতিত-শাখাযুক্তা) হৈমী ব্রততিঃ ইব (স্বর্ণলতিকার ন্যায়) ভৃশং অশোভত (অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন; [তাহাতে]) সঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নবমদালসভারোপহতয়া (আলস্য জড়িতা) বপুষ্মত্যা (মূর্তিমতী) রত্যা (রতিকর্তৃক) পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত) মূর্তঃ (মূর্তিমান) শৃঙ্গারঃ ইব সমঘটত (শৃঙ্গার রসের ন্যায়ই শোভা পাইয়াছিলেন) ॥৫১॥ (৭৪)

কাচিৎ (কোন ললনা) ক্বণিতকাঞ্চী-কিঙ্কিণী-রণন্মঞ্জীরং (কাঞ্চী, কিঙ্কিণী ও নূপুরের অব্যক্ত ধ্বনির সহিত), আন্দোলনয়া (ইতস্ততঃ সঞ্চালিত) হারেণ শ্রবণোৎপলেন নীলাঞ্চলেন অপি চ (হার, কর্ণোৎপল ও পরিধেয় সূক্ষ্ম বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা) লালিতা (মনোহর ভাব ধারণপূর্বক) কৃষ্ণাংসে (শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে) কৃতবামবাহুবলয়া (বাম বাহুকে বলয় আকারে বেষ্টন করিয়া) লীলাবিলাসালসং (লীলাবিলাসে বিলসতঃ অলস ভাবে) গায়ন্তী নটতি স্ম (গানের সহিত

নৃত্য করিয়াছিলেন। [আর]) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণও)
তাম্ অনু নটন্ (তাঁহারই অনুকরণে নৃত্য করিতে
করিতে) তৎ এব আজগৌ (ঠিক গীতিরই গান
করিয়াছেন)॥ ৫২॥ (৭৫)

কাচিৎ (কোন) অম্বুজাক্ষী (কমলনয়না সুন্দরী)
পদ্মলালিতেন (পদ্মের ন্যায় মনোহর) বামেন
করেণ (বামহস্তদ্বারা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) পীত-
বসনাঞ্চলং ধৃত্বা (পীতবস্ত্রের অঞ্চল ধারণপূর্বক),
শশ্বৎ (নিরন্তর) প্রসর্পন্ অপসর্পন্ অপি ঈহমানা
(অগ্র ও পশ্চাদ্ ভাগে গমনের চেষ্টা করিতে করিতে)
নৃত্যন্তী (নৃত্য করিতে করিতে) অমুং তম্ অপি
(শ্রীকৃষ্ণকেও বিচিত্রভাবে) নর্তয়তি স্ম (নৃত্য
করাইয়াছিলেন)॥ ৫৩॥ (৭৬)

কোন ললনা, কৃষ্ণপ্রণীত মুরলীকলগানরীত্যা
(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মুরলীযোগে প্রকাশিত কলসঙ্গীতের
অনুকরণে) খেলাবশেন (ভঙ্গীবিশেষের সহিত)
লয়-তালসমং (লয় ও তালের সহিত সমভাবে)
নটন্তী (নৃত্য করিতে করিতে), অস্য (শ্রীকৃষ্ণের)
লীলাকৃতং (লীলাপ্রকটিত) স্খলনং (তাল ভঙ্গের প্রতি)

দৃশা আক্ষিপন্তী (তিরস্কারসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া),
অথ (অতঃপর) স্বং তালভঙ্গং (নিজের তালভঙ্গ)
সংবরয়াম্বভূব (সম্বরণ করিয়াছিলেন)॥ ৫৪॥ (৭৭)
কাচিৎ (কোন ললনা) বীণাং (বীণাটিকে) মধুর-
মৃদুলং (মৃদু মধুর স্বরে) বাদয়ন্তী (বাজাইতে বাজাইতে)
সলীলং (লীলাসহকারে) গায়ং গায়ং (বারম্বার
গান করিতে করিতে), অতিমুদা সস্মায়ং
(অতিহর্ষবশতঃ মৃদুহাস্যরত) হরিং (শ্রীকৃষ্ণকে)
নর্তয়ন্তী (নৃত্য করাইলে), অথ (অতঃপর) কৌতুকাৎ
এব ([শ্রীকৃষ্ণ] কৌতুকবশতঃই) অন্যৈঃ ন গম্যাং
গতিং চলন্ (অপরের দুর্জ্ঞেয় গতিভঙ্গী অবলম্বন-
পূর্বক, [সেই ললনার]) বাদ্যপ্রসঙ্গে সন্তালন-
বহুতর-বক্রাচিত্তাং চকার (যাহাতে বাদ্যের বিচ্যুতি
না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অতিশয়
সাগ্রহ-চিত্তা করিয়াছিলেন)॥ ৫৫॥ (৭৮)
কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) নৃত্যন্ এব হি (নৃত্য করিতে
করিতেই [তৎকালে]) কাঞ্চন (কোন ললনাকে)
শ্লিষ্যতি (আলিঙ্গন), কাঞ্চন
(কাহাকেও) চুম্বতি (চুম্বন [এবং]) কস্যাশ্চন

(কাহারও বা) অধরং পিবতি (অধর পান করিয়া)
আসীনা: বধূ: (অবলা বধূকেই) রময়াঞ্চক্রে
(আনন্দ দান করিয়াছিলেন) ।। ৫৬ ।। (৭৯)
তত্র (সেখানে) যা (যিনি) নো ননর্ত (নৃত্য করেন
নাই), সা (এরূপ কোন ললনা) ন আসীৎ (ছিলেন না);
যৎ (যে নৃত্যের প্রতি) অকৃষ্ণতুষ্টং
(শ্রীকৃষ্ণ তুষ্টিলাভ করেন নাই), তৎ (তাদৃশ অর্থাৎ এমন কোন)
নৃত্যং চ নো (কোন নৃত্যেরও অনুষ্ঠান হয় নাই;
[এবং]) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) সা তুষ্টি: চ ন
(এরূপ কোন তুষ্টিলাভও ছিলনা), যস্যাং
(যে তুষ্টিলাভে) একৈকশ: (প্রত্যেকের প্রতি)
শ্লেষণচুম্বনাদি ন (আলিঙ্গন ও চুম্বনাদির
অনুষ্ঠান হয় নাই) ।। ৫৭ ।। (৮০)
অনন্তর, শ্রান্তি: (দৈহিক শ্রান্তি) সহচরীব (সহ-
চরীর ন্যায় [উপস্থিত হইয়া]) কুরঙ্গকদৃশাং
(সেই মৃগী-লোচনাদের) ললাটমূলে (ললাটের প্রান্ত-

ভাবে) মুক্তাবলীং ইব (মুক্তা রাজির ন্যায়) ঘর্মাঙ্কুরান্
জুগুম্ফ (ঘর্ম বারি বিন্দু সমূহ প্রকাশিত করিয়া,
[পশ্চাৎ]) মাধ্বীকপীতি: ইব (মদিরাপানের
ন্যায় [সেই প্রান্তেই]) মসৃণম্ অংসং (মসৃণ অংসকে)
আলস্যম্ আর (আলস্য-জড়িত করিয়াছিল ; [এইরূপেই
প্রান্তে তাঁহাদের]) প্রিয়ম্ আনুলোম্য (অতিশয়
শোভাবর্ধন করিয়াছিল) ॥ ৫৮ ॥ (৮১)
তদনন্তর, কতমা বধূ: (কোন বধূ) লীলালসত্বাৎ (লীলাকৃত
আলস্যহেতু) পার্শ্বে (নিজপার্শ্বে) বিলসত: (বিলাসশালী)
হরে: (শ্রীকৃষ্ণের) ভুজশিরসি (স্কন্ধদেশে) ~~তনুবল্লী~~
~~বিবলনাং~~ দোর্যুগ্মং দধানা (বাহুযুগল বিন্যস্ত করিয়া)
তনুবল্লী বিবলনাং (নিজ-দেহলতার ভঙ্গ) অকৃত
(প্রকাশ করিয়াছিলেন); এবং (নিশ্চয়ই [তিনি])
সৌভাগ্যানাং ভরং (সৌভাগ্যরাশির ভার) অসহমানা
ইব (সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন) স্কন্ধং (স্কন্ধদেশ)
বিশ্রামায় (বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত) দয়িতস্য
উপরি (প্রিয়তমের উপরে) ব্যধিত (সেই
ভার অর্পণ করিয়াছিলেন) ॥ ৫৯ ॥ (৮২)
~~৬০। তৎকালে সেই রমণীগণের সকলেই মধুপানেই~~

৩৩। তৎকালে কোন ললনা মধুপানে মদমত্তা হইয়াই যেন অতিশয় মানিনী হইয়া লজ্জাবোধ না করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় মনোহর লাবণ্যের আধার স্বরূপ, তাদৃশ পরিশ্রম দ্বারা পীড়িতা হইয়া নিজ স্কন্ধদেশে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ন্যাসরূপে অর্পিত রত্ন দণ্ডের ন্যায় ভুজদণ্ড ধারণপূর্বক সুগন্ধি চন্দন লিপ্ত ও পদ্মের ন্যায় সৌরভযুক্ত সেই ভুজদণ্ডকে অতিশয় সন্তোষের সহিত আঘ্রাণপূর্বক তদনুকূল রোমাঞ্চভরে চিত্তে উৎফুল্লা হইয়া তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন ॥ (৮৩)

৩৪। কোন ললনা আলস্য-ও-নৃত্যজনিত লাবণ্যের সহিত মণিময় চঞ্চল কুণ্ডলযুগলের নৃত্যতরঙ্গের প্রতিবিম্বযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে পরিশ্রমজনিত আলস্য-হেতু নিজ-গণ্ড সংলগ্ন করিয়া অবস্থান করিলে, চুম্বনদান শ্রীকৃষ্ণও সেই সমধিক সম্মানযুক্তা ললনার অতুলনীয় মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া চিবুকদেশ উন্নয়নপূর্বক মধুর ন্যায় মাধুর্যশালী তদীয় অধরের চর্বিত তাম্বূল দান করিয়াছিলেন ॥ (৮৪)

প্রেমের আনন্দ থাকে

শুধু স্বল্পক্ষণ।

প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন॥

ROUTINE

Days	1st. Hour	2nd. Hour	3rd. Hour	4th. Hour	5th. Hour	6th. Hour	7th. Hour
Monday							
Tuesday							
Wednesday							
Thursday							
Friday							
Saturday							

লাজুক ছায়া বনের তলে

আলোরে ভাল বাসে।

পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,

ফুল তা শুনে হাসে॥

রবীন্দ্রনাথ।

(২২)

आनन्दवनचम्पू

8

Sulekha

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
উৎকল মতের মধ্যে
মত — ২২নং

অনুবাদ ... মধ্যে ... হইল

শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূর
অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

বিংশ স্তবক (Contd.)

৩৫। কোন ললনা সৌভাগ্যরূপ ঐশ্বর্যের সৌরভরাশি ধারণ করিয়া নৃত্য ও গান করিতে করিতে পরিশ্রান্তা হইলেও সৌন্দর্যের অক্ষুন্নতাসহকারেই —

দীর্ঘোচ্ছ্বাসপ্রচলসিচয়ে (দীর্ঘ নিঃশ্বাস হেতু মাথা হইতে বস্ত্র স্খলিতপ্রায় হইয়াছে [এবং যাহা]) হারহিল্লোললীলাং হেলাং বিভ্রতি (হারের আন্দোলনরূপ লীলাবিলাস ধারণ করিতেছে, ঈদৃশী) উরসি (বক্ষঃস্থলে) কুচয়োঃ (স্তনযুগলের উপরিভাগে) কৃষ্ণপাণিঃ (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত) ন্যধিত (ধারণ করিয়াছিলেন); তৌ অপি (আর, সেই স্তনযুগলও [তখন]) একাম্ভোরুহপিহিত-স্বর্ণকুম্ভৌ ইব আস্তাং (একটি পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত দুইটি সুবর্ণ-কলসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল); অহো (অহো!) অত্যাসক্তেঃ (অতিনৈকট্যের) ইদং ফলং যৎ (ইহাই ফল যে), পার্থক্যং ন এতি (উহা কখনও পৃথক হয়না)॥ ৬০॥ (৮৫)

এবং (এইরূপ), শ্রমজলকণক্লিন্নকর্ণোৎপলানাং (ঘর্মবারিকণায় যাঁহাদের কর্ণযুগলের উৎপল সিক্ত হইয়াছে), তাসাং (সেই) কুবলয়দৃশাং (কমললোচনা সুন্দরীগণের) নৃত্যবেগে (নৃত্যবেগ) ক্রমেণ (ক্রমশঃ)

মান্দ্যং জাতে (মন্দীভূত হইলে), অথ (অতঃপর) মণি-
কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যা: (মণিময় কিঙ্কিণী ও নূপুর প্রভৃতিও)
তূষ্ণীকত্বং যযু: (নীরব হইল); মন্যে, (তাহাতে মনে হয়, —
[তৎকালে]) তেষাম্ অপি (তাহাদেরও) প্রেয়সী
শ্রান্তি বাধা (পরিশ্রমহেতু প্রবল বাধাই) সমজনি
(উৎপন্ন হইয়াছিল)॥ ৬১॥ (৮৬)

৩৬। সেইরূপ অবস্থায়ও ঐ সকল অলঙ্কারের অব্যক্ত
মধুর মন্দ মন্দ কোমল ঝঙ্কারকৃত মৃদু ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে
বিলাসযুক্ত ভ্রমণ ও গানের সহিত কোন কোন
সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন॥ (৮৭)

৩৭। এইরূপে সেই অতি দীর্ঘ রজনীর অবসান হইলেও
স্বাভাবিক চিত্তের উল্লাস তরঙ্গরাজির নিবৃত্তি না হওয়ায়
তদবস্থায় হইলে —

বাল: যথা (বালক যেরূপ) স্বচেষ্টিতকলাপুনঃ-
ভাজনভি: (নিজ আচরিত কলাপুনঃর প্রতিরূপ
আচরণকারী) স্বচ্ছায়াভি: (নিজ-ছায়াসমূহের সহিত
[ক্রীড়া করে, সেইরূপ]) প্রেমনো মুগ্ধ: (প্রেমমুগ্ধ),
শ্রীরমণোত্তম: (শ্রীনারায়ণের অংশী) হরি: অপি
(শ্রীকৃষ্ণও) সমুদাবিদৈ: (সুবেশধারীগণের সহিত

মিলিতা [ও]) রাসবিলাসকৌতুকযুক্তাঃ (রাস-
বিলাসে কৌতুকযুক্তা) আসাং সুখৈঃ (সুন্দরীগণের
বিভিন্ন সুখের সহিত) আশ্লেষাধর-পান-চুম্বন-
রসালাপস্মিতাবলোকনৈঃ (আলিঙ্গন, অধর-সুধা-পান,
রসময় আলাপ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত দ্বারা)
অরমত (রমণ করিয়াছিলেন)॥ ৬২॥ (৮৮)
হন্ত (অহো! [তৎকালে]) কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখমগ্নধিয়ঃ
(শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখে নিমগ্নচিত্তা হইয়া) সুনেত্রাঃ
(সেই সুলোচনা বধূগণ) তদিচ্ছাস্রোতোনিবেশিততনু-
লতিকাঃ (তাঁহারই ইচ্ছাস্রোতে নিজ-নিজ-দেহলতা
সমর্পণপূর্বক) তানি অম্বরাণি (নিজ-নিজ-বস্ত্র ও),
কুচকঞ্চুলিকাঃ চ (স্তনযুগলের আবরণ কাঁচুলী [ও])
কেশপাশান্ চ (কেশবন্ধন-কবরী সমূহের) স্খলিতানি
ন বিদুঃ (স্খলনের কথা জানিতে পারেন নাই)॥ ৬৩॥ (৮৯)
৬৮। অহো! নিখিল সৌভাগ্যশালী ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-
নন্দন এইরূপ বিহার করিতে নিখিল জগতের
সুলোচনাগণের চিত্ত হরণ এবং আকর্ষণ করিলে, ঈশ্বরগণ-
কর্তৃকও প্রশংসিত তদীয় সেই বিহারলীলা দর্শন
করিয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিত দেববধূগণ

মোহপ্রাপ্ত বা
বারম্বার মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতেছিলেন। আর, তদ্বিষয়ক
প্রবল উৎকণ্ঠাভরে চিত্তের অভিভবহেতু তদনুরূপ
অভিলাষযুক্তা তারকারাজি ~~[illegible]~~ চন্দ্রদেবও রাসলীলার
উপক্রম হইতেই নিজ-নিজ-গতির বিচ্যুতি ফলে ~~[illegible]~~
নিস্পন্দ ভাব ধারণ করায় রাত্রিও দীর্ঘভাব ধারণ
করিয়াছিল ॥ (৭০)

সেই হেতু ~~[illegible]~~ যাবত্যঃ যাঃ সুভ্রুবঃ (যে যে ও যত সংখ্যায় ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ সেই সুন্দরীগণ) রাগবত্যঃ (রাসলীলার
অনুরাগ ধারণ করিয়াছিলেন), অহো (অহো!)
রাগিণা (অনুরাগী) শ্রীকৃষ্ণেন স্বয়ং অপি (শ্রীকৃষ্ণ
স্বয়ংও) তথা তাবতা এব (সেই অনুসারেই তত-
সংখ্যক আত্মমূর্তি প্রকাশ করিয়া) তাঃ প্রতিজনং
(তাঁহাদের প্রত্যেককেই) সম্পূর্ণার্থাঃ (কৃতার্থতা)
করিয়া [illegible] ~~[illegible]~~ (সম্পাদন করিয়াছিলেন);
হি (যেহেতু) সন্নায়কস্য (উত্তম নায়কের)
প্রণয়রহস্যং (প্রণয়রহস্যের) সা এব মর্যাদা
(নিয়মই এইরূপ) ॥ ৬৪ ॥ (৭১)

[অনন্তর] প্রেমার্দ্রঃ হরিঃ (প্রেমার্দ্র শ্রীকৃষ্ণ)
কোমলেন করকমলেন (সুকোমল করকমলদ্বারা),

রমণকলাভি: শ্রান্তানাং (রতিকলায় পরিশ্রান্তা)
অঙ্গনানাং (সেই ললনাগণের) প্রত্যেকং (প্রত্যেকের)
স্মিতসুভগাৎ (হাস্যশোভাযুক্ত) মুখেন্দুবিম্বাৎ
(বদনমণ্ডল হইতে) স্বেদাম্বু: (স্বেদজলধারার)
অপসারয়াঞ্চকার (অপসারণ করিয়াছিলেন)॥ ৬৫॥ (৭২)
পাণিকমলস্য স্পর্শেন (তদীয় করকমলের সংস্পর্শহেতু)
সুলোচনানাং (সেই সুলোচনাগণের) বক্ত্রকমলেষু
(মুখপদ্মসমূহে) পুন: (পুনরায়) প্রবাসং খিদ্যৎসু
(প্রভূত স্বেদধারায় সিক্ত হইতে আরম্ভ করিলে) যদি
(যখন) এষ: (শ্রীকৃষ্ণ) স্বেদাপনোদকুশল: ন আসীৎ
(সেই স্বেদধারা দূর করিতে সমর্থ হইলেন না, [তখন])
তা: এব (সেই সুন্দরীগণ স্বয়ংই) চেলাঞ্চলৈ: (বস্ত্র-
প্রান্তদ্বারা) মুখানি মমৃজু: (মুখমণ্ডল মার্জন করিয়া-
ছিলেন)॥ ৬৬॥ (৭৩)
তা: ([অনন্তর] সেই সুন্দরীগণ) নিজনিজ-প্রতিভা-
কৃতেন (নিজ-নিজ-প্রতিভানুসারে বিরচিত) সঙ্গীত-
বন্ধেন (মনোহর গীতবন্ধনদ্বারা), লাবণ্যসার-
সরসানি (লাবণ্যের উৎকর্ষহেতু সরস),
বিলাসলাস্য-বৈদগ্ধ্যসুগমধুরাণি ([-] বিলাস,

নৃত্য ও বৈদগ্ধ্য হেতু মনোহর ও সুমধুর),
কারুণ্যমাত্রপিশুনানি (অথচ করুণামাত্রের সূচক),
তদীহিতানি (তদীয় লীলা সমূহ) জগুঃ (গান
করিয়াছিলেন) ॥ ৬৭॥ (৭৪)

৭৫। এইরূপ, রতিকলা সমৃদ্ধি হইতে সঞ্জাত, অতিশয়
আলস্যাবেশযুক্ত ও অতিপ্রবল পরিশ্রমজনিত
পরিণাম অবসাদকে জলকেলি দ্বারা দূর করিবার নিমিত্ত
(সেই অতিপ্রমত্তা) প্রমদাগণ এককালে চতুর্দিক হইতে
মধুপানমত্ত ভ্রমরবৃন্দ রূপ গায়কগণের সহিত
গান করিতে করিতে, দীর্ঘকাল পুলিনবিহারহেতু
ধূলিলিপ্ত অঙ্গকে
করিণীগণের সহিত মিলিত গজরাজের ন্যায়
উৎসবানন্দশালী জলদকান্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত
যমুনার জলপ্রবাহে অবগাহন করিয়াছিলেন ॥ (৭৫)

অতঃপর, হন্ত (অহো!) আভিঃ (এই) বধূভিঃ (বধূগণ [তৎকালে])
অলসং (অলসভাবে) ভাস্বৎকন্যাসলিলং লম্ভমানাভিঃ
(যমুনার জলে অবতরণ করিয়া) বক্ত্রৈঃ (মুখসমূহ
দ্বারা) অম্ভোরুহবনং (উত্তম কমলবনকে),
দোর্লতাভিঃ (বাহুলতা শ্রেণি দ্বারা) মৃণালী শ্রেণিঃ

(মৃণাল বৃন্দকে), বক্ষোরুহকলশৈঃ (স্তনকুম্ভসমূহদ্বারা)
চক্রবাকযুগ্মং সমাজঃ (চক্রবাকপক্ষিগণের যূথকে [ও])
গত্যা (গতিভঙ্গীদ্বারা) হংসীততিঃ (হংসীগণকে)
অতিতরাং জিগ্যে (একান্তভাবেই পরাজিত করিয়া-
ছিলেন) ॥ ৬৮ ॥ (৭৬)
তদা (তৎকালে) বধূবৃন্দে (বধূগণ) চিত্রভানুদুহিতুঃ
(যমুনার মধ্যে) কুক্ষিদঘ্নং (নিজ-নিজ-উদরমগ্ন-পরিমিত)
পয়ঃ গচ্ছতি (জলে অবতীর্ণ হইলে) বক্ত্রৈঃ ([তাঁহাদের]
মুখমণ্ডলসমূহদ্বারা) নীরোপরিষ্টাৎ নভঃ
(জলের উপরিভাগের আকাশ) স্বর্ণসরোজমণ্ডলময়ং
(স্বর্ণপদ্মময়), বক্ষোজৈঃ (স্তনসমূহদ্বারা) বীচয়ঃ
(তরঙ্গগুলি) চক্রবাকমিথুনশ্রেণীজুষঃ (চক্রবাক-
যুগলের শোভাযুক্ত [ও]) দোর্ভিঃ (বাহুলতা-
সমূহদ্বারা) আপঃ (জলরাশি) চারুমৃণালবল্লি-
বলিতাঃ আসন্ (মনোজ্ঞ মৃণালের শোভাযুক্ত
হইয়াছিল) ॥ ৬৯ ॥ (৭৭)
অনন্তর, তরণিতনয়া এব (স্বয়ং যমুনাই) তাসাং (সেই
সুন্দরীগণের) তনুপরিমলান্ লব্ধ্বা (অঙ্গের সৌরভ
অনুভব করিয়া) পদ্মিনীঃ (পদ্মপুষ্পরাজিকে) (প্রাপ্য)

(পরিত্যাগপূর্বক) অভ্যুদযাতৈঃ (তাঁহাদের অভিমুখে
ধাবিত) ভৃঙ্গৈঃ (ভ্রমরগণের দ্বারা) আদরাৎ উদ্গমম্
(আদরের সহিত উদ্গমন অর্থাৎ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন;
[এবং]) স এব (তিনিই) তুল্যোড্ডয়নচপলৈঃ
(এককালে চঞ্চলভাবে স্ফীতা হইয়া) চামরত্বং প্রযাতৈঃ
(চামরের শোভাপ্রাপ্ত অর্থাৎ শুভ্র) হংসৈঃ (হংসগণের দ্বারা)
প্রণয়রভসাৎ (অতিশয় প্রণয়ভরে) প্রাপ্তাঃ সর্বাঃ
(সেই পরিপ্রাপ্তা বধূগণকে) বীজয়ামাস (বীজন
করিয়াছিলেন)।।৭০।। (৭৮)
[তৎকালে] তাসাং (তাঁহাদের) উপরি পরিতঃ (ঊর্ধ্ব-
ভাগে চতুর্দিকে) মণ্ডলীভূয় সদ্ভিঃ ভৃঙ্গৈঃ (মণ্ডলাকারে
অবস্থিত ভ্রমরগণের দ্বারা [ও]) তৎপর্যন্তেষু
(সেই ভ্রমরমণ্ডলীর প্রান্তভাগে) পতদ্ভিঃ (পতিত),
দিবিষদাং পুষ্পবর্ষৈঃ অপি (স্বর্গবাসিগণের কৃত
পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা) ব্যোমলক্ষ্মীঃ (আকাশলক্ষ্মীই)
শোভাহেতোঃ (শোভাবর্ধনের নিমিত্ত) আভিতঃ
(চতুষ্পার্শ্বে) সারিমুক্তাবলীকং (শ্রেণীবদ্ধ মুক্তা-
রাজি দ্বারা সুশোভিত [ও]) বাতাবধূতং (বায়ুবেগে
কম্পিত) নীলং (নীলবর্ণ) বিতানম্ অতনুত কিমু?

একটি চন্দ্রাতপ অর্থাৎ চাঁদোয়া বিস্তার করিয়া-
ছিলেন কি)?॥৭১॥ (৯৯)

অনন্তর, দয়িতং (প্রিয়তমকে) মধ্যে কৃত্বা (মধ্যস্থলে
ধারণ করিয়া) অভিতঃ (চতুর্দিকে) মণ্ডলত্বং গতাসু
(মণ্ডলাকারে অবস্থিতা) তাসু (সেই ললনাগণ)
অন্যোন্যাত্তৈঃ করসরসিজৈঃ (পরস্পরের গৃহীত
করকমলসমূহ দ্বারা) তোয়ং তাড়য়ন্তীষু (জলে
আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে), উদ্ভূতাঃ
(তৎকালজাত) স্তোকতুঙ্গাঃ
(ঈষদুন্নত) তরঙ্গাঃ (তরঙ্গরাজি) তরণিদুহিতুঃ
(যমুনার) রোমহর্ষাঃ ইব (পুলকরাজির ন্যায়)
শ্রীকৃষ্ণস্য উরঃপরিসরং (শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃপ্রান্তে)
অগুঃ (সংলগ্ন হইতেছিল)॥৭২॥ (১০০)

[তৎকালে] অবলাবৃন্দেন (সেই ললনীগণ) অন্যোন্য-
গ্রথিতাঙ্গুলীকলিকয়োঃ পাণ্যোঃ (হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহ
পরস্পর সংলগ্ন করিয়া অঞ্জলির আকৃতিযুক্ত উক্ত উভয় হস্তে) অম্বু কৃত্বা
(জল লইয়া) উচ্চৈঃ সমাপীড্য (অতিশয় বেগের
সহিত) জলযন্ত্রবৎ (জলযন্ত্র অর্থাৎ
পিচকারীর ন্যায়) করভয়োঃ প্রান্তেন নিক্ষিপ্তা

(উভয় হস্তের করতলদ্বয়ের অর্থাৎ মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠা-
ঙ্গুলীপর্যন্ত অংশদ্বয়ের প্রান্তভাগদ্বারা নিক্ষেপপূর্বক)
মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) আয়তাভিঃ ধারাভিঃ (সেই বিস্তৃত
জলধারাসমূহদ্বারা) সিক্তঃ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণকে
সিক্ত করিলে), মন্যে, (মনে হয়, [তিনি যেন])
মূর্তেন মন্মথবারুণাস্ত্রমহসা (কন্দর্পের বারুণাস্ত্রের [পাশের]
মূর্তিমান তেজোরাশিদ্বারা) বিদ্ধঃ বভৌ (বিদ্ধ
হইয়াই বিরাজ করিয়াছিলেন) ॥৭৩॥ (১০১)

অনন্তর, [শ্রীকৃষ্ণ] তৎ ইদং (এইরূপ বারিবর্ষণকে)
অতনোঃ (কন্দর্পের) নিঃসংখ্যাং (অনিবার্য) বারুণাস্ত্রং
(পাশরজ্জু) বিদিত্বা (মনে করিয়া) অস্য (ইহার)
প্রতিকৃতিবিধৌ (প্রতিকারে) শক্তঃ অপি (সমর্থ হইলেও),
নীবীদাম্নাং ([তাঁহাদের] নীবী-রজ্জুসমূহের) হরণ-
কুতুকী (হরণকার্যে কৌতুহলবশতঃ) তদ্ধৃতি-
ব্যগ্রহস্তঃ (তাঁহাদিগকে ধারণ করিবার নিমিত্ত
হস্তদ্বয়ের ব্যস্ততাপ্রযুক্তভাবে) লীলয়া বারিমগ্নঃ
(লীলাভরে জলমগ্ন হইলে), পুনঃ (পুনরায়)
একঃ এব (একাকীই) ভগ্নাঃ সর্বাঃ (পলায়মানা
সকল সুন্দরীদের প্রতি) আসিষেচ (জল সেচন করিয়া-
ছিলেন) ॥৭৪॥ (১০২)

তদনন্তর, কৃষ্ণেন (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) সমাদি (তৎসমাদে)
তাঃ প্রত্যেকং (তাঁহাদের প্রত্যেককে) পয়সঃ দ্বন্দ্ব-
যুদ্ধেন (পরস্পর জলসেচনরূপ যুদ্ধে) জিত্বা
(জয় করিয়া), অস্মিন্ (উক্ত যুদ্ধে) পাতিতং (পরাজয়ে
স্বীকৃত), আহৃত্য নীতং [প্রতি] ~~(...)~~ (হারসমূহকে বলপূর্বক
কাড়িয়া লইয়া গেলে), ~~...~~ আশিনং ~~✗~~ হারং ~~(হারসমূহকে)~~
যদি (যখন) রাধা (শ্রীরাধা) লঘুলঘুতরাং (অতিশয়
ধীরভাবে) পৃষ্ঠে গতা (পশ্চাতে যাইয়া) অস্য
(শ্রীকৃষ্ণের) বাহূ পীড়য়িত্বা (বাহুদ্বয়কে পীড়িত
করিয়া) সর্বং হৃতবতী (সমস্তই হরণ করিয়াছিলেন),
তদা (তখন) অসৌ (শ্রীকৃষ্ণও) তাম্ অধাবৎ
(দ্রুতবেগে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইলেন)॥৭৫॥(১০৩)
[শ্রীরাধা] ক্ক অপি (কোন স্থানে) গাধে অপি নীরে
(অল্প পরিমাণ জলের মধ্যেই) অমলং কমলং (নির্মল
পদ্মপুষ্প) আচিন্বানা (চয়ন করিতে করিতে)
গম্ভীরত্বাভিনয়-চকিতা (জলের গভীরতার
অভিনয় করিয়া চকিতভাবে) লব্ধ্বা সাশ্রুলক্ষ্মীং
(নয়নযুগলে অশ্রুমূলক কাতরতা প্রকাশ করিলে),
কান্তেন (প্রিয়তম) দোর্ভ্যাং (নিজ বাহুযুগল দ্বারা)

বক্ষোভুবি (বক্ষোদেশে) সুনিবিড়পীড়ং (অতিগাঢ়রূপে আলিঙ্গন পূর্বক) উত্থাপ্যমানাম্ এনাং (তাঁহাকে জল হইতে উঠাইতে আরম্ভ করিলে), তা: (অপর সখীগণ) সরসকুতুকং (সরস কৌতুকভরে) সমীক্ষাম্বভূবু: (উহা দর্শন করিয়াছিলেন)॥৭৬॥(১০৪)

অনন্তর কোন এক সময়ে — চপলশফরীঘট্টনালাঙ্গিতাক্ষ্যা: ~~চঞ্চল শফরী~~ (কোন একটি চঞ্চল শফরী ফর্‌ফর্‌ করিয়া উঠিলে দৃষ্টিযুগলে আলঙ্কার ভাব প্রকাশ করিয়া) ভয়চকিতয়া (ভয়-চকিত) রাধাদেব্যা (শ্রীরাধা) কণ্ঠপ্রাহং (কণ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া) গাঢ়ং (দৃঢ়ভাবে) আশ্লিষ্যমান: (আলিঙ্গন করিলে) হরি: (শ্রীকৃষ্ণও [তাঁহাকে]) প্রত্যাশ্লিষ্যন্ (প্রত্যালিঙ্গন করিয়া), মুহু: (বারম্বার) শফর্যা: (শফরীর) তৎ (সেই) অনুপাধি (অহেতুক) সৌহৃদ্যং (সৌহার্দ্যের) অতিতরাং (অতিশয়) শ্লাঘমান: (প্রশংসা করিতে করিতে) মোদমান: (প্রীতিবশত:) ~~অতিতরাং~~ সিষ্মিয়ে (মৃদুহাস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন)॥৭৭॥ (১০৫)

এইরূপ কোন সময়ে — তত্র (সেখানে) যোষিন্মনীনাং

(সেই রমণীবৃন্দগণের মধ্যে) স্বয়মুপরচিতৈঃ (স্বয়ং সংগৃহীত) পদ্মৈঃ পদ্মৈঃ (পদ্মে পদ্মে [ও]) মিথঃ (পরস্পর) তথা মৃণালৈঃ মৃণালৈঃ (মৃণালে মৃণালে আঘাত করিয়া) যৎ তৎ (যে অদ্ভুত) লীলাযুদ্ধং (লীলাযুদ্ধ) অজনি (সঙ্ঘটিত হইয়াছিল), তস্মিন্ (সেই যুদ্ধে) তাসাং (তাঁহাদের) কুতুকম্ অজনি (কৌতুহলই সঞ্চার বা উৎপত্তি হইয়াছিল, [কোনরূপ পীড়াবোধ হয় নাই; পরন্তু]) প্রমোদাৎ (হর্ষবশতঃ) তৎ পশ্যতঃ (তাহা দেখিতে দেখিতে) কৃষ্ণস্য এব (শ্রীকৃষ্ণেরই) মনঃ (চিত্ত) প্রহরণযত্নেন ইব (সেই আঘাতবশতঃই যেন) রুগ্ণম্ অভূৎ (পীড়িত হইয়াছিল, [বস্তুতঃ উহা দেখিয়া চিত্ত কামবেগেই পীড়িত হইয়াছিল]) ॥৭৮॥ (১০৩)

কদাচন বা, কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণ) কোকযুগ্মং (চক্রবাক পক্ষিযুগলকে) কর্ষতি ([স্বীয় করযুগলদ্বারা] আকর্ষণ করিলে [অর্থাৎ স্তনযুগলকে পীড়ন করিবার ইঙ্গিত করিলে]) অবলাঃ (বধূগণ) দোর্ভ্যাং (নিজ-নিজ-বাহুযুগল দ্বারা) স্বস্তিকং দধুঃ (স্বস্তিকা চিহ্ন রচনা [অর্থাৎ করযুগল বক্ষঃস্থলে স্বস্তিকাকারে স্থাপন পূর্বক স্তনদ্বয়ের আবরণের ইঙ্গিত] করিয়াছিলেন); কণ্ঠে ([শ্রীকৃষ্ণ]

স্বীয় কণ্ঠদেশে) চারুমৃণালং (সুন্দর মৃণাললতা)
অর্পয়তি (অর্পণ করিলে [অর্থাৎ তাঁহাদের মৃণালতুল্য
ভুজলতাকে স্বীয় কণ্ঠে জড়াইয়া ধরিবার ইঙ্গিত প্রকাশ
করিলে]), তাঃ (তাঁহারা [হাস্যভাবের সূচনা করিয়া])
ভুজান্ (নিজ-নিজ-বাহুসমূহ) ভঙ্গুরান্ চক্রুঃ
(কুঞ্চিত, বাঁকা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন; [এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের
মুখচুম্বনের ইঙ্গিত করিয়া]) পদ্মং জিঘ্রতি
(পদ্মপুষ্প আঘ্রাণ করিলে [তাঁহারা]) পাণিভিঃ
(হস্তদ্বারা) বক্ত্রং (মুখ) পিদধিরে (আবৃত
করিতেছিলেন); জলক্রীড়নে (জলক্রীড়ায়)
তাভিঃ (তাঁহাদের সহিত) তস্য (শ্রীকৃষ্ণের)
ইঙ্গিতৈঃ ইঙ্গিতৈঃ (ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে) কঃ অপি
(এক অপূর্ব) সৌরত-রসঃ (সুরত-সুখের রস)
বভূব (উদয় হইয়াছিল)॥ ৭৯॥ (১০৭)

অনিতরং, মৃগদৃশাং (সেই সুন্দরীগণের) কুচমণ্ডলঃ
(স্তনমণ্ডল) নির্লেপঃ (চন্দনাদির প্রলেপশূন্য),
হারাবলী (হারসমূহ) নির্গুণা (গুণশূন্য অর্থাৎ
গ্রন্থিচ্যুত), নেত্রাম্ভোরুহং (নয়নকমল) অঞ্জনেন
রহিতং (কজ্জলচিহ্নরহিত), ওষ্ঠাধরং (ওষ্ঠ ও

(রত্নাভা-হীন)
অচির) নীরাগং (রত্নশূন্যং), মণিমেখলা (মণিময়
চন্দ্রহার) নিগ্রন্থি: (গ্রন্থি [এবং]) কচততি:
(কেশবন্ধন [কবরী]) মোক্ষং গতা (বিমুক্ত হইয়াছিল;
[তৎকালে]) সা কাচন বিগুণা এব শ্রী: আসীৎ
(ঐরূপে কোন এক বিগুণ শোভারই উদয় হইয়া-
ছিল); হি (যেহেতু) খনরসে (জলে, অর্থানুরোধে
সম্ভোগশৃঙ্গাররসে) মগ্নস্য (নিমগ্ন ব্যক্তির)
তৎ (ঐরূপ দশা) যোগ্যং (সঙ্গতই হয়) ॥৮০॥ (১০৮)
নার্য: (সেই ললনাগণ) অমলৈ: শঙ্খৈ: (মনোহর
শঙ্খপুষ্পরাশি দ্বারা) কেশাভরণং (কেশের আভরণ),
উৎপলৈ: (উৎপলরাজি দ্বারা) কর্ণভূষাং (কর্ণদ্বয়ের
অলঙ্কার), বিসলতিকয়া (মৃণাললতাদ্বারা) হারং
(হার [ও]) শৈবলেন (শৈবালদ্বারা) মেখলাং
কৃত্বা (চন্দ্রহার রচনা করিয়া), ক্রীড়োপান্তে
(ক্রীড়ার উপসংহার-কালে) প্রেম্ণা (প্রীতির সহিত)
তানি মণিময়-শিরোভূষণাদীনি (মণিময় শিরো-
ভূষণ-প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার) দিনমণিভুবে
(যমুনাদেবীকে) প্রীত্যে দেয়ানি চক্রু: (প্রীতি-
উপহার প্রদান করিয়াছিলেন) ॥৮১॥ (১০৯)

এতাঃ ([অনন্তর] এই সুন্দরীগণ) কঙ্কণালি কঙ্কণকলেন
(কঙ্কণের ঝঙ্কারযুক্ত) বামকরবারিরুহেণ (বাম
করকমলদ্বারা) বারি উল্লাস্য (জলরাশি উচ্ছ্বসিত
করিয়া) দক্ষিণেন (দক্ষিণ করকমলদ্বারা) সন্তাড্য চ
(তাড়নাপূর্বক) চারু (সুন্দর রূপেই) উৎসবসমাপ্তি-
ফলাপ্তু ইব (উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াই
যেন) জলমণ্ডুকবাদ্যলীলাং (জলমণ্ডুক-নামক বাদ্য-
বাদন) আতেনুঃ (বিস্তার করিয়াছিলেন) ॥৮২॥ (১১০)
অথ (অতঃপর) স্নানোত্তীর্ণাঃ (কৃতস্নানা অর্থাৎ স্নানান্তে [সুন্দরীগণ])
কনককমলিনী-অধিকভাসঃ (সুবর্ণ কমলিনী অপেক্ষাও
সমধিক দীপ্তিযুক্ত হইয়া), নিতম্বং ক্রান্ত্বা (নিতম্ব-
দেশ অতিক্রম পূর্বক অর্থাৎ অধো-নিতম্ব) স্রুতৈঃ (বিযুক্তাবস্থায়
বিরাজমান [ও]) অবিরতপয়োবিন্দুনিষ্যন্দ-
ভাগ্ভিঃ (অনবরত জলবিন্দু ক্ষরণকারী) কেশৈঃ
(কেশরাশি ধারণ করিলে), হঠহৃতৈঃ (বলপূর্বক
অপসারিত হইয়া) পৃষ্ঠানুসরণপরৈঃ (পশ্চাদনু-
সরণকারী [ও]) অশ্রুমুক্ষ্ভিঃ (অশ্রুমোচন-
রত) উচ্চৈঃ ধ্বান্তৈঃ (ঘোরতর অন্ধকাররাশিদ্বারা)
ইন্দোঃ অংশুমালাঃ ইব (চন্দ্রকিরণরাজির ন্যায়)
রেজুঃ (শোভা পাইয়াছিলেন) ॥৮৩॥ (১১১)

৪০। অতঃপর, যাঁহার সম্বন্ধাধিষ্ঠান সকলেরই দুর্জ্ঞেয়,
সময়োচিত সেবানিপুণা সেই যোগমায়া-দেবী
অতিশয় আদরের সহিত তৎকালোচিত অতিরমণীয়
যে-সকল বস্ত্র, অলঙ্কার ও অনুলেপন প্রভৃতি
উপহাররূপে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল
দ্রব্য স্বপ্নলব্ধের ন্যায় মনে করিয়া যথাযোগ্যরূপে
ব্যবহারপূর্বক সেই সুন্দরীগণ নিখিল সৌন্দর্যের
পরিপালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের
কর্ণযুগলে কুণ্ডলদ্বয় অপূর্ব নৃত্য প্রকাশ করিতেছিল।
এতদবস্থায় প্রণয়রসের উত্তম পাত্রস্বরূপা সেই গোপ-
রমণীরত্নরাজি মনোহর দীপ্তিযোগে সমস্ত কলা-
রাশির পালনকারিণী মূর্তিমতী লাবণ্য-লক্ষ্মীর ন্যায়
ও চিত্তাকৃতি মহোৎসবে প্রকাশিত মাধুরীরাশির
ন্যায়, মদমুখর কলহংস ও কারণ্ডব প্রভৃতি
পক্ষিগণের শোভাযুক্ত মনোহর
উপবনাকৃতি কুঞ্জগৃহের চত্বরে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-
মণিদ্বারা অলঙ্কৃত ও রসিকমণ্ডলীর মুকুটের
শোভাবর্ধক নীলমণিস্বরূপ রসময় প্রিয়তমের
সহিত পুনরায় হর্ষসহকারে মণ্ডলাকারে উপবেশন
করিয়াছিলেন।। (১১২।।

[তৎকালে] বনীনাং দেবতাভিঃ (বনদেবতাগণ)
তত্র (সেখানে) মণিময়ঘটৈঃ (মণিময় কলসসমূহ-
দ্বারা) স্বাদুঃ (সুস্বাদু), স্বচ্ছঃ (সুনির্মল),
সুরভিপরিমলঃ (অতি সৌরভশালী), কৌসুমঃ
শীধুপূরঃ (পুষ্পজাত আসববিশেষ) আনিন্যে
(আনয়ন করিয়াছিলেন); মদনক্ষীবৈঃ (যাহার
মধ্যে মত্ত হইয়া) মধুপানিকৈঃ (ভ্রমরগণ)
সর্বতঃ ঘূর্ণমানৈঃ (সর্বত্র ঘূর্ণন-সহকারে) জ্যোৎস্না-
জালে ব্যোম্নি অপি (জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশেও)
গাঢ়ান্ধকারঃ উপচিতঃ ইব (যেন ঘোর অন্ধ-
কার রাশি [সঞ্চয়, বৃদ্ধি] সম্পাদন করিয়াছিল) ॥ ৮-৪ ॥ (১১৩)

রজতধবলজ্যোৎস্নাজালোজ্জ্বলে (রৌপ্যজলের
ন্যায় শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত) পুলিনো-
দরে (সেই যমুনাতীর সৈকতে) তাসাং (সেই সুন্দরী-
গণের) পুরঃ (সম্মুখে) স্ফটিক-চষকশ্রেণয়ঃ
(স্ফটিকের পানপাত্রসমূহ), পরমসাম্যাৎ
(উক্ত সৈকতের সহিত সমান কান্তিযুক্ত বলিয়া)
নয়নাবিষয়ীভাবং ইত্বা (পৃথক্‌ভাবে দৃষ্টিগোচর
না হইলেও) করকিসলয়স্পর্শেন এব (তাঁহাদের

করকমলদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াই) স্ববোধীবিভাবিকা :
(নিজ-পরিচয় প্রদানপূর্বক) পরিরেভিরে
(বিরাজ করিতেছিল) ॥ ৮৫॥ (১১৪)

৪১। অনন্তর মধুপানের এই উত্তম সামগ্রীকে কামোদ্দীপক হর্ষধারার পরিপূর্ণতারূপে দর্শন করিয়া মনোনুরত চিত্ত ও সরসহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ সেই অনায়াস-সিদ্ধ মধু-রসকে অনুমাননপূর্বক তদ্ বিষয়ে লালসা-যুক্ত হইয়া, সেই সুন্দরীগণের চিত্তের বিবিধ-ভ্রান্তিময় বিলাস দ্বারা পরিপুষ্ট আলস্যযুক্ত মনোহর মদমাধুর্য দর্শন করিবার নিমিত্ত উক্ত আসবধারাকে—

স্ফটিকচষকৈঃ (স্ফটিকময় পানপাত্রসমূহে) পূরয়িত্বা (পূর্ণ করিয়া) একৈকশো (প্রত্যেককে) প্রদাতুং (প্রদান করিবার নিমিত্ত) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কৌতুকাৎ (কৌতুকবশতঃ) এতাসাং (সেই সুন্দরীগণের) প্রিয়সহচরীঃ (প্রিয়সহচরীবর্গকে [সম্বোধন করিয়া]) সুদৃশঃ! (হে সুন্দরীগণ!) মুখপার্শ্বে বিভজ্য মধু-স্ব-উদ্দেশ্যে [প্রথমতঃ এই মধু] ভাগ করিয়া) স্বেচ্ছাপূর্বং নয়ত ([তোমরা উহা] ইচ্ছানুরূপ) নয়ত (গ্রহণ কর) ইতি (এইরূপ)

প্রাহ (বলিলে) তা: (সেই প্রিয়সহচরী(দাসী)গণ) তস্য
(শ্রীকৃষ্ণের) অংশাং (অংশ) তদভিমুখতে: ন্যস্য
(তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া) তস্য এব চক্রু:
(অবশিষ্ট যথাযথরূপে ভাগ করিয়াছিলেন) ॥৮৬॥ (১১৬)
এরূপ অবস্থায়, সুরতসমরে (রতিযুদ্ধ) প্রত্যাসন্নে
(নিকটবর্তী হইলে), শীতধাম্ন: (শশধরের)
কিরণমুর্ধয়া (কিরণ মুর্ধায়) প্রোক্ষিতে (সিক্ত [বিদ্ধ])
কমলকুমুদামোদিনা (কমল ও কুমুদরাজির
সৌরভযুক্ত) মারুতেন (বায়ু-প্রবাহ দ্বারা) প্রত্যামৃষ্টে
(পরিমার্জিত), কর্পূরাভে (কর্পূর-শুভ্র) ভানুপুত্র্যা:
সৈকতে (যমুনাপুলিনে) প্রাদুর্ভূত: (আবির্ভূত)
স: খলু (সেই) বীরপানপ্রমোদ: শুশুভে
(বীরপান-ক্রিয়ার হর্ষরাশি অতিশয় শোভা-বিস্তার
করিয়াছিল) ॥৮৭॥ (১১৭)
[তৎকালে] তাসাং (সেই সুন্দরীগণের) পুরত: (সম্মুখে)
প্রতিচষকং (প্রত্যেক পানপাত্রে) মাধ্বীকং (সেই সুরা-
রাশি বা আসব মাধ্বী) প্রতি-বিম্বিত-শশি-বিম্বং (চন্দ্রমণ্ডলের
প্রতিবিম্বযুক্ত হইয়া) বিলসদুৎপলামোদং (উৎপলের
ন্যায় সৌরভ#বিস্তারপূর্বক) উপরি ভ্রমদলি-লালিতং

স্বরূপ (উপরি ভাগে ভ্রমনরত ভ্রমরগণের দ্বারা মনোহর বা সুদৃশ্য হইয়াই শোভা পাইতেছিল) ॥৮৮॥ (১১৮)

কাচিৎ (কোন সুন্দরী) পানক্রীড়াপরিষদি (সেই পানলীলায়) আদৌ পানে (প্রথম পান-কালে) নয়নযুগলয়োঃ (নয়নযুগলের) শোণিমানং (রক্তিমা), দ্বিতীয়ে (দ্বিতীয় [পানকালে]) বাক্-বৈকল্যং (বাক্যের জড়তা [ও]) তৃতীয়ে (তৃতীয় [পানকালে]) হাস-ভীত্যোঃ (হাস্যের ও ভয়ের) কাণ্ডিজননতাং (অস্থানে উৎপত্তি) দ্রষ্টুং (দর্শন করিবার নিমিত্ত) পশ্চাৎ (পশ্চাৎ) প্রার্থনাম্ (প্রিয়তমকে ও) অন্যাঃ অপি (অন্যান্য সুন্দরীগণকে) পরিহাসিতুং (উপহাস করিবার নিমিত্ত [স্বয়ং]) পাতুং ইচ্ছাং ন দধে (পান করিতে ইচ্ছা করিলেন না) ॥৮৯॥ (১১৯)

[প্রতি পূর্বপৃষ্ঠায় ৯০তম শ্লোকের অন্বয়মুখে বঙ্গানুবাদ দেখ]

৯২। এইরূপে সেই পানোৎসবের সমাপ্তি হইলে মাধুর্য্যরূপ মধুসম্পত্তিশালী ও মত্তগজরাজের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন প্রমোদাসক্ত শ্রীকৃষ্ণ মত্তমাতঙ্গী-গণের ন্যায় সেই ললনাগণের সহিত মধুপান ও কন্দর্পের আবেশজনিত মত্ততাবশতঃ নিরন্তর উৎফুল্ল-

চিত্তে মত্ততার অনুরূপ আচরণদ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিচ্ছেদ-হেতু অশরীরের ন্যায় অবস্থা ধারণ করিয়া ও মৌনভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে (তিনি, প্রসন্ন রাগের পানদ্বারাই অতিশয় মত্ততার সঞ্চারহেতু যাঁহাদের পানতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছিল, সেই সুন্দরীগণের নিজ-নিজ-সখীগণের সহিত অনুষ্ঠিত মত্ততাজড়িত এইরূপ বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।— (১২১)

[কোন সুন্দরী পানপাত্রস্থিত আসবের মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া বলিলেন—] 'আলি! (হে সখি!) ইন্দুঃ (চন্দ্র) মে (আমার) মধু (আসব) কিং পিবতি পান করিতেছে কেন? [তদুত্তরে সখী বলিলেন—]) আলি! (হে সখি!) যৎ (যেহেতু) অয়ং (এই চন্দ্র) তব মুখরুচং মুষ্ণন্' (তোমার মুখের কান্তি চুরি করিতেছে; [সেইহেতু তুমি])

হইয়া তিনিও তাঁহার সহিত এইরূপ আলাপ করিতে
লাগিলেন ॥ (১২৫)

[প্রথমতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—]
'আলি!' (হে সখি!' [শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—]) 'প্রিয়ে!' (হে
প্রিয়তম!' [শ্রীরাধা বলিলেন—]) 'হারী: শঠ: অসি';
(তুমি নারীচোর ~~ও~~ শঠ;) [শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—])
'কৃষ্ণ! মে সংপ্রসীদ' (হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও;
[শ্রীরাধা বলিলেন—]) 'শ্যামে (হে শ্যামলে!) স: (তিনি)
ত্বাম্ অভিসরতি কিম্?' (তোমায় অভিসার করেন কি?
[শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—]) 'নাথ!' (হে নাথ!) ত্বং হি (তুমিই)
মে উল্লাসঃ' (আমার উল্লাস) ইতি (এইরূপে
[উভয়ে]) প্রকৃতিবিকৃতীভাবতঃ (প্রকৃতির বিপর্যয়-
ক্রমে) অনাশ্রিতার্থং ব্যাকলন্তৌ (অর্থসমঞ্জস অসংলগ্ন ~~কথা~~
বাক্যালাপ প্রকাশ করিয়া) কুসুমধনুষং
(কন্দর্পকে) মূঢ়ভাবং নিন্যতুঃ (মূঢ়ভাবাপন্ন
করিয়াছিলেন) ॥১২৬॥

[অনন্তর] মধুমদবশে (মধুপানজনিত মত্ততায়)
লাকং যাতে (অপমান হইলেও) প্রাগ্‌সংস্কারশেষে
(সংস্কাররূপে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে [এবং])

স্মর ভুজবলে (কন্দর্পের বাহু বলের) বৃদ্ধিং যাতি চ
(বৃদ্ধি হইলে) উভয়োঃ বিপ্রীভাবাৎ (সেই তার অবশেষের
উ কন্দর্পের আবেশের মিশ্রণ ফলে) অসকৌ
(সেই) রম্যা (রমণীয়া) রামাবিততিঃ (বধূগণ)
প্রাণনাথেন সাকং (প্রাণনাথের সহিত) সুরতকলয়া
(রতিলীলায়) দীর্ঘামেকাং রাত্রিং সময়ামাস
(সেই সুদীর্ঘ রজনীকে যাপন করিয়া-
ছিলেন)॥ ৭৫॥ (১২৭)

ইত্থং (এইরূপে) সান্দ্রানন্দকলেবরেণ (আনন্দঘন-
বিগ্রহ) রসিকেন (রসিক শ্রীকৃষ্ণ) কাব্যকথাযথার্থ-
বিধয়ে (কাব্যকথার যথার্থতা সম্পাদনের নিমিত্ত)
গোপাঙ্গনাভিঃ (গোপনারী রূপে পরিচিত,
[বস্তুতঃ]) আনন্দিনীভিঃ (আনন্দদায়িনী)
স্বাভিঃ শক্তিভিঃ (স্বীয় শক্তিস্বরূপা) আভিঃ সমমেব
(এই বধূগণের সহিতই) পরিতঃ (সর্বত্র) মাধ্বীক-
পানাদিকাং (মধু-পান প্রভৃতি) মাধ্বীয়াং (মধুর চেষ্টা
[রতিক্রিয়োৎসব]) সুরতোৎসবং চ দধতা (সুরতোৎসব
সম্পাদন পূর্বক) কামঃ কৃতার্থীকৃতঃ (কন্দর্পকে
কৃতার্থ করিয়াছিলেন)॥ ৭৬॥ (১২৮)

২৪। অতএব গগনমণ্ডলে অল্পসংখ্যক নক্ষত্রই নিজেদের
ক্ষীণ-দীপ্তি বিস্তার করিতেছিল। তাহাদিগকে
দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, আকাশরূপ বৃক্ষের
(পারাবতপূর্ণের) পারাবতরূপী অন্ধকার [(ছিদ্রবিশিষ্ট মধ্যে)] লালফল
ভক্ষণ করিলে তন্মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল, দেববধূ-
গণ পুষ্পরাশির সহিত তাহারও কিয়দংশ বর্ষণ
করিলে সম্প্রতি এই কয়টি লালফলই অবশিষ্ট
রহিয়াছে। কিম্বা নিশাকালে রজনীকান্ত রজনী-
বধূর শতলহরী মুক্তাহার ছিন্ন করিলে উহা
হইতে পতিত যে সকল মুক্তা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত
হইয়াছিল, উহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্তির নিমিত্ত সংগ্রহ
করা হইলে এই কয়টি মুক্তাই এখনও
অসংগৃহীত রহিয়াছে। এই সময়ে চন্দ্ররূপী রজত-
ময় নৌকাটি দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাত্রা করিয়া
আকাশরূপ সমুদ্রের মধ্যভাগে গতিবিঘ্নকারী
প্রতিকূল বায়ুস্বরূপ রাসবিলাসীদের দ্বারা দীর্ঘকাল-
পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া পুনরায় কালবিলম্বে
চলিতে চলিতে পশ্চিমদিক্‌স্বরূপ দ্বীপের নিকট
উপস্থিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় রাত্রিও শেষ

ভগবদ্‌বিরহজনিত ভাবী গুরুতর দুঃখের আশঙ্কায়ই
শরীরত্যাগের চেষ্টা করিলে তদ্দর্শনে আকাশ-
স্থিত দেববধূগণের চিত্তেও সন্তাপের সঞ্চার-
^(প্রাণ, সম্ভবতঃ শরীর ত্যাগে)
হেতু যেন গুরুতর শল্যই, তির্যগ্‌ভাবে বিদ্ধ
হইয়াছিল ।। (১২৯)
এবং (এইরূপে) অতিদীর্ঘদীর্ঘায়াঃ (অতিশয়
সুদীর্ঘা) নিশঃ অবসানে (সেই রজনীর অবসানে)
বিলাসবিরতৌ (রাসলীলা সমাপ্ত হইলে) সপদি
(তৎক্ষণাৎই) যোষিতঃ (সেই বধূগণ) পুনঃ
(পুনরায়) পতিম্মন্যানাং (তাঁহাদের পতি বলিয়া
অভিমানকারী গোপগণের) সদনম্ অগমন
(গৃহেই গমন করিলেন)।। ৯৭।। (১৩০)
পতিম্মন্যাঃ তে অপি চ (আর, পতিম্মন্য
সেই গোপগণও) তাঃ সুদৃশঃ (সেই সুন্দরী-
গণের প্রতি) ন অভ্যসূয়ন্তি স্ম (কোনরূপ
অসূয়া প্রকাশ করেন নাই, [পরন্তু])
তাঃ (তাঁহারা) ছায়ারূপতয়া
(প্রকৃতপক্ষে ছায়ারই- মূর্তিমতীরূপে) পার্শ্বস্থাঃ (পার্শ্বেই রহিয়া-
ছেন) ইতি (ইহাই) অনিশং (সর্বদা)
অমংসত (মনে করিতেন বা মনে করিয়াছিলেন)।। ৯৮।। (১৩১)

~~অঙ্গীকৃত (গ্রহণ করিয়াছিলেন) ॥ ৯৮॥ (১৩১)~~

তস্য পরপুরুষত্বং ন (শ্রীকৃষ্ণ পর পুরুষ অর্থাৎ উপপতি নহেন); তাসাং চ (ব্রজের সেই বধূগণও) পরনারীত্বং নো (পর নারী অর্থাৎ উপপত্নী নহেন; [পরন্তু]) তস্মিন্ এব (একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই) পরপুরুষত্বং (পরম পুরুষত্ব বা পুরুষোত্তমত্ব [এবং]) তাসু (সেই বধূগণের মধ্যেই) পরনারীত্বং চ (পরনারীত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-নারীত্ব [বিদ্যমান রহিয়াছে]) ॥ ৯৯॥ (১৩২)

তস্য চ তাসাং চ (শ্রীকৃষ্ণের ও উক্ত বধূগণের) ইদম্ অমলং বিক্রীড়িতং (এইরূপ নির্দোষ লীলাবিলাস) স্বতঃসিদ্ধং (নিত্যসিদ্ধ বস্তু; [পরন্তু কালবিশেষের সীমায় আবদ্ধ নহে]); কেবলং (কেবলমাত্র) লোকানুগ্রহহেতোঃ (লোকের প্রতি অনুগ্রহার্থই) অবনৌ (ধরাতলে) প্রকাশম্ আয়াতং (কালবিশেষে প্রকট হইয়াছেন) ॥ ১০০॥ (১৩৩)

~~কর্ণযুক্তঃ যঃ (কর্ণযুক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ণ সার্থক করিয়া) যঃ (যিনি [illegible] যঃ (~~

যঃ (যিনি) কর্ণযুতঃ (কর্ণকে নিবিষ্ট করিয়া) এতৎ (এই) কর্ণরমনীয়ং (শ্রুতিসুখকর লীলাচরিত) আকর্ণয়তি (শ্রবণ করেন [এবং]) যঃ (যিনি) বর্ণয়তি চ (ইহার বর্ণন করেন), তয়োঃ (তাঁহাদের) সৌভাগ্যং (সৌভাগ্য) বচোবিষয়ঃ ন স্যাৎ (বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায়না)॥ ৮০১॥ (১৩৪)

ইতি শ্রীসদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারে
রাসবিলাস-নামক বিংশ স্তবক।

একবিংশ স্তবক।

১। অতঃপর ফাল্গুন মাসে লোকাচারানুযায়ী
অতি মনোহর উৎসব দায়িনী ও খেলায় নিপুণ
দেবগণেরও দুর্লভরূপে অভীষ্টা খেলাকৌতুকাত্মক
ক্রীড়াবিশেষ (হোলিখেলা) যে-সময়ে নববল-
শালী ব্রজমণ্ডলে সর্বজন অনুষ্ঠেয়রূপে
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তৎকালে বংশীধারী
শ্রীকৃষ্ণ ও কৌতূহলশালী বলদেব উভয়েই
বৃন্দাবনে ঐ উক্ত উৎসবের মহিমাহেতু লজ্জা-
সঙ্কোচশূন্যা ও তদ্বিষয়ক নৈপুণ্যযুক্ত
বৈদগ্ধ্যবিভূষিতা সৌভাগ্যশালিনী
সুন্দরীগণের শোভাযুক্ত, অথচ কৌতুক-
সুরভিরসের লেপনদ্বারা
অতিশয় চাকচিক্যযুক্ত মণ্ডলমধ্যে নিজ-নিজ-
অনুরক্তা ললনাগণের সঙ্গীতদ্বারা পৃথক
পৃথক্ ভাবে কীর্তিত হইয়া মানানুযায়ী
পৃথক্ পৃথক্ বিহার
করিয়া নিজ-নিজ-প্রেয়সীগণের হৃদয় আকর্ষণ
করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহারা মনোরম
অনুলেপন, মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা

বিচিত্ররূপে সজ্জিত হইয়া অনুরাগময় সহিত
কোন রাগাখিলেশ্বের আলাপ করিতে করিতে তদুচিত
স্বরের, গ্রামের ও মূর্চ্ছনার প্রকাশ দ্বারা অক্ষয় আনন্দ
উপভোগ করিতেছিলেন এবং দেশাচারানুসারে,
প্রীতিমুগ্ধকর করতালি,
চঞ্চল বলয়ঝঙ্কার ও মধুর বাদ্যযুক্ত চর্চরী,
দ্বিপদিকা প্রভৃতি-মনোহর-সঙ্গীতকারী প্রণয়ী
সহচরগণের ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত
অতিশয় সন্তোষযুক্ত: বাসন্তী রজনীর সমাগমে
পরম শোভাযুক্ত, চন্দ্রকিরণের সংস্পর্শে
অতি বিচিত্র সুষমমূর্তিশালী,
নিরন্তর তরুণ তরুরাজির সন্নিবেশে
অতিরমণীয় ও ময়ূরের কেকারবে সুশোভিত
কাননের মধ্যে দীর্ঘকাল বিহার করিয়াছিলেন ৷৷ (৩)
তৎকালে — বারুণীমদবিঘূর্ণনেত্রশ্চ: (বারুণী মদিরাপানে
যাঁহার নয়নযুগল ঘূর্ণিত হইতেছিল [এবং]) গণ্ড-
মণ্ডলচলৈককুণ্ডল: (এক গণ্ডে একটি চঞ্চল কুণ্ডল
বিরাজ করিতেছিল, ঈদৃশ) হলী (শ্রীবলদেব)

গাননর্তন কুতুহলী (সঙ্গীত ও নৃত্যবিষয়ে কৌতুহল-বিস্তার পূর্ব্বক) স্বানুরাগি-রমণীভিঃ (স্বীয় অনুরক্তা প্রণয়ী পত্নের সহিত) আবভৌ (অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন)॥ ১॥ (২)

[আর্দ্রকেন্দু। তিনি] হিমগৌরাং (শিশিরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ) বপুষঃ (নিজ-দেহ হইতে) বিস্রস্তেন (বিচ্যুত) অতিনীতিনা (অতিশয় নীলবর্ণ) বাসসা কৃতশোভঃ (উত্তরীয় বস্ত্রের শোভা ধারণ করিয়া), উরসঃ (বক্ষঃস্থল হইতে) অর্দ্ধং অর্দ্ধং স্খলতা (অর্দ্ধস্খলিত) তিমিরেন (অন্ধকারের সহযোগে শোভিত) শশাঙ্কঃ ইব (চন্দ্রের ন্যায়) ভ্রাজতে স্ম (বিরাজ করিতেছিলেন)॥ ২॥ (৩)

এইরূপ, বলঃ (বলদেব) প্রমদবিহ্বলঃ (হর্ষবিহ্বল হইয়া) চর্চ্চরী-দ্বিপাদিকাদি-গানক্রমে (চর্চ্চরী ও দ্বিপদী-প্রভৃতি গানের উপক্রমে) ক্বচিৎ নটতি (কোনও সময়ে নৃত্য করিতেছিলেন), ক্বচিৎ (কোনও সময়ে) হসতি গায়তি (হাস্য ও গান করিতেছিলেন [এবং]) ক্বচিদপি (কোনও সময়ে বা) প্রিয়াভিঃ সমং (প্রিয়তমাগনের সহিত) সুরভিকামসিন্দূরবৎ

(মুগাক্ষি কামসিন্দূরের ন্যায়) কৌঙ্কুমং রজঃ
(কুঙ্কুম চূর্ণ) কিরতি (নিক্ষেপ করিতেছিলেন)॥৩॥(৪)
নিজসখীনিকরেণ সহ (নিজ-সখীগণের সহিত)
চন্দ্রাবলী (চন্দ্রাবলী), প্রাণপ্রিয়েণ (প্রাণপ্রিয়া)
ললিতাদি-সখীজনেন (ললিতা প্রভৃতি সখীগণের
সহিত) রাধা (শ্রীরাধা), নিজালীনিচয়েন
(নিজ-সখীগণের সহিত) শ্যামা (শ্যামা), নিজেন
আলীকুলেন (স্বীয় উত্তম সখীগণের সহিত)
ভদ্রা (ভদ্রা ইহাঁরা) যূথপানাং নিবহৈঃ
(অন্যান্য যূথেশ্বরীগণের সহিত) অন্যোন্য হাস-
পরিহাস-বিলাসপূর্বং (পরস্পর হাস্য ও পরিহাস
আচরণ পূর্বক) সৈন্দূর কৌঙ্কুমীর ক্ষোদনিকরং
কিরন্ত্যঃ (সিন্দূর ও কুঙ্কুম চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে
করিতে) মদিরায়তাক্ষ্যঃ (সেই খঞ্জননয়নাগণ)
বীণাদি-বাদন-বিধান-রসেন (বীণাদি বাদ্য-
রচনায় অনুরাগসহকারে) মুক্তকণ্ঠং (মুক্তকণ্ঠে)
দ্বিপাদিকাং জগুঃ (দ্বিপদী গান করিয়াছিলেন)॥৪৭৫॥(৫৭৬)
কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কলেন মুরলী নিনদেন (মুরলীর
সুমধুর কলধ্বনি দ্বারা) তাসাং (তাঁহাদের)

সুচির সঞ্চিতমানগর্বং (চিরসঞ্চিত মানগর্ব)
বিদ্রাবয়ন্ (দূর করিলে) তাভিঃ (প্রিয়তমাগণ)
প্রমোদরভসেন (হর্ষভরে) সমন্তাৎ (চতুর্দিক্
হইতে) সমং (একসঙ্গে) কাশ্মীররেণুনিকরেণ
(কুঙ্কুম-চূর্ণসমূহদ্বারা) বিকীর্যতে স্ম
(তাঁহাকে রঞ্জিত করিয়াছিলেন) ॥ ৬॥ (৭)
মদাবিলকলাকুলঃ (মৃগমদ-চর্চিত ও বৈদগ্ধী-
বিমণ্ডিত) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) কলভরাজবৎ (মদ-
জলধারায় বিলিপ্ত ও বৃংহিত-ধ্বনিযুক্ত গজরাজের
ন্যায়) নিশ্চলঃ (নিশ্চলভাবে) অবাঙ্মুখতয়া
(মুখ অবনত করিয়া) বরং (বরং) মৃগীদৃশাং
(সুন্দরীগণের) সকঙ্কণকণং করতলেন কীর্ণং
(কঙ্কণের ঝঙ্কারের সহিত করতলদ্বারা বিক্ষিপ্ত)
রজঃ (কুঙ্কুমচূর্ণ) সহতে এব (সহ্য)ই করিতে-
ছিলেন; [তথাপি]) চর্চরীরুচির বেণুগানং
(চর্চরীযুক্ত মনোহর বংশীয় সঙ্গীত) ন সমুজ্ঝতি
(পরিত্যাগ করেন নাই) ॥ ৭॥ (৮)
৯। এইরূপে ক্রীড়ার প্রভাববিস্তারহেতু বিলাসযুক্ত
দমনহেতুঃ বলদেবের সঙ্গিনী প্রিয়াগণ

অতিশয় মত্ততাসহকারে মদমত্ত গজরাজের ন্যায় লীলাবিহারকারী কৌতুকযুক্ত শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া —

রামানুরক্তাঃ (বলদেবের অনুরক্তা) রামাঃ (ললনাগণ) চলবলয়করোত্তালতালানুসারং (চঞ্চল বলয়যুক্ত করযুগলের উচ্চ শব্দদ্বারা তালের অনুকরণপূর্বক) গায়ন্ত্যঃ (গান [ও]) (পদকমললসন্মঞ্জুমঞ্জীরঘোষৈঃ (পাদপদ্মে বিরাজমান মনোজ্ঞ নূপুরের ধ্বনিবিস্তারপূর্বক) নৃত্যন্ত্যঃ (নৃত্য করিতে করিতে) গায়য়ন্ত্যঃ নর্তয়ন্ত্যঃ ([শ্রীকৃষ্ণকেও] গান ও নৃত্য করাইয়া) ঋজুসরসদৃশঃ (সরল ও সরস দৃষ্টিপাতসহকারে) লৌকিকেন (লোকোচিত) উপহাসেন (উপহাসের সহিত) অদূরাৎ (নিকট হইতেই) দেবরাংসে (দেবর শ্রীকৃষ্ণের অংসে) সকৌতুকং (কৌতুকভরে) কৌসুম্ভীঃ কেলিধূলীঃ আকিরন্ (কুসুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) ॥৩॥ (৯)

অনন্তর, কৃষ্ণাপাঙ্গেঙ্গিতজ্ঞৈঃ (শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ-কৃত ইঙ্গিতবিষয়ে অভিজ্ঞ) সহচরনিকরৈঃ (সহচরগণ) যুগপৎ উপচিতৈঃ (একসঙ্গে মিলিত হইয়া) লোহিত-শ্বেত-পীতান্ (রক্ত, শ্বেত ও পীতবর্ণ) পিষ্টাতান্ (সুগন্ধি চূর্ণ দ্রব্যসমূহ) উৎক্ষিরদ্ভিঃ (নিক্ষেপ করিয়া) তাসু দ্রাব্যমানাসু (তাঁহাদিগকে সত্বর পলায়নে বাধ্য করিলে) গাম্ভীর্যাস্নিগ্ধমুখোল্লাসিত, হিহাসিতঃ (গাম্ভীর্য-সহকারে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হাস্য বিস্তার পূর্বক) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বেণোঃ কূজিতেন এব (মুরলীর রব-দ্বারাই) তাঃ পর্যহাসীৎ (তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন); অথ (অতঃপর) কৃষ্ণবন্ধুঃ (শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুগণ) সত্বরং (সত্বরে অর্থাৎ বাক্যযোগেই) পরিজহসুঃ (পরিহাস করিতে লাগিলেন) ॥ ৭॥ (৮০)

৩। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের পারিষদগণ করযুগলের মাহাত্ম্যে লয়যুক্ত মনোহর উন্নত তাল প্রকাশ করিয়া, 'হো হো হী হী' এইরূপ হাস্য পরিহাসের পরিপাটীক্রমে চতুর্দিকে বিস্তৃত

হইলে, তাঁহাদের কৌতুকজনিত কোলাহলে
ক্রুদ্ধ হইয়া মদমত্ত করিরাজের ন্যায়
অতি প্রমত্ত শ্রীবলদেব ক্রীড়োপযোগী ফেলন্ত-চূর্ণ রাশির
নিক্ষেপরূপ ক্রীড়ামুখে ত্বরান্বিত হইয়া
জয়শীলরূপেই সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিলেন ॥ (১১)

৪। সিংহ যেরূপ সম্মুখস্থিত (সমীপবর্ত্তি) বস্তু না দেখিয়া দূরস্থ (দূরবর্ত্তি) বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ
তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত প্রিয় সখাগণ বিনতমস্তকে লজ্জা পূর্ব্বে
চলিয়া গেলেও পুনরায় যেন ভীত আক্রোশ হইয়া যেন প্রত্যা-
বর্ত্তন করিলে, তাঁহারা হতবুদ্ধির ন্যায় পলায়ন
করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ দীপ্তি-
শালীরূপে হইয়া নিকটে আসিলে অনন্তনাগের শরীরের
ন্যায় ভুজযুগলধারী এককুণ্ডলবিভূষিত ভগবান
শ্রীবলদেব উক্ত সহচরগণকে ভুজযুগলদ্বারা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক
কুঙ্কুমাদির চূর্ণদ্বারা ধূসরবর্ণ
করিয়াছিলেন ॥ (১২)

৫। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ বলপূর্ব্বক বলদেবের
নিকট হইতে আপনাদিগকে মোচন করিয়া পুনরায় সকলে
মিলিতভাবে নির্ভয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হইয়া

গৌরবযুক্তি পরিত্যাগপূর্বক অতিশয় কোলাহলের
সহিত অত্যুজ্জ্বল ফল্গু [ফাগু] চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া
তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ (১৩)

৬। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎহাস্যোজ্জ্বল দন্তকিরণ-
রাশি দ্বারা ওষ্ঠ ও অধরকে স্নাপন করাইয়া সরস করিয়া
সহচরগণকে বলিতে লাগিলেন, "হে সহচরগণ! তোমরা যে চিত্তের অনার্যোচিত
পরিচয় দিয়া সকলে মিলিয়া একরূপ ভাবে
মাননীয় অগ্রজ মহোদয়কে অসহায় অবস্থায়
পরাভূত করিতেছ, এই অন্যায় ব্যবস্থার আমার
রুচিসম্মত নহে।" এই কথায় সহচরগণ নিবৃত্ত হইলে
বলদেবের প্রিয়া বধূগণ সিন্দূররেণুবিরঞ্জিত মদকৌতুক-
শালী বলদেবকে পদ্মরাগমণির রক্তিমাযুক্ত
হীরকস্তম্ভের ন্যায়, জবাপুষ্পের কান্তিদ্বারা রঞ্জিত
স্ফটিকের অঙ্কুরের ন্যায়, নবীন সূর্যকিরণে
রক্তীকৃত হিমালয়ের মহাশৃঙ্গের ন্যায়,
চঞ্চল চক্রবাকযুক্ত রক্তপদ্মের বনভাগের সহিত
মিলিত শ্বেতপদ্মের বনের ন্যায় সন্ধ্যারাগে
সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিয়া,

অতিশয় অনুরাগের সহিত পুনরায় তাঁহার চতুর্দিকে,
~~সন্তোষসহকারে নৃত্য, গীত ও বাদ্যসমূহের অতিশয়~~
(সন্তোষসহকারে অতি প্রশংসনীয় নৃত্য, গীত ও
বাদ্য [বিস্তার] করিয়া বিহার করিতে করিতে অল্প দূরে
চলিয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত দূরে ক্রীড়া করিতে
করিতে কামমোহিতা কোন ~~রমণী~~ [ললনা] যেন মধুপান-
জনিত মত্তাবিশতঃই সেই প্রশংসনীয় উৎসবের
উৎকণ্ঠা[সহকারে] অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন ॥ (১৪)

~~৭। অনন্তর, প্রিয়তমের অগুরুর ন্যায় সৌরভ-
যুক্ত এই হস্ত হইতে তাঁহার বংশী কিভাবে
হরণ করা যায় এবং তাহা হইলে ইনি ও কিরূপে
নিরুপায় বংশীর বিরহে কিরূপ~~

~~৭। অনন্তর সকলে মিলিয়া "অহো! প্রিয়তমের
অগুরুর ন্যায় সৌরভযুক্ত মনোহর হস্ত হইতে
এই বংশীটি কিরূপে হরণ করা যাইতে পারে?
ইহার কুগান হেতু আমাদের সর্ব-প্রকার
সঙ্গীত কৌশলের পাণ্ডিত্য যেন পরাজিত হয়।
আর, ইহার হরণহেতু প্রিয়তম বা কিরূপে~~

(সেই কমলসুলোচনাগণ) দরাস্মিতং (মৃদুহাস্যসহকারে) কর্ণে কর্ণে নিভৃতং অলপন্ (সেই সময়ে নিভৃতে কর্ণের নিকটে মুখ সংলগ্ন করিয়াছিলেন)॥১০॥ (১৫)

৮। এইরূপে নিভৃতে যুক্তি করিয়া পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিবার নিমিত্ত সেই সুন্দরীগণ শ্রীরাধার নিকটে যাইয়া— হে সুন্দরি! যদি শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তোমার আগ্রহ হয়, তবে ক্ষণকাল কৃত্রিম বামভাব অবলম্বন করুন, তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের প্রগল্ভতা দূর হইবে এবং আমাদের সঙ্গীতেরও পরম কৌশল লক্ষিত হইবে। এইরূপে গোপনে নিজেদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, কুসুমাসব শ্রীমধুমঙ্গল বস্তুতঃ উক্ত পরামর্শ জানিতে না পারিলেও স্বাভাবিক বাচালতাবশতঃ নির্ভয়ে স্বীয় প্রতিভাবলেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন — হে প্রিয় বয়স্য! ইঁহারা মুরলীর সঙ্গীতের অনুরূপ সুন্দর সঙ্গীত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া মুরলীহরণের মন্ত্রণা করিতেছেন; সেইহেতু তুমি উহা আমার নিকটে রাখিয়া কণ্ঠদেশেই গান কর। আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার তেজঃপ্রভাবে ইঁহারা প্রকাশ্যে আমার নিকটে আসিতে পারিবে না।" (১৬)

নিকটে আসিতে পারিবেনা।। (১৬)

৯। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন – 'হে বয়স্য! বসন্তোৎসবেই তোমার ব্রাহ্মণের প্রভাব ও প্রকৃত তেজের পরিচয় পাইয়াছি; সেইহেতু অদ্য তোমার মুরলী-রক্ষণের ক্ষমতা উত্তমরূপেই প্রকাশ পাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।।' (১৭)

১০। কুসুমাসব বলিলেন – 'হে প্রিয়বয়স্য! যাঁহার মন্ত্রনীতিবলে তুমি সর্বোৎকর্ষশালী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইয়াছ, সেই আমি কি একটি মুরলীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবনা? এই সংসারে যাহাকে কেহ দর্শন করিতেও সমর্থ হয়না, এইরূপ সাধুত্ব প্রিয়বয়স্যের প্রতি অবিশ্বাস করিও না।।' (১৮)

১১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— 'যদি অতিশয় সন্তোষজনক মহোৎসবে প্রমত্তা এই ললনাগণ তোমার হস্ত হইতে এই মুরলী আকর্ষণ করে, তবে তুমি কি করিবে এবং আর এই মুরলীকেই বা পুনরায় কিরূপে পাওয়া যাইবে?।। (১৯)

১২। কুসুমাসব বলিলেন— 'আমার তপস্যার প্রভাব দর্শন করিও' এই বলিয়া নির্ভয়ে মুরলীটিকে আকর্ষণ-

পূর্বক নিজ-কক্ষতলে রাখিয়া — "হে বয়স্য! এখন
কণ্ঠযোগেই গান ~~করুন~~ করি" — এই বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ 'তোমার
যাহা ইচ্ছা' এইরূপ
তথাস্তু বলিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ (২০)

অনন্তর, কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বীণাবিতা (বীণাজয়ী)
কণ্ঠেন (কণ্ঠদ্বারা) অতিকলাং চর্চরীং (অতিমধুর
চর্চরী) গায়তি (গান করিলে) কালিন্দী (যমুনা)
স্তম্ভাতি স্ম (স্তম্ভভাব ধারণ করিয়াছিল); তরু-
লতাশ্রেণ্যঃ (তরুলতাবলি) অশ্রুবর্ষং দধুঃ
(অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল [এবং]) এণীগণাঃ
(হরিণীগণ) ~~[illegible]~~ শৃণ্বতঃ (তাহা শুনিতে শুনিতে)
শ্রবণোপকণ্ঠগলিতং (শ্রবণের নিকটভাগে [অর্থাৎ গণ্ডস্থলে] ক্ষরিত)
স্বেদাম্বু (~~[illegible]~~ ঘর্ম প্রবাহকে) তন্মাধুরীধারা-
সন্দহিয়া (সঙ্গীতেরই মাধুর্যধারার অয়ন মনে
করিয়া) রভসাৎ (আগ্রহভরে) অন্যোন্যং লিহন্তি
(পরস্পরের ঘর্মপ্রবাহ লেহন করিতেছিল) ॥১১॥ (২১)

১৩। তৎকালে কুসুমাসব উক্ত সঙ্গীতের স্বর, গ্রাম ও
শ্রুতি সমূহের অতিকৌশল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম-
সুখজনকরূপে শ্রবণ করিয়া প্রভূত গর্বের সহিত
বলিলেন — "হে ললিতে! আমাদের প্রিয়বয়স্য

অতিমনোরম চর্চরীসঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি
এই এ জীবনে এরূপ সঙ্গীতকৌশল শ্রবণ করি নাই।
তোমরা যতই গর্ব কর না কেন, [তোমাদের] এরূপ সুখকর
সুস্পষ্ট সঙ্গীত [অর্থাৎ গান করিবার] প্রকাশের সামর্থ্য নাই"॥ (২২)

২৪। তখন সঙ্গীতবিদ্যা বলিলেন - "হে বিচারহীন,
ক্রূরচিত্ত! এই চীনবসনধারিণী ললিতা যদি ইহা
অপেক্ষাও সুন্দররূপে চর্চরীগান করিতে সমর্থা
হন, তাহা হইলে এই মুরলীটি দিতে হইবে।
হে মন্দমতি! ইহা মনে কর"॥ (২৩)

২৫। কুসুমাসব বলিলেন - "হে সঙ্গীতবিদ্যে!
এই সঙ্গীতবিদ্যা সাধারণের বুদ্ধিপথে দুর্গম
হইলেও একমাত্র আমিই ইহার তত্ত্ব [জ্ঞাত বলিয়া]।
আমি যথাকালে নিজ-জ্ঞানানুসারে যদি
সমীচীন বলিয়া মত প্রকাশ করি, তাহা হইলেই
এই সঙ্গীতের রমণীয়তা দেবগণের ও আস্বাদযোগ্য
হয়"॥ (২৪)

২৬। তখন সঙ্গীতবিদ্যা বলিলেন - "হে ব্রাহ্মণবালক!
ইহা বেদগান নহে যে, ইহা কেবল ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ
হইবে; [সেই হেতু] ইহার জ্ঞানবিষয়ে [অর্থাৎ ইহার সুবিচারের পক্ষে] তুমি কে?

তখন শ্রীকৃষ্ণ গান করিতে করিতেই মৃদুহাস্যসহকারে দৃষ্টিযোগে এরূপ ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় কুসুমাসবের বোধগম্য হইতে পারে। (২৫)

১৭। অনন্তর কুসুমাসব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় বলিলেন— 'হে সর্বপতি! যদি তুমি সঙ্গীতবিষয়ে আমার অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতাকে প্রমাণরূপে স্বীকার না কর, তবে তাহাই হউক। কিন্তু যদি প্রিয়বয়স্যের সঙ্গীতের ন্যায় তোমাদের সঙ্গীতকালেও জলের স্তব্ধতা, তরুলতাপ্রভৃতির অশ্রুবর্ষণ, পক্ষি-মৃগপ্রভৃতির বিপুল পুলকরাজি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কোনরূপে উভয়ের সঙ্গীতের সাম্য স্বীকার করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কোথাও সমীচীন (সাম্য) ভাব লক্ষ হয় না। সেইহেতু আমি এই মুরলীকে পণরূপে স্বীকার করিতেছি; আর তুমি যদি এই সঙ্গীতরূপ দ্যূতক্রীড়ার যথোচিত নিয়ম স্বীকার কর, তবে তুমিও প্রিয়সখীকে পণরূপে ঘোষণা করহ।' (২৬)

১৮। তখন ললিতা বলিলেন— 'হে দুর্মতে!

তোমার ন্যায় অনেক অরসিকই এই ধরাতলে বিরসতার সঞ্চার করে ; যেহেতু, সর্বপ্রকার দ্যূতক্রীড়ায়ই পণ ও প্রতিপণ সমভাবেই নিরূপিত হয়। কাচ ও কাঞ্চনের কখনও সমতা হয়না।' কুসুমাসব বলিলেন— 'হে ভদ্রে! প্রিয়বয়স্যের মুরলী কাচ, আর, তোমার সখী কাঞ্চন, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়?' ললিতা বলিলেন — 'এ বিষয়ে আর সন্দেহ কী? যদি সমতা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অসঙ্কুচিত্তে বয়স্যকেই পণরূপে স্বীকার কর।' তখন কুসুমাসব বলিলেন - 'তুমি গান কর। আমি বিশুদ্ধস্বরূপ গানের অগ্রণী শ্রীরাধার সহিত তুল্যরূপে এই প্রিয়বয়স্যকেই পণ করিলাম।' (২৭)

২৮। তখন ললিতা গানের উপক্রম করিয়া —
গান্ধারগ্রামসঙ্গীত-গরিমধুয়াধূতগন্ধর্ববিদ্যং (গান্ধারগ্রামে গুরুত্বের আরোপদ্বারা গন্ধর্বগণের সঙ্গীতবিদ্যাকে পরাভূত করিয়া), গান্ধর্বীগর্বসর্বী-করণপটু (গন্ধর্ববধূগণের গর্ব খর্ব করিবার নৈপুণ্য-

প্রকাশন-সহকারের) নটদ্রুমলতং রত্তকণ্ঠে ~~ছুক্র~~
(দ্রুমলের নৃত্য ও কণ্ঠে অনুরাগ সঞ্চার পূর্বক),
সাহসোৎসাহনসাদ্দ্রীড়াক্রীড়ারসেন (সাহসের
উৎসাহ বশতঃ লজ্জারহিত ক্রীড়ারসের সহিত)
তিস্থানস্পর্শি (আরোহ, অবরোহ ও সমীনালক
তিবিধ স্থিতিযুক্ত [এবং]) নানাবিধগমকসমং
(নানাবিধ গমকের সূচক), অতিললিতোদার-
কেদাররাগং (অতিমনোহর ও উদার কেদার-
রাগের) আলবএ (আলাপ করিয়াছিলেন) ॥১২॥ (২৮)

২০। এইরূপে অনুরাগের সহিত কেদারী রাগের
আলাপ করিয়া রস প্রকাশের মনোহর রীতিযুক্ত
শৌরসেনী ভাষায় লয়যুক্ত সঙ্গীতাভিলাষ
~~অবতারণা~~ গান করিয়াছিলেন ॥ (২৯)

সঅলকলাসিঅমণ্ডলো (সকল কলামৃতের
মণ্ডলধারী), বড্ঢিঅপেম্মসমুদ্দও (প্রেম-
সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী), পউমিণি-মুদ্দা-ণাড্ডিও
(পদ্মিনীগণের নিমীলনে নিপুণ), সামলচন্দও
(শ্যামচন্দ্র) রেহই (বিরাজ করিতেছেন) ॥১৩॥ (৩০)

চূঅঙ্কুরকিঅসেহরো (আম্রমুকুলের চূড়াধারী),
কুসুমাঅয়লিঅমেলও কেলিপ্রিয় (বসন্তোচিত
প্রিয় ক্রীড়ায় নিরত), রমণীমণিবজ্জপাদও
(রমণীরত্নগণের পক্ষপাতী), বুন্দাবনম্মি ও
রেহই (বৃন্দাবনমধ্যে বিরাজ করিতেছেন)।।১৪।। (৩১)

২১। তৎকালে উহা শ্রবণ করিয়া কুসুমাসব গর্বের
সহিত বলিলেন — "হী হী! ললিতার পরাজয়
হইল!" এইরূপে তিনি বাহুযুগল উত্তোলনপূর্বক
নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহার কক্ষ হইতে মুরলী
ভূতলে পতিত হইল। তখন সঙ্গীতবিদ্যা তাহা
দেখিতে পাইয়া সত্বর অতিবেগে অনায়াসেই
তাহা লুক্কায়িত রাখিলেন; আর প্রাণীতে কেহই
তাহা জানিতে পারিলনা। স্বয়ং সঙ্গীতবিদ্যাও
অতিশয় গর্ববশতঃ নিজ যূথের কাহাকেও ইহা
বলিলেননা। এই অবস্থায় তিনিই সেই
অতিবাচাল কুসুমাসবকে বলিলেন — "তুমি
অকারণেই এরূপ হর্ষোন্মত্ত হইলে কেন এবং
কেনই বা উন্মত্তের ন্যায় অনবরত নৃত্য করিতেছ?
তোমার এই বয়স্যই দুই দিক সমভাবে বিচার
করিয়া বলুন — কাহার জয় হইয়াছে।। (৩২)

২২। তখন কুসুমাসব বলিলেন - 'অয়ি পণ্ডিতমানিনি! মনে হয়, সাক্ষাদ্ভাবেই তোমাদের পরাজয় হইয়াছে; কারণ, চর্চরী গানই সর্বশেষেই পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু এই ললিতা দ্বিপদীর অভাববিশেষেই গান করিয়াছেন। হে হংসমুখি! বিচার করিয়া দেখ, ইহাতে পরাজয় হইল কিনা?' কুসুমাসবের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, সঙ্গীতবিদ্যা ও ললিতা একসঙ্গেই পদ্যবচনে তাঁহাকে পরিহাস করিতে লাগিলেন ।। (৩৩)

'অবিদগ্ধ! (হে অরসিক!) চর্চরী (চর্চরীই হউক), দ্বিপদী বা (দ্বিপদীই হউক), মঙ্গলী বা (আর, মঙ্গলীই হউক), ইতি (এই সকল) নাম্নি (নামের মধ্যে) কা বৈচিত্রী (কী বৈচিত্র্য আছে)? পরন্তু (কিন্তু) গ্রাম-স্বর-মূর্চ্ছনাসু এষা (গ্রাম, স্বর ও মূর্চ্ছনার মধ্যেই বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে)।। ১৫।। (৩৪)

২৩। [অনন্তর কেবল সঙ্গীতবিদ্যা বলিলেন] - এই ললিতারই সঙ্গীতের মাধুর্যের মহিমা লক্ষ্য কর —

বৃক্ষালবালায়ুকা: (বৃক্ষসমূহের আলবালস্বরূপ) মনীন্দ্রস্বপুষ: (চৈতন্যশালিময়) ইমে যে অশ্মান: (এই যে সকল প্রস্তর বিদ্যমান ছিল), সর্বে (তাহারা) বিদ্রুতিং আগতা: (গলিত হইয়া) যৎ (যে) অম্বু: (জলধারার) অবসং (উৎসিরন করিয়াছিল), ইয়ং যা (এই ললিতা) জাতকুতুকং তৎ এতৎ (এই জলরাশিকে স্তম্ভন করিয়া) কাঠিন্যতাং অলম্ভয়ৎ (কাঠিন্যযুক্ত করিয়াছে), তয়া (সেই কঠিনতাদ্বারা) সর্বত: (সর্বত্র) বৃক্ষাণাং প্রতিমূলং এব (বৃক্ষরাজির প্রত্যেকের মূল দেশেই) নিবিড়া: বেদয়: (নিবিড়ভাবে বেদিসমূহ) কাতেনিরে (রচিত হইয়াছে) ॥ ১৩॥ (৩৩)

২৪। কালিন্দী দেবতা বলিয়া, বৃন্দাবনের তরু-লতাসমূহকে চৈতন্যশালী বলিয়া এবং পাষাণ-প্রভৃতিও সচেতন বলিয়া তোমার বয়স্যের সঙ্গীত-শ্রবণে পূর্বোক্ত ভাবসমূহ সম্ভবই হয়। কিন্তু ললিতার মনের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, এই প্রস্তর-সমূহেরও এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। সেইহেতু আমাদেরই জয় হওয়ায় তুমি স্বয়ংই নিজের

বয়স্যকে আনিয়া আমাদের হস্তে অর্পণ কর।" তখন মুবল বলিলেন — "অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে! তুমি অদ্য অবিদ্যার ন্যায় জড়ভাব ধারণ করিলে কেন? তুমি যেন সে সঙ্গীতবিদ্যাই নহ। অধীন ব্যক্তিই প্রভু-কর্তৃক পণক্রমে নির্দ্ধার্য্য এবং পরাজয়ের পরে বিপক্ষকর্তৃক হরণের যোগ্য হয়; পরন্তু প্রভু কখনও অধীনকর্তৃক পণক্রমে নির্দ্ধার্য্য বা হরণের যোগ্য হন না" — ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।॥(৩৬)॥

২৫। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — "হে বয়স্য কুসুমাসব! তুমি আর এখন গৌরবের যোগ্য নহ; যেহেতু ঔৎসুক্যমদমত্ত, এই বিজয়দৃপ্তা ললিতা-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছ। এইরূপে তুমি নিজেকে গোপন করিতে না পারিয়া অতিশয় অনর্থকররূপে অতি দুরবস্থাই প্রাপ্ত হইবে। সেইহেতু, সম্প্রতি আমার মুরলীটিকে ফিরাইয়া দাও; নচেৎ তোমার সহিত সখ্যটিকেও হারাইতে হইবে।" কুসুমাসব বলিলেন — "বয়স্য! আমারই জয় হইয়াছে; সেইহেতু তুমি প্রভুশ্রীস্বরূপে হৃষ্টচিত্তে ইঁহাদের প্রিয়সখীকে গ্রহণ কর।" (৩৭)

[কুসুমাসবকে লক্ষ্য করিয়া]

২৬। তখন ললিতা বলিলেন — "ওহে নির্লজ্জ! তুমি শকটাদির বাহক পশুস্বরূপ, হে বিচারশূন্য! যাঁহার মানহেতু মূল করিয়া এই মতের কলহ হইয়াছে, তিনিই আমার জয় ঘোষণা করিতেছেন না?" (৩৮)

২৭। কুসুমাসব বলিলেন — "হে বয়স্য! যদি তুমি কোন কারণে লুব্ধ হইয়া নিজের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘনপূর্বক এরূপ কথা বল, তাহা হইলে তোমার মুরলী গ্রহণ কর, আমি পলায়ন করি।" এইরূপে মুরলীর সন্ধানপূর্বক তাহা না দেখিয়া বলিলেন — "হে বয়স্য! মনে হয়, মুরলী ভয়ে চঞ্চলা হইয়া প্রথমেই আমার কক্ষতল হইতে অশ্বত্থতলতারাদি-শোভিত উদ্যানে পলায়ন করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সুন্দরীগণ সকলেই হাসিতে লাগিলেন॥ (৩৯)

২৮। এই অবসরে বলদেবের প্রণয়িনী ~~ললনা~~ ললনাগণ নিরন্তর ~~খেলায়~~ ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলে, কুবেরের অনুচর, সকলজীবের অধম, অতিমূঢ় শঙ্খচূড়-নামক কোন এক হীনচেতা যক্ষ, প্রবল সূর্য-কিরণের সংস্পর্শে চাকচিক্যশালী সুবর্ণময়

শিলাসমূহকে নির্মলসলিলপূর্ণ জলাশয় জ্ঞানে
অত্যুচ্চ তরুশিখর হইতে খরতর রৌদ্রসন্তাপে
সন্তপ্ত হইয়া সবেগে লম্ফন পূর্বক তন্মধ্যে পতিত
মূঢ় ব্যক্তির ন্যায়, অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রদীপ্ত
অগ্নিশিখাসমূহকে দিব্য ওষধিলতাবলিময়
বনের শোভা জ্ঞান করিয়া ~~তা~~ লোভবশত:
তাহার অপহরণবিষয়ে কৌতূহলযুক্ত মর্ত্যের
ন্যায়, সর্পের ফণাস্থিত মণির অপহরণের ইচ্ছায়
তদাভিমুখে ধাবিত ভেকের ন্যায়, সুবর্ণের ন্যায়
উজ্জ্বল সিংহের জটাবলিকে পরিপক্ক শালিধান্য
মনে করিয়া উহার ভক্ষণের আশায় নিকটে
আগত গর্দভের ন্যায়, যেন মৃত্যুকর্তৃক
আমন্ত্রিত হইয়াই বলদেবের রমণীরত্নাবলিকে
অপহরণ করিবার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।। (৪০)
২৯। ~~অর্থাৎ~~ অতিভীষণ তস্করের দর্শনে ত্রস্তা,
ভীতা ও চকিতা হরিণী-গণের ন্যায় বলদেবের
প্রিয়তমাগণ মস্তকে মণিযুক্ত, ঊর্ধ্বমুখ ও অতি-
ভয়ঙ্কর সেই শঙ্খচূড়কে দর্শন করিয়া
অতিশয় ভীতিসহকারে "হে রাম! হে কৃষ্ণ!

"আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা করুন" এই বলিয়া ভয়ের সহিত চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ (৪১)

৩০। নিমেষ-বেগে বলবান্ শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ সেই কাতর-ধ্বনি-শ্রবণের পূর্বেই অতি বেগবান্ শ্রী শিলীমুখকারী অন্য প্রকারে ঐশ্বর্য্যবিরত কামনায় বিমুখ হইয়া মুখে উচ্চারিত সঙ্গীতকেও পরিত্যাগ করিয়া যেন ভূতলে পদক্ষেপ না করিয়াই অতিসত্বর সেই কাতরধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর অতিক্রোধী বলদেবও সেই কাতরস্বরে চিত্তে পীড়া বোধ করিয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন ॥ (৪২)

৩১। তৎকালে সেই দুরাচার, বীরবর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া নিজের অশেষ দুর্গতি চিন্তা করিয়া সেই রমণীরত্নগণকে পরিত্যাগপূর্বক প্রাণরক্ষার আশায় চঞ্চল চিত্তে যেন আকাশ-মার্গেই পলায়ন করিয়াছিল ॥ (৪৩)

৩২। অজগর সিংহ যেরূপ ভেকরাজকে, শ্যেনপক্ষী যেরূপ বায়সকে ও গরুড় যেরূপ সর্পকে আক্রমণ করে, সেইরূপ প্রণতজনের সন্তাপহারক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও বেগে ধাবিত হইয়া, অতি তীব্রবেগে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

ক্রোধের সহিত পলায়নরত এবং নিজের ও শ্রীকৃষ্ণের বেগে বিমূঢ়চিত্তে [পলায়ন] কার্য্যে যত্নশীল সেই অর্থমন্ত্রে বেগে ধারণ করিয়া পদ্মের ন্যায় সুকোমল মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বারা সেই নষ্টমর্ম্মন দুরাচারের প্রাচীন কূর্ম্মের পৃষ্ঠের ন্যায় অতিকঠিন মস্তক বিদারণপূর্ব্বক অতিশয় আনন্দের সহিত অতিরমণীয় ও পারিপাট্যযুক্ত তদীয় মস্তকস্থিত মণিটি গ্রহণ করিয়া বনিতাগণের সমক্ষেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবলশালী বলদেবের হস্তে হর্ষভরে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ (৪৫)

৩৩। তদনন্তর, তিনি অসমাপ্ত মহোৎসবের আবেশযুক্ত হইয়া স্বর, গ্রাম ও জাতির উৎকর্ষ সহকারে সঙ্গীতরত, রসবিলাসকলার আবিষ্কারে চিন্তামণি স্বরূপ স্বীয় কান্তা ও প্রীতিশালী সহচরগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপর মনোহর বিলাসীসহকারে, নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের পুনর্ব্বার প্রজ্বালনের ন্যায়, শুষ্কপ্রায় মহোৎসবের অনাবৃত্তি-বিধানের ন্যায় এবং ভগ্ন প্রাসাদের সংস্কারদ্বারা পুনর্ব্বার নূতন অবস্থায়

আনয়নের ন্যায় সেই শিথিল প্রায় উৎসবকে পুনরায় সমৃদ্ধিশালী করিয়া মুরলীর অনুসন্ধান করিতে করিতে 'তুমিই চুরি করিয়াছ, তুমিই চুরি করিয়াছ, তুমিই মুরলী অপহরণ করিয়াছ'— এই বলিয়া, কন্দর্প সদৃশ বিহ্বল, ও অতিশয় বিলাসযুক্ত, চন্দ্রাবলীর সহচরী সুন্দরীগণের প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলের বস্ত্রাঞ্চল উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মুরলীর অনুসন্ধানে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা ভ্রুভঙ্গীযুক্ত কুটিল কটাক্ষপাত সহকারে অতি মনোহর পরিহাসযুক্ত তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ (৪৫)

অয়ি কুসুমাসব-সহচর! (হে কুসুমাসবের সহচর!) এষঃ অবিচারঃ (এইরূপ অবিচার) তব (তোমার পক্ষে) সমুচিতঃ এব (সঙ্গতই হয়); তব (তোমার) করতলতঃ (করতল হইতে) মুরলী (মুরলী) কথং (কীরূপে) নঃ (আমাদের) সংব্যানং বিশতু? (উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিবে)? ॥৭৭॥ (৪৬)

৩৪। যদি আমরা তোমার মনোহরা মুরলীটিকে অপ-
হরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা সমুচিত
দণ্ড প্রদান করিব; নচেৎ তোমার কণ্ঠের এই
কৌস্তুভ যুক্ত হারটি বলপূর্বক লইয়া যাইব॥' (৪৭)

৩৫। তখন চন্দ্রাবলী অতিশয় প্রগল্‌ভতাসহকারে
বলিলেন - 'হে বল-গর্বান্বিত, নারীজনপীড়ক!
কুসুমাসব তোমার হাত হইতে আমাদের হরণযোগ্য
এই মুরলীটিকে যে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে, তাহা
তুমি ~~তোমার~~ স্মরণ করনা কি?' (৪৮)

৩৬। তখন কুসুমাসব বলিলেন - 'আমাদের
হরণযোগ্য' ~~এইরূপ~~ তোমার এই শ্লেষোক্তিই
মুরলী হরণের প্রমাণ। আমি যে বলপূর্বক
আকর্ষণ করিয়া উহা হরণ করিয়াছি, এ বিষয়ে
প্রমাণ বলিতে হইবে'। চন্দ্রাবলী বলিলেন -
'এখানে সুন্দরীগণ সকলেই প্রমাণ'। কুসুমাসব
বলিলেন - 'ইহারা সকলেই আমার বিপক্ষে'॥
চন্দ্রাবলী বলিলেন - 'তোমার বয়স্যই প্রমাণ'॥
কুসুমাসব বলিলেন - 'এ কথাও সঙ্গত
নহে; কারণ, আমি মুরলী হরণ করিলে

তিনি সাধুব্যক্তি হইয়া তোমাদের উভয়ীয়ের মধ্যে উহার সন্ধান করিবেন কেন? সেই হেতু নিশ্চয়ই তোমরাই উত্তম মুরলীটি হরণ করিয়াছ; সুতরাং তোমাদের বাক্য অতিনিকৃষ্ট ও মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।' (৪৯)

৩৭। কুসুমাসব চন্দ্রাবলীকে এরূপ বলিয়া সম্প্রতি নিঃশঙ্কতাবিলসিত: সমুজ্জ্বল দেহকান্তি ও অক্ষুণ্ণ প্রতিভা প্রকাশ করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন — 'হে বয়স্য! তোমার করকমল হইতে সঙ্গীতবিদ্যাই বংশীটি হরণ করিয়াছেন, ইঁহারা হরণ করেন নাই।'

সর্ববিদ্যাবিশারদা সঙ্গীতবিদ্যা ইহা শ্রবণ করিয়া নয়নযুগলে বিস্ময় ও ধূর্ততা প্রকাশ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে ধীরে-ধীরে স্বচ্ছন্দভাবে ললিতার নিকটে যাইয়া তাঁহার হস্তে বংশীটি অর্পণ করিলেন ॥ (৫০)

৩৮। কুসুমাসব তাঁহার আকৃতিগত বিকার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনরায় গ্রীবা ভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন— 'এই জীবনস্বভাবা সঙ্গীতবিদ্যাই যে বংশী হরণ করিয়াছে, তাহা নিজেই প্রকাশ করিতেছে; যেহেতু আমি সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উদ্দেশ করিয়াই পরিহাসচ্ছলে 'সঙ্গীতবিদ্যা' এইরূপ উক্তি করিয়াছিলাম; আর ইহা শুনিয়া, তাহাকেই আমি সন্দেহ করিয়াছি মনে করিয়া এই সঙ্গীত বিদ্যা যে অতিশয় সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেছে, ইহাই চোরের লক্ষণ।' তখন সঙ্গীতবিদ্যা ললিতার হস্তে বংশী অর্পণ করিয়া দর্পের সহিত ই নিকটে আসিয়া হর্ষভরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'হে বয়স্যধূর্ত বিপ্রবালক! ~~তুমি কি বলিতেছ!~~ তুমি কীরূপ কথা বলিতেছ? আমি এই মহোৎসবে সকলের সঙ্গে কীর্তন করিতে করিতে কখন কীরূপেই বা বংশী হরণ করিলাম? আর, উহা হরণ করিবার আমার প্রয়োজনই বা কী? এইরূপে লোকের উপর মিথ্যা দোষারোপ করায় তোমার অপবাদের বেগ অতিশয় বৃদ্ধিলাভ করিবে। অতএব ~~সুতরাং~~ হে বাচাল! আর কখনও এরূপ

অন্যায় কথা বলিও না। আমি কেবল মাত্র দয়াবশতঃই
তোমার শান্তির ব্যবস্থা করিলাম না (৫১)

৩৯। তখন সকলেই হাসিতে লাগিলেন। এইরূপে
মুরলীহরণ সংগ্রামে সাহস হেতু হাস্যরতা ললনাগণের
প্রতি বলপ্রকাশপূর্বক রতিসমর অপেক্ষাও সমধিক-
রসদায়ক অতুলনীয় হর্ষ বোধ করিয়া কোমলচিত্ত
শ্রীকৃষ্ণ, বামভাবাপন্না অনমনীয়া সুন্দরীগণের
প্রত্যেকের অঙ্গে মুরলীর অনুসন্ধানপূর্বক তাঁহাদিগকে
পরিত্যাগ করিয়া যখন সলোভ করকমলদ্বারা
ললিতাকে স্পর্শ করিলেন, তখনই অভিমান স্মিতার্দ্রবশতঃ
অসাবধানতা ও হিতমূর্তিক নবীন সৌভাগ্যে গর্বিতচিত্তা,
Run ~~নিশ্চিত অশেষ কলানিধানের মুখ~~
ললিতা অশেষ কলাকৌশলের সুপ্রতিষ্ঠাসম্পাদনের
নিমিত্ত অতিশয় নৈপুণ্যসহকারেই সকলের অলক্ষ্যে মুরলীটি
শ্রীরাধার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে
শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যাইয়া এরূপ বলিয়াছিলেন। (৫২)

৪০। "হে রতিগর্বপ্রমত্ত অঘদমন! তুমি যদি সদৃশী
নিরপরাধা নারীকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা
হইলে আমা হইতেই তোমার এই মদমত্ততা

বিশেষভাবে নিরস্ত হইবে। দেখ, আমার নিকট
মুরলী নাই, আর, আমার কথা মিথ্যা নহে।' এই
বলিয়া উত্তরীয় বস্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপেই সঞ্চালন
করিয়াছিলেন। পরে চতুর্দিকে বিকীর্ণ দন্তকিরণ-
দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে উপহাস করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে
বলিলেন — 'হে কন্দর্পমদাবিভ্রান্ত! বিশেষভাবে
চিন্তা করিয়া দেখ, লতাকুঞ্জের অভিমুখে দ্রুতবেগে
ধাবিত হইলে তোমার নিকট হইতে মুরলীটি
ভূতলে পতিত হইয়াছে কিনা? তুমি অনর্থক
এই সুন্দরীগণকে এখানে অবরুদ্ধ করিয়াছ।'
তখন কুসুমাসব বলিলেন — 'প্রিয় বয়স্য! তাহা
হইলে শ্রীরাধাই মুরলী হরণ করিয়াছেন।' (৫৩)

৫৪। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — 'হে প্রিয়হিত বয়স্য! তাহাই
সম্ভবপর; শেষ বিচারে দেখিতেছি শ্রীরাধার নিকটেই
উহা রহিয়াছে; অতএব তাঁহার নিকটেই সন্ধান করিতেছি।'
এই বলিয়া বিজ্ঞবর শ্রীকৃষ্ণ মদালসীর ন্যায় ঘূর্ণিত নেত্রে
তদ্বিষয়ে উপক্রম করিলে, বলদেবের প্রিয়তমা কোন
এক উৎসবরসাকুলা রমণী, নীতিজ্ঞ শ্রীবলদেবকর্তৃক উপহার-
দত্ত, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ঐশ্বর্য ও সুখদায়ক অনুপম
দীপ্তিযোগে স্বর্গলোকেরও ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক, সেই লতাকুঞ্জের
মস্তকমণিটি লইয়া সেখানে আসিয়া, 'হে গুণসমূহশালিনি
শ্রীরাধিকে! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দামোদরের
অগ্রজ এই মণিটি তোমায় উপহার দিয়াছেন। তুমি ইহা গ্রহণ
কর' এইরূপ বলিয়াছিলেন॥ (৫৪)

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন॥

ROUTINE

Days	1st. Hour	2nd. Hour	3rd. Hour	4th. Hour	5th. Hour	6th. Hour	7th. Hour
Monday							
Tuesday							
Wednesday							
Thursday							
Friday							
Saturday							

লাজুক ছায়া বনের তলে,
আলোরে ভাল বাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে॥
রবীন্দ্রনাথ।

BINA
EXERCISE BOOK

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
২৩ খানা খাতার মধ্যে
খাতা — ৩নং
(সর্ব শেষ)

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূর
অন্বয়ানুবাদ
২৩ খানা খাতার মধ্যে
খাতা — ৩নং
(সর্বশেষ)

Pages 96

No. 6

শ্রীমদানন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ

১৩১৫

অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ

একবিংশ স্তবক (Contd.)

অনন্তর শ্রীরাধা উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিবেগে আদরের সহিত করযুগল প্রসারণপূর্বক আনন্দবিহ্বলচিত্তে মালাটি গ্রহণ করিতে যাইবেন, এই অবসরে তাঁহার উত্তরীয়ের শৈথিল্যহেতু মুরলীটি ভূমিতলে পতিত হইলে কুসুমাসব অতিশয় অঙ্গভঙ্গীর সহিত মুখের কান্তিবিশেষ বিস্তারপূর্বক করতালির সহিত উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। আর, সহচরগণও 'হী হী' করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং সুন্দর শ্রীকৃষ্ণও তদ্দর্শনে হাস্যমিশ্রম হইয়া ললিতাকে উপহাস করিতে লাগিলেন॥ (৫৫)

৫৬। ওগো ললিতে! তুমি আমাকে অশুদ্ধচিত্তে সত্যই বলিয়াছিলে যে — "শঙ্খচূড়ের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে তখন মুরলীটি ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল?" তাহা না হইলে বৎসলহৃদয় বলদেব-কর্তৃক উপহাররূপে প্রদত্ত মালাটিকে অতিশয় আদরের সহিত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোমার সখী আগ্রহ প্রকাশ করিলে, নিজের প্রতি অবহেলাহেতু মানিনী মুরলী অভিনব রোষবশতঃ ভূমিতলে কীরূপে মাত্র লুণ্ঠন করিতে (লুটাইতে) পারে? (৫৬)

~~কি রূপে মুগ্ধ মাত্র মুখের করিতে পারে ?~~ (৫৬)

৪৪। তখন কুসুমাসব বলিলেন - "অহো ! যে বৃষভানুনন্দিনী, ~~এত~~ বৃহস্পতির বুদ্ধির অগম্যা, ছিদ্রশূন্যা ও হিতকারিণী, মদীয় প্রিয়বয়স্যের বুদ্ধিকে হরণ করেন, তিনি যে নূতন চৌর্যবিদ্যার ন্যায়, সচ্ছিদ্রা, অহিতকারিণী ও সকল লোকের বুদ্ধিগম্যা এই মুরলীকে হরণ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কী ? অতএব হে বয়স্য ! তুমি ~~তোমার~~ মুরলী গ্রহণ কর। হে বিশ্বাসঘাতক ! হে তমালশ্যামল ! আমি মুরলী হরণ না করিলেও, তুমিও আমাকে মুরলী-চৌর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলে।" (৫৭)

৪৫। এই বলিয়া কুসুমাসব মুরলীটি আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্পণ করিলে তিনি নিঃসঙ্কোচে উহা গ্রহণ করিয়া প্রভূত হর্ষোল্লাস সহকারে ~~মৃদু মধুর স্বরে উহা বাদন করিতে~~ মৃদু মধুর স্বরে বাজাইতে বাজাইতে ভাববিলাসিনী সলেহকা সুন্দরীগণের সহিত উক্ত মহোৎসব সমাপ্ত করিয়াছিলেন ॥ (৫৮)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোর লীলা-লতা-বিস্তারে মুরলী চৌর্য বিলাস-নামক একবিংশ স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ স্তবক।

১। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালীন রাত্রিসমূহে ত্রিজগতে দুর্লভ স্বর্গরমনীগনেরও কল্পনার অতীত আনন্দ-ভরে সুস্নিগ্ধ ও দুঃসাধ্য যে সকল আনন্দজনক সুমধুর বিলাসের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন একদিন তিনি লাবণ্যবতী বধূগনের সহিত রসিক-রাজিগনের স্মরণীয়রূপে যে দোলোৎসব হিল্লোল-লীলা-সমূহ অতিহর্ষভরে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সম্যক্‌ভাবে তাহাই বর্ণনীয় হইতেছে। (১) যথা—

শ্রীবৃন্দাবনে এব (শ্রীবৃন্দাবনেই) দোলোৎসবরম্য (দোল উৎসবের উপযোগী) কাঅপি (কোন একটি) স্থলী (ক্ষেত্র) বলতে (বিরাজমান রহিয়াছে);— যৎ-প্রান্তে (যাঁহার প্রান্তভাগে) পরিতঃ (চতুর্পার্শ্বেই) ঋজু-দীর্ঘ-বৃত্তবপুষাং কাণ্ডানাং) (সরল, দীর্ঘ ও বৃত্তাকার কাণ্ডসমূহের) শাখাভিঃ ইতরেতরং সম্পরিষ্বক্তা ইব (শাখারাজির অগ্রভাগ দ্বারা যেন পরস্পর সমভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছে), সমরোপিতা ইব (এককালে

(রোমালিতের ন্যায়), লেখায়িতা (শ্রেণীবদ্ধ [ও])
মধ্যেষু শূন্যান্তরা (মধ্যভাগে ব্যবধান যুক্ত)
কল্পদ্রুমাণাং ততিঃ (কল্পতরুসমূহ [বিদ্যমান
রহিয়াছে]) ॥১॥ (২)

মহাহরিমণি চতুষ্প্রাচীরতাং গচ্ছতাং (মহামূল্য মরকতমণি-
ময় প্রাচীর চতুষ্টয়ের ন্যায় বিরাজমান), নানারত্নফল-
প্রসূন বিহঙ্গশ্রেণীজুষাং (বিবিধ রত্নময় ফল, পুষ্প ও
বিহঙ্গ সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত [ও]) চঞ্চচ্চামর চীন-
চেলকলাপ-প্রালম্ব মুক্তাস্রজাং (চঞ্চল চামর, সূক্ষ্ম
বস্ত্রখণ্ড ও মুক্তামালাদি দ্বারা সুশোভিত) তেষাম্ এব
অন্তরে (সেই কল্পতরুরাজির মধ্যস্থলেই) কাঞ্চনেন
রচিতা (সুবর্ণ রচিত) কাচন (কোন একটি)
প্রাংশুঃ (উন্নত) চতুষ্কোণবতী (চতুষ্কোণ) বেদিঃ
(বেদি [বিরাজমান রহিয়াছে]) ॥২॥ (৩)
যৎ কোণেষু চতুর্ষু (উক্ত যে বেদির কোণ চতুষ্টয়ে)
শাখাবিটপৈঃ (শাখাসমূহের বিস্তার দ্বারা) অন্যোন্য-
সংসক্তৈঃ (পরস্পর সংলগ্ন [ও]) সৌন্দর্যসারাশ্রিয়াং
প্রসারিভিঃ (পরম লোভজনক) চত্বারঃ হরিচন্দনাঃ
(চারিটি হরিচন্দন তরু [বর্তমান রহিয়াছে]);

যৈঃ (উক্ত বৃক্ষ চতুষ্টয়) শাখাভিঃ (নিজ-শাখাসমূহদ্বারা)
চতুর্দ্বারঃ চতুঃস্তম্ভবান্ ভাস্বদ্‌রত্নচতুশ্ছদিঃ (চারিটি
দ্বার, চারিটি স্তম্ভ ও উজ্জ্বলরত্নময় চারিটি
ছাদি অর্থাৎ চালযুক্ত), প্রসৃমরঃ (বিস্তৃত), তুঙ্গঃ
(অত্যুচ্চ) কশ্চন (একটি) মণীমণ্ডপঃ অকারি
(মণিমণ্ডপ রচনা করিয়াছে) ॥ ৩ ॥ (৪)
যচ্ছাখাগ্রাবিলম্বিনীভিঃ (যে-উহারই শাখাসমূহের
অগ্রভাগ হইতে লম্বমানা), অনতিস্থূলাভিঃ
(নাতিস্থূলা), কাঞ্চনরজ্জুভিঃ (স্বর্ণরজ্জুদ্বারা) বদ্ধা
(আবদ্ধা), আন্দোলিনী (আন্দোলনরতা), হরেঃ
প্রেঙ্খোলখট্বা (শ্রীকৃষ্ণের প্রেঙ্খোলখট্বা অর্থাৎ
দোলনা [শোভা পাইতেছে]); যা (উক্ত যে দোলনাটিকে)
প্রাগ্‌দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরগতে (পূর্ব,
দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক্‌স্থিত), তুল্যে (সম-
পরিমাণ), সমস্তাঙ্গনে (চারিটি অঙ্গন হইতেই)
সর্বাভিঃ ককুভাং লক্ষ্মীভিঃ (পূর্বাদিক্‌-লক্ষ্মীগণ
সকলেই) মম সম্মুখী ইতি (ইহা আমারই
সম্মুখে রহিয়াছে এই ভাবে) আলোকতে
(দর্শন করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥ (৫)

২। এইরূপ সেই মধ্যগত দোলমণ্ডপের প্রান্তভাগে উৎপন্ন যে-সকল দেবতরু ভূতলের মহামহোৎসবের ন্যায় বিরাজমান থাকিয়া মনোহর্ষকারী তরুণবয়স্ক পুষ্পকুলের শোভা বিস্তারণপূর্বক রমনীয়তার পরিপূর্ণ নৈপুণ্য সহকারে চতুর্দিকে শ্যামল কান্তির বিস্তার-দ্বারা অতিশয় সন্তোষ উৎপাদন করিয়া তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বৃক্ষসমূহেরই দুই দুইটির মধ্যভাগে বেদির মধ্যে অসমান স্বর্ণময়ী সুন্দরীগণের দোলস্থলী শোভা পাইতেছে ॥ (৬)

সেই দোলস্থলীতে দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (দুই দুইটি বৃক্ষের) ক্ষমা-বিলগ্নিনীভিঃ (কাণ্ডভাগে লগ্নমানা), কাঞ্চন-শৃঙ্খলাভিঃ (স্বর্ণশৃঙ্খল রাজি দ্বারা) দৃঢ়ং বদ্ধাঃ (দৃঢ়রূপে আবদ্ধ [ও]) সমানরেখাবদনুচ্চ-নীচাঃ (সমানরেখার ন্যায় উচ্চনীচভাবরহিত), শ্রেণীভূতা দোলিকানাং চতস্রঃ ততয়ঃ (চারিটি (শ্রেণীযুক্ত চতুষ্টয় দোলনাবৃন্দ [বিদ্যমান রহিয়াছে]) ॥৩॥ (৭)

৩। পূর্বোক্ত মধ্য মণ্ডপের চতুর্দিকে মদভরে মন্দভাবে বিচরণশীল ভ্রমরীনামক মৃগগণের দ্বারা

শোভিত, সমপরিসর বিশিষ্ট, সর্বতোভাবে সন্তোষ-
বিধানরত, চিন্তামণিদ্বারা সুরম্য চারিটি চত্বরের
প্রত্যেকটির উপরিভাগে, পত্রশাখাদ্বারা বিক্রমরাশির
তিরস্কারকারী বৃক্ষসমূহের অতি তীব্রোজ্জ্বল অগ্রভাগে
নয়নসুখকর ও ঊর্ধ্বনয়নে দর্শনযোগ্য, সুবর্ণ-
জালময় এক একটি চন্দ্রাতপ বিস্তারিত রহিয়াছে।
হরিনবন্ধুগণ তথায় উপস্থিত হইলে, চন্দ্রাতপের
ছায়ার অভ্যন্তরে নিপতিত খণ্ড খণ্ড চন্দ্রকিরণ-
দ্বারা কৌতুকজনকরূপে তিলতণ্ডুলভ্রান্তির উদয়-
হেতু (তন্মধ্যে) লোভবশতঃ মুখদ্বারা আঘাত করে।
আর, ঐ সকল বেদির মধ্যে আকৃতিগত কোন
বৈষম্য না থাকায় দেবতাগণও কেবলমাত্র
দিকের পার্থক্যহেতুই উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্
বলিয়া জানিতে পারেন। আর, ঐ বেদি চতুষ্টয়ের
উপরিভাগে বনদেবতাগণ অভীষ্ট শোভাসম্পদের
শোভাজনকরূপে আরও চারিটি চন্দ্রাতপ আবদ্ধ
করিয়াছিলেন ॥ (৮)
[উক্ত চন্দ্রাতপরাজিকে দেখিলে মনে হয়,] ←
বৃন্দাবনভুবঃ প্রনামবিধিনা (বৃন্দাবনভূমিকে

প্রণাম ~~করিবার~~ সময়ে) দিক্‌মুখবাঃ (দিগঙ্গনাগণের) বিভ্রমাঃ (স্খলিত প্রায়), এতাঃ (এই) মুক্তাকঞ্চুলিকাঃ (মুক্তাময় কঞ্চুলিকা [কাঁচুলী] সমূহ) স্ফুরেন মরুতা (নিকুঞ্জ বায়ু কর্তৃকই) ধার্যতে কিমু (এইরূপে ধৃত হইয়াছে কি ?) ॥ অথবা (অথবা) তারাবলী (তারকারাজিই) স্বস্বস্থানসমীপতঃ (নিজ-নিজ-স্থানের নিকট হইতে) মুদা (প্রীতির সহিত) তদ্‌বন্দনার্থং (বৃন্দাবনভূমির বন্দনার নিমিত্ত) পৌর্বাপর্য্যম্ অপাস্য (পূর্বাপর অবতরণ না করিয়া একসঙ্গেই) সাদরং (আগ্রহ-ভরে) অর্ধস্রুৎ (অর্ধোদেশে) লম্বতে কিং (লম্বমান হইয়াছে কি ?) ॥ ৬॥ (ন)

৪। এইরূপ, উক্ত বিতানরাজি (চন্দ্রাতপসমূহ)— তদ্রেণুলিলিক্ষয়া ইব (বৃন্দাবনের রজঃসমূহের লেহনের ইচ্ছাবশেই যেন) নভসঃ শ্রেণীনাং (আকাশ-লক্ষ্মীগণের) রসজ্ঞাকুলৈঃ (জিহ্বাসমূহের ন্যায়), আন্দোলনবদ্ভিঃ (আন্দোলনরত), ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

(ন্যঞ্চচ্চঞ্চলচারুচীনলকচৈঃ (নিম্নাভিমুখে চঞ্চল-ভাবে বিরাজমান ~~[illegible]~~ সুচারু সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডসমূহদ্বারা)

বৃতা (বেষ্টিত রহিয়াছে); মন্দমন্দমরুদ্বিধূনন-
মৃদুপ্রেঙ্খোলমুক্তামণিপ্রালম্বা (আর, ঈষৎ স্পন্দন-
রত বায়ুকর্তৃক কম্পনহেতু ধীরে-ধীরে আন্দোলিত
মুক্তামণিসমূহ উক্ত চন্দ্রাতপসমূহের চতুষ্পার্শ্বে
নিবদ্ধ রহিয়াছে; [এবং উক্ত চন্দ্রাতপসমূহ]) চল-
কিঙ্কিণীকুলকলস্বনৈঃ (চঞ্চল কিঙ্কিণীসমূহের
অব্যক্ত ধ্বনিদ্বারা) প্রায়ঃ প্রেয়সী (কর্ণে মধুর
সঞ্চার করিতেছে)॥ ৭॥ (৯০)
এইরূপ — বনদেবতাপারিষদা (বনদেবতাগণ)
পুনঃ (পুনরায়) সপ্রশ্রয়ং (প্রশ্রয়সহকারে)
পর্যন্তেষু (প্রান্তভাগসমূহে), জ্যোৎস্নাপ্লুত-
তড়াগোদরাৎ (জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সরোবরের
মধ্যভাগ হইতে) উড্ডীনৈঃ (উড্ডীন) হংসকৈঃ
ইব (হংসসমূহের ন্যায়), কিম্বা (কিম্বা),
গগনজৈঃ (আকাশজাত) সিতাম্ভোরুহৈঃ
(শ্বেতপদ্মগুচ্ছের ন্যায়), সমান চামরচয়ৈঃ
(সমানাকৃতি চামর-রাজি-দ্বারা [এবং]) ইতস্ততঃ
(ইতস্ততঃ) নানাপ্রসূনোজ্জ্বলৈঃ (বিবিধ পুষ্প-
যোগে সমুজ্জ্বল) মালানাং শতকৈঃ অপি

মালামণ্ডলসমূহদ্বারা) সা (সেই চন্দ্রাতপশ্রেণীকে)
সঞ্চস্করে (সংস্কৃত অর্থাৎ সুশোভিত করিয়া-
ছিলেন)। ৮। (১১)
[এইরূপে] সা স্থলী (সেই দোলস্থলী) দিগবলা-
লোমাবলী শালিভিঃ (দিগঙ্গনাগণের রোমরাজির
ন্যায় শোভাসম্পন্ন), সদ্ধূমলেখোল্লসৎকর্পূর-
ত্রসরেণুভিঃ (ধূমরাজির মধ্যে
উল্লসিত কর্পূররাশির অতিসূক্ষ্ম চূর্ণযুক্ত),
কল্পদ্রুমেভ্যঃ (কল্পতরুরাজি হইতে) মুহুঃ
(নিরন্তর) চ্যোতদ্ভিঃ (ক্ষরিত) মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ
(মধুবিন্দুসমূহদ্বারা) বিশিষ্য (বিশেষভাবে)
সৌরভ্যাতিশয়ং গমিতৈঃ (অতিশয় সুগন্ধীকৃত),
মহাসুরভিভিঃ (মহাসৌরভশালী) অগুরবৈঃ
ধূপৈঃ (অগুরুর ধূপদ্বারা) ধূপিতা আসীৎ
(সুবাসিত হইয়াছিল)। ৯। (১২)
অনন্তর – চিত্রবাদিত্রবাদ্যাঃ (বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র-
সমূহ ধ্বনিত করিয়া) প্রাক্ এব (পূর্ব হইতেই)
দেব্যঃ (দেবীগণ), দেবাঃ অপি (দেবগণও),
সিদ্ধাঃ (সিদ্ধগণ), বিদ্যাধরপারিষদঃ (বিদ্যাধরগণ),

চারণাঃ কিন্নরাঃ চ (চারণগণ এবং কিন্নরগণ)
স্বরভসং (অতিশয় আগ্রহ সহকারে) গীতমানৈঃ
(প্রশংসা) বিমানৈঃ (বিমান যোগে) নভসি
(আকাশের) পরিতঃ (সর্বত্র) আসন,
(বিরাজ করিয়াছিলেন); হি (যেহেতু)
উৎকণ্ঠিতানাং (উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিগণের) উৎকণ্ঠং
(উৎকণ্ঠা) সময়াপেক্ষং ন ভবতি (কোন সময়
বিশেষকে অপেক্ষা করে না) ॥ ১৩॥ (১৩)

৫। অনন্তর সকল বন হইতেই বনদেবতাগণ সাম্মুখ্য
সহকারে উপযোগযোগ্য বিশুদ্ধ উপকরণরাশি
সংগ্রহ পূর্বক হর্ষভরে অবনতচিত্তে বৃন্দাবনক্ষেত্রে
আগমন পূর্বক অতুলনীয় সৌন্দর্য ও সহৃদয়তা-
প্রভৃতি-গুণসম্পন্না বৃন্দাদেবীর সহিত সহচরীভাবে
মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট পুষ্পমালাসমূহদ্বারা
দোলা ও মণিময় তরুমূল সমূহের অবশিষ্ট
সজ্জাসমূহ অতিশয় সুন্দররূপেই রচনা
করিয়াছিলেন ॥ (১৪)

৬। এই সময়ে পাক্ষিগণ ও চতুর্দিক হইতে অতিশয়
সন্তোষের সহিত উৎসবদর্শনের আনন্দ বিস্তার

করিয়া মিলিত ভাবে তথায় আগমনপূর্বক দোল-
মঞ্চাশ্রিত লীলাময় তরুণাকৃতির প্রতিমা মায় প্রতি
পল্লবে সর্বত্র উপবেশন করিয়া হৃদয়ের
আন্দোলনের সহিত দোলায়মান শ্রীকৃষ্ণের
দর্শনাভিরামতার অনুরূপ উত্তম হর্ষবশতঃ
মৌনভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলির বিচার করিতে
লাগিল ॥ (১৫)

৭। এইরূপ, সকল জাতীয় হরিণগণই একসঙ্গে
পরম-কৌতূহলসহকারে সকল দুঃখ ভুলিয়া
প্রত্যেক লতাকুঞ্জে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছিল।
তৎকালে সেই হরিণসমূহ চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় বিচিত্র
শোভা বিস্তার করিয়াছিল ॥ (১৬)

একদা সুদৃশঃ (সুলোচনা গোপ-
বধূগণ) যেষাঃ ক্বণিতকলয়া (মুরলীর বংশী-
ধ্বনিদ্বারা) আকৃষ্টাঃ ন চ (আকৃষ্ট হন নাই [এরূপ]),
ভবনক্রিয়াং (গৃহকার্য) ত্যক্ত্বা অপি (ত্যাগ
করিয়াও) ন আয়াতাঃ (আগমন করেন নাই);
গুরুবিরোধক্ষতধিয়ঃ চ ন (আর, গুরুজনকর্তৃক

অযত্নোর্থহেতু মানসিক পীড়া[?] ও করেন নাই); কি

অশ্মকলাকোলিংচিন্তামনয়: ইব (তবে তাঁহারা
ক্রীড়াকলার চিন্তামনিরাশির ন্যায়) দিগ্‌ভ্যঃ
(দিক্‌সমূহ হইতেই) সমীয়ুঃ (তথায় আবির্ভূত
হইলেন)? অথবা (অথবা) কল্পক্রমৈঃ সমুদগীর্ণাঃ
কিম্? (কল্পতরুরাজি কর্তৃকই ~~কি~~ প্রকাশিত
হইয়াছিলেন কি?) ১৭॥ (১৭)

অমূঃ (সেই সুন্দরীগণ) অন্তঃশ্রোণি (নিতম্বদেশে)
মৃদুঘনৈঃ (সুকোমল ও ঘনসান্নিবিষ্ট) চণ্ডাতকৈঃ
(অর্ধ উরুপর্যন্ত বিস্তৃত বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা [এবং]) ছিন্দ
তেষাম্ উপরি তু (তাহার উপরে) আগুল্‌ফবিস্তারিভিঃ
(গুল্ফদেশপর্যন্ত বিস্তৃত), কৌসুম্ভৈঃ (কুসুম্ভ-
~~রাগ~~রঞ্জিত) সূক্ষ্মচীননিচয়ৈঃ (অতিসূক্ষ্ম চীন-
বস্ত্র দ্বারা) বিরাজিতাঃ (সজ্জিত হইয়া),
চঞ্চৎকঞ্চলিকাবিশেষবিলসদ্‌বক্ষোরুহাঃ
(চঞ্চল কাঁচুলী কঞ্চুলিকা দ্বারা স্তনযুগলের বিলাসবিশেষ
বিস্তারপূর্বক) কাঞ্চীকল্পিতনীবিবন্ধবিধয়ঃ
(কাঞ্চী ~~রচিত~~ দ্বারা নীবিবন্ধন রচনা করিয়া)
তুল্যাশ্রিয়ঃ বভুঃ (~~এক প্রকার~~ সমান নির্ভয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ
করিয়াছিলেন) ॥ ১২॥ (১৮)

কাশ্চিৎ (কোন কোন ললনা) কৌসুমচাপচাপল-
লসৎকক্ষা: (পুষ্পরচিত ধনুকের চঞ্চল আভারা
স্কন্ধদেশের শোভা বিস্তার পূর্বক), ও কৌসুমৈ:
শরৈ: (পুষ্পরচিত বানসমূহ [ও])
কাঞ্চীদামসঙ্গতৈ: (কাঞ্চীবন্ধনের সহিত আবদ্ধ),
কর্ণাম্বুজকৃতৈ: (স্বহস্তরচিত), সৈন্দূরকৈ:
কন্দুকৈ: (সিন্দূরের গোলকসমূহ দ্বারা),
তস্মিন্ কৌতুকদোলখেলনকলারঙ্গাজিরে
(কৌতুকময় দোলক্রীড়ার ক্ষেত্রস্বরূপ সেই
মুক্তাঙ্গনে) মনোজন্মন: (কন্দর্পের) তনুমত্য:
(মূর্তিমতী) সংগ্রামোৎসবদেবতা: ইব রেজিরে
(সংগ্রাম দেবতাগণের ন্যায় শোভা
ধারণ করিয়াছিলেন)।। ১৩।। (১৯)
কাশ্চিৎ (কোন কোন ললনা) কৌসুম্ভধূলি-
ধোরণিভৃতং (কুসুম্ভ চূর্ণে পরিপূর্ণ)
বাসোঽঞ্চলীং (বস্ত্রাঞ্চল) লীলয়া (ভঙ্গীসহকারে)
তির্যক্ (বক্রভাবে) কাঞ্চনকাঞ্চিসীম্নি জঘনে
(জঘন দেশস্থিত স্বর্ণময় চন্দ্রহারের প্রান্ত-
দেশে) বদ্ধাং দধত: বভু: (আবদ্ধ করিয়া

বিরাজ করিতেছিলেন); যাভিঃ (যে যে ললনা)
যৎ (যে সমস্ত) রতিকলা[বৈদগ্ধ্য] বিদ্যাদ্রবিণং
(রতিকলার নৈপুণ্যবিদ্যারূপ ধনরাশি)
চিরসঞ্চিতং (চিরকাল সঞ্চয় করিয়াছিলেন),
তাঃ (তাঁহারা [তৎকালে]) কৃষ্ণমনোমণিং
(শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরত্নকে) ক্রেতুম্ ইব (ক্রয়
করিবার নিমিত্ত যেন) তৎ (তাহা) প্রচ্ছো
নিধায় আগতাঃ (প্রান্তে আবদ্ধ করিয়া
সেস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন) ॥১৪॥ (২০)
কাশ্চিৎ (কোন কোন ললনা) আগুরবৈঃ শৈত্যতৈঃ
(তরল অগুরু), মহাসুন্দরভিভিঃ (অতি সুগন্ধি)
কস্তূরিকা-কর্দমৈঃ (কস্তূরী পঙ্ক), কার্পূরৈঃ
রেণুভিঃ (কর্পূররেণু) অপি (ও) মলয়জ-
ক্ষোদৈঃ চ (চন্দনচূর্ণ দ্বারা) সম্পূরিতাঃ (সম্যক্‌-
ভাবে পরিপূর্ণ), বায়ুভেদ্যতয়া (অথচ
বায়ুসংস্পর্শে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায়)
মহামণিময়পাত্রান্তরস্থাপিতাঃ (উত্তম মণি-
রচিত পাত্রান্তরে স্থাপিত), কাচকূপিকাঃ
(কাচনির্মিত কূপিকা অর্থাৎ বোতলসমূহ)

করতলেন আদায় (হাতে লইয়া) তস্থু আসমু: (তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন)।।১৫।। (21)

কাশ্চিৎ (কোন কোন সুন্দরী) কুঙ্কুমবারিভি: (কুঙ্কুম-জল), মলয়জাম্বুভি: (চন্দনজল), কস্তূরিকা-পাথোভি: (কস্তুরীর জল), কুসুমদ্রবৈ: অপি (পুষ্পের নির্যাস দ্বারা), সম্পূরিতং (পরিপূর্ণ), নানাত্মনা শিল্পেন অতুলং (বিবিধ অতুলনীয় শিল্প কৌশলযুক্ত) সৌবর্ণং জলযন্ত্রজালং (সুবর্ণবিরচিত জলযন্ত্র [পিচকারি] সমূহ) বিভ্রত্য: (ধারণ করিয়া) মন্মথযুদ্ধযাত্রিক-ভটা: (কন্দর্পসংগ্রামের যন্ত্রধারী সেনাগণের) মূর্ত্তা: ওজ:শ্রিয়: ইব (মূর্তিমতী তেজ:সম্পত্তি-রাশির ন্যায়) রেজু: (শোভা পাইতেছিলেন)।।১৬।।(22)

৮। এইরূপে সর্বময় মহোৎসবের অনুরাগদ্বারা বশীকৃতা এবং কন্দর্পের সেনাগণের সকল সৌভাগ্য-হারিণী সেই মনোহরা সুন্দরীগণ অভূতপূর্ব প্রতি-যোগিতাসহকারে পৌর্বাপর্য বিচারপূর্বক ক্রীড়ার সৌকর্য্য বিষয়ে চাতুর্য্য [নৈপুণ্য] প্রকাশ করিয়া অঙ্গন-চতুষ্টয়ের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া, মদমত্ত কোকিলবৃন্দের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের

কম্পিত বায়ুবেগে চাঞ্চল্যযুক্ত কর্ণোৎপলের
শোভাযুক্ত) মকরকুণ্ডলং আদধান: (মকরাকৃতি
কুণ্ডলযুগল ধারণ করিতেছেন), সূক্ষ্মসূক্ষ্মতম-
কঞ্চুকীচুম্বিতাঙ্গ: (যাঁহার অঙ্গ অতিসূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম
কঞ্চুকদ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে), কেয়ূরকঙ্কণমণীন্দ্র-
রুচা সুচারু: (যিনি কেয়ূর ও কঙ্কণান্বিত উৎকৃষ্ট
মণিরাজির দীপ্তিদ্বারা মনোহর শোভা করিয়াছেন),
কম্বোপমকণ্ঠ-চলকৌস্তুভরশ্মিপূর-শোভায়মান-বর-
মৌক্তিকদামধামা ([এবং] যিনি কণ্ঠদেশে অবস্থিত
চঞ্চল কৌস্তুভমণির কিরণজালের সংস্পর্শহেতু
রক্তিমাযুক্ত মুক্তামালার দীপ্তি ধারণ
করিতেছেন), লীলাবিলাসগমন-ক্রমমন্দমন্দ-
শব্দায়মান-মণিনূপুর-কিঙ্কিণীক: (যিনি লীলা-
বিলাসসহকারে গমনহেতু মণিময় নূপুর ও
কিঙ্কিণীজালের মৃদু ধ্বনি প্রকাশ করিতেছেন
[এবং যিনি]) ললিতয়া (ললিতাকর্তৃক)
ওষ্ঠাধরে ললিতোপনীতং (সুন্দররূপে
ওষ্ঠ ও অধরে অর্পিত) তাম্বুলপূলকং (তাম্বুল-
বীটিকা [খিলি]) অদন্ (ভক্ষণ করিতে করিতে)

মদমত্তমূর্তিঃ (মদমত্ত দেহে বিরাজ করিতেছেন), শ্রীকৃষ্ণঃ ([এইরূপ] শ্রীকৃষ্ণ) মণিময়যষ্টিকোপমাভিঃ (মণিময় যষ্টি তুল্য) আভাভিঃ (দীপ্তি-দীপ্তিরাশিদ্বারা) নীরন্ধ্রাম্বর-রমণী-মণীন্দ্র-বীথীং (স্বর্গরমণীগণের শ্রেষ্ঠ সুনিবিড় মণিকিরণ-রাজিকে) ঐ প্রসভম্ উৎসার্য ইব (বলপূর্বক অপসারণ করিয়াই যেন) আগহিত প্রযত্নঃ (অগ্রসর হইতে হইতে) মণিতরুমণ্ডপং (মণিময় তরুমণ্ডপে) বিবেশ (প্রবেশ করিয়াছিলেন) ।। ১৭—২১।। (২৩—২৭)

হরৌ (শ্রীকৃষ্ণ) দয়িতয়া সহ (প্রিয়তমার সহিত) দোলাক্রীড়ং (দোলনায়) অধিরোহতি (আরোহণ করিলে), খগৌঃ (পক্ষিগণ) জয় জয় জয় ('জয় জয় জয়') ইতি (এইরূপ) উচ্চৈর্নাদৈঃ উচ্চতানিরে (উচ্চ ধ্বনি বিস্তার করিয়াছিল), দ্রুমৈঃ (তরুরাজি) মুকুলপুলকৈঃ (মুকুলরূপ রোমাঞ্চদ্বারা প্রকাশ) অনুমোদাঃ (আন্তরিক হর্ষের) অভিনিন্যে (সূচনা করিয়াছিল [এবং]) লতাভিঃ (লতারাজি) সুমনঃলীস্যন্দৈঃ (পুষ্পসমূহের মধুবর্ষণচ্ছলে) উদস্রাভিঃ অশ্রূণি (আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল)।।২২।।(২৮)

(আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল)॥২২॥(২৮)

প্রচলাকিনঃ (ময়ূরগণ) দ্রুমমণ্ডপোপরি (তরু-
মণ্ডপের উপরে) পরিগতং (মিলিত ও উপস্থিত), সতড়িতং
(তড়িদ্‌যুক্ত) স্নিগ্ধং (স্নিগ্ধকান্তি) ধারাধরং ইব
(জলধরের ন্যায় [সেই শ্রীকৃষ্ণকে]) দর্শং দর্শং
(বারম্বার দর্শন পূর্বক) প্রহর্ষবশংগতাঃ (অতিশয়
হর্ষে বিহ্বল হইয়া), পরিচিতম্ অপি (পরিচয়
সত্ত্বেও) প্রেম্না অপূর্বম্ ইব বিদন্তঃ (প্রেমবশতঃ
নূতন ব্যক্তির ন্যায় মনে করিয়া) উন্মদাঃ (উন্মাদনার
সহিত) অভিতঃ (চারিদিক হইতে) 'কে ও কেও'
ইতি ('তোমরা কে? তোমরা কে?' এইরূপ)
চুকূবুঃ (ধ্বনি করিয়াছিল)॥২৩॥(২৯)

৯। মনোজ্ঞ গতিশীলা চারণ ও কিন্নরগণের
বধূগণ, মধুকরগণের গুঞ্জনরবে আদৃত ও
নক্ষত্ররাজির শুভ্র কান্তিসহযোগে অত্যুজ্জ্বল, নন্দনবনের
পুষ্পরাজি বর্ষণ করিতে করিতে, সিদ্ধবধূগণ
লজ্জাসঙ্কোচ পরিত্যাগপূর্বক সুকোমল
করপল্লবদ্বারা মাদল, বহুমূল্য পনব ও অতিরম্য
পটহ প্রভৃতি বাদ্যসমূহকে লয়ের সহিত

আঘাত করিতে করিতে এবং অমলচরিত্রা দেববধূ-
গণ ও উর্বশী প্রমুখ অপ্সরোগণ মন্দাকিনীর
অতিশুভ্র তরঙ্গরাজির ন্যায় কান্তিযুক্ত চামররাজি-
দ্বারা বীজন করিতে করিতে আকাশমণ্ডলের
সর্বত্র নিরবচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিলে,
চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিমার্গের পবিত্রতাজনক,
জ্যোৎস্নারাশির সমজ্যোতি অতিশুভ্র ফেনরাশির
ন্যায় দেদীপ্যমান বস্ত্রদ্বারা আবৃত, অত্যুজ্জ্বল
উপাধানযুক্ত, অতিশয় রমণীয় এবং উপরিভাগে
সকল সৌন্দর্যের চিহ্নযুক্ত, সেই দোলা-খট্বায়
আরোহণের নিমিত্ত ব্রজরাজনন্দন উৎফুল্লচিত্তে
অগ্রসর হইলেন ।। (৩০)
[তৎকালে] বনদেবতাভি: (বনদেবতাগণ) মধুর-
মঙ্গলগানপূর্বং (সুমধুর মঙ্গলগীতির সহিত)
মহামণিময়ৈঃ (অত্যুজ্জ্বল মণিময়) দীপৈঃ (প্রদীপ-
মালাদ্বারা) নীরাজিত: (নীরাজন করিলে),
মুকুন্দ: (শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীরাধয়া
সহ (শ্রীরাধিকার সহিত) অদ্ভুত দোলশিল্পে
(সেই দোলমঞ্চ প্রভৃতির বিচিত্র রচনার প্রতি)

নয়নং ব্যাপারয়ন্ (দৃষ্টিপাত করিয়া) কুতুকী বভৌ (কৌতূহলযুক্ত হইয়াছিলেন)॥ ২৪॥ (৩১)

[অনন্তর] আরূঢ়স্য (দোলায় আরূঢ়) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তালম্ব করাম্বিতেন যুক্ষ্মা (বামহস্তদ্বারা নিজস্কন্ধদেশোপরি স্থাপনহেতু স্মরবশতঃ) সঞ্জাত রোমোদ্গমা (রোমাঞ্চ-শোভা ধারণ করিয়া) বামাবিলোচনাচয়মণী (সুলোচনাগণের রত্নস্বরূপা) রাধা (শ্রীরাধা) কৌতুকাৎ (কৌতুক হেতু) সলীলং (লীলার সহিত) মণীন্দ্র দোলন সহ প্রেঙ্খোলিকাং (দোলোৎসবের উপযোগিনী মণিময়ী প্রেঙ্খোলিকা অর্থাৎ দোলনায়) উহ্যায় (আরোহণপূর্বক) বামে (শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে) উপাবিবেশ (উপবেশন করিলে) তৎসহচরীসমূহঃ (তাঁহার সহচরীগণ) সমন্তাৎ অভূৎ (চতুর্দিকে অবস্থান [অর্থাৎ বেষ্টন] করিয়াছিলেন)॥ ২৫॥ (৩২)

১০। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কোন এক অপূর্ব রমণীয়তাদ্বারা দর্শক ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষিণী সেই দোলার উপরে আরোহণ করিলে, লাবণ্যামৃততরঙ্গিনীর প্রবাহমধ্যে আবির্ভূত অতিচঞ্চল মাধুর্য-তরঙ্গদ্বারা

সকলেরই ধৈর্য্যের সীমা বেণুবাদ্যের ন্যায় অপসারিত হইলে, দেব-দেবীগণ তদ্দর্শনের উৎকণ্ঠায় যেন কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াই আকাশের সর্বভাগ পরিত্যাগ-করিয়া দর্শনেচ্ছার অনুরূপ প্রকাশিতবশতঃ দর্শনের উপযোগী আকাশমণ্ডলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া-ছিলেন ॥ (৩৩)

১১। অনন্তর প্রধানা সুলোচনাগণ, দোলায় আরোহণহেতু শ্রীকৃষ্ণকে মহামাধুর্য্যযুক্ত হইতে দেখিয়া, নিজ নিজ ক্রোড়দেশে ক্রীড়ার উপযোগী চূর্ণরাশি ধারণ করিয়া লয়সমন্বিত মঙ্গলসঙ্গীতদ্বারা কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্ট সৌরভ বিস্তারপূর্বক তাঁহার চতুর্দিকে নিজ-নিজ-দোলায় আরোহণ করিলেন ॥ (৩৪)

তাঁহাদের মধ্যে — চন্দ্রাবলীপ্রভৃতয়ঃ (চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সুন্দরীগণ) মুরারেঃ পুরতঃ (শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে), ভদ্রাদয়ঃ অন্যাঃ (ভদ্রাপ্রভৃতি অপর সুন্দরীগণ) পরিজনৈঃ সহ (স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত) দক্ষিণে (দক্ষিণভাগে), শ্যামাদয়ঃ (শ্যামা প্রভৃতি সুন্দরীগণ) নিজগণৈঃ সহ (স্বীয় পরিজনবৃন্দের সহিত) বামভাগে (বামভাগে),

অথ (এবং) ধন্যাদয়ঃ (ধন্যাপ্রভৃতি কুমারীগণ) সহচরীভিঃ (সহচরীগণের সহিত) অন্য পশ্চাৎ (উঁহার পশ্চাদ্ভাগে [নিজ-নিজ-দোলায় আরোহণ করিয়াছিলেন]) ॥ ২৬॥ (৩৫)

১২। এইরূপে সেই গোপসুতাগণ কৌতুকাকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিহেতু সকল দিকেই দোলায় আরোহণ করিয়া নিরন্তর নানাবিধ উজ্জ্বল্য-বিস্তারে উহারা শ্রীকৃষ্ণের দোলার অনুরূপ উৎকর্ষ অতিশয় শোভা ধারণ করিলে, তৎকালে উহা অতিশয় অদ্ভুত হইয়াছিল ॥ (৩৬)

১৩। অনন্তর, হংসজনক সভ্যতাপ্রসন্না ও মদভারে তুল্য। স্বভাবাপন্না অন্যান্য সুন্দরীগণ নিজ-নিজ-দেহকান্তি দ্বারা স্বর্ণলতায় উপবনের সৌন্দর্য-রাশি পরাভূত করিয়া অঙ্গন চতুষ্টয়ের সর্বত্র অপরিদুর্লভ আনন্দভরে মৃদুস্বরে সাধারণ বীণার ও সপ্ততন্ত্রী বীণার বাদ্যধ্বনি প্রকাশপূর্বক অপরিমিত নাদমাধুর্যযুক্ত ও শ্রুতিসুখকর মঙ্গলসঙ্গীত আরম্ভ করিলে— পঙ্কজাক্ষ্যঃ (সুলোচনা বধূগণ) একেন গায়িনা

(একহস্তে) প্রেঙ্খোলিকায়াঃ (দোলার)
অতিলালিতং (অতিমনোহর) গুণং (রজ্জু)
ধৃত্বা (ধারণপূর্বক) লীলাকুলাবর্তৈঃ (অতিশয়
সুষমময় লীলাকুলতায়) ভৃঙ্গসঙ্গেন সার্ধং (ভ্রমর-
সঙ্গের সহিত) নিকুঞ্জনবলতিকাং দোলয়ন্ত্যঃ
(নিকুঞ্জ-দেহলতিকার আন্দোলন করিতে করিতে),
অন্যেন (অপর হস্তে) নিবিড়নিয়মিতাৎ (দৃঢ়বদ্ধ)
অঞ্চলাৎ (বক্ষাঞ্চল হইতে) মুষ্টিগ্রাহং
(মুষ্টিপূর্ণ করিয়া) কেলিধূলীঃ গৃহীত্বা (কুঙ্কুমাদির
চূর্ণ লইয়া) আবল্গদ্বলনমণিময়বলয়ং
(মণিময় বলয়সমূহের সুচারু চাঞ্চল্য প্রকাশ-
সহকারে) চিক্ষিপুঃ (ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিতে
লাগিলেন) ॥ ২৭॥ (৩৭)
অনন্তর, সা (সেই) ধূলীনাং শ্রেণিঃ (ধূলি-
রাশি) নভসি (আকাশে) অনিলেন (বায়ুকর্তৃক)
ইতঃ ততঃ (ইতস্ততঃ) ধূয়মানা (পরিচালিত
হইয়া) ব্যোম্নি (আকাশমণ্ডলে) বিকচনবজবা-
জাল লক্ষ্মীবিড়ম্বি (প্রস্ফুটিত নবীন জবা পুষ্পের
শোভাসম্পত্তির তিরস্কারকারী) ভানুং

(অন্ধকারবিশেষ) ব্যতানীৎ (বিস্তার করিয়াছিল; [আর]) দেব্যঃ দেবাঃ চ (দেবগণ ও দেবীগণ) দৃষ্টিব্যাঘাতবিধুরিতাঃ ([উক্ত অন্ধকারহেতু] দৃষ্টির ব্যাঘাত নিবন্ধন ব্যাকুল হইয়া) মাধ্বীকস্যন্দকৈঃ (মধুবর্ষণহেতু মেঘসদৃশ) সূক্ষ্মবর্ষপ্রকর্ষৈঃ (সূক্ষ্ম বৃষ্টির উৎকর্ষ দ্বারা), মুহুঃ উদাস্য (নিরন্তর উৎপন্ন সেই অন্ধকারকে) মুহুঃ যত্নপূর্বং (বারম্বার যত্নপূর্বক) নিরাসুঃ (নিরসন করিতেছিলেন)।। ২৮।। (৩৮)

অনন্তর, রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে) পর্যন্তস্থৈঃ (দোলার প্রান্তস্থিত) প্রিয়পরিজনৈঃ (প্রিয় পরিজনবর্গ কর্তৃক) চারু দোলায়মানৌ (সুন্দররূপে আন্দোলিত হইয়া), সমন্তাৎ (চতুর্দিক্ হইতে) বৃন্দাদ্যাভিঃ (বৃন্দাপ্রমুখ বনদেবতাগণের) জয় জয় জয় ইতি উচ্যমানৌ ('জয় জয় জয়' এইরূপ স্তুতিবাদ লাভ করিয়া), স্বয়ং অপি (উভয়ে স্বয়ংও) মুদা (প্রীতিভরে) লীলালোলং (লীলাচাঞ্চল্যের সহিত) কেলিচূর্ণীঃ কিরন্তৌ (কুঙ্কুমাদির চূর্ণ নিক্ষেপপূর্বক),

যুবতিনিকরৈঃ কীর্ণমানৈঃ (যুবতীগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত চূর্ণদ্বারা রঞ্জিত হইয়া) রেজতুঃ (অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন)॥ ২৯॥ (৩৯)

অনন্তর, দোলন্তীভিঃ (দোলনরতা) প্রেয়সীভিঃ (প্রেয়সীগণ কর্তৃক), প্রিয়পরিভব প্রাপ্তে (প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত), ক্ষিপ্তে (নিক্ষিপ্ত) খেলারজাংসি (ক্রীড়াচূর্ণসমূহ) মরুতা (বায়ুদ্বারা) সমন্তাৎ (চারিদিকে) ঘূর্ণমানে (ভ্রমমাণ হইতে থাকিলে), ভূয়ঃ (পুনরায়) জতুপুটিকয়া ক্ষিপ্তাঃ (লাক্ষানির্মিত গোলক মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নিক্ষিপ্ত) গন্ধসারাদিপঙ্কাঃ (চন্দনাদির পঙ্ক অর্থাৎ তরলীকৃত চন্দনাদি দ্রব্য) কামদেবস্য (কন্দর্পের) যন্ত্রোন্মুক্তাঃ (যন্ত্রমুক্ত) গুলিকাঃ ইব (গুলিকাদি সমূহের ন্যায়ই) পেতুঃ কিম্ (পতিত হইয়াছিল কি)॥ ৩০॥ (৪০)

১৪। অনন্তর—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চতুর্দিকে অবস্থিতা কলা[illegible] সখীগণ, দিক্চতুষ্টয়রূপ দোলা-মধ্যে আরূঢ় চন্দ্রমণ্ডলীর ন্যায় বিরাজমান

এবং চন্দনাদির পঙ্কপূর্ণ লাক্ষা-নির্মিত গোলকসমূহের
নিক্ষেপ-কার্যে অতি চতুরা পূর্বোক্ত যুবতীগণের
নিক্ষিপ্ত, সুগন্ধবিস্তারী উক্ত গোলকসমূহকে
নিজ-নিজ-হস্ত দ্বারা ধারণপূর্বক তদ্দ্বারাই
তাঁহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন ।। (৪১)

১৫। পরন্তু পূর্বোক্ত যুবতীগণের নিক্ষিপ্ত
একটি গোলকও যখন বৃন্দেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ও
বৃন্দেশ্বরী শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না,
তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রচুর-কৌতুহল-
সহকারে একসঙ্গেই নিক্ষেপেচ্ছায় গ্রীবা অতিশয়
অহঙ্কার বিস্তারপূর্বক তিন বা চারিজনে প্রত্যেকের
প্রতি তিন-চারিটি গোলক নিক্ষেপ করিতে
লাগিলেন ।। (৪২)

অণ্ডং ভিত্ত্বা (অণ্ড বিদারণপূর্বক) বহির্ভূতৈঃ
খগপোতকৈঃ ইব (বহির্গত পক্ষিশাবক-
গণের ন্যায় [তৎকালে]) আবেগসাম্য তেন
মহতা বেগেন (নিঃক্ষেপবেগের প্রাবল্যহেতু:)
নির্ভজ্য (ভগ্ন হইয়া) ভূমৌ (ভূতলে) বিভ্রান্তঃ

(ইতস্তত: ঘূর্ণিত মান), অতি মৃদুলাঃ (অতি কোমল)
লাক্ষাকোষতঃ (লাক্ষানির্মিত কোষের অভ্যন্তর
হইতে) নিঃসৃত্য দূরং গতৈঃ (নিঃসৃত ও দূর-
গত), আগুরবৈঃ গন্ধৈঃ ঘনৈঃ (অগুরুর গন্ধ-
যুক্ত), গোলায়িতৈঃ (গোলাকার),
মলয়জ ক্ষোদৈঃ চ (চন্দন চূর্ণ সমূহ) অভিতঃ
(চতুর্দিকে) নিপেতে (পতিত হইয়াছিল)।। তথা (৪৩)
সর্বতঃ ([তৎকালে] সকল দিক্ হইতে) সমং
(এককালে) বেগতঃ (সবেগে) ক্ষিপ্তানাং
(নিক্ষিপ্ত) তেষাং (সেই গোলকসমূহের মধ্যে)
যে (যে সকল গোলক) ব্রজরাজসূনু নিকটে
(শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) নিপতান্তি (পতিত হইতে-
ছিল), পার্শ্বাস্থিতাঃ (পার্শ্বাস্থিতা) সুহৃদঃ
(সুহৃদগণ) তান্ অরহয়ন্
(ঠেকা দিয়া বাধা প্রদান পূর্বক নিবারণ করিতেছিলেন);
যে কে অপি বা (তন্মধ্যে যে কয়েকটি)
অভিতঃ (চারিদিক হইতে) তস্য (শ্রীকৃষ্ণের)

জলদশ্যামে (মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ) প্রতীকে
(শ্রীবিগ্রহে) লগ্নাঙ্ক (সংলগ্ন হইতেছিল),
স্মিতমুখী (হাস্যমুখী) রাধিকা (শ্রীরাধা)
স্বেদচ্যুতা (ঘর্মস্রাবী) শাতনা (হস্তদ্বারা)
তান্ আলুম্পাতি (সেই সকল গোলককে
আহরণ করিয়াছিলেন)।। ৩২।। (৪৪)

১৬। তৎকালে সেই হরিণলোচনাগণের লোচন-
সমূহ কদাচিৎ অধৈর্যবশতঃ চঞ্চল হইয়া
গর্বভরে ঔৎসুক্যসহকারে চকোরগণের ন্যায়
শোভা বিধান করিয়া আবার কখনও বা লজ্জায়
সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সমধিক-
ভাবে তাদৃশ নয়নসমূহের আনন্দবিতরণরূপ
মদনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইরূপে
তিনি অন্য কর্মে অলস হইয়া
একমাত্র চারিদিকের অঙ্গনসমূহের প্রতিই
আভিমুখ্য [একসাম্মুখ্য] ইচ্ছা করিয়া, কদাচিৎ

~~দোলনরতা, দাক্ষিণদিগ্‌বর্তিনী,~~
রক্তবর্ণ চূর্ণসমূহের বিক্ষেপকারিণী, হস্তিনী-
গণ অপেক্ষাও সুরম্যা বিলাসশীলা, বিলাস-
রাশির পতাকারূপা, দোলনরতা,
দাক্ষিণদিগ্‌বর্তিনী, সর্বকলানিপুণা ~~রমণী~~ ললনী-
গণের প্রতি, কখনও বা অতিহর্ষশীলা
উত্তর দিগ্‌বর্তিনী বিলাসিনীগণের প্রতি,
~~কখনও~~ কখনও বা আত্মতুল্যা সখী-
গণের সহিত রসবিলাসপরিহাসে নব নব
বাসনার বশীভূতা, ~~পশ্চিমদিগ্‌বর্তিনী,~~
~~দোলনরতা~~ নীলপদ্মরাজি অপেক্ষাও
মনোজ্ঞনয়না, পশ্চিমদিগ্‌বর্তিনী দোলনরতা তরুণীগণের প্রতি এবং
কখনও বা পূর্বদিকে অপূর্ব ঐশ্বর্যশালী
দোলায় আরূঢ়া, পরমসৌন্দর্যান্বিতা সুন্দরী-
গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্বগুণ-
সম্পন্না শ্রীরাধার সহিত স্বয়ং দোলনরত
হইয়াই স্বীয় করকমলস্থিত পদ্মরাগমণির
ন্যায় রক্তবর্ণ চূর্ণরাশির নিক্ষেপ সহকারে
সকলকেই পরাজিত করিয়াছিলেন ॥(৪৩)

১৭। এইরূপে হাস্যবিকশিত মুখকমলের শোভাতিরস্কারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুঙ্কুমাদির চূর্ণ নিক্ষেপদ্বারা সুন্দরীগণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় কৌতুহলীরসের প্রভাবে পূর্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ের তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত পর্যায়ক্রমে তাঁহাদের অভিমুখ হইয়া দোলনরত হইলে দুই প্রকারেই সেই দোললীলা সিদ্ধ হইয়াছিল ॥ (৪৩)

তাহা এইরূপ— ×[শ্রীকৃষ্ণ]

যদি (যে সময়ে,) পূর্বপশ্চিমদিশো: সম্মুখ: (দোলনক্রিয়ায় পূর্ব বা পশ্চিমদিকের অভিমুখে উপবিষ্ট ছিলেন), তদা (তৎকালে) দোল: (দোলনক্রিয়াটিও) সম্মুখ: (তাঁহার অভিমুখেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল); যদি (অথ ; যখন [তিনি]) দক্ষিণোত্তরদিশো: সম্মুখ: (দক্ষিণ বা উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট ছিলেন), তদা (তখন) দোল: পার্শ্বগ: (দোলনক্রিয়াটি তাঁহার দুই পার্শ্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল); এবং (এইরূপে)

তস্য (তাঁহার) সম্মুখপার্শ্ব দোল কুতুকে
(সম্মুখ ও পার্শ্বভাগে দোলন ক্রিয়াটি
অনুষ্ঠিত হইলে [তাঁহার]) হারস্য (হার),
বনস্রজ: (বনমালা) শ্রীমৎকুণ্ডলয়ো: চ
(ও সুরম্য কুণ্ডলযুগলের ও) দোলোৎসব:
(দোলনক্রিয়া) তাদৃশ: (ঐরূপ দুই প্রকারেই)
সমভূৎ (সিদ্ধ হইয়াছিল) ॥৩৩॥ (৪৭)

১৮। অহো! এইরূপে বিলাসসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের
~~নিত্য~~ রহস্যময় নিত্যলীলাসমূহ সর্বদাই
প্রকট ও অপ্রকট ভাবে বিরাজমান
রহিয়াছে ॥ ৪৮॥

প্রভবত: তস্য (নিত্য প্রভুত্বশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের)
ঈদৃক্ ভবিতুং (পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রকট ও
অপ্রকট নিত্যলীলাসমূহের আবির্ভাবরূপে আত্ম-
প্রকাশ করিবার) শক্তি: ন আস্তে ন হি
(শক্তি নাই, তাহা নহে); সিদ্ধাদে: ভেদাৎ
(সিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা, প্রভৃতি রূপা [এবং] মুনিরূপা—
এইরূপ ভেদক্রমে) তা: (সেই) কমলদৃশ:
(সুলোচনা প্রেয়সীগণও) বিবিধা: ন ন

(বিভিন্ন রূপে যে বিরাজ করেননা, তাহা নহে;
[আর]) তস্য বৃন্দাবনস্য (তদীয় বিলাসস্থান
বৃন্দাবনেরও) অপ্রকটতা ন খলু অর্হতি ন
(অপ্রকট রূপে অর্থাৎ প্রপঞ্চের অগোচর রূপে
স্থিতি যে সম্ভবপর নহে, তাহাও নহে; [অতএব])
তস্মিন্ (সেই বৃন্দাবনে) কথং (কীহেতুই বা)
হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) কেলিলালিত্যং (ললিত
কেলিসমুদয়) নিত্যং ন ভবতু (নিত্যরূপে
বিরাজ করিবেনা)? ৩৪॥ (৪৯)

কিংবা — কথং (অন্যথা কী প্রকারে) যঃ একঃ (একাকী
শ্রীকৃষ্ণ) সহস্রাষ্টকযুগপ্রসংখ্যানাং (ষোড়শ-
সহস্র) কান্তানাং (কান্তাগণের) পাণিগ্রহণ-
কৌতুকে (বিবাহ-উৎসবে) যুগপৎ (এককালেই)
পৌরৈঃ সার্দ্ধং (পুরবাসিগণের সহিত) তত্র
পুরি পুরি বিশন্ (তাঁহাদের প্রত্যেকের
পুরে) বিশন্ (প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া),
অথ (অতঃপর) অবিদুষাং গুরূণাং
(স্বীয় বহুমূর্ত্তিগ্রহন-ব্যাপারে অনুসন্ধানরহিত
বসুদেবাদি গুরুজনের এবং পুরবাসিগণেরও)

স্বকীয়ং নানাত্বং স্বং বিনিবেশমিব

Ruma (স্ব)রচয়ং (নিজের নানাভাবের ন্যায় নানাভাব ও নিজের প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ রচনা করিয়াছিলেন?)॥ ৩৫॥ (৫০)

[তিনি] বৃন্দাবনে (বৃন্দাবনে) তাভিঃ (প্রেয়সী-গণের সহিত) সততং (সর্বদা) স্থিতঃ অপি (বিরাজমান হইয়াও) মধুপুরীং গতঃ চ (মথুরায় গমনপূর্বক) আসাং (তাঁহাদের) তদ্বৎ বিরহকষ্টম্ অপি (তাদৃশ বিরহকষ্টও) আরচিতবান্ (সৃষ্টি করিয়াছিলেন); অতঃ (অতএব) অতর্ক্যৈশ্বর্যে (অচিন্ত্য-ঐশ্বর্যশালী), পুরুমহিমনি (প্রভূত মহিমা-সম্পন্ন), শ্রীভগবতি (ভগবান্) ব্রজেশ্বর্যাঃ সূনৌ (শ্রীযশোদানন্দনের সম্বন্ধে) কিমপি (কোন বিষয়ই) বিচিত্রং ন বিলসতি (বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হয় না)॥ ৩৬॥ (৫১)

চৈতন্যকৃষ্ণকরুণোদিতবাগ্বিভূতিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের করুণায়

যাঁহার বাক্‌সম্পদের আবির্ভাব হইয়াছে,
[যিনি]) তস্মাচ্ছ্রীশিবানন্দস্য তনয়ঃ পুত্রঃ
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৈকপ্রাণ শ্রীশিবানন্দ-সেনের
পুত্র [এবং]) শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিশুদ্ধ-
বুদ্ধিঃ (শ্রীনাথ পণ্ডিত পাদের পাদপদ্মের
ধ্যান হেতু যাহার বুদ্ধির বিশুদ্ধি
হইয়াছে, [সেই]) কবিকর্ণপূরঃ
(শ্রীকবিকর্ণপূর) ইমাং চম্পূং (এই
চম্পূকাব্য) রচিতবান (রচনা
করিয়াছেন)॥ ৩৭॥ (৫২)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা-লতা-বিস্তারকে
দোলোৎসব-নামক দ্বাবিংশস্তবকের অন্বয়মুখে
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পাভিষেক, শ্রীধাম বৃন্দাবন, [illegible]—
বং ২১শে পৌষ ১৩৬৪ সাল
ইং ৫ই জানুয়ারী, ১২ই ...
পৌষী পূর্ণিমা, রবিবার।